দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

আবুল হাসান রচনা সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসান
রচনা সমগ্র

ভূমিকা
শামসুর রাহমান

বিদ্যাপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
চতুর্থ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
পঞ্চম প্রকাশ
জুন ২০১২
স্বত্ব
জাহানারা খানম চায়না
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২খ, বাংলাজার ঢাকা-১১০০
দাম
চারশ' টাকা
ISBN 983-422-094-8

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝিনুক নীরবে সহো
ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

পঞ্চাশের দশকের কয়েকজন কবি বাংলাদেশের কবিতার নতুন জমি তৈরি করলেন, আবাদ করলেন সেই জমি মেধা ও শ্রমে। এই জমিতে পা রেখেই ষাটের দশকের সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ বিশিষ্টতা অর্জন করেন। তাঁদের আবির্ভাবের পরই সানাউল হক খান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা এবং অকালপ্রয়াত আবুল হাসানের কাব্যশস্য হিলহিলিয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম আবুল হাসানের কবিতা পড়ি 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সাময়িকীতে। সেই বৈশিষ্ট্যহীন কবিতার লেখকের নাম ছিল আবুল হোসেন। তখন আবুল হাসান আবুল হোসেন নাম লিখতেন। বোধহয় সেটাই ছিল তাঁর পিতৃদত্ত নাম। অল্প দিনের মধ্যেই হাসানের মনে প'ড়ে যায় যে, চল্লিশের দশকের একজন বিখ্যাত কবির নামও আবুল হোসেন। তাই তিনি হোসেন থেকে হাসান-এ রূপান্তরিত হলেন। এই নাম পরিবর্তনের পর তাঁর কবিতাও বদলে যেতে লাগলো। একজন খাঁটি কবির জন্ম হলো। এই কবির জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কবিতায় ভরপুর ছিল। যেন হাওয়ায়, ধূলোয়, গাছের পাতায়, পাখির ডানায়, নদীর জলে, দিনের কোলাহলে, রাত্রির নিস্তব্ধতায় তিনি কবিতা পেয়ে যেতেন অবলীলায়। যিনি সর্বক্ষণ কবিতার ধ্যানে মগ্ন নন তার পক্ষে অসম্ভব এই কবিতা-আহরণ।

আবুল হাসান মাত্র ২৯ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ক্ষীণায়ু জন কীটস্ এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা। জানি না, কত বছর বয়সে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর কবিজীবন দীর্ঘ নয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত কাব্যচর্চা আমাদের উপহার দিয়েছে 'রাজা যায় রাজা আসে', 'যে তুমি হরণ করো' এবং 'পৃথক পালঙ্ক'-এর মতো তিনটি উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ। তাছাড়া তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যাও কম নয়। আবুল হাসান যেসব কবিতা গ্রন্থভুক্ত করেন নি সেগুলোতেও হাসানীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

আবুল হাসান বরিশালে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর শৈশব কেটেছে বরিশালের মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক পরিবেশে। সেখানকার গাছগাছালি, নদীনালাকে তিনি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়, যেমন করেছেন ঢাকা বাসের অভিজ্ঞতাকে। গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের মিলিত অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে বর্ণাঢ্য, সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতা সহজেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। গোড়ার দিকে তাঁর কবিতায় জীবনানন্দ দাশ এবং আরো কোনো কোনো কবির ছায়া লক্ষ করা গেছে। অনুজ কবির উপর অগ্রজ কবির প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ কোনো কবিই ভুঁইফোঁড় কিছু নন। একটি ধারাবাহিকতার অন্তর্গত তিনি; অতীতের কাব্যকৃতি একজন নতুন কবিকে তার শিল্পসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নতুন কবি তার নিজস্ব এলাকা সৃষ্টি করেন পূর্বসূরীদের অর্জনকে কাজে লাগিয়ে, তাঁদের কাব্যকলার কাঠামোয় বন্দী হ'য়ে নয়। নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতে হয় তাকে। আবুল হাসান তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান প্রাথমিক অনুশীলনের প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসান মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কবি, কবি ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাসে বয়ে গেছে কবিতা। তাঁর এলোমেলো জীবনের ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতাতেও। এই এলোমেলোমি তাঁর কবিতার দুর্বলতা এবং শক্তি। আবুল হাসানের কবিতার আপাত-অসংলগ্নতা এমনই হৃদয়গ্রাহী যে পাঠক অভিভূত হয়ে পড়েন। তাই, তরুণ কবিদের কাছে তিনি এত প্রিয়। যখন কোনো কোনো তরুণ কবির রচনায় আবুল হাসানের পংক্তিমালার ছায়া দেখতে পাই, তখন বিস্মিত হই না। তিনি যৌবনের বিষণ্নতা, নৈঃসঙ্গ্য এবং দীর্ঘশ্বাসের কবি। তাঁর শিল্প-সৌন্দর্য বোধ যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি তীব্র মানুষের প্রতি তাঁর মমতা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা। কবি-সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথার্থই বলেছেন, "চূড়ান্ত ব্যবচ্ছেদ করলে তাঁর (আবুল হাসানের) ভেতরে মায়া ও মমতা, মানুষের জন্যে দুঃখবোধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না।" একজন সত্যিকারের কবিই তো যীশু খৃষ্টের মতো সকল মানুষের হ'য়ে দুঃখ পান।

আবুল হাসান তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, "শিল্প তো নিরাশ্রয় করে না। কাউকে দুঃখ দেয় না।" সেই একই কবিতায় তিনি লেখেন,–

শিল্প তো স্বাতীর বুকে মানবিক হৃৎপিণ্ড, তাই
আমি তার হৃৎপিণ্ডে যাই চিরকাল রক্তে আমি
শান্তি আর শিল্পের মানুষ।

হ্যাঁ, তিনি শান্তি আর শিল্পের মানুষ, সর্বোপরি মানবপ্রেমী প্রকৃত কবি। এজন্যেই তাঁর রচনা সমগ্র আমাদের অবশ্যপাঠ্য। একজন কবির মূল্যায়নের জন্যে তাঁর প্রধান এবং গৌণ সকল রচনাই পড়া প্রয়োজন। কখনো কখনো গৌণ রচনাতেও কবির কোনো বিশেষ দিক প্রতিফলিত, যা তাঁর পাঠকদের জানা খুবই জরুরি। বাংলাদেশের কাব্য-মানচিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকার অধিকারী আবুল হাসান তাঁর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। আমরা যারা তাঁর কবিতার গুণমুগ্ধ পাঠক তারা জানি, তিনি ক্রমশ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই পরিণতির স্বাক্ষর বহন করছে আবুল হাসানের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পৃথক পালঙ্ক।' এই 'পৃথক পালঙ্ক' তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। তিনি চিরদিন 'পৃথক পালঙ্ক'-এ সমাসীন থাকবেন।

বিদ্যাপ্রকাশ এই অকালমৃত কবির রচনা সমগ্র প্রকাশ ক'রে পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। আমরা বিদ্যাপ্রকাশের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আমার এই ক্ষুদ্র রচনা আবুল হাসানের কবিকৃতির প্রতি সুবিচার করতে পারে নি। এখানে আমি একজন সতীর্থ হিসেবে তাঁর কবিতার প্রতি আমার অনুরাগ প্রকাশ করেছি মাত্র, এর বেশি কিছু নয়। কবি বিষয়ে আলোচনা পাঠের চেয়ে তাঁর কবিতাবলী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করাই বেশি জরুরি। বাংলাদেশের কবিগোষ্ঠীর যাঁদের কবিতা আমৃত্যু বার বার পড়বো, আবুল হাসান নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

তারিখ ২৬.০১.৯৪ | শামসুর রাহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

রাজা যায় রাজা আসে

আবুল হাসান ১৭
বনভূমির ছায়া ১৮
স্বীকৃতি চাই ১৯
পাখি হয়ে যায় প্রাণ ১৯
চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ ২১
ঐ লোকটা কে ২২
শিল্পসহবাস ২৩
সবিতাব্রত ২৩
প্রতিনির্জনের আলাপ ২৪
জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন ২৫
ব্লেড ২৫
মাতৃভাষা ২৬
বৃষ্টি চিহ্নিত ভালোবাসা ২৭
উচ্চারণগুলি শোকের ২৮
শান্তিকল্যাণ ২৯
নিঃসন্দেহ গন্তব্য ৩০
ঘৃণ্য ৩১
স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল ৩২
ব্যক্তিগত পোশাক পরলে ৩৩
মেঘেরও রয়েছে কাজ ৩৪
একলা বাতাস ৩৪
গাছগুলো ৩৫
শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি ৩৬
স্মৃতিকথা ৩৬
প্রত্যাবর্তনের সময় ৩৭
রূপসনাতন ৩৮
অন্তর্গত মানুষ ৩৯
বদলে যাও, কিছুটা বদলাও ৩৯
একমাত্র কুসংস্কার ৪০
বয়ঃসন্ধি ৪১
মৌলিক পার্থক্য ৪১
সেই সুখ ৪২
অসভ্য দর্শন ৪৩
একটা কিছু মারাত্মক ৪৪
দুরযাত্রা ৪৫
মিসট্রেস ঃ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ৪৬
শিকড়ে টান পড়তেই ৪৭
অগ্নি দহন বুনো দহন ৪৮
প্রতিক্ষার শেকগাথা ৪৯
কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন ৫০
ফেরার আগে ৫১
সাইকেল ৫১
ক্লান্ত কিশোর তোমাকে ৫২
স্রোতে রাজহাঁস আসছে ৫৩
মানুষ ৫৪

যে তুমি হরণ করো

কালো কৃষকের গান ৫৭
উদিত দুঃখের দেশ ৫৮
ক্ষমাপ্রদর্শন ৫৯
অপেক্ষায় থেকো ৫৯
ভ্রমণ যাত্রা ৬০
অসহ্য সুন্দর ৬১
একটি মহিলা আর একটি যুবতী ৬২
অনুতাপ ৬৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ালে ও অন্তরালে ৬৪
এখন পারি না ৬৫
স্তন ৬৫
সেই মানবীর কণ্ঠ ৬৬
পরাজিত পদাবলী ৬৭
পাতকী সংলাপ ৬৭
ধূলো ৬৯
দ্বৈতদ্বন্দ্ব ৬৯
অন্যরকম সাবধানতা ৭০
অস্থিরতা ৭১
এই ভাবে বেঁচে থাকো,
এই ভাবে চতুর্দিক ৭১
কচ্ছপ শিকারীরা ৭২
ঘুমোবার আগে ৭৪
আশ্রয় ৭৪
সে আর ফেরে না ৭৫
তুমি ভালো আছো ৭৬
করুণাসিঞ্চন ৭৭
টানাপোড়েন ৭৮
ভুবন ডাঙ্গায় যাবো ৭৮
প্রবাহিত বরাভয় ৭৯
একজন ধর্মপ্রণেতা ৮০
নির্বিকার মানুষ ৮১
নিঃসঙ্গতা ৮২
ভিতর বাহির ৮৩
তোমার চিবুক ছোঁবো,
কালিমা ছোঁবো না ৮৩
বন্দুকের নল শুধু নয়
গোলাপের নীচে নিহত ৮৪
হে কবি কিশোর ৮৫
আমি অনেক কষ্টে আছি ৮৬
স্থিতি হোক ৮৭
কুরুক্ষেত্রে আলাপ ৮৮
শস্যপর্ব ৮৯
কবির ভাসমান মৃতদেহ ৯০

পৃথক পালঙ্ক

নচিকেতা ৯৩
মেধা দূরে ছিলে বুঝতে পারনি ৯৪
মোরগ ৯৫
অন্য অবলোকন ৯৬
এই সব মর্মজ্ঞান ৯৭
কল্যাণ মাধুরী ৯৮
ভিতর বাহির ৯৯
অপেক্ষা ১০০
আহত আঙ্গুল ১০২
নর্তকী ও মুদ্রাসঙ্কট ১০৩
মীরা বাঈ ১০৪
শূন্যস্তু ১০৪
অপরূপ বাগান ১০৬
ধরিত্রী ১০৬
অবহেলা করার সময় ১০৭
অনেক দিন পর ভালোবাসার কবিতা ১০৮
যুগলসন্ধি ১০৯
বিচ্ছেদ ১১০
এক প্রেমিকের কথা ১১১
কয়লা ১১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবী ১১২
সঙ্গমকালীন একটি
বৃশ্চিকের মৃত্যু দেখে ১১৩
জরায়ু আমি জরায়ু ছিলাম ১১৩
আমি আছি শেষ মদ ১১৪
অসহায় মুহূর্ত ১১৫
সহবাস ১১৫
তুমি ১১৬
বেদনার বংশধর ১১৮
ঝিনুক নীরবে সহো ১১৮
অসুখ ১১৯
রোগ শয্যায় বিদেশ থেকে ১২০
শাদা পোশাকের সেবিকা ১২১
সমুদ্র স্নান ১২২
অন্য রকম বার্লিন ১২৩
স্মৃতিচিহ্ন ১২৫
এই নরকের এই আগুন ১২৬
তুমি রুগ্ন ব্যথিত কুসুম ১২৬
ডোয়ার্ক ১২৭
এপিটাফ ১২৭
ভালোবাসা ১২৮
ঢাকা ১২৯
অপমানিত শহর ১৩০
আত্মা চলো যাই ১৩১
শেষ মনোহর ১৩২
মৃত্যু, হাসপাতালে হীরক জয়ন্তী ১৩৩
বলো তারে শান্তি শান্তি ১৩৪
সম্পর্ক ১৩৬
জলসত্তা ১৩৭

অগ্রন্থিত কবিতা

যাই ১৪১
আদিজ্ঞান ১৪১
কত বয়স হলো তাদের ১৪২
আমার হবে না, আমি বুঝে গেছি ১৪৩
লোকটা যখোন নিঃসঙ্গ ১৪৩
তোমার মৃত্যুর জন্য ১৪৪
চাঁদের কাছে, চোরের কাছে ১৪৫
নিজের কাছে ১৪৬
লঞ্চের কেবিনে ১৪৬
ব্যাপারটা তুলনামূলক ১৪৭
দাসেরে করিও ক্ষমা ১৪৮
কখনো ধান ক্ষেত
কখনো হলুদ পাখি ১৪৯
বেঁচে থাকার জন্যে ১৪৯
আমার চোখে বলেছিলাম ১৫০
হে শোক আমি অশোক হবো ১৫১
রহস্য প্রধান এলাকা ১৫১
মানচিত্রের গোলাপ ১৫২
আমার সঙ্গে কোনো
মেয়ে নাই মুখরতা নাই ১৫২
শিল্প-শ্রম ১৫৩
অগ্নি আমার! অগ্নি আমার! ১৫৪
বশীকরণ মন্ত্র ১৫৫
পরিত্রাণ ১৫৫
চিত্রকালীন ১৫৬
চলে যাবো দেশ ছেড়ে ১৫৭
আগুনে পুড়বে ভস্ম এবং শৃঙ্খল ১৫৮
এক রোববারের তুমি ১৫৯
বহুদিন পর দেখা ১৫৯
ফিরে আসি মনোমন্থনে ১৬০
পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ১৬১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে লাগে না ১৬২
আমার আত্মার সেই সুন্দরের আর্শীটি ১৬২
আবার আমার ফিরে তাকানো ১৬৩
ভালো লাগছে, রহস্যপ্রবণ লাগছে ১৬৫
ফুল ছিঁড়লেই ১৬৬
সব রৌদ্র ফিরে যায় না ১৬৭
দু'মুঠো চাল ১৬৭
বন্ধুকে মনে রাখার কিছু ১৬৮
ট্যুরিজম ১৭০

এ মুহূর্তে ১৭০
নষ্ট ডিমের খোলসের শব্দ ১৭১
সহোদরা ১৭৩
দ্বিতীয় জন্ম ১৭৪
জ্যোৎস্নায় তুমি কথা বলছো না কেন ১৭৫
ভালোবাসার কবিতা লিখবো না ১৭৬
শিশু বিরোধী ভূমিকা ১৭৭
শিরোনামহীন কবিতা ১৭৭
গৃহবন্দিনী ১৭৮
অন্তর্পুরুষ ১৭৯
তাকে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ১৮০
এক ধরনের প্রতিবাদ ১৮১
স্মৃতি স্বাস্থ্যের স্তোত্র ১৮২
ওরা ১৯৩
মেগালোম্যানিয়া ১৮৫
ফিরে ফিরে এই নরকেও ১৮৬
যদি শর্তহীন যদি সুসময়হীন ১৮৬
আমি শুধু নিঃস্ব হাটুরিয়া ১৮৭
কবির মা ১৮৯
হরিণ ১৮৯
অপরিচিতি ১৯০
প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী ১৯০
বনভূমিকে বলো ১৯০
হায় বৃক্ষ, হায় অন্ধকার ১৯১
নারীর চোখ মুখ হাত ইত্যাদির রূপান্তর ১৯১
শেফালী ফুলের গাছ, তিনজন ক্যামেরাম্যান এবং তুমি ১৯২
না, কেউ এলো না ১৯৩
একসময় ইচ্ছে জাগে, এভাবেই ১৯৩
নিজস্ব বাংলায় ১৯৪
চাঁদের ছায়া এ-পিঠ ও-পিঠ ১৯৫
জন্ম ১৯৬
মানুষ কিছুটা তুমি ১৯৬
প্রস্থান প্রসঙ্গ ১৯৭
ফেরার পর অবিনাশের সাথে আমার আলাপ ১৯৭
নষ্ট কবিতা ১৯৯
সময়ের আতুর আস্বাদ নিয়ে ১৯৯
কোরে কোলো শুদ্ধ বর্তমান ২০০
বাড়ী ফিরি ২০১
যা কিছু জন্মায় আমি ঘৃণা করি, তোমাকেও ২০২
দৃশ্যছাড়া ২০৩
বিষাদ ২০৪
গ্রীষ্মকাল ঃ তোমার মৃত্যুর অনুভূতি ২০৫
বিকলাঙ্গের দেশ প্রেম ২০৫
খতিয়ান ২০৬
প্রশ্ন, উত্তরেও প্রশ্ন ২০৭
শিকারী লোকটা ২০৭
কবিদের এমনি হয় ২০৯
অযৌক্তিক মন্তব্য ২০৯
ব্যতিক্রম বেশী কিছু নয় ২১০
শেষ বিচ্ছেদের শব্দ ২১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল ২১১
তবে মন নেও ২১১
উপসংহার ২১২
চতুর্দশপদী ২১৪
হে উর্বর শরীর মাংসাশী ২১৪
অর্ধেক আড়াল থেকে ২১৫
ডাকটিকিটের সঙ্গে
আমি ছুটছি পিছু ২১৫
একটি মানুষ এক জা'গায় ২১৫
ভালোবাসার চাষাবাদ ২১৬
মানবী কাঠবেড়ালী ২১৭
যদি কথা দাও ২১৭
তানপুরার তরঙ্গে ২১৮
আলেখ্য ২১৯
চাঁদের ছায়া, ওপিঠ ওপিঠ ২২০
এখন আমাদের দিন ২২১
বিছা শিরোনামহীন কবিতা ২২২
আমি মোহাম্মদ আলী ২৩১
পলায়নবাদী ২৩২
নিজের স্বদেশে ২৩৩
শিকড় ২৩৪
সৌন্দর্যবোধ ২৩৪
শুধু ক্ষয় শুধু বলিদান
আজ ভিতরে বাহিরে ২৩৫
তুমি ২৩৬
বিশ্বাস ২৩৭
কবিতা ২৩৮
পাখি প্রবাহ ও অন্যান্য প্রত্যাশা ২৩৯
ক্ষমতা ২৪১
আবার তো সেই ফিরেই এলে ২৪৩
পুনরুদ্ধার ২৪৩
দু'টি কবিতা ২৪৪
স্বরগুলি ২৪৫
ভাঙ্গনের শব্দ শুনি ২৪৬
শ্যামলালের সাথে দেখা ২৪৭
খসড়া ২৪৭
যুগলসন্ধি ২৪৮
এই ভালো, এর চেয়ে ভালো নেই ২৫০
হে আমার সুখ ২৫১
বক্তব্য ২৫২
প্রাচীন বসতি ছেড়ে নতুন বসতি ২৫৩
কয়েকটি সোনালী গল্প ২৫৪
স্বপ্ন একটি একলা বাড়ি ২৫৪

কাব্যনাট্য

ওরা কয়েকজন ২৫৫

গল্প সমগ্র

তরু ২৭৩
সমুদ্রের ফেনা ২৮৪
অসহায় এলাকা ২৯৩
হৃদয় যতদূর ৩০২
অভাবিত ৩০৭
ফাঁদ ৩১২
এইসব সারমেয় ৩১৭
সন্ধ্যাবেলা ৩১৯
নির্বাসনায় মাইল মাইল ৩২৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা যায় রাজা আসে

উৎসর্গ

আমার মা

আমার মাতৃভূমির মতোই অসহায়

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসান

সে এক পাথর আছে কেবলি লাবণ্য ধরে, উজ্জ্বলতা ধরে আর্দ্র,
মায়াবী করুণ
এটা সেই পাথরের নাম নাকি? এটা তাই?
এটা কি পাথর নাকি কোনো নদী? উপগ্রহ? কোনো রাজা?
পৃথিবীর তিনভাগ জলের সমান কারো কান্না ভেজা চোখ?
মহাকাশে ছড়ানো ছয়টি তারা? তীব্র তীক্ষ্ণ তমোহর
কী অর্থ বহন করে এই সব মিলিত অক্ষর?

আমি বহুদিন একা একা প্রশ্ন করে দেখেছি নিজেকে,
যারা খুব হৃদয়ের কাছাকাছি থাকে, যারা এঘরে ওঘরে যায়
সময়ের সাহসী সন্তান যারা সভ্যতার সুন্দর প্রহরী
তারা কেউ কেউ বলেছে আমাকে–
এটা তোর জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্ন রূপান্তর,
একটি নামের মধ্যে নিজেরি বিস্তার ধরে রাখা,
তুই যার অনিচ্ছুক দাস!

হয়তো যুদ্ধের নাম, জ্যোৎস্নায় দুরন্ত চাঁদে ছুঁয়ে যাওয়া,
নীল দীর্ঘশ্বাস কোনো মানুষের!
সত্যিই কি মানুষের?

তবে কি সে মানুষের সাথে সম্পর্কিত ছিল, কোনোদিন
ভালোবেসেছিল সেও যুবতীর বামহাতে পাঁচটি আঙ্গুল?
ভালোবেসেছিল ফুল, মোমবাতি, শিরস্ত্রাণ, আলোর ইশকুল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনভূমির ছায়া

কথা ছিল তিনদিন বাদেই আমরা পিকনিকে যাবো,
বনভূমির ভিতরে আরো গভীর নির্জন বনে আগুন ধরাবো,
আমাদের সব শীত ঢেকে দেবে সূর্যাস্তের বড় শাল গজারী পাতায়।

আমাদের দলের ভিতরে যে দুইজন কবি
তারা ফিরে এসে অরণ্য স্তুতি লিখবে পত্রিকায়
কথা ছিল গল্পলেখক অরণ্য যুবতী নিয়ে গল্প লিখবে নতুন আঙ্গিকে!

আর যিনি সিনেমা বানাবেন, কথা ছিল
তার প্রথম থীমটি হবে আমাদের পিকনিকপ্রসূত।

তাই সবাই আগে থেকেই ঠিকঠাক, সবাই প্রস্তুত,
যাবার দিনে কারো ঘাড়ে ঝুললো ফ্লাস্কের বোতল
ডেটল ও শাদা তূলো, কারো ঘাড়ে টারপুলিনের টেন্ট, খাদ্যদ্রব্য,
একজনের সখ জাগলো পাখির সঙ্গীত তিনি টেপরেকর্ডারে তুলে আনবেন

বনে বনে ঘুরে ঠিক সন্ধ্যেবেলাটিতে
তিনি তুলবেন পাতার মর্মর জোড়া পাখির সঙ্গীত!
তাই টেপরেকর্ডার নিলেন তিনি।

একজন মহিলাও চললেন আমাদের সঙ্গে
তিনি নিলেন তাঁর সাথে তাঁর টাটকা চিবুক, তার চোখের সুষমা আর
উষ্ণ শরীর!
আমাদের বাস চলতে লাগলো ক্রমাগত
হঠাৎ এক জায়গায় এসে কী ভেবে যেনো
আমি ড্রাইভারকে বোললুম ঃ রোক্কো–

শহরের কাছের শহর
নতুন নির্মিত একটি সাঁকোর সামনে দেখলুম তীরতীর কোরছে জল,
আমাদের সবার মুখ সেখানে প্রতিফলিত হলো,
হঠাৎ জলের নীচে পরস্পর আমরা দেখলুম
আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা হঠাৎ কী রকম অসহায় আর একা হয়ে গেলাম!
আমাদের আর পিকনিকে যাওয়া হলো না,
লোকালয়ের কয়েকটি মানুষ আমরা
কেউই আর আমাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব, অসহায়বোধ
আর মৃত্যুবোধ নিয়ে বনভূমির কাছে যেতে সাহস পেলাম না!

স্বীকৃতি চাই

আমি আমার ভালোবাসার স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে,
মৃত্যুমাখা মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি একলা মানুষ,
বেঁচে থাকার স্বীকৃতি চাই,
স্বীকৃত দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে!

ঐ যে কাদের শ্যামলা মেয়ে মৌন হাতের মর্মব্যথায়
দাঁড়িয়ে আছে দোরের গোড়ায়
অই মেয়েটির স্বীকৃতি চাই,
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে।

সস্তা স্মৃতির বিষণ্নতার
নাভিমূলের অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে

আমি আমার আলো হবার স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে

অন্ধকারের স্বীকৃতি চাই
স্বীকৃতি দে, স্বীকৃতি দে, স্বকৃতি দে।

পাখি হয়ে যায় প্রাণ

অবশেষে জেনেছি মানুষ একা!

জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ অচেনা ও একা!
দৃশ্যের বিপরীত সে পারে না একাত্ম হতে এই পৃথিবীর সাথে কোনোদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাতিমা ফুফুর প্রভাতকালীন কোরানের
মর্মায়িত গানের স্মরণে তাইকেন যেনো আমি

চলে যাই আজো সেই বর্নির বাওড়ের বৈকালিক ভ্রমণের পথে,
যেখানে নদীর ভরা কান্না শোনা যেত মাঝে মাঝে
জনপদবালাদের স্ফুরিত সিনানের অন্তর্লীন শব্দে মেদুর!

মনে পড়ে সরজু দিদির কপালের লক্ষ্মী চাঁদ তারা
নরম যুঁইয়ের গন্ধ মেলার মতো চোখের মাথুর ভাষা আর
হরিকীর্তনের নদীভূত বোল!
বড় ভাই আসতেন মাঝরাতে মহাকুমা শহরের যাত্রা গান শুনে,
সাইকেল বেজে উঠতো ফেলে আসা শব্দে যখোন,
নিদ্রার নেশায় উবু হয়ে শুনতাম, যেনো শব্দে কান পেতে রেখে;
কেউ বলে যাচ্ছে যেনো,
বাবলু তোমার নীল চোখের ভিতর এক সামুদ্রিক ঝড় কেন?
পিঠে অই সারসের মতো কী বেঁধে রেখেছো?

আসতেন পাখি শিকারের সূক্ষ্ম চোখ নিয়ে দুলাভাই!
ছোটবোন ঘরে বসে কেন যেনো তখন কেমন
পানের পাতার মতো নমনীয় হতো ক্রমে ক্রমে!

আর অন্ধ লোকটাও সন্ধ্যায়, পাখিহীন দৃশ্য চোখে ভরে!
দীঘিতে ভাসতো ঘনমেঘ, জল নিতে এসে
মেঘ হয়ে যেতো লীলা বৌদি সেই গোধূলি বেলায়,
পাতা ঝরবার মতো শব্দ হতো জলে ভাবতুম
এমন দিনে কি ওরে বলা যায়-?

স্মরণপ্রদেশ থেকে এক একটি নিবাস উঠে গেছে
সরজু দিদিরা ঐ বাংলায়, বড়ভাই নিরুদ্দিষ্ট,
সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি সাথে কোরে নিয়ে গেছে গাঁয়ের হালট!

একে একে নদীর ধারার মতো তারা বহুদূরে গত!
বদলপ্রয়াসী এই জীবনের জোয়ারে কেবল অন্তঃশীল একটি দ্বীপের মতো

সবার গোচরহীন আছি অজো সুদূর সন্ধানী!
দূরে বসে প্রবাহের অন্তর্গত আমি, তাই নিজেরই অচেনা নিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল দিব্যতাদুষ্ট শোণিতের ভারা ভারা স্বপ্ন বোঝাই মাঠে দেখি,
সেখানেও বসে আছে বৃক্ষের মতোন একা একজন লোক,
যাকে ঘিরে বিশজন দেবদূত গাইছে কেবলি
শতজীবনের শত কুহেলী ও কুয়াশার গান!

পাখি হয়ে যায় এ প্রাণ ঐ কুহেলী মাঠের প্রান্তরে হে দেবদূত!

চামেলী হাতে নিম্নমানের মানুষ

আসলে আমার বাবা ছিলেন নিম্নমানের মানুষ
নইলে সরকারী লোক, পুলিশ বিভাগে চাকরী কোরেও
পুলিশী মেজাজ কেন ছিলনা ওনার বলুন চলায় ও বলায়?
চেয়ার থেকে ঘরোয়া ধূলো, হারিকেনের চিমনীগুলো মুছে ফেলার মতোন তিনি
আস্তে কেন চাকর বাকর এই আমাদের প্রভু নফর সম্পর্কটা সরিয়ে দিতেন?
থানার যত পেশাধারী, পুলিশ সেপাই অধীনস্থ কনেস্টবল
সবার তিনি একবয়সী এমনভাবে তাস দাবাতেন সারা বিকেল।

মায়ের সঙ্গে ব্যবহারটা ছিল যেমন ব্যর্থ প্রেমিক
কৃপ ভিক্ষা নিতে এসেছে নারীর কাছে!

আসলে আমার বাবা ছিলেন নিম্নমানের মানুষ
নইলে দেশে যখন তাঁর ভাইয়েরা জমিজমার হিশেব কষছে লাভ অলাভের
ব্যক্তিগত স্বার্থ সবার আদায় কোরে নিচ্ছে সবাই
বাবা তখন উপার্জিত সবুজ ছিপের সুতো পেঁচিয়ে মাকে বোলছেন এ্যাই দ্যাখোতো
জলের রং-এর সাথে এবার এই সুতোটা খাপ খাবে না?

কোথায় কাদের ঐতিহাসিক পুকুর বাড়ি, পুরনো সিঁড়ি
অনেক মাইল হেঁটে যেতেন মাছ ধরতে!

আমি যখন মায়ের মুখে লজ্জাব্রীড়া, ঘুমের ক্রীড়া
ইত্যাদিতে মিশেছিলুম, বাবা তখন কাব্যি কোরতে কম করেননি মাকে নিয়ে
শুনেছি শাদা চামেলী নাকি চাপা এনে পরিয়ে দিতেন রাত্রিবেলা মায়ের খোপায়!

মা বোলতেন বাবাকে তুমি এই সমস্ত লোক দ্যাখোনা?
ঘুস খাচ্ছে, জমি কিনছে, শনৈঃ শনৈঃ উপরে উঠছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত রকম ফন্দি আটছে কত রকম সুখে থাকছে,
তুমি এসব লোক দ্যাখোনা?

বাবা তখোন হাতের বোনা চাঁদর গায়ে বেরিয়ে কোথায়
কবি গানের আসরে যেতেন মাঝরাত্তিরে
লোকের ভীড়ে সামান্য লোক, শিশিরগুলি চোখে মাখাতেন!

এখন তিনি পরাজিত, কেউ দ্যাখেনা একলা মানুষ
চিলেকোঠার মতোন তিনি আকাশ দ্যাখেন, বাতাস দ্যাখেন
জীর্ণ ব্যর্থ চিবুক বিষণ্ন লাল রক্তে ভাবুক রোদন আসে,
হঠাৎ বাবা কিসের ত্রাসে দুচোখ ভাসান তিনিই জানেন!

একটি ছেলে ঘুরে বেড়ায় কবির মতো কুখ্যাত সব পাড়ায় পাড়ায়
আর ছেলেরা সবাই যে যার স্বার্থ নিয়ে সরে দাঁড়ায়
বাবা একলা শিরঃদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন, কী যে ভাবেন,
প্রায়ই তিনি রাত্রি জাগেন, বসে থাকেন চেয়ার নিয়ে

চামেলী হাতে ব্যর্থ মানুষ, নিম্নমানের মানুষ!

ঐ লোকটা কে

ফটোগ্রাফের বদৌলতে আজ পুরনো একটি
দৈনিক পত্রিকায় তোমাকে দেখলাম,

বুড়ো সুড়ো গাছের নীচে
বসে বসে ভিটাকোলা খাচ্ছো,

দু'একটি বিদেশী পত্রিকা
পড়ে আছে তোমার টেবিলে
পড়ে আছে সিগ্রেটের বাক্‌স,
একটি নীল বল পয়েন্টের কলম

কিন্তু ঐ লোকটা কে?

বদমাশ নাকের উপর চশমা
হো হো হাসছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিকের মতো ব্যবহার কোরছে?
ফটোগ্রাফের বদৌলতে
বহুদিন পর তোমাকে দেখলাম এ্যালবামে,

কিন্তু ঐ লোকটা কে?

হো হো হাসছে
বদমাশ নাকের উপর চশমা?
প্রেমিকের মতো ব্যবহার কোরছে

স্টুপিড ঐ লোকটা কে? ঐ লোকটা কে?

শিল্পসহবাস

এই কবিতা তোমার মতো সহজ থাকুক সুশিক্ষিতা,
এর গায়ে থাক রাত্রি জাগার একটু না হয় ক্লান্তি হলুদ,

জিভ দিয়ে জিভ ছোঁয়া চুমোর গন্ধ থাকুক এই কবিতায়।

সাদাসিদে যেনো বা কোনো গিন্নি মেয়ে
করম সকম তালবাহানার ধার ধারেনা এই কবিতা!
কেবল ঘরের রঙ্গীন ধূলি মাখায় কালি সারাটি গায়ে
উল্টোপাল্টা শব্দ ও-রং যার কোনোই মানে হয়না,
তবুও তাকে ভালো লাগে, তবুও তাকে মিষ্টি দেখায়!

এই কবিতা তোমার মতো সমালোচকের ভুলশোষকের
শাসনত্রাশন ভেঙে ফেলে, মুখের উপর থুথুড়ি দেয়;

ইচ্ছে হলেই শিল্প দেখায় রক্ত মাখায় এই কবিতা!

সবিতাব্রত

হৃদয় একটাই, কিন্তু সবদিকে ওর গতায়াত,
বড় গতিপ্রিয় হয় এই বস্তু, বড় স্পর্শকাতর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে আর আগুনে নিওনা, জ্বলে যাবে, দুঃসময় দেখিওনা
ভিক্ষুকের মতো দ্বারে ভিখ মেগে খাবে।
ও বড় পক্ষপাতী, জীবনের দিকে ওর পক্ষপাত চিরদিন
মানুষের মনীষার, মঞ্জুষার, মুগ্ধতার মহিমার
মৌনতাবাহক, ওতো সকলেরই সহ অবস্থান দিতে
সমূহ ইচ্ছুক, ওতো চায় শান্তি শুধু শান্তি, শান্তি।
সমাজের শিরা উপশিরাময় ওতো ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে তোমাকে!

ওকে আর আগুনে নিওনা জ্বলে যাবে, দুঃসময় দেখিওনা
দেখাও মানুষ, ওকে নিয়ে যাও মানুষের কাছে
ওকে নিয়ে যাও সুসময়ে সবিতাকে আলোয় ফেরাও!

প্রতিনির্জনের আলাপ

সূর্যাস্তের মতো যেদিকে থেকে এসে আমি ডুবছি তুমি সেদিকে কখনো এসোনা
রয়েছে ভয় আগেই ডুববার;
পথের চিহ্নরা সামনে এসে ডাকেনা কখনো তাই তুমি পথের কালোয় ঘেসোনা
থাকেনা কেউ কুশল শুধাবার!
অনেক হাত থাকে যারা অন্ধকার থেকেই পরম আলো কুড়ায়, আলোও কেমন
যায় মিশে বুকের পাশে সহজে,
আবার কারো বা হাতের ভাঁজে অন্ধকার ছিন্ন পাখার মতো বাজে ঠিক যেমন
স্রোতের তোড়ে জলে ফেনা গরজে!
তুমি অই আলোয় ভরা হাতের খেয়ার মতো হলে হও পরম ঊষার অভিসার
ভরাও শূন্যঘাট নৌকায়;
না হলে না হয় সে নিষ্প্রদীপ দুঃখের কালোয় হয়ে একা নক্ষত্রের পরিবার
ভাসাও তরী আঁধার সন্ধ্যায়!
জলের নিগূঢ় গান বাতাসে ভাসছে ভাবি কাছেই কোথাও এখনই এক হরিণী
দেখছে মুখ সারঙ্গের ভীড়ে
ও পবিত্র জলের অনুরোধে আমাকে যদি পারো হে অবলীলা হে শুভ হরিণী

মিলাও অরুণোদয়ের নিবিড়ে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্ম মৃত্যু জীবনযাপন

মৃত্যু আমাকে নেবে, জাতিসংঘ আমাকে নেবেনা,

আমি তাই নিরপেক্ষ মানুষের কাছে, কবিদের সুধী সমাবেশে
আমার মৃত্যুর আগে বোলে যেতে চাই,
সুধীবৃন্দ ক্ষান্ত হোন, গোলাপ ফুলের মতো শান্ত হোন
কী লাভ যুদ্ধ কোরে? শত্রুতায় কী লাভ বলুন?
আধিপত্যে এত লোভ? পত্রিকা তো কেবলি আপনাদের
ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস আর বিনাশের সংবাদে ভরপুর...

মানুষ চাঁদে গেল, আমি ভালোবাসা পেলুম
পৃথিবীতে তবু হানাহানি থামলোনা!

পৃথিবীতে তবু আমার মতোন কেউ রাত জেগে
নুলো ভিখিরীর গান, দারিদ্রের এত অভিমান দেখলোনা!

আমাদের জীবনের অর্ধেক সময় তো আমরা
সঙ্গমে আর সন্তান উৎপাদনে শেষ কোরে দিলাম,
সুধীবৃন্দ, তবু জীবনে কয়বার বলুন তো
আমরা আমাদের কাছে বোলতে পেরেছি,

ভালো আছি, খুব ভালো আছি?

ব্লেড

লিমিটেড কোম্পানীর কোকিল স্বভাবা মেয়ে,
তাকে যদি ডাকি, ওহে ইস্পাতিনী ঘরে আছো
মোড়কের মায়াবী অন্দর থেকে মুখ তুলে তাকায় সে,
বলে, আরে, এযে সেই ইতর নাগর।

কতদিন যেনো তোর জোটেনি চুম্বন আহা
ওষ্ঠের উপরিভাগে অভিভূত আগাছা ছেড়েছে তাই,
মুখে চারপাশে কালো কচুরীপানারা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেহারায় চেরীর ঝোপের আর
মুখে তোর মোজেক ফ্লোরের মতো মাধুরী না এলে এই
শহরে কি, বণিক এমন শহরে কি
সম্ভবে হে সুখ, স্বপ্ন গোলচাঁদ, গোলাপ গোলাপ?

বলি তাই এসেছি তোমার কাছে ইস্পাতিনী
শুশ্রূষার সবুজ চুম্বনে আজ স্নিগ্ধ কোরে দাও তুমি এ হেন মলিন মুখ,
সামাজিক ওষ্ঠ আর অন্তরাল,
গভীর গভীরতর অন্তরাল-
সেবিকা, সেবিকা!

মাতৃভাষা

আমি জানিনা দুঃখের কী মাতৃভাষা
ভালোবাসার কী মাতৃভাষা
বেদনার কী মাতৃভাষা
যুদ্ধের কী মাতৃভাষা।

আমি জানিনা নদীর কী মাতৃভাষা
নগ্নতার কী মাতৃভাষা
একটা নিবিড় বৃক্ষ কোন ভাষায় কথা বলে এখনো জানিনা।

শুধু আমি কোথাও ঘরের দরোজায় দাঁড়ালেই আজো
সভ্যতার শেষ মানুষের পদশব্দ শুনি আর
কোথাও করুণ জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে,
আর সেই জলপতনের শব্দে সিক্ত হতে থাকে
সর্বাঙ্গে সবুজ হতে থাকে আমার শরীর।

সর্বাঙ্গে সবুজ আমি কোথাও ঘরের দরোজায় দাঁড়ালেই আজো
পোষা পাখিদের কিচিরমিচির শুনি
শিশুদের কলরব শুনি
সুবর্ণ কঙ্কন পরা কামনার হাস্যধ্বনি শুনি!

ঐযে নষ্ট গলি, নিশ্চুপ দরোজা
ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, গণিকারা–
মধ্যরাতে উলঙ্গ শয্যায় ওরা কীসের ভাষায় কথা বলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐযে কমলা রং কিশোরীরা যাচ্ছে ইশকুলে
আজো ঐ কিশোরীর প্রথম কম্পনে দুটি হাত রাখলে
রক্তে স্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে, শব্দ হয়, শুনি

কিন্তু আমি রক্তের কী মাতৃভাষা এখনও জানিনা!

বেনার কী মাতৃভাষা এখনো জানিনা!

শুধু আমি জানি আমি একটি মানুষ,
আর পৃথিবীতে এখনও আমার মাতৃভাষা, ক্ষুধা!

বৃষ্টি চিহ্নিত ভালোবাসা

মনে আছে একবার বৃষ্টি নেমেছিল?

একবার ডাউন ট্রেনের মতো বৃষ্টি এসে থেমেছিল
আমাদের ইস্টিশনে সারাদিন জল ডাকাতের মতো
উৎপাত শুরু কোরে দিয়েছিল তারা;
ছোট-খাটো রাজনীতিকের মতো পাড়ায়-পাড়ায়
জুড়ে দিয়েছিল অথই শ্লোগান।

তবু কেউ আমাদের কাদা ভেঙে যাইনি মিটিং-এ
থিয়েটার পণ্ড হলো, এ বৃষ্টিতে সভা আর
তাসের আড্ডার লোক ফিরে এলো ঘরে;
ব্যবসার হলো ক্ষতি দারুণ দুর্দশা,

সারাদিন অমুক নিপাত যাক, অমুক জিন্দাবাদ
অমুকের ধ্বংস চাই বলে আর হাবিজাবি হলোনা পাড়াটা।

ভদ্রশান্ত কেবল কয়েকটি গাছ বেফাঁস নারীর মতো
চুল ঝাড়লো আঙিনায় হঠাৎ বাতাসে আর
পাশের বাড়ীতে কোনো হারমোনিয়ামে শুধু উঠতি এক আগ্রহী গায়িকা
স্বরচিত মেঘমালা গাইলো তিনবার!

আর ক'টি চা'খোর মানুষ এলো
রেনকোট গায়ে চেপে চায়ের দোকানে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের স্বভাবসিদ্ধ গলা থেকে শোনা গেল ঃ
কী করি বলুন দেখি, দাঁত পড়ে যাচ্ছে তবু মাইনেটা বাড়ছেনা,
ডাক্তারের কাছে যাই তবু শুধু বাড়ছেই ক্রমাগত বাড়ছেই
হৃদরোগ, চোখের অসুখ!

একজন বেরসিক তার মধ্যে বলে উঠলো ঃ
বৃষ্টি মানে বুঝলেন তো অযথাই যানবাহন, পয়সা খরচ!

একজন বাতের রোগী গলা কাশলো ঃ
ওহে ছোকরা, নুন চায়ে এক টুকরো বেশী লেবু দিও।

তাদের বিভিন্ন সব জীবনের খুঁটিনাটি দুঃখবোধ সমস্যায় তবু
সেদিন বৃষ্টিতে কিছু আসে যায়নি আমাদের
কেননা সেদিন সারাদিন বৃষ্টি পড়েছিল,
সারাদিন আকাশের অন্ধকার বর্ষণের সানুনয় অনুরোধে
আমাদের পাশাপাশি শুয়ে থাকতে হয়েছিল সারাদিন

আমাদের হৃদয়ে অক্ষরভরা উপন্যাস পড়তে হয়েছিল!

উচ্চারণগুলি শোকের

লক্ষ্মী বউটিকে
আমি আজ আর কোথাও দেখিনা,
হাঁটি হাঁটি শিশুটিকে
কোথাও দেখিনা;
কতগুলি রাজহাঁস দেখি,
নরম শরীর ভরা রাজহাঁস দেখি,
কতগুলি মুখস্থ মানুষ দেখি, বউটিকে কোথাও দেখিনা
শিশুটিকে কোথাও দেখিনা!

তবে কি বউটিকে রাজহাঁস?
তবে কি শিশুটি আজ
সবুজ মাঠের সূর্য, সবুজ আকাশ?

অনেক রক্ত যুদ্ধ গেলো,
অনেক রক্ত গেলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিমুল তূলোর মতো
সোনারূপো ছড়ালো বাতাস।

ছোটো ভাইটিকে আমি
কোথাও দেখিনা,
নরোম নোলক পরা বোনটিকে
আজ আর কোথাও দেখিনা!

কেবল পতাকা দেখি,
কেবল উৎসব দেখি,
স্বাধীনতা দেখি,

তবে কি আমার ভাই আজ
ঐ স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?

শান্তিকল্যাণ

কেবল শান্তির শর্তে কোকগুলো যায় যার
বদলে বদলে নেবে,
সময়ের রাস্তাঘাট
ব্যবহৃত দালান দোকান-পাট
বদলে বদলে নেবে,

কেবল শান্তির শর্তে লোকগুলো যার যার
বদলে বদলে নেবে,
রাজা রাণী, রাজমহিষীর ঘোড়া
বদলে বদলে নেবে,

কেবল শান্তির শর্তে নদী থেকে নদী
শিমুলের তূলো থেকে তূলো
মানুষের মুখ থেকে মুখ আর
মোমের আগুন, হাত, ভালোবাসা হবে;
কেবল শান্তির শর্তে প্রেমিকারা, মহিলারা
কিশোরীরা খোপা খুলে দেবে,
ভাসবে কোমল ঘ্রাণে, আসবে ময়ূর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসন্দেহ গন্তব্য

ছোট ডিঙ্গিটা খোলা ঝিনুকের মতোনই
ভাসছে ভাটায় সাঁকোটার নিম্নে
কালভার্টটার কালিতেও আছে লেপ্‌টে
মাছের জালের মতোন বাবলা ছায়ারা।

মনে পড়ে যায় খালি ঘড়াটার পার্শ্বে
চোখে ডুব দিয়ে মা আছেন দাঁড়িয়েই
অনাহার মার কাঁধে বুলাচ্ছে সেই কোন্‌
প্রপিতামহীর হৃষ্টপুষ্ট করতল!

অইতো খেজুর বৃক্ষের সারি-মোষটা
শিং-এর শীর্ষে খুঁড়ে ফেলে সূর্যাস্ত!

জলের জিহ্বা ছুঁয়ে আছে নলখাগড়া
নলখাগড়াটা পেরুলে তো আর নয় দূর
দেখা যাবে সেই কাঠের বস্তি লোকালয়।

শিরীষের কোলে ঢালছে আগুন নীলিমা
হলুদ পাখিটা বুঝি সোনার পিণ্ড
লুকিয়ে রয়েছে আবছায়া শাখা-শেলফ-এ
যেনো মেটে কুপি ধরে আছে সাঁঝরাত্রে
কোনো কালো মেয়ে কোনো পুকুরের পার্শ্বে!

মঠটা রয়েছে মাথাটা ডুবিয়ে বাতাসে
গাছের শাখাটা নয়তো পেয়েছে স্বাস্থ্য
অই মঠটার নিচের কারোর হাড়েই;

আমাদের হাড় সেও তো চূর্ণ মন্দির
মাংসের তলে ডুবে দেখে সূর্যাস্ত!

সন্ধ্যা বসবে রাত্রির ভোজে একবার
রোদের সুরুয়া শেষবার শুষে গাছটা
তাই যেনো তার খেদমদগারে বসছে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-ওকি এখন খালি ঘড়াটার পার্শ্বে
নাকি দু'চোখের অশ্রুরই বার্ধক্যে
শীতল কাথায় শুয়ে শুয়ে শুধু স্বপ্ন
রিফু কোরছেন শিমুল তূলোর বালিশে?

লেবেল ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেনটা
শুনছি কেমন সুগভীর থৈ শব্দ,
ঊষাকাল যেতে সন্ধ্যা-ঘণ্টা বাজছে

ঊষাকাল থেকে কতদূর শেষ যাত্রা?
বয়স কেবলি চায় ভ্রমণের সঙ্গ
কালো শাদা হয়ে বিভিন্ন শিলাখণ্ডে
লিখে রেখে যায় সামনেরও গন্তব্য!

কিন্তু চাইনা আমি তো দীর্ঘ যাত্রা,
ভালোবাসি তাই, যা কিনা সূক্ষ্ম সংক্ষেপে
ঝাউয়ের কোটর খোলাইতো কাঠঠোকরা,

আমরাও বক্ষে একটি গর্ত প্রয়োজন!

যার ফোকরের মধ্যে চালিয়ে চক্ষু
খোলা দরজার মতোন মা মণি আমারই
সেই দূর থেকে দেখবেন, আমি দিনরাত
রেঁদা তুরপুন চালাচ্ছি কত তক্তায়-

(আর) সেলাই কলের সুতোর মতোন কত হাত
রক্ত নামিয়ে দিচ্ছি ভাগ্য বুননে!

ঘৃণা

যতই জপি আঁধার ঘরে বসে বসে হরি ওঁ
সাতমহরার অলীক বাড়ি, হাওয়ার বাগান, নিদ্রা ওঁ

ফুরফুরে এই জীবন পালের ফুলে ওঠা বক্ষটায়
তবুও সাধের আলবাট্রাস রক্তস্বেদে মুখ লুকায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিল আঁটা এই দুয়ার খুলে কেমনে ঘুরি তিনভূবন
বাদ সেধেছে ঘরের দুখী, শূন্য ভাঁড়ার, রুগ্ন বোন,

বাদ সেধেছে তাঁহার উরু চকচকে দুই চক্ষু আর
ভিতর বাড়ির জংধরা সেই মায়ের দেহের পাতাবাহার!

হেই বাবা ও বাউল গোসাই এক তারার এই নিত্য ভোল
অতিন্দ্রিয়ে তবুও এমন লাগায় কেন গণ্ডগোল?

দেহের ক্ষুধা, রাতের ক্ষুধা, গহনসূবাস তার ক্ষুধায়
জরায় কেন ঘৃণা ভীষণ ভালোবাসা অহিংসায়?

পর্দা ওঠা ভুল নাটকের ঈষৎ হাসির হরি ওঁ
সাতমহলার অলীক বাড়ি, হাওয়ার বাগান, নিদ্রা ওঁ

শুধুই অধম ছলাকলায় অবহেলায় স্বপ্ন যার
বিস্বাদে তার ভালোবাসা? উরুর কুয়োয় ডুব সাঁতার?

স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল

বারান্দায় স্বাতী কমলা খেলো, তার
শাড়ীর উপরে সমন্বয়ে সকালে বসলো রোদ,
রোদের পারদ লেগে স্বাতীর সমস্তটা মুখ যেনো আয়না, গভীর আয়না!
সদ্য বেড়ে ওঠা, প্রতিকৃতি আমার নিজের তাতে দেখলুম,
বোকা বোকা একটি লোক,
কমলালেবু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে বারান্দায় স্বাতীর সম্মুখে!

আশ্রমের শান্তির মতোন সুখে চেয়ে আছে তার
তৃষ্ণার আনত করতলে বাহাদুর কমলালেবুটি!

যেনো বোলছে, এরকম ঐতিহাসিক দিন,
খুঁটিনাটি ইচ্ছার সম্ভোগ দিয়ে শুরু হোক
স্বাতীকে দেখার কাজ, নীল দেখা রক্তের ভিতরে গিয়ে
হৃৎপিণ্ডে আজ কেউ জরিপ করুক সব বেঁচে থাকা
সম্ভোগের, শিল্পের এলাকা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্প হলো স্বাতীর হাতের ঐ কমলালেবু,
লজ্জায় আনত মুখ, রোদের ফড়িং
শিল্প হলো স্বাতীর কানের রিং,
চুল থেকে টেনে আনা সুগন্ধের সমস্ত বাতাস,
শিল্প হলো আঙ্গিনায়, উঠোনে স্বাতীর জলে
জীবনের সিক্ত তাজা ঘাস!

শিল্প তো নিরাশ্রয় করেনা, কাউকে দুঃখ দেয়না
কোনো হীন সিদ্ধান্তের মতো
যৌবনের মাংসে তারা রাখেনা কখনোই কোনো
অভাবের কালো ব্যধি, দূরারোগ্য ক্ষত!

শিল্প তো স্বাতীর বুকে মানবিক হৃৎপিণ্ড, তাই
আমি তার হৃৎপিণ্ডে বয়ে যাই চিরকাল রক্তে আমি
শান্তি আর শিল্পের মানুষ!

ব্যক্তিগত পোশাক পরলে

AMARBOI.COM

দৃশ্য মধ্যে অহরহ পরস্পরকে খুঁজে আবার কোথায় হই প্রতিধ্বনিত
আমার নিজ কণ্ঠস্বরে অন্য কাউকে ডেকে ফিরছি, ছেঁড়া চক্ষু ভাঙা গলা
দেখে যাচ্ছি, শুনে যাচ্ছি, একই বৃত্তে পরস্পরকে একই সঙ্গে এক আসরে

অথচ দ্যাখো আমরা কেউ চিনিনা কাউকে ব্যক্তিগত পোশাক পরলে!

বয় বেয়ারা, অফিস গাড়ী, গীর্জা মতোন শান্ত বাড়ি
দেখে যাচ্ছি, শুনে যাচ্ছি,
এসেন্স পোরা সখ্যতায় ও জাফরীকাটা হাস্যলাপে একই বৃত্তে পরস্পরকে,

অথচ দ্যাখো আমরা কেউ চিনিনা কাউকে ব্যক্তিগত পোশাক পরলে!
রোদে পোড়া স্রোতস্বিনী, রুমাল থেকে রৌদ্র সেঁচে
আঙ্গুল ধারায় চক্ষু মোছে, গ্রীবা মোছে, ফাইলপত্তর হিসাব-নিকাশ?

কমলালেবুর মধুরবিকাশ স্মৃতি পাল্টে বোলতে চাচ্ছে
দেখে নাওতো কিশোর বেলায় কোন পাগলটা ছিঁড়েছিল প্রথম ফলটা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙা বয়স, ভাঙা আয়না, গ্রীবা রেখায় ধূলো জমছে একই বৃত্তে একই সঙ্গে
দেখে যাচ্ছি সত্য বলি সবাই কেমন আত্মগ্রস্থ ঃ শবাযাত্রীও বোলতে পারো.
এখন আমরা কেউই কাউকে চিনতে চাই না; স্বজন বন্ধু অন্নদাত্রী,

আমরা কেউই চিনিনা কাউকে ব্যক্তিগত পোশাক পরলে!

মেঘেরও রয়েছে কাজ

মেঘেরও রয়েছে কাজ
ওকে ছুটি দাও
ওকে দিয়ে দাও ওর কালো আমব্রেলাটি,
ফিরে যাক ও তার তল্লাটে!

প্রকৃতির সব চেয়ে নিম্ন, বেতনভোগী কর্মচারী
ঐ মেঘ,
ওরও তো রয়েছে বহু শিল্পকর্ম,
এবং বাসনা!

ওকে ছুটি দাও,
ওকে দিয়ে দাও ওর কালো আমব্রেলাটি,
ফিরে যাক ও তার তল্লাটে!

একলা বাতাস

নোখের ভিতর নষ্ট ময়লা,
চোখের ভিতর প্রেম,
চুলের কাছে ফেরার বাতাস
দেখেই শুধালেম,
এখন তুমি কোথায় যাবে?
কোন আঘাটার জল ঘোলাবে?
কোন আগুনের স্পর্শ নেবে
রক্তে কি প্রব্লেম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ তাহার ছায়ায় আমি যেদিকে তাকালেম
তাহার শরীর মাড়িয়ে দিয়ে
দিগন্তে দুইচক্ষু নিয়ে
আমার দিকে তাকিয়ে আমি আমাকে শুধালেম

এখন তুমি কোথায় যাবে?
কোন আঘাটার জল ঘোলাবে?
কোন আগুনের স্পর্শ নেবে
রক্তে কি প্রব্লেম?

গাছগুলো

(শহীদ কাদরীকে)

সজীব গাউন পরা অই গাছগুলোকী রগড় করে যে
হাওয়ার সাথে প্রতিদিন!

সবুজ পাতার মুদ্রা তুলে তুলে নাচে, বক্ষোবাস খুলে খুলে নাচে
নিপুণ নটীর সহোদরা।

সকালে কাঠের খোপ থেকে বের হয়ে মুরগীগুলো
যখোন শস্যকণা খোঁজে,
কাক ও চড় ই চঞ্চু দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে আনে
টাটকা সুগন্ধী ভোর;
তখনো কোচড় থেকে সোমত্ত সুন্দর গাছগুলো
ঢেলে দেয় মিহি অক্‌সিজেন!

সারারাত শয়নিতা পাখিনীর শয়ন গড়িয়ে রাখে ওরা
প্রাতঃরাশ সাজিয়ে সকালে
সূর্য ওঠার আগে দাঁড়িয়েই থাকে ঠায় পাখির ঘরের কাছে
প্রাকৃতিক চাকর, খানসামা!
সচ্ছল সিন্দুক থেকে বের কোরে দেয় রোজ
ভেষজ ওষুধ ফল,
প্রাণপ্রতিশোধক নির্যাস!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যখোন শার্টের তলায়
নিজস্ব গোপন ছুরি নিয়ে চলা ফেরা করি
প্রতিমূহূর্তের আয়নায় আত্মহত্যা করি আর
প্রতিমুহূর্তের অবিশ্বাসে
এর ওর সাথে কথা বলি,
সে মুহূর্তে ওরা বিলায় ওদের নিজস্ব সম্পদ
নির্বিশেষে চুপিচাপি,

বড় মায়া হয় যখোন ওদের দেখি
কুঠারের ক্রুশে বিদ্ধ মেরীর সন্তান!

শীতে ভালোবাসা পদ্ধতি

জনক তুমি শীতে এবার কার্ডিগানটা পরো কেমন?

আমাকে তুমি শিখিয়ে দিও লালঝুটো সেই পাখির নামটি?
কনক আমরা এবার শীতে নদীর তীরে হো হো হাসবো,
সন্ধেবেলা তোমার চুলে শিশির ভরে রাখবো লক্ষ্মী
তোমার অনামিকায় কামড় দিয়ে আমি হঠাৎ আবার
'যাহ্-কী-দুষ্টু' ওঁষ্ঠে তোমার ওষ্ঠ ছোবো সকাল বেলায়
সূর্যোদয়ের কাছে কেবল শান্তি চাইবো, বুঝলে কনক

তোমার মাথাধরাও আমি এক চুমোতে সারিয়ে দেবো!

স্মৃতিকথা

(হেলাল, কাঞ্চন, ওয়ালী, বাচ্চু ও রাব্বীকে)

যে বন্ধুরা কৈশোরে নারকেল বনের পাশে বসে
আত্মহত্যার মতো বিষণ্ন উপায়ে উষ্ণ মেয়েদের গল্প কোরতো
শীতকালে চাঁদের মতোন গোল বোতামের কোট পরে
ঘুরতো পাড়ায়,
যে বন্ধুরা থিয়েটারে পার্ট কোরতো,
কেউ সাজতো মীরজাফর, কেউবা সিরাজ
তারা আজ, এখন কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমেনা যে পড়াতো ইশকুলে ছোট মনিদের বিদ্যালয়ে
রোমেনা যে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস পড়ে তার
নায়িকার মতো জ্বরে ভুগতো,
আর মিহি শরীরের সাথে মিল রেখে
কপালে পরতো টিপ,
শাদা কোমরের কাছে দীর্ঘচুল ঝুলিয়ে রাখতো
ব্লু কালারের ব্যাগ,

দু'বৎসর আগে শুনেছি বিবাহ হ'য়ে গেছে তার,
এখন কোথায়?

রুনী তার মাতাল স্বামীর কাছে না গিয়ে নিজেই একরাতে
একে একে শূন্যতায় সলজ্জ কাপড়গুলি খুলে ফেলে কুয়াশায়
উন্মাদিনী কোথায় পালালো!
নিজস্ব ভ্রূণের হত্যা গেঁথে দিয়েছিল তাকে মানসিক হাসপাতালের এক কোণে!
কোথায় সে? এখন কোথায়?

অনেকেই চলে গেছে, অনেক নারকেল গাছ হয়ে গেছে বুড়ো
অনেক প্রাঙ্গণ থেকে উঠে গেছে
গোলাপ চারার মতো সুন্দর বয়সমাখা প্রসিদ্ধা তরুণী,

মধ্যরাতে নারকেল বনের কাছে ভেঙে যায় আমারও গল্পগুলি
স্মৃতিকথা সেখানে নিশ্চুপ!

প্রত্যাবর্তনের সময়

আমি আবার ফিরে এলাম, আমাকে নাও
ভাঁড়ার ঘরের নুন মরিচ আবার মশলাপাতা গেরুয়া ছাই
আমায় তুমি গ্রহণ করো।

আমি আবার ফিরে এলাম,
স্নিগ্ধ কাক, আলাপচারী তালচড়াই
আমাকে আজ গ্রহণ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুদিনের নির্বাসনের কাতরতার চিহ্ন আমার সর্ব অঙ্গে
বহুদিনের দৃশ্য দেখার উৎসাহ তাই
এক জোড়া চোখ নিয়ে এলাম নিজের সঙ্গে

আমি আবার ফিরে এলাম আমাকে নাও,
আমাকে নাও, ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছি
নক্‌শী কাঁথা, নদীর বালিশ অনেক রকম গ্রাম্য শালিস
মনে কি পড়ে, মনে কি পড়ে?

পারদমাখা শয্যা আমায় শান্তি দেয়নি, নারী আমায় নিদ্রা দেয়নি
গ্রন্থ এখন কেবলি শুধু ছাপার হরফ, সভ্যতা যে অধঃপতন,

অমল কোনো পাইনি মানুষ যাকে ধারণ কোরলে আমি আলো পেতাম!

শুধু শুধুই দুপুর গেছে মানুষ গেছে ব্যর্থ মানুষ,
শিল্প এখন সুবিধাবাদ!

তাইতো আমি ফিরে এলাম, আমাকে নাও
আমাকে আজ গ্রহণ করো,
মাছের আঁশটে, হলুদ রৌদ্রে ভাঁড়ার ঘরের নুন মরিচ আর
মশলা পাতা গেরুয়া ছাই, শালিধানের গন্ধ তুমি,
ভেজা মাটির বৃষ্টি তুমি গ্রহণ করো আমাকে নাও, আমাকে নাও!

রূপসনাতন

(সিকদার আমিনুল হককে)

এসেছিস তো কী হয়েছে? কিছুই হয়নি, দ্যাখ্
ঐতো আচ্ছন্ন ঘাস, ধানী জমি, ঐতো কোমল নৌকো, ধরিত্রী আকাশ!

এসেছিস তো কী হয়েছে? কিছুই হয়নি দ্যাখ্,
ঐতো ডাকছে পাখি, জ্বলছে যৌবন, চাঁদ, ঐতো জোনাকী

যাবি তো কাঁদিস কেন? কিছুই কান্নার নেই শোন্
শরীরে নকশী কাঁথা, মাটির কলস রইলো ফুলদানি কয়েকটি কলম!

যাবি তো থামিস কেন? কোথাও থামার নেই, আর
ঐতো নৌকো যায়, মাটির কলস যায়, ফুলদানি যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্গত মানুষ
(মুহম্মদ নূরুল হুদাকে)

আমি যদি বোলতে পারতাম
আমি এর কিছু নই!

এই পাথরের চোখ,
পরচুলা
নকল পোশাক,
এসব আমার নয়
এসব আমার নয়, প্রভু

আমি যদি বোলতে পারতাম!

বদলে যাও, কিছুটা বদলাও
(শফিকুর রহমানকে)

কিছুটা বদলাতে হবে বাঁশী
কিছুটা বদলাতে হবে সুর
সাতটি ছিদ্রের সূর্য, সময়ের গাঢ় অন্তঃপুর
কিছুটা বদলাতে হবে
মাটির কনুই, ভাঁজ
রক্তমাখা দুঃখের সমাজ কিছুটা বদলাতে হবে...

বদলে দাও, তুমি বদলাও
নইলে এক্ষুণি
ঢুকে পড়বে পাঁচজন বদমাশ খুনী,

যখোন যেখানে পাবে
মেরে রেখে যাবে,
তোমার সংসার, বাঁশী, আঘাটার নাও।

বদলে যাও, বদলে যাও, কিছুটা বদলাও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র কুসংস্কার

একে একে সব গেছে, কিছু নেই, কিচ্ছুটি নেই।
শুধু ওরা আছে থাক,
ভেজা বাড়ি, ঘরদোর, আনাচ, কানাচ, ইঁদুর খসানো মাটি
ওরা আছে, ওরা থাক!

আমার বোনটি যেই বারান্দায় দাঁড় কাক ডাকলেই
বলে ওঠে, ভাই–
গুনে গুনে সাতটি চাল ফেলে দে তো কাকটার মুখে?
চালের গন্ধ পেয়ে দেখিস কাকটি উড়ে যাবে,
আমাদের বিপদ আসবেনা;
আমি সেই অশুভ কাকের মুখে গুনে গুনে
সাতটি চাল ফেলে দেই,
আমি ফের সকল বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করি!

একবার মাকে মাথার উপরে,
হুশ শব্দটিকে দিয়ে টিয়ে ডাক ডাকতে শুনেছি,
মা তুমি আবার সেই টিয়ে ডাক ডাকো দেখি,
আমরা তো ভুলতে ভুলতে সব পাখিদেরও আজ
ডাক নাম ভুলতে বসেছি!

একে একে সব গেছে, কিছু নেই, কিচ্ছুটি নেই,
তবু কিছু কষ্টেসৃষ্টে ধরে আছে এখনো মানুষ!

এখনো পেঁচার ডাকে কেউ কেউ লক্ষ্মীর আগমন টের পায়!
বিড়ালের হাই তোলা হাত দেখে
গৃহিনীরা আজো অনেকেই অতিথির ভাত তুলে রাখে!

কে সেই অতিথি? কে সেই বিড়াল হাত আঁচায়, অন্ধকারে
কে সেই সুন্দর পেঁচা যার ডাকে লক্ষ্মী চলে আসে?
এসব প্রশ্ন থাক, তার চেয়ে এই যেনো হয়?
ছোট বোন বারান্দায় বারবার
কাক ডেকে উঠলেই বলে ওঠে, ভাই,
গুনে গুনে সাতটি চাল ফেলে দে তো কাকটার মুখে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা যেনো আবার বলে দেয়
কোনদিকে, কোথায় এখনো আছে
ভালোবাসা, পাখি, প্রেম, অন্ধকার আলো ও মানুষ!

বয়ঃসন্ধি

চিকন কঞ্চির মতো ছিপছিপে রোদের ভিতরে আসি
কে আমাকে নুইয়ে দেয় মা? আমার ভীষণ ভয় লাগে!

পানা পুকুরের পাড়ে জলের আয়না আছে, মুখ ধুই
আমি কাকে নুইয়ে দিই মা? আমার ভীষণ ভয় লাগে!

নাসারন্ধ্রে নিমের ফুলের ঘ্রাণ, খয়েরী দুপুরে আমি
আলোর আঁধারে কেন ভেসে যাই মা? আমার ভীষণ ভয় লাগে!

আমার সুন্দর হতে ভালোই লাগে না; আমি ভয় পাই!

আমার শরীরে এই অসহবিসহ আলো, বিচ্ছুরণ তেলেসমাতির খেল
আমার শরীরে এই সোনালি ত্বকের ছটা বুক জোড়া উঁচু শিহরণ!

কোথায় লুকাবো মা? ভয় লাগে, আমার ভীষণ ভয় লাগে!

মৌলিক পার্থক্য

(নজরুল ইসলাম শাহকে)

আমার একবার খুব ভেদবমি হয়েছিল,
ভেদবমি কাহাকে বলে?
তখোন বয়স নয়, দশ কি এগারো-
ভেদবমির কী বুঝতাম!
তখোন পেচ্ছাব খুব সাদা হতো, কান্নায় তেমন কোনো কষ্ট ছিলনা,
বাবার পকেট থেকে অনায়াসে চুরি কোরে খেতাম সন্দেশ!

আমার একবার দুঃখদুঃখ ভাব জেগেছিল,
দুঃখ কাহাকে বলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখোন বয়স তেরো, চৌদ্দ কি পনেরো-
দুঃখের কী কাঁচকলা তখোন বুঝতাম?
তখোন কেবল এক তরুণের বুকে আমি
অত্যন্ত সীমিত সাদা আগুন দেখেছি!
দুঃখ কি অমন কোনো সীমাবদ্ধ সীমিত আগুন?

আমার একবার খুব সৌন্দর্যের বোধ জন্মেছিল,
সৌন্দর্য কাহাকে বলে?
তখোন বয়স খুব বেশি হলে ষোল কি সতেরো;
সৌন্দর্যের তখোন আমি কিইবা বুঝতাম?
তখোন যুবতী দেখলে ক্ষিধে পেতো এইটুকু জানি,
গোলাপ ফুলের চেয়ে মূল্যবান মনে হতো সকালে সিদ্ধ ডিম!
আমার বয়স আজ দীর্ঘ পঁচিশ! প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়,
এখনো অভ্যাসবশে আমার যুবতী দেখলে ক্ষিধে পায়!

এখনো অভ্যাসবশে গোলাপ ফুলের চাইতে
সিদ্ধ ডিমই প্রিয় মনে হয়!

AMARBOI.COM

সেই সুখ
(সুফিয়া চৌধুরীকে)

সেই সুখ মাছের ভিতরে ছিল,
সেই সুখ মাংসের ভিতরে ছিল,
রাতের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যেতো ছেলেবেলা
সেই সুখ চাঁদের ভিতরে ছিল,
সেই সুখ নারীর ভিতরে ছিল!

নারী কোন রমণীকে বলে?
যার চোখ মুখ স্তন ফুটেছে সেই রমণী কি নারী?
সেই সুখ নারীর ভিতরে ছিল,
যখোন আমরা খুব গলাগলি শুয়ে
অনু অপলাদের স্তন শরীর মুখ ঊরু থেকে
অকস্মাৎ ঝিনুকের মতো যোনি,
অর্থাৎ নারীকে আমরা যখোন খুঁজেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিণের মতো হুর্‌রে দাঁত দিয়ে ছিঁড়েছি তাদের নখ, অন্ধকার
সেই সুখ নারীর ভিতরে ছিল।

যখোন আমরা শীতে গলাবন্ধে পশমী চাদর জড়িয়েছি
কিশোরীর কামরাঙা কেড়ে নিয়ে দাঁত বসিয়েছি
সেই সুখ পশমী চাদরে ছিল, কামরাঙা কিশোরীতে ছিল!

রঙীন বুদ্ধুদ মাছ, তাজা মাংস, সুপেয় মশলার ঘ্রাণ
চিংড়ি মাছের ঝোল যখোন খেতাম শীতল পাটিতে বসে
সেই সুখ শীতল পাটিতে ছিল।

প্রথম যে কার ঠোঁটে চুমু খাই মনে নেই
প্রথম কোনদিন আমি স্নান করি মনে নেই।
কবে কাঁচা আম নুন লঙ্কা দিয়ে খেতে খেতে
দাঁত টক হয়েছিল মনে নেই
মনে নেই কবে যৌবনের প্রথম মিথুন আমি ঘটিয়েছিলাম
মনে নেই...
যা কিছু আমার মনে নেই তাই হলো সুখ!
আহ! সে সুখ...

অসভ্য দর্শন

(নির্মলেন্দু গুণকে)

দালান উঠছে তাও রাজনীতি, দালান ভাঙছে তাও রজনীতি,

দেবদারু কেটে নিচ্ছে নরোম কুঠার তাও রাজনীতি,

গোলাপ ফুটছে তাও রাজনীতি, গোলাপ ঝরছে তাও রাজনীতি!

মানুষ জন্মাচ্ছে তাও রাজনীতি, মানুষ মরছে তাও রাজনীতি!

বোন তার বেণী খুলছে যৌবনের অসহায় রোদে মুখ নত কোরে
বুকের ভ্রমর হাতে রাখছে লুকিয়ে– তাও রাজনীতি

তরুণেরা অধঃপাতে যাচ্ছে তাও রাজনীতি পুনরায়
মারামারি যুদ্ধ আর অত্যাচার, হত্যার আগ্রসী খুন মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়ানো বীর্যের ব্যথা, বিষণ্ন মিথুন
মহিলার রক্তের ভিতরে ভ্রুণ, সমস্যার ছদ্মবেশে আবার আগুন
উর্বর হচ্ছে, রাজনীতি, তাও রাজনীতি!

আমি পকেটে দুর্ভিক্ষ নিয়ে একা একা অভাবের রক্তের রাস্তায় ঘুরছি
জীবনের অস্তিত্বে ক্ষুধায় মরছি রাজনীতি, তাও রাজনীতি আর

বেদনার বিষবাষ্পে জর্জরিত এখন সবার চতুর্দিকে খাঁ, খাঁ, খল,
তীব্র এক বেদেনীর সাপ খেলা দেখছি আমি; রাজনীতির তাও কি
রাজনীতি?

একটা কিছু মারাত্মক

(মামুনুর রশীদকে)

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে ডাইনীর মতোন কেন কোমর বাঁকানো
একটি চাঁদ উঠবে জ্যোৎস্নায়
উলুকঝুলুক গাছ,
মানুষের খোলা, আকাশের নীচে রেস্তোরাঁয়
এখানে সেখানে,
সবদিকে
কেন এত রক্তপাত হবে? গুপ্তহত্যা হবে?
কেন জীবনের দ্রব্যমূল্য বাড়বে এত শনৈঃ শনৈঃ
কেন ফুরাবে এমন আমাদের পকেটে সিগ্রেট,
খাদ্য, রূপালী আত্মার ঘ্রাণ রমণী ও টাকা?
একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে কেন পাওয়া যায় না প্রেমিকা?
কেন মোমের আলোর শিখা আজকাল
ধীরে জ্বলে,
ধীরে জ্বলে, মাঝরাতে
মহিলার শাড়ি কেন সভ্যতার শোভার মতন
খুলে যায়
নেমে যায়, আজকাল
কেন এত সহজেই ভেঙে পড়ে কালো চোখ, কোমল যৌবন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে কিশোর চেনেনা কেন ঘাস ফুল? ঘাস কেন সবুজের বদলে হলুদ?

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
                    নইলে নয়টি অমল হাঁস
                    থেঁতলে যায় ট্রাকের চাকায়?
ভালোবাসা, কেবলি...কেবল একটি
                    বাজেয়াপ্ত শব্দের তালিকা হয়?

একটা কিছু মারাত্মক ঘটছে কোথাও
নইলে মানুষের দরোজায় টোকা দিলে কেন আজ দরোজা খোলে না?

'বৃষ্টি হলে গা জুড়োবে' কেউ কেন বলেনা এখন?

দূরযাত্রা

(আবিদ, শেহাব, সুকান্ত, মনোয়ার ও মাশুককে)

আমি কার কাছে যাবো? কোনদিকে যাবো?

অধঃপতনের ধুম সবদিকে, সভ্যতার সেয়ানা গুণ্ডার মতো
মতবাদ; রাজনীতি, শিল্পকলা শ্বাস ফেলছে এদিকে ওদিকে,
শহরের সবদিকে সাজানো রয়েছে শুধু শাণিত দুর্দিন, বন্যা অবরোধ
                                        আহত বাতাস!

আমি কার কাছে যাবো? কোনদিকে যাবো?
কোন শহরের দিকে যাবো আমি? যৌবনের জ্বলন্ত শিরায় আজ
এই যে জ্বলছে চাঁদ জ্যোৎস্না, চাঁদ জ্যোৎস্না আর জ্যোৎস্নাফুল,
                    হৃদয়ের ভিতরে ব্যাকুল,
জ্বলছে এই যে স্বপ্ন, স্মৃতি, শব্দ, অলঙ্কার
অভাবের মরীচিকা, এ শহর কার?

এ শহরে জন্মদিবস হয় না? সোনালি যুবতী নেই? চন্দ্রহার
বাহুর বৃত্তের বহ্নি, পিপাসার রক্তসাগরমাখা সমস্যার
সাম্রাজ্যে এখানে বুঝি বাজে না সানাইয়ের সুর?
বসে না উদার তাবু? লাল নীল কার্ণিভাল, আসে না ময়ূর?
এখানে কেবলি ক্ষুধা, মহামারী, মৃত্যুভয়
অবচেতনায়ও যদি আলো-কে নেভায় বলো আমার কি আসে যায় তাতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নই ক্রীতদাস, হৃদয়ের আমি তো সম্রাট, আমি
এক লক্ষ রাজহাঁস ছেড়েছি শহরে, আমি জয়ী, আমি জয়ী!

আমি সভ্যতার পরোয়া করি না; সমস্যায় শূন্যতায় এ শহর যদি ফেরে
শত্রু কবলিত হয়,- হলে হোক- মহামারী বাড় ক পাঁজরে আর
মাংসের ভিতরে তার অন্ধকার আগ্রাসী আভায়
ঝরে যায় যদি সব, পুড়ে যায় যদি প্রেম, থোকা থোকা
আমাদের সে উদ্ধত অভিজ্ঞান, ধন্য সব আশা কুহকিনী,
আমি তবু পরোয়া করিনা আমি যে শহরে যাবো,

সে তো শিল্প, সে তো 'সারাদিন'- পুনর্বার বাংলাভাষার
সে তো ভোর, রঙ্গীন জলের আয়না, মধ্যরাত, সোনালি সুদিন!

মিসট্রেস ঃ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট

প্লাস্টিক ক্লিপের মতো সহস্র কোকিল যেই বনভূমি গেঁথে নেয়
সবুজ খোঁপায় ভোরবেলা- ময়ূরের পেখমের মতো খোলা রোদে বসে
ব্লাউসের বোতাম লাগিয়ে মিসট্রেস আসে ইশকুলে আর
কয় ঝাঁক বালকের নির্দোষ নিখিল ভরা ক্লাসরুমে এসেও সে শোনে

বনখোঁপা বাঁধা কোকিলের কাজল কূজন তার চুলে, চমৎকার
চিরোল গ্রীবায়, শেষে গৌর লাজুক শিয়রে শিহরিত শুধু
পেতে গিয়ে এক হারানো প্রেমের ঘ্রাণ, বয়ে নেয় সে তখন
কী যে এক আর্দ্র পরাজয় তার আত্মব্যস্ত অতীতের অথই সীমায়!

দেরি কোরে এসে ইশকুলে ক্লান্ত কর্ণেও ভরে নিতে হয় তাকে মাঝে মাঝে
হেড মিসট্রেসের শ্লীলতাবিহীন সাধুভাষা– আর তাই দেখে করুণাতে
আর্দ্র হও কখনো কি তুমি হে স্ট্রীট? বুঝে নিতে পারো তার
বিখ্যাত বেদনা? নারী, নারীই কেবল যদি বোঝে কোনো নারীর হৃদয়- তবে
তুমি ভূখণ্ডের মানে এই ঢাকা শহরের এক সবুজ তনয়া, নারী
তুমি কি বোঝোনা তার তিরিশ বছর কাল কুমারী থাকার অভিশাপ?
বোঝো না কি
তিরিশ বছর কত কাঁদায় যৌবন ঐ কোকিলের পাষণ্ড রোদন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসট্রেস, কালো মিসট্রেস, করুণকোমল ঐ রোদনরূপসী মিসট্রেস!
যেনো কোনো রেফ্রিজারেটারে তার তুমুল হৃদয় রেখে আসে ইশকুলে,
ক্লান্ত! এখন অধীরা, যেনো কতদিন সে তার নিজের মুখ মোছেনা
আনন্দ অভিধায়!
অভিমানী, সর্বস্ব খোয়োনো ঐ মেয়ে–
মানসিক শ্রমে জব্দ জীবনধারিণী!
ওকে দয়া করো,
হে ভোর,
হে স্ট্রীট,
শিশুক্লাস,
আর্ট খাতা,
বনের বিজন
সাঁঝবেলা!
বিষণ্ন ও কুমারীকে দয়া করো!
দয়া করো!
দয়া করো!

শিকড়ে টান পড়তেই

(আব্দুল মান্নান সৈয়দকে)

এত রাতে কে যায় ধূলোর রাস্তা? কে যায় বিবর্ণ ঘাস?
কে যায় আগুন? বলো এত রাতে কে যায় পাহারাঅলা?
বলো, বলো, বলো তুমি হে রাত, হে তুমুল দুর্দিন
কাকে তুমি যেতে দাও?
হে ধূলো, বিবর্ণ ঘাস, কাকে রাখো? কাকে ফেলে দাও
উচ্ছিষ্ট ভাতের মতো? কুকুরের মতো?

মড়া পোড়া কাঠের মতোন তুমি হে পাবক কাহাকে পোড়াও?
হে আগুন নিশিথের নিমগ্ন তাপস তুমি ধ্রুবশিখা?

বলো, বলো, আমাকে জানিয়ে দাও, আমি কান পেতে আছি
ত্রিশূলের মতো সোজা টান টান আমার শরীর আমি
আলো করে রেখেছি লোহায়, বলো,
বলো অগ্নি, বলো ধ্রুবশিখা,
আমি সোমরস দেবো, কমণ্ডুলু থেকে আমি ঢেলে দেবো
আলোর প্লাবন;
পৃথিবীর পুরাতন পদ্মটির মতো হবো বিশুদ্ধ বিনয়ী.

বলো, প্রেম, বলো ভালোবাসা,
কাকে তুমি তমসায় তীব্র করো, তুচ্ছ করো, কাকে রাখো, কাকে ফেলে দাও,
উচ্ছিষ্ট ভাতের মতো। কুকুরের মতো।

আমি অন্ধ হৃদয়ের ক্রন্দন জ্বালিয়ে রাখবো অনিষ্কাম,
আমি তোমাকে খাওয়াবো দীর্ণ আমার শরীর থেকে পাপরস
ঘাম, রক্ত, শ্রমের গ্লানির হেতু;
আমি সর্বত্র স্থির থেকে টান মেরে ছিঁড়ে নেবো আমার সকল জ্ঞান,

বলো অগ্নি, বলো হে পাবক, বলো হোমযজ্ঞাগ্নির উষ্ণ জ্যোতি শিখা
মৃত্যু, হিমস্তব্ধতা নগরের এই সব উচ্চাসীন স্কাইস্ক্রেপার
এই জাতিসংঘ, শ্রমিক লীগের নায়কেরা, সভাপতি, সভাসদ
এই সামাজিক জীব,
এই অধিনায়কেরা কী চায়? কেবলি ক্লান্তি! কেবলি কনিষ্ঠ তরবারী?
কেবলি করুণ প্রেম?
কেবলি নারীর নষ্ট শরীরের ঘ্রাণ?

কিন্তু আমি তরবারীর সঠিক স্বভাব আজো বুঝতে পারিনি,
আমি সমাজের সঠিক শব্দার্থ আজো খুঁজে পাইনি কোনো শ্লোকে;
মানবিক ভালোবাসা, নারীর নির্জন হাত কাকে বলে এখনো জানিনা!
আমি সমুদ্রের কাছে গিয়ে পুনর্বার সমাজের কাছে ফিরে এসেছি!
রমণীর কাছে গিয়ে পুনর্বার প্রশ্নাতীত আঁধারের কাছে ফিরে এসেছি তমসা,

আমি আলোর ভিতরে শুধু ধ্বংস, হাড় হৃৎপিণ্ড, রোদনের স্রোত দেখে
এসেছি তোমার কাছে ফিরে ফিরে হে পাবক. অগ্নিশিখা হে তীব্র তামস!

অগ্নি দহন বুনো দহন

(রফিক আজাদকে)

বুনো আগুনের ছেঁড়া দহনেই করেছি মাতম শুধু,
পাপের মোড়কে দু'হাত ঢুকিয়ে পাখিদের আর তরু
বীথিদের সাথে চারিয়ে দিয়েছি নৃশংস ডম্বুরু
মাটিতে মর্মে হায়রে এ কোন দহনের হলো শুরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরব প্রাণের কণার জন্যে কীইবা রাখবো আর,
বোধিমূল থেকে সরে গেছে জল, রক্তের ব্যবহার
খোলেনা এখন প্রভাত কুসুম সম্মেলনের দ্বার
প্রাণসম্মুখে, বোধিমূল হায় পুড়ে হলো ছারখার!

এ কার নিপট হাতের ইশারা? দেবতায়-দ্রাক্ষায়
সমটান দিয়ে আমাকে নিচ্ছে টেনে কালো প্রেক্ষায়।
যার সাথে হাসি, সেই ফের দ্যাখো হাহাকার কান্নায়
বিষাদ জমিয়ে শোণিত শস্যে আগুন ছড়িয়ে যায়!

তাইতো পারি না নেভাতে আগুন চারিদিক থেকে যারা
নেভাতে আসবে, তাদের চোখেও হতাশার খরধারা
ফাঁদ পেতে আছে মাকড়ের মতো জালে বাঁধা পড়ে তারা
পোকার মতোন অসহায় নিয়ে চোখে হতাশার ধারা

অন্তিমে তবে মাতমই মুক্তি? যন্ত্রের বিবসনা
বধূর কাছেই উদোম স্নায়ুকে দিনরাত একটানা
প্রকাশিত কোরে- প্রকাশিত কোরে নীরব প্রাণের কণা
তুলে দেবো তাকে? দিনরাত শুধু দিনরাত একটানা?
বৃথাই তা'হলে প্রাণকে বলেছি পাখি তরুদের সখী,
বাষ্পের মতো নম্র যে সুর বাজায় করুণ পাখি
বাজায় আমার রক্তে শুধুই বাজায় সে ডাকাডাকি
ছেড়া দহনের মাতামে মিলবে? পাখিদের ডাকাডাকি?

প্রতিক্ষার শোকগাথা

তোমার চোখের মতো কয়েকটি চামচ পড়ে আছে দ্যাখে প্রশান্ত টেবিলে
আর আমার হাত ঘড়ি
নীল ডায়ালের তারা জ্বলছে মৃদু আমারই কব্জিতে!

ট্যুরিস্টের মতো লাগছে দেখতে আমাকে
সাংবাদিকের মতো ভীষণ উৎসাহী

এ মুহূর্তে সিগ্রেটের ছাই থেকে
শিশিরের মতো নম্র অপেক্ষার কষ্টগুলি ঝেড়ে ফেলেছি কালো এ্যাসট্রেতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেস্তোরাঁয় তুমি কি আসবেনা আজ স্বাতী?

তোমার কথার মতো নরম সবুজ
কেকগুলি পড়ে আছে একটি পিরিচে

তোমার চোখের মতো কয়েকটি চামচ!

তোমার হাসির মতো উড়ছে চাইনিজ পর্দা রেস্তোরাঁয়

আর একটি অস্থির নীল প্রজাপতি পর্দার বুনট থেকে উড়ে এসে
ঢুকে গেছে আমার মাথায়!

রেস্তোরাঁয় তুমি কি আসছোনা আজ স্বাতী?

রেস্তোরাঁয় তুমি কি আসবেনা আর স্বাতী?

কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন

কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন
এখানে প্রাসাদ আছে, এখানে নন্দন
চতুর্দিকে খোলা জানলা, হাওয়া আসে হাওয়া
কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন

আঙ্গুলে সেলাই করবি আমার আঙ্গুল
বুক থেকে নামবি না পারদ বা পরিতৃপ্ত ঘৃণা
শরীরে ধনুক বেঁধে সুন্দরের ছিলা রাখবি টান
কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন

আমাকে শাসাবি খুব, কষ্ট দিবি, ক্লান্তি দিবি, আর
রাত হলে স্বপ্ন দিবি শুতে দিবি বুকের খোঁপায়
শরীরে সেলাই করবি সেই সাপ, সেই আদি পাপ

হাতের পাতায় তোর বেলফুল, বক্ষময় লতা

কথা দিয়েছিলি কেন, বলেছিলি কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরার আগে

(গোলাম সাবদার সিদ্দিকীকে)

এ কথা তো ঠিকই
ফেরার সময় হলে যে যার মন্তব্যে ফিরে যাবো।
কিন্তু তার আগে এই অন্ধকার
আলোর ভিতরে আলো
সমাজের ভালো মানুষের সমস্ত জমকালো খেলা
নারীর নিকটে গিয়ে এক আধরাত্রিবেলা
ভালোবাসা, জীবনযাপন!
জনতায় হাত ফেলে উত্তোলন,
যৌবনের কাছে কারো ফেলে আসা আর এক যৌবন,
আকাশের সুবিস্তৃত শূন্যতায় সহিষ্ণু ভুবন যদি পাই
তার আগে ভাইকে যদি ভাই বলে ডাকি

যদি দেখি, না,-
নারী তার অলঙ্কার
মাঠ তার তৃণের সবুজ
শিশু তার ত্রিভুজ-শুভ্রতা পেয়ে গেছে;

যদি দেখি, না,
পৃথিবীর কোথাও এখন আর যুদ্ধ নেই, ঘৃণা নেই, ক্ষয়ক্ষতি নেই

তাহলেই হাসতে হাসতে যে যার আপন ঘরে
আমরাও ফিরে যেতে পারি!

হাসতে হাসতে যে যার গন্তব্যে আমরা ফিরে যেতে পারি!

সাইকেল

সাইকেল ছিল প্রতিবেশীর কলেরা রোগে দ্বিপ্রহরে কাফন মতো রৌদ্র খুলে
শ্যাম ডাক্তারকে ডেকে আনা;
সাইকেল ছিল মেঘমাখানো বিকেলে খালার পাহাড়ভূমির সে স্থলপদ্ম!
রাত্রিবেলা নারীশরীরের শৌখিন ঘর! আঙ্গিনাতে কাঠবাদাম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইকেল ছিল মরণদাসীর বৈষ্ণবআখড়া, শীতকল্যাণে
খুলনা গিয়ে ছবিঘরে সচল দৃশ্য!

লম্বালম্বি গাছের মতো মর্মরিত সেই লোকটা,
সন্তপুরুষ বাল্‌মীকিকে দেখিনি, কিন্তু তাকে দেখে মনে হতো,
বাল্‌মীকি কি অমন ছিলেন?

সাইকেল ছিল বাঁশবেড়িয়ার বাঁশের সাঁকো,
কুমারী মেয়ের আত্মহত্যা,

যুক্তফ্রন্টের ইলেকশনে কিশোর ক'জন
স্কুলবোর্ডিং-এ শরণার্থী সারাটা রাত কাটিয়ে দিলুম হরিণ নিয়ে!
সেই হরিণটা আর দেখিনা, বুকেও নয় বনেও নয়!

সে জ্যোৎস্নাও আর আসে না!
সাইকেল ছিল পরস্পরের কুশলবার্তা, নম্রতান্বিত
লঞ্চে কোরে হরিদাশপুর, একহপ্তাকার কবিগানের গৃহীত শ্রোতা,

সাইকেল ছিল যেদিন ওরা মানুষ মারলো মানুষ মারলো অপকৃষ্ট
সেদিন স্বর্গ ধর্ম ভাঙা লাথি মেরে ঈশ্বরমূলে।

ক্লান্ত কিশোর তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়

দুপুর ঘুরে কিশোর তুমি বিকেলবেলায়
বাড়ি ফিরলে ক্লান্ত দেখায় ক্লান্ত দেখায়।
ক্লান্ত মুখটি ক্লান্ত দেখায়, ক্লান্ত চোখটি ক্লান্ত দেখায়।

দুপুর ঘুরে কিশোর তুমি বিকেলবেলায়
বাড়ি ফিরলে ক্লান্ত দেখায়! ক্লান্ত দেখায়!

কোথায় ঘোরে সারাদুপুর, ক্লান্ত কিশোর কোথায় ঘোরে?
বুকের মধ্যে কিসের একটা কঠিন দুঃখ রুক্ষ দুপুর শাসন করে,
কিশোর তুমি তার ভিতর বসেই থাকো বাড়ি ফেরোনি... বাড়ি ফেরোনা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একহারা শরীর দোহারা জামা, দু'হাত যেনো দগ্ধ তামা,
অভিমানে বাড়ি ফেরোনা, রক্ত চক্ষু শক্ত চোয়াল
সূর্য ঘেরা সকল দেয়াল ভেঙে তুমি কোথায় যে যাও...
অভিমানে বাড়ি ফেরোনা বাড়ি ফেরোনা!

উত্তোলিত হাতের মুষ্ঠি, কী তুমি চাও?
সর্বনাশ? না সুহৃদ আকাশ? ফিরে তাকাওনা, রাস্তা চলো?

কিসের একটা কঠিন দুঃখ যেনো তোমাকে পাথর ছোড়ে
যেনো তোমাকে আউছি করে?
অভিমানে বাড়ি ফেরোনা, সারাদুপুর বাড়ি ফেরোনা বাড় ফেরোনা
কোথায় যে যাও...

বিকেলবেলায় যখোন ফেরাও পা দুটিকে, ক্লান্ত দেখায়
ক্লান্ত কিশোর তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়,
ক্লান্ত দেখায়! তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়!

স্রোতে রাজহাঁস আসছে

পুনর্বার স্রোতে ভাসছে হাঁস, ভাসতে দাও
কোমল জলের ঘ্রাণ মাখুক হাঁসেরা;
বহুদিন পর ওরা জলে নামছে, বহুদিন পর ওরা কাটছে সাঁতার
স্রোতে রাজহাঁস আসছে, আসতে দাও,

বহুদিন পর যেনো রোদ আসছে, আসতে দাও
নত হতে দাও আকাশকে,
আর একটু নত হোক আলো
আর একটু নির্জন হোক অন্ধকার!

আজ তুমি, পরে নাও তোমার গহনা, দুল
তোমার আঙুল হোক হেমন্তের ফুল,
আমি শুঁকি, শুঁকতে দাও!

বহুদিন পর যেনো শুঁকছি বকুল!
বহুদিন তোমার ভিতরে যাইনা, বহুদিন বকুল ফুলের ঘ্রাণ
পাইনা এ মনে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করতে দাও তবু কোনখানে বকুলবাগান ছিল
গেরস্থের হাজার দুয়ারী ঘরবাড়ি
উঁচু আসন, সিংহাসন
মনে করো, মনে কোরে নাও
আমাদেরও সিংহাসন আছে আজও
আমাদের হাজার দুয়ারী বাড়ি আছে

মাটির ময়ূর, ঠোঁটে ঠোঁটে, ফুলে ফুল
লুকোনো ডাকবাক্স আছে সবুজের কাছে
মনে করো আমাদেরও ভালোবাসা আছে
খাগের কলমে লেখা তাদের অক্ষরগুলি
ধানের শীষের মতো টলমলায় সেখানে শরীরে

তুমি মনে করো, মনে করে নাও
তোমার শরীরে শাড়ি,
গেরস্থের হাজার দুয়ারী ঘরবাড়ি
আলো আর অন্ধকার মনে করো, মনে করে নাও

আমরা নৌকার জলে ভাসতে ভাসতে যেনো প্রতীকের হাঁস
ঐ রাজহাঁস
জল থেকে আরো জলে,
ঢেউ থেকে আরো ঢেউয়ে ছড়াতে ছড়াতে
পৌঁছে যাবো আগে।

মানুষ

(মুশার্‌রফ রসুলকে)

আমি যেনো আবহমান থাকবো বসে
ঠুকরে খাবো সূর্যলতা গাছের শিকড়
অন্ধকারের জল!
আমি যেনো অনাদিকাল থাকবো বসে
বিশ্রুতিময় জীবনে কল্লোল।

আমি যেনো আবহমান থাকবো বসে
আবহমান আমিই কল্লোল
সময় থেকে সভ্যতাকে রাখবো ঢেকে
যুদ্ধ মড়ক নগ্ন ফলাফল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তুমি হরণ করো

উৎসর্গ

আমরাই তো একমাত্র কবি
আমার উদ্বাস্তু-উন্মুল যৌবন সঙ্গী
নির্মলেন্দু গুণ-কে

প্রথম প্রকাশ
১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো কৃষকের গান

দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও আমি অনাবাদী রাখবো না আর আমার ভেতর!

সেখানে বুনবো আমি তিন সারি শুভ্র হাসি, ধৃতিপঞ্চইন্দ্রিয়ের
সাক্ষাৎ আনন্দময়ী একগুচ্ছ নারী তারা কুয়াশার মতো ফের একপলক
তাকাবে এবং বোলবে, তুমি না হোমার? অন্ধ কবি ছিলে? তবে কেন হলে
চক্ষুষ্মান এমন কৃষক আজ? বলি কী সংবাদ হে মর্মাহত রাজা?
এখানে আঁধার পাওয়া যায়? এখানে কি শিশু নারী কোলাহল আছে?
রূপশালী ধানের ধারণা আছে? এখানে কি মানুষেরা সমিতিতে মালা
পেয়ে খুশী?

গ্রীসের নারীরা খুব সুন্দরের সর্বনাশ ছিল। তারা কত যে উল্লুক!
উরুভুরুশরীর দেখিয়ে এক অস্থির কুমারী কত সুপুরুষ যোদ্ধাকে
তো খেলো!

আমার বুকের কাছে তাদেরও দুঃখ আছে, পূর্বজন্ম পরাজয় আছে
কিন্তু কবি তোমার কিসের দুঃখ? কিসের এ হিরন্ময় কৃষকতা আছে?
মাটির ভিতরে তুমি সুগোপন একটি স্বদেশ রেখে কেন কাঁদো
বৃক্ষ রেখে কেন কাঁদো? বীজ রেখে কেন কাঁদো? কেন তুমি কাঁদো?
নাকি এক অদেখা শিকড় যার শিকড়ত্ব নেই তাকে দেখে তুমি ভীত আজ?
ভীত আজ তোমার মানুষ বৃক্ষশিশু প্রেম নারী আর নগরের নাগরিক ভূমা?

বুঝি তাই দুঃখের এক ইঞ্চি জমিও তুমি অনাবাদী রাখবে না আর
এসিইথয়েটার থেকে ফিরে এসে উষ্ণ চাষে হারাবে নিজেকে, বলবে
ও জল, ও বৃক্ষ, ও রক্তপাত, রাজনীতি ও নিভৃতি, হরিৎ নিভৃতি
পুনর্বার আমাকে হোমার করো, সুনীতিমূলক এক থরোথরো দুঃখের
জমিন আমি চাষ করি এ দেশের অকর্ষিত অমা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদিত দুঃখের দেশ

উদিত দুঃখের দেশ, হে কবিতা হে দুধভাত তুমি ফিরে এসো!
মানুষের লোকালয়ে ললিতলোভনকান্তি কবিদের মতো
তুমি বেঁচে থাকো
তুমি ফের ঘুরে ঘুরে ডাকো সুসময়!
রমণীর বুকের স্তনে আজ শিশুদের দুধ নেই প্রেমিক পুরুষ তাই
দুধ আনতে গেছে দূর বনে!
শিমুল ফুলের কাছে শিশির আনতে গেছে সমস্ত সকাল!
সূর্যের ভিতরে আজ সকালের আলো নেই সব্যসাচীর তাই
চলে গেছে, এখন আকাল
কাঠুরের মতো শুধু কাঠ কাটে ফল পাড়ে আর শুধু খায়!

উদিত দুঃখের দেশ তাই বলে হে কবিতা, দুধভাত তুমি ফিরে এসো,
সূর্য হোক শিশিরের ভোর, মাতৃস্তন হোক শিশুর শহর!

পিতৃপুরুষের কাছে আমাদের ঋণ আমরা শোধ করে যেতে চাই!
এইভাবে নতজানু হতে চাই ফলভারানত বৃক্ষে শস্যের শোভার দিনভর
তোমার ভিতর ফের বালকের মতো ঢের অতীতের হাওয়া
খেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাই!

হে কবিতা তুমি কি দ্যাখোনি আমাদের ঘরে ঘরে তাঁতকল?
সাইকেলে পথিক?

সবুজ দীঘির ঘন শিহরণ? হলুদ শটির বন? রমণীর রোদে
দেয়া শাড়ি? তুমি কি দ্যাখোনি আমাদের
আত্মহুতি দানের যোগ্য কাল! তুমি কি পাওনি টের
আমাদের ক্ষয়ে যাওয়া চোখের কোণায় তুমি কি বোঝে নি আমাদের
হারানোর, সব হারানোর দুঃখ– শোক? তুমি কি শোনোনি ভালোবাসা
আজও দুঃখ পেয়ে বলে, ভালো আছো হে দূরাশা, হে নীল আশা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমাপ্রদর্শন

তুমি কি সত্যি ক্ষমার মানুষ? করছি ক্ষমা পরিত্রাণের
গন্ধ ভরা জল ছিটিয়ে তুলছি ঘরে, কৃতজ্ঞতা
তোমায় আমি বদলে দিয়ে কৃতজ্ঞতা তুলছি ঘরে
আকাল পোশাক বদলে দিয়ে রাখালে পোশাক তুলছি ঘরে!

তুমি কি সত্যি ক্ষমার মানুষ? করছি ক্ষমা পরিত্রাণের
একজনমে এত ক্ষমা তুমি কি তাই পাওয়ার যোগ্য হে মন আমার
করছি ক্ষমা করছি ক্ষমা;

এখন তুমি সংসারে যাও, তোমার শিশু সমস্যাদি
সংগঠন আর নিদ্রা এবং লবণ মাংস মহোৎসবের
রৌদ্রমেঘের পাশে দাঁড়াও, কৃতজ্ঞতা এখন তুমি
কৃতজ্ঞ হও কৃতজ্ঞ হও!

একজনমে পাপ করেছো, পাপের ছায়া পরিত্রাণের গন্ধ হলো একজনমে
খিড়কী দুয়ার এখন তোমার খিড়কী দুয়ার, ঝাপসা স্মৃতি রহস্য তার
জান্‌লা থেকে জান্‌লা দেখায় অতীত থেকে অতীত দেখা

একটু একটু তাঁদের ছায়ায় বেড়ে ওঠো এখন তুমি একটু একটু
তাদের বুকে তাদের চোখে তাদের ছায়ায় বেড়ে ওঠো,

হে মন তুমি অধঃপতন
থেকে এবার বেড়ে ওঠো!

অপেক্ষায় থেকো

আমরা আসবো ঠিকই আসবো, অপেক্ষায় থেকো!
নপুংশক ঘাতক বাউল সন্ত যাইই হই, বিবর্ণ বুলবুল
আমরা যাইই হই
আমরা আসবো ঠিকই ফিরে আসবো, অপেক্ষায় থেকো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকড়ে শুকনো ঘাস, যুথীফুল একটি কি দুটি
ঘূর্ণিত পাখির চিহ্ন, কুমারীর কেঁপে ওঠা করাঙ্গুল একটি কি দুটি
আমরা যাইই হই
আমরা আসবো ঠিকই ফিরে আসবো, অপেক্ষায় থেকো!

উৎসবের মধ্যে আমরা যাইই হই পিষ্ট মোমবাতি!
শাদা জ্বলন্ত লোবাণ আমরা যাইই হই
আমরা আসবো ঠিকই ফিরে আসবো, অপেক্ষায় থেকো!

নৃত্য শেষে নর্তকীর নিহত মুদ্রায় শান্ত স্তব্ধ আঙ্গুল
যেই ভাবে ফিরে আসে,
অনিদ্রায় চোখের পাতার শান্ত সমুদ্র বাতাস যেই ভাবে ফিরে আসে
সমুদ্রচারীর নিশ্বাসে!

আমরা আসবো ঠিকই ফিরে আসবো, অপেক্ষায় থেকো!

amarboi.com

ভ্রমণ যাত্রা

এইভাবে ভ্রমণে যাওয়া ঠিক হয়নি, আমি ভুল করেছিলাম!
করাতকলের কাছে কাঠচেরাইয়ের শব্দে জেগেছিল সম্ভোগের পিপাসা!
ইস্টিশানে গাড়ীর বদলে ফরেস্ট সাহেবের বনবালাকে দেখে
বাড়িয়েছিলাম বুকের বনভূমি!

আমি কাঠ কাটতে গিয়ে কেটে ফেলেছিলাম আমার জন্মের আঙ্গুল!
ঝর্ণার জলের কাছে গিয়ে মনে পড়েছিল শহরে পানির কষ্ট!
স্রোতস্বিনী শব্দটি এত চঞ্চল কেন গবেষণায় মেতেছিলাম সারাদিন
ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে!
আমি উপজাতি কুমারীর করুণ নশ্বর নম্র স্তনের অপার আঘ্রাণে
প্রাচীন অনাধুনিক হয়ে গিয়েছিলাম শিশুর মতো!
আমি ভুলে গিয়েছিলাম পৃথিবীতে তিন চতুর্থাংশ লোক এখনো
ক্ষুধার্ত!

আমি ভুলে গিয়েছিলাম রাজনীতি একটি কালো হরিণের নাম!
আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব কুমারীর কৌমার্য্য থাকে না, যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব করাতকলের কাছে কাঠমিস্ত্রির বাড়ি, সব বনভূমিতে
বিদ্যুৎবেগবতী বাঘিণী!
যেমন সব মানুষের ভিতরে এক টুকরো নীল রঙ্গা অসীম মানুষ!

আমি ভুলে গিয়েছিলাম বজ্রপাতের দিনে বৃক্ষদের আরো বেশী
বৃক্ষ স্বভাব!

যেমন আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব যুদ্ধই আসলে অন্তহীন
জীবনের বীজকম্প্র, যৌবনের প্রতীক!

এইভাবে ভ্রমণে যাওয়া ঠিক হয়নি আমার হৃদয়ে হয়তো কিছু
ভুলভ্রান্তি ছিল,
আমি পুষ্পের বদলে হাতে তুলে নিয়েছিলাম পাথর!
আমি ঢুকে পড়েছিলাম একটি আলোর ভিতরে, সারাদিন আর
ফিরিনি!

অন্ধকারে আমি আলোর বদলে খুঁজেছিলাম আকাশের উদাসীনতা!
মধু-র বদলে আমি মানুষের জন্য কিনতে চেয়েছিলাম মৌমাছির
সংগঠনক্ষমতা!
পথের কাছে পাখিকে দেখে মনে পড়েছিল আমার হারানো কৈশোর!
পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আমি আসলেই পথ হাঁটছি,
পথিক!

তবু ভ্রমণে আবার আমি ফিরে যাবো, আমি ঠিকই পথ চিনে নেবো!
অনন্তের পথিকের মতো ফের টের পাবো
কে আসলে সত্যিই কুমারী, কে হরিণ কে রমণী কেবা স্ত্রীলোক!
আর ঐ যে করাতকল, ওরা কেন সারারাত কাঠচেরাই করে!

আর ঐ যে অমৃত ঝর্ণা, ওকে কারা বুকে এনে অতটা স্বর্গীয় শব্দে
স্রোতস্বিনী ডাকে!

অসহ্য সুন্দর

যখোন একটি মৃত সুন্দরীকে গোর দেওয়া হলো
হায় ভগবান, যখন সুন্দরী মৃত!
একটি একাকী চুল দেখলাম মুখে এসে নিয়েছে আশ্রয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লান্ত ভুরু, কাঁধের দুদিকে হাত যেনো দুটি দুঃখের প্রতীক!
কপালের সমস্তটা যেনো দুঃখ, চিবুকের সমস্তটা যেনো দুঃখ!
যখোন একটি মৃত সুন্দরীকে গোর দেওয়া হলো
হায় ভগবান, যখোন সুন্দরী মৃত!

তখোন মৃত্যুকে কী যে কোমল সুন্দর লাগছিলো!

মুখের সমস্তটা মুখ জুড়ে তার তখন করুণ এক মায়ার রহস্য আর
শরীরের সবদিকে শেষ সুন্দরের অকস্মাৎ থমকে যাওয়া আভা!
আর ঠোঁটের ও বিষণ্ন তিলটি কী বিষণ্ন দেখাচ্ছিল, কী বিষণ্ন
দেখাচ্ছিল আহা

যখোন সুন্দরী মৃত যখোন সুন্দরী!

কিন্তু হায় একটি অসহ্য দৃশ্য ঘটে গেল হঠাৎ তখোনই
যখন জানলাম আমি গর্ভে তার অসমাপ্ত একটি ভ্রূণ শিশু হতে পারল না।
একটি সুন্দর ভ্রূণ!

একটি মহিলা আর একটি যুবতী

জানেনা কখন ওরা পাশাপাশি এসে শুয়ে থাকে!
একটি মহিলা আর একটি যুবতী বহুরাত এইভাবে
শুয়ে শুয়ে দেখেছে আলোর পাশে নির্জনতা কত বেমানান!

ফলে এক দিন-ভাঙ্গা-দিনান্তের আলো দুই দেহের ভিতরে নিয়ে
দেখেছে আঁধার আজো কেন উষ্ণ, কেন এত তীব্র গন্ধময়!

দেখেছে খোঁপায় কালো ভাঙ্গনের বিলাসিতা কেমন মানায় সেই তমসায়
কেমন কালোর বর্ণ ধরে রাখে দুজনের দুটি কালো চোখ!

একটি মহিলা আর একটি যুবতী এইভাবে বহুরাত
আধখানি চোখে চায়- আধখানি ইশারায় কী যে কী সব বলে!
তারপর মহিলা যুবতী মিলে, যুবতী ও মহিলায় একটি উত্তপ্ত কণ্ঠ
কামুক রমণী হয়ে যায়!
আর সেই রমণীকে দেখে ফেলে একটি আদিম কালো রাত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সেই রমণীকে দেখে ফেলে নগ্ন মহিলা আর নগ্ন যুবতী!
আর সেই রমণীকে দাঁতে দাঁতে দীর্ঘতর করে তোলে তীব্র দংশন!
আর সেই রমণীকে ঘৃণা করে মহিলা ও যুবতী আবার!

আর সেই রমণীটি মহিলা ও যুবতীতে পুনরায় পর্যবসিত হতে হতে
পুনরায় তারা ফের ঘৃণা ও ঘুমের মধ্যে হয় অন্তর্হিত!

অনুতাপ

আমাকে যে অনুতপ্ত হতে বলো, কার জন্যে অনুতপ্ত হবো আমি?
কার জন্য অনুশোচনার জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি ছোয়াবো আমার ঠোঁট?
দিন দিন আমার অধঃপতন পাহাড় কেবলি উঁচু হচ্ছে,
এত দাহ এত পাপ!
আমার পায়ের নখ থেকে মাথার প্রতিটি চুলে এত অপরাধ!
হাঁটু ভেঙ্গে একদিন আমার বুকের মধ্যে এসে পড়বে
কুয়াশা অস্থির শিলা রক্তের আগুন।
হাত তুলে আর আমি কাউকে ডাকবো না কোনোদিন!
সেই দুঃসহ দিনের কথা ভেবে অনুতপ্ত হবো আমি?
কিন্তু কেন, কার জন্যে অনুশোচনার জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি
ছোঁয়াবো আমার ঠোঁট?
অনুতপ্ত হবো আমি বিশেষ নারীর জন্যে?
সেই আমার প্রত্যাখাত প্রথম পুষ্পের জন্যে ফের অনুতাপ?

কিশোর বয়সে একদিন আমার শরীর জুড়ে
গোলমরিচের ঝাঁ ঝাঁ গুড়োর মতোন তীক্ষ্ণ জ্বর নেমেছিল,
মনে আছে সেই জ্বরের রাত্রিতে জেগে জেগে জানিনা কখন
আমি মায়ের পাশেই...?

হঠাৎ নিদ্রা ভেঙ্গে যেতে দেখি মধুর চাঁকের মতো অন্ধকার!
মনে আছে ভল্লুকের মতো বাবা নুয়ে এসে সে আঁধারে কার
টেনে টেনে ছিঁড়েছিল জটিল যৌবন?
সে রাতে আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল,
মনে আছে অন্তলীন আমার চীৎকার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুকনো পাতার মতো আমার চীৎকার থেকে ঝরে পড়া মা'র সেই হাত,
সেই রুগ্ন বিষণ্ন আঙ্গুল—মার মানসিক অনিদ্র দহন!
তারও শেষ বিষণ্ন প্লাবন যদি সময়ের তোড়ে গেল
তবে আর কার জন্যে অনুতপ্ত হবো আমি?

কার কাছে বয়ে নিয়ে যাবো এই কুয়াশা অস্তির শিলা রক্তের আগুন?

আড়ালে ও অন্তরালে

কয়েকটি দালান কোঠা, বৃক্ষরাজি কয়েকটি সবুজ মাঠ
থাকলেই যে ছোটখাটো বিশিষ্ট শহর হবে এলাকাটা
এ রকম কোনো কথা নেই!
ছুটির দিনের পিকনিকে গেলেই কি সেই সব লোক
ভালোবাসে বনভূমির গভীর মৌনতা? তার মর্মর সঙ্গীত?

অথবা যে পাখির বিষয় নিয়ে পত্রিকায় ছড়া লেখে
শিশুদের সচিত্র মাসিক যার লেখা ছাপা হয়
সেই-ই শুধু পাখি আর শিশুর প্রেমিক?

পূজোর দিনে তো আমি অনেককেই দেখেছি কেমন
প্রতিমা দেখার নামে চুপে চুপে দেখে নিচ্ছে
লাবণ্য লোভন লোনা মাংসের প্রতিমা।

এইসব দেখে শুনে মনে মনে ভাবি,
আড়ালে ও অন্তরালে তবে কি রহস্য আছে,
যারা আজো চুপে চুপে কাজ করে যায়?

না হলে দ্যাখো না এই আমার বুকের নীচে ফুরফুরে গেঞ্জি নেই
শাসিত লোকের মতো আমার চোখের নীচে কালো দাগ কালো চতুরতা!
মুখে ম্লান মৃত্যুকে সরিয়ে বহুদিন
বুকের ভিতরে কোনো কান্তির কোমল শব্দ শুনিনা এবং
বাসমতি চালের সুঘ্রাণও আমি পাইনা অনেকদিন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু আমি শাসিত লোকের চেয়ে কেন আজো
তোমার মতোন নীল শোষকের সান্নিধ্যই বেশী ভালোবাসি!
কেন ভালোবাসি?

এখন পারি না

এখন পারি না, কিন্তু এক সময় পারতাম!
আমারও এক সময় খুব প্রিয় ছিল
নারী, মদ, জুয়া ও রেসের ঘোড়া!

আমিও গ্রহণ করে দেখেছি দুঃখকে
দেখেছি দুঃখের জ্বালা যতদূর না যেতে পারে
তারও চেয়ে বহুদূরে যায় যারা সুখী!

দেখেছি দুঃখের চেয়ে সুখ আরো বেশী দুঃখময়!

এখন পারি না, কিন্তু এক সময় পারতাম
আমারও এক সময় খুব প্রিয় ছিল
নারী, মদ, জুয়া ও রেসেও ঘোড়া প্রিয় ছিল, খুব প্রিয় ছিল।

স্তন

(জিনাত ও তারেককে)

কুমারী, তোমার অই অনুভূতিময় উষ্ণ অন্ধকার ঝুলবারান্দায়
আজ বড় মেঘলা দিন,
আজ বড় সুসময়,
এসো হোক তোমাতে আমাতে
এখন তমসা, কোনো চাঁদ নেই,
তোমার বুকের পাত্র আলো দেবে
স্পর্শ করলেই চোখে জেগে উঠবে যুগল পূর্ণিমা!

সমস্ত সতীর গাত্রে লাথি মেরে
সমস্ত সৃষ্টির পাত্র ভেঙে-চুরে

এসো হোক তোমাকে আমাতে
এসো ভয় নেই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসো অইতো উদ্ধারমূর্তি, অইতো বুদ্ধের বোকা ধ্যান!
কামুককে ভ্রুভঙ্গি দিয়ে নৃত্য করে অইতো আদিম!
বুকে অইতো জলপাই ঘ্রাণ!
অই আনে মধ্যপ্রাচ্য, তেলের সংকট
দূতাবাসে খুনোখুনি,
অই আনে তুর্কী নারীর নাচ, তা তা থৈ অন্ধকার
দুটি তলোয়ার হাতের তালুতে
অই আনে রোমান সভ্যতা!
কুমারী, দহন ওকে কেন বলো?
ওতো লোকগাথা, ওতো প্রবচন,
ওতো পৃথিবীর প্রথম হ্রদের তলদেশ-উত্থিত
ক্রন্দন ভরা মাটি!
ওতো সমুদ্রের অপার মহিমা!
এসো হোক তোমাতে আমাতে
এসো নৃত্য করি, জল খাই,
হাতে খুঁড়তে খুঁড়তে যাই তোমার তুমুল শাড়ি
তোমার কুমারী জন্ম
তোমার সুষমা!

AMARBOI.COM

সেই মানবীর কণ্ঠ

প্রিয়তম পাতাগুলি ঝরে যাবে মনেও রাখবে না
আমি কে ছিলাম, কী ছিলাম- কেন আমি
সংসারী না হয়ে খুব রাগ করে হয়েছি সন্ন্যাসী
হয়েছি হিরণ দাহ, হয়েছি বিজন ব্যথা, হয়েছি আগুন!

আমি এ আঁধার স্পর্শ করে কেন তাকে বলেছি হৃদয়,
তৃষ্ণায় তাড়িতে তবু কেন তাঁকে বলেছি ভিক্ষুক
আমি এ জলের পাত্রে জল চাই না, বিষ চাই বিষও তো পানীয়!

প্রিয়তম পাতাগুলি ঝরে যাবে মনেও রাখবে না
আমি কে ছিলাম, কী ছিলাম, কেন আমি
এ বুক স্পর্শ করে বলেছি একদিন গ্রীস, কলহাস্য, অদিতি উৎসব!
আমি তাম্রলিপি আমি হরপ্পার যুগল মূর্তির কার কে?
কী আমার অনুভূতি? কোনোদিন কোনোই নারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন আমি বলিনি মাতৃত্ব? কেন বলেছি নির্জন?
প্রিয়তম পাতাগুলি ঝরে যাবে মনেও রাখবে না
আমি কে ছিলাম, কী ছিলাম, সঙ্ঘমিত্রা নাকি সে সুদূর
সভ্যতাসন্ধির রাণী, অন্য কোনো আশোকের বোন,

হয়েছি এখন আমি কেন বা এমন প্রবাহিত।

পরাজিত পদাবলী

আমার বাহু বকুল ভেবে গ্রীবায় পরেছিলে
মনে কি পড়ে প্রশ্নহীন রাতের অভিসার?
অন্ধকারে আড়াল পেয়ে ওষ্ঠে তুলে নিলে
হঠাৎ গাঢ় চুম্বনের তীব্র দহনগুলি?

মনে কি পড়ে বলেছিলে এ পোড়া দেশে যদি
বিরহ ছাড়া কিচ্ছুতে নেই ভালোবাসা বোধি-
রাজ্য জুড়ে রাজার মতো কে আর থাকে কার
রাতের পথে সহজ হবে দিনের অভিসার?

হৃদয় আজ কুপিয়ে দেই বিচ্ছেদের চারায়
দোলাই তাতে মন চেতনা মনস্তাপের ফুল!
তোমার ইন্দ্রিয়ে তার সৌরভেরা হারায়
যখোন তুমি বাঁধতে বসো তোমার এলোচুল?

তোমার কাছে গিয়েছিলাম রাতে নদীর ঢেউ
তোমায় আমি পরিয়েছিলাম অঙ্গুরীয় মেয়ে

ভুল বুঝা সে মানুষ তাকে বোঝেনি আর কেউ
তুমি যেমন তোমার মতো বুঝতে চেয়েছিলে।

পাতকী সংলাপ

এইসব থেকে আমি ছুটি চাই, ছুটি চাই
এই শিল্প, এই সামাজিক ফুল, হুলস্থুল সমিতি প্রধান যুগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রৌদ্র আর রাত্রিভুক এই অবসাদ থেকে ছুটি চাই ছুটি চাই প্রভু!
সিংহযূথ, অশ্ববাহন থেকে ফিরে আসি আজকাল এতেও অনেক ক্লান্তি
বিমবিষা লাগে খুব ঘৃণা হয়, ঘৃণা হয় প্রভু আমি কি পাতক?

এক বেদুইন শুধু আজকাল আমাকে জ্যোৎস্নারাতে কেবলি জ্বালায়–
আমি আর ঘুমোতে পারি না, আমি ঘুমোতে পারি না প্রভু আমি কি পাতক?

কসাইখানার কাছে রেখে আসি অবজ্ঞায় রাজার মুকুট আমি
ঘৃণা করি সিংহাসন, খুব ঘৃণা করি এই রাজাসন প্রভু আমি কি পাতক?

এক পাল সে গোলাপ্রভুক সিংহ শুধু আজকাল আমাকে ইশারায় ইশারায়
কবি হতে বলে প্রভৃ ঘৃণা হয় প্রতিবাদে আমি সেই সুন্দর
গোলাপব্যাপী
থুথু ফেলে দেই, আমি থুথু ফেলে দেই প্রভু, আমি কি পাতক?

এক সে আলুলায়িত শিল্প শুধু আজকাল আমাকে তার স্তন
দেখিয়ে বলে,
স্তন দেখিয়ে বলে দ্যাখো এই, দ্যাখো ঐইই আমার নারীত্ব এইই আমার
নির্মাণ প্রভু

আমি কি বলবো, আমি কি বলবো, আমি অভিমানে অভিমানে
তখন আমার সব মরখুটে শিশ্ন দেখিয়ে বলি এ দিয়ে হবে না
এ দিয়ে হবে না কিছু এ দিয়ে হবে না আমি নপুংশক আমি তো
নপুংশক!

আমি দেখেছি তো মানুষ কেবলি তারা ভুল মানুষ ভুল মানুষ,
ভুল মানুষ!
আমি দেখেছি তো শিল্প কেবলি তারা ভুল শিল্প, ভুল শিল্প!
আমি দেখেছি নির্মাণ কেবলি তো অবৈধ নির্মাণ শুধু অবৈধ নির্মাণ!
হয়েছে আমার দেখা হয়ে গেছে সব, জানা হয়ে গেছে সব, চেনা হয়ে
গেছে সব!

হয়েছে আমার ভালোবাসা হয়েছে অনেক আর ঘৃণা করা হয়েছে অনেক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জেনেছি জলের ধারা, বুঝেছি হত্যার শিল্প, চিনেছি সমিতি!
আমি দেখেছি গোলাপভুক সিংহেরও কারসাজি।
কসাইখানায় কারা সুন্দর নিষ্পাপ গাভী করে বিক্রি এও তো দেখেছি!
সিংহযূথ, অশ্বাহন, মুক্তা, নারীর নিভৃত নাভি যাতনা সঙ্গম আমি
এওতো দেখেছি!
আজ আমি খুব ক্লান্ত আমি ছুটি চাই প্রভু আমি কি পাতক?

ধূলো

ধূলো কি দগ্ধ কয়লা? ধূলো কি বারুদ?
রাস্তায় বেরুলে শুধু ধুলোর কাহিনী ওড়ে
ধূলোর কাহিনী ওড়ে!
ধূলো যেনে দগ্ধ কয়লা যতদূর যায় কেবলি পোড়ায়
ধুলো যেনো একটি সুড়ঙ্গ পথ
ধূলো যেনো হৃদয়ের গোপন সম্পদ
যতদুর যাই ঠিক ততদূর সেও যায়
মানুষের সকল শাখায়
সাথী হয়ে জ্বালায় পোড়ায়- ধূলো কি বারুদ?

দ্বৈতদ্বন্দ্ব

যেমন হাতিকে খুব গভীর গহন বনে মনে হয় একমাত্র স্বাভাবিক
যেমন বনেই তার একমাত্র 'বৃংহতি' শব্দটি মানায়
যেমন প্রার্থিত ওষ্ঠের উষ্ণ অধীর কিনারে অধর ভিড়ানো হলো
প্রকৃত চুম্বন!

আমি হরিণকে লোকালয়ে হরিণ বলি না,
বলি অসহায় কোমল করুণ জন্তু।

যেমন পথ ভুললে পথিক আর পথিক থাকে না, হয় ক্লান্ত মানুষ!
যেমন ভিক্ষুকের পয়সা আমার পয়সার সাথে কখনো মেলে না।
যেমন মেঘের দিনে 'বিষণ্নতা' শব্দটিকে মনে হয় একা।
ভালোবাসতে পারে যেমন কেবল ভালোবাসা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বকুল বৃক্ষকে বোকা খুনীর ঘরের পাশে
কখনো যেমন আর বকুল বলি না, বলি তার আচ্ছাদন
তার হত্যার হরিৎ পটভূমি।
যেমন যৌবন আজ যন্ত্রণায় আমার মনন বোধে, আমাকে খরচ করে
শেষকালে তৃপ্ত হয় আমারই মজ্জায়!
আজ আমিও কি তাই? তুমিও কি তাদের মতোন? নাকি
পাকেচক্রে অন্য কিছু অন্য কোনো কিছু?

অন্যকম সাবধানতা

রৌদ্রে উঠলে পৌছে যাবো আপাততঃ এই মেঘের প্লাবনে দাঁড়াও।
কেউ সামনে যেওনা সাবধান!
সাইকেল ঘন্টি বাজিওনা, সাবধান!
তোমাদের যাবতীয় সহায় সম্ভাব ঠিক করো
রৌদ্র উঠতে দাও।

আর তোমাদের চৌধুরীর মেয়েরা যেনো
একটুতেই খিল খিল না হাসে
উষ্ণ চোখে না কাঁদে সাবধান!
মেয়েদের চোখে চোখে রাখো!

রৌদ্র উঠলে পৌছে যেতে হবে। আপাততঃ এখানে দাঁড়াও!
তোমাদের ঠাণ্ডা পানির কুঁজো যেনো আজ না ফাটে সাবধান!
পথে পানি খুব মূল্যবান শোনো হে,
সোনার জিনিশগুলো টাকা পয়সাগুলো
বাক্‌সে লুকিয়ে রাখো, চোর গুণ্ডা বদমাশ রয়েছে!

রুটি খেতে খেতে আর ভাতের ব্যাপার নিয়ে
কুটকচাল পোড়া না সাবধান!
গাছতলায় এসে দাঁড়াবে এমন
যেনো তুমি পথিক, উপরে ফলের প্রতি লোভ নেই
যেনো তুমি আসলেই পথ হাঁটছো, পথিক, সাবধান!

গৃহপালিত পশুকে আর আঘাত দিওনা
পাশুটে জিভের দিকে তাকিয়ে আর ক্ষুধাকে দেখো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হা করে থেকো না, একটু পা চালাও,
চলো খুব দ্রুত চলো!

বলা যায় না কোথায় ফুটুস করে কে কাকে ঝপাৎ করে মেরে বসে
মমতা তো নেই!

অস্থিরতা

একটু খানিক তন্দ্রাতে সে
একটু খানিক জেগে,
বুকের কাছে হাতটি ছিলো

হঠাৎ সে উদ্বেগে
বোললো তোকে বোললো যে নেই
নেই!

একটু খানিক ক্রন্দনে আর
একটি খানিক মনে
তন্দ্রাতে সে বিভোর ছিলো।

হঠাৎ সে উদ্বেগে
বোললো তোকে বোললো যে নেই,
নেই!

AMARBOI.COM

এই ভাবে বেঁচে থাকো, এই ভাবে চতুর্দিক

বেঁচে থাকতে হলে আজ কিছু চাই। কিছুই কি চাই?
গেরস্থালী নয়তো শূন্যতা? নয়তো সন্ন্যাস? নয় নীলাঞ্জনশ্যাম নারী
নয়তো কিছুই নয়? বসে থেকে বেয়াকুল দিন দেখে
দিন কাটানো অলস ভঙ্গি-সেও বেঁচে থাকা নাকি?

বেঁচে থাকতে হলে এই বেঁচে থাকা? চূর্ণ গেরস্থালী তাতে
বসে থেকে উরুতে থাপ্পড় দিয়ে বলে ওঠা চাই হোক
শূন্য হোক, পুণ্য হোক খাঁ খাঁয় ভরপুর হোক সব কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খঞ্জ ও খোঁড়ায় যেমন দেখতে পায় আমি ভালো আছি?
আমি অভাবের সমস্ত অক্ষর, নারীর উরুর জোড় জীবনের অসীম ভিতর
জটিল শলায় গেঁথে আজো বলে উঠি হোক
শূন্য হোক, পূণ্য হোক খাঁ খাঁয় ভরপুর হোক সব কিছু
দুঃখ যেনো দেখতে পায় আমি সুখে আছি!

আমি চালের ভিতর ভুল সেঁকো বিষ, কৃত্রিমতা করুণ কাঁকর
তবু উরুতে থাপ্পড় দিয়ে তাই খাই, স্নান করি নয়তো ঘুমাই
নয় নারীকে বুঝাই এসো এইভাবে এরকম ভাবে!

কচ্ছপ শিকারীরা

ওদের চোখে জলের কুহক আমরা বলি নদী
পা ডুবিয়ে দাহ ভেজাই জিহ্বা ভেজে তৃষ্ণা হরণ জলে।
ঐ জলেই বর্শা হাতে দাঁড়ায় ওরা দলে ঃ

ওদের তখনো বাঁচার চিহ্ন কচ্ছপের পিঠে
সাঁতরে আসে সাঁতরে আসে জলেরই কংক্রিটে
কোমল কালো রহস্যের মৌন অলংকার
নদীর গ্রীবা শোভায় ঝরে কচ্ছপের হার!

আমরা ভাবি আদিজগৎ ফিরলো বুঝি প্রাণী
ওদের হাতে জীবনতৃষ্ণা ঝককে ওঠে বাণী,
বিদ্ধ করো। বিদ্ধ করো বিদ্ধ করে ওকে।
তিনদিকে তিন মূলশিকারী বর্শা তুলে তাঁকে
বরণ করে কচ্ছপের ধাবিত যাত্রাকে।

কালো কঠিন পেশীর কালো রৌদ্র ভরা দেহ
সঞ্চারিত হতো তখোন বর্শা ফলায় আর
শিকারীদের শরীর থেকে সে এক চমৎকার
গতির ছায়া চমকাতো সেই কচ্ছপের পিঠে
মৃত্যু যাকে মরণ দিতো জলেরই কংক্রিটে।

ওদের হাতে কচ্ছপের করুতম লাশ
কোন অতলের উষ্ণতম আহার্যে নিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলতো ওরা তখোন যে ঐ কচ্ছপের ঘ্রাণে
এখনো যারা সুন্দরের স্বচ্ছতম দাস
কেউ কি জানে? কেউ কি তারা জানে?

ওদের চোখে জলের কুহক, আমরা বলি নদী
দু তীর ঘেঁষে কত না দাহ, কত না সম্বোধি
কত না কালো চিহ্ন আর কত না বাঁচা মরা!
শিকারী ওরা সেই নদীতে এখনো জোড়া জোড়া
ভাসতে দেখে কচ্ছপ, না শিল্প? না কি সংহতির ভ্রূণ?

ওদের হাতে বর্শা ফলা, মহাকালের তূণ
জলের স্রোতে ভাসছে কত মৃত্যু আর ঘুণ

ওদের ওরা বিদ্ধ করে, বিদ্ধ করে আর
শিকার করে শিকার করে কালো জলের প্রাণী
আমরা যাকে নদীর কালো তিলক বলে জানি!
ওদের কাছে তারা কেবল চিহ্ন, বেঁচে থাকা।

কচ্ছপের পিঠের পরে দুইটি হাত রাখা
দেখেছিলাম কোথায় কোন শিকারী ওরা কবে
নৌকা নিয়ে যারা দুপুর জলেরই উৎসবে
উষ্ণ হতো সমুদ্যত হাতের দুটি শিরা
বর্শা নিয়ে দাঁড়াতো-সেই সূক্ষ্ম শিকারীরা!

কচ্ছপের শিকারী ওরা কালো জলের ভীড়ে
নদীর কটিদেশের কালো চিকন দুটি হাড়ে
বাঁধতো সেতু কর্ম আর ধর্ম জোড়া দ্বিধা
এখন সেই জলেই যেনো জলের অসুবিধা

কচ্ছপের হারের মতো সহজতম হার
হারিয়ে গেছে আদিজগৎ প্রাণের অভিধার।

তবুও হাতে বর্শা ফলা, তবুও অন্ধকার
শিকার করে নদীর গ্রীবা কচ্ছপের হার
ঐতো ওর চলছে, দেখি এখনো টানটান
ওদের হাতে বর্শা ফলা ওদের হাতে প্রাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুমোবার আগে

আমার কাছে আগুন ছিল না
আমি চাঁদের আগুনে
শাদা সিগ্রেট জ্বালিয়ে বসেছিলাম কুয়াশায়!
-কে ওখানে?
শীতরাতে পউষ পাখির গলা শোনা গেলো জ্যোৎস্নায়,
-কে ওখানে?

পাখির কণ্ঠের গানে
কুয়াশায় আমি কালো জ্যোৎস্না ঘুরে হঠাৎ তখোন
চাঁদের আগুনে পুড়ে
ছুঁয়ে দিতে উদ্যত হলাম।

অসূয়মাণ তুমি?

তোমাকে না ছুঁতে পেরে
আমি নিজ নিয়তির অন্তর্গত রোদনকে বোল্‌লাম, দ্যাখো
আমি আর কাঁদতে পারবোনা!

আশ্রয়

তুমি শুভ্রা, তুমি শস্যশীলা, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে কে কণা
অনিদ্র মাধুরী!
হোক উপহাস্য তবু তুমি প্রেম, তুমি প্রচলিত ভণ্ডামী নও!
তুমি প্রেমহীন পুরুষের ক্লান্তিবোধ নও,

তুমি কুমারীর কালো খোঁপা খুললেই কাঁপাও কুসুম!
তুমি ব্যাৎসায়ন পড়োনি তবু
ব্যাৎসায়ন-অধিক সূক্ষ্ম কামকলা অভিজ্ঞা সুন্দরী!

তুমি অনুর্বরা নও, কালো মৃত্তিকার মূলে মিলিত কুমকুম তুমি!
বেঁচে থাকো অভিলাষ যৌবনের সাতমহল শুদ্ধ হাততালি!
তুমি নর্তকী যখোন নাচে তার তীব্র তমস্য হরণ ছন্দ, তুমি তামসিক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি জ্যোৎস্নায় সাতশো সুন্দর শাদা দুরন্ত ঘোড়ার খুরে খুরে
উন্মাতাল নাচ!
সমাজের সব ডাইনীদের খলপনা থেকে তুমি বেরিয়ে এসেছো আজ
তমসার ভ্রূণ ভেঙে বেরিয়ে এসেছো তুমি সদ্যজাত ভোর
তুমি নব সকালের নব রৌদ্রযুগ!

তোমরা ভিতরে গেলে গর্বিত গহন সারি সারি সুরম্য প্রাসাদ
দেখি আমি মর্মর খিলান ছাঁদ ঢের
মসলিন তাঁতের খটাখট কানে আসে যেনো তুমি তাঁত
যেনো তুমি কুয়াশার চেয়ে মিহি মসলিনে ফের
ফিরে আসা নব শিল্পকলা।

আমাদের প্রপিতামহীরা যাকে বাদশাজাদীর মতো শরীরে সাজিয়ে সময়ের
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আহা ডাকতো নোনারু কণ্ঠে আয় চাঁদ আয়!

আমি তোমার গ্রীবার গ্রামে আজ ফিরে পেলাম ব্যথায়
বিলুপ্ত বৃক্ষের সেই সুরভিত পাতার সুঘ্রাণ!

আমার অরণ্য বিদ্যা তুমি হে বনানী হে আমার আম্রকানন
হাটুরে পায়ের চিহ্ন লেগে থাকা হে আমার ঘরে ফেরা পথ
তুমি ধান ভানো, গান গাও, আজো কোলে শিশু ডেকে আনো!

আজো শীতরাতে তুমি কুয়াশায় ক্ষুধিত চাঁদের মতো বাঁকা জটিদেশ,
হায় তুমি, হায় অবিরাম রাতে ভেসে আসা উষ্ণ ছিপ নৌকা আমার!

তুমি আমাকে দহন দিয়ে এই যে সহন শান্তি অমরতা দিলে
এই তো মানুষ চায়, যুগে যুগে এই তার জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ!

সে আর ফেরে না

বহুদূরে ট্রেনের হুইসেল, যায় দিন যায়!
বোনের মতোন এক লাজুক পাড়া গাঁ তার
ডাক শুনে থাকে অপেক্ষায়
তবু ভাই ফেরে না, ফেরে না!
ডাকবাক্সে ধু ধু শীত জমে ওঠে বিদায়ী জ্যোৎস্নায়
বৃক্ষের কোটর থেকে শেষবার পনেরো দিনের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়ে যায় বাদামের পাতার আড়ালে গোল চাঁদ
চারিদিকে ভেঙে যাওয়া ভুল অন্ধকারে যেন তারপর
মনে পড়ে যায় তার

সেই যে গিয়েছে ভাই দীর্ঘ দু'বছর
পরিচিত পথের রানার এসে দাঁড়ায়নি পোস্টম্যান
চিঠি নিয়ে ব্যস্ত সাইকেলে!

লাজুক পাড়াগাঁ তার নিসর্গের বারান্দায় তবু বসে থাকে অপেক্ষায়
ইস্টিশনে বহুদূরে ট্রেনের হুইসেল
যায় দিন, দিন চলে যায়।

তুমি ভালো আছো

হৃৎপিণ্ড থেকে দুটি দুঃখময় জাগরণ চোখের গোলকে এনে
দেখছি তোমাকে, তুমি ভালো আছো?

বুকের বাঁ পাশ থেকে কারুকার্য্যময় একটি দীর্ঘনিশ্বাস আমি
নিদ্রাহীন আত্মার উপর তুলে চোখ খুলে দেখছি তোমাকে তুমি
ভালো আছো?
বন্যা বিতাড়িত ভীত জলের প্লাবন খাওয়া মানুষের মতো আমি
দেখছি তোমাকে, তুমি ভালো আছো?

বাইরে বিবস্ত্র যুগ, হাহাকার, বাইরে তমসা
বাইরে বাগানে ওরা বসে আছে গোলাপের নামে সব অবগোলাপের দল!
বাইরে কোথাও কোনো মেঘ নেই, নষ্ট নির্মেঘ রাত্রি কাঁদছে
কুকুর!
নেবুর পাতার মতো নিদ্রাহীন আমার নির্জন বুকে বইছে
বাতাস!
মুহূর্তে কোথাও যেনো খুলে গেলো খুনের দরোজা; তুমি
ভালো আছো?
পৃথিবীতে আজ বড় অবিশ্বাস!
কখনো কান্নার কাছে মুখ নিয়ে মানুষ দেখিনি!
সৌর মাইল দূরে কান পেতে কম্পমান আত্মার ভিতরে আজ
অলৌকিক
দেখছি তোমাকে, তুমি ভালো আছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণাসিঞ্চন

(কবি জসীমউদ্‌দীন শ্রদ্ধাস্পদেষু)

অভিশপ্ত ঐ কবিকে এখন তোমরা করুণায় সিক্ত করো অসহায়
একাকী কবিকে!
ওঁর নতুন চরের মতো মুখখানি জীবনেও কখনো পেলো না!
ওঁর কোরানোর মতো কালো কালো রাখাল ছেলেরা সেই যে গিয়েছে আর
দুধেল গাভীটি নিয়ে লোকালয়ে এখনো ফেরেনি।

ওঁর সুজনেরা ওঁকে ছেড়ে চলে গেছে, ওঁরা আজ আঘাটায়
পেতেছে বহর
ওঁর সব মানুষেরা গ্রামের গোমরা মুখে থুথু দিয়ে এখন অঢেল
দলে দলে শহরে আসছে, তারা খুবই অসহায়,,
ওঁও-তো এখন খুব অসহায়, ওঁকে করুণায় সিক্ত করো, ওকে!
বহুদিন নক্‌সীকাঁথার দিকে যাত্রা ভুলে গেছে ঐ কবি,
ওঁ এখন আপন ছায়ায় ডানা গুটিয়ে নিজের কাছে নিজেই কেমন
যেনো বসে থাকে কথা নেই কাজ নেই যেমন মোরগ
দিন শেষে খোপের ভেতরে তার একা একা বসে থাকা, একা
একা শুধু জেগে থাকা!
কবে ডানকানা মাছ মানুষের মতো ওঁকে কাদা ও জলের কাছে নিয়ে...

এখন কোথায় কাদা, কোথায় সে জল? মাটির পুতুল বাঁধা মাছ দেখে
এখন কেবল কবি কামনায় সেই শাদা মাছটিকে ফিরে পেতে চায়!

ঘরে বসে বাঁশির শরীরে হাত জ্যোৎস্না রাত যতটা না তার চেয়ে
এখন অধীর কবি শূন্যতায় নারীর নিদ্রায় নিজ আঙ্গুল বুলিয়ে পায়
জীবনের হারানো কবিত্ব কিছু কিছু!

কখনো বা মধ্যরাতে মাঝদরিয়ায় আহা ডুবন্ত নাবিক
মরণ চিৎকার যেনো আজো তার ফেলে আসা তীর ছুঁতে চায়
সেই শীতল পাটির স্নেহ সরল নদীর গ্রাম, গাছ পালা, মাছ,
বেদে, মাঝির বহর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টানাপোড়েন

প্রতি পদপাতে এক একটি রোমশ ভয় আমুণ্ডু আচ্ছন্ন করে
যখন আমাকে
আবিষ্কার করি ঃ কোটরের সাপগুলো বিষজিহ্বা দিয়ে সব নিচ্ছে টেনে
বাকলের সমস্ত শরীর!
কোনটা ধরে রাখি আর কোনটা ফেলে দেই!
কোটর বাকল সবই আমার!
একটায় বিষধর সাপ, অন্যটায় প্রকৃতির পাখির নখের নৃশংসতা!
প্রতি পদপাতে এক একটি রোমশ ভয় আমুণ্ডু আচ্ছন্ন করে
যখন আমাকে
আবিষ্কার করি ঃ মৃত্যু তার কালো শুঁড় দিয়ে সব টেনে তুলছে
জীবনের পাল্টে যাওয়া বয়সে পাথরগুলোকে!
কোনটা ধরে রাখি আর কোনটা ফেলে দেই
একটায় অবলুপ্তি, অন্যটায় অন্ধ জাগরণ!

ভুবন ডাঙ্গায় যাবো

(মাহফুজুল হক খান বন্ধুকে)

amarboi.com

ভূবন ডাঙ্গায় যাবো তার আগে কী কী নেবো? কী কী আমরা নেবো?
রঙ্গীন রুমালে কিছু ফুলমূল, সবুজ তণ্ডুল নাও, তরতাজা তারুণ্য আর
তিনটি রমণী নাও, ধানশীষ মাটির কোদাল!

পথে যেতে দেখা হবে সময় ঘাঁটির সৈন্য, দেখা হবে ভিক্ষুক শ্রমণ
বাম দিকে দেখতে পাবে অমর করবী ফুল, জোড়াদিঘি, ঘরের অঙ্গন!
একটি ভিক্ষুক হাসতে থাকবে ভিক্ষুণীর অর্ধকোল জুড়ে!

ভুবন ডাঙ্গায় যাবো, তার আগে কী কী দেখবো? কী কী দেখতে পাবো?

দক্ষিণে দারুণ যুদ্ধ পেরেকে বিদ্ধ হচ্ছে নর-নারী আগুন! আগুন!
সামনে পুড়ছে সব- পদ্মফুল, বেশ্যালয়, ঘোলা মদ্যশালা!

ঐ সব পিছে রেখে ডানে এগুলেই একটি গ্রামের ভিতর
দেখতে পাবে খড় এনে আজো ঘর বাঁধছে ঘরামী!

তিনটি রমণী তার কাঁখে নিয়ে ত্রিকালের জলের কলস
হেসে হেসে বাড়ী ফিরছে, বাড়ী ফিরছে, বাড়ী...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাহিত বরাভয়

তোমরা ঐ বারোয়ারী মেয়েটিকে নিয়ে নাচো, মত্ত হও!

আপাততঃ আমি যাই
দ্রাবিড়-দেবদূত
আমি যেখানে যা পাই
ঐ মহান মিথুন মূর্তি
গুনগুন কুমারীর ঘুণ,
রক্তলোহা পেছল আগুন
মৃত্যু
ঠায় অভিমান ঐ
বকুলবাগান
যাই
যেতে যেতে
সমস্তই শুভ!

যেতে যেতে
যেখানে যা পাই
পথের উপর দল
হালহল
ঐ যে পাগলগুলি
খল খল হাততালি দেয়
চলি,
যেতে যেতে
শান্ত হবে চলি!

যেতে যেতে
এই জনস্থলী
হবে সবই ধ্রুব
হবে সবই ফুল,
যেতে যেতে
জেনো সব ঘাটের মাস্তুল
ফিরে পাবে নাও!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলা থেকে ফেরোনি কি ব্যাকুল লণ্ঠন?
– যাও
একলা বন্ধন টুটে চলেছেন ওরা
নবকুমারেবা-
যাও,
পরাও মুকুট
যাও
সময়ের খুট ধরে টেনে আনো
শস্যমন্ত্র আর
নিরাকার সহিষ্ণু আঁধার
টেনে আনো মাটিতে আবার
তুমি ফলাও উদ্ভিদ
যাও,
শীতল পাটিতে বসো
হারানো আসনে-
থাক্
পিছনে অশুভ।

AMARBOI.COM

একজন ধর্মপ্রণেতা
(আশরাফুল আলমকে)

ছিলাম প্রথম ভ্রূণ খড়ের গাদায়, ছিলাম তপ্ত লোহা, তোমার জ্বলন্ত ধাতু
ছিলাম মাটির বাক্‌সে লুকেনো মোহর, ছিলাম শিল্পের লিপ্সা
জটিল বন্ধন।
আমাকে সমুদ্রস্নানে নিয়ে যাওয়া হলো একদিন, অসতী নারীর সঙ্গে,
আমাকে অরণ্যে নিয়ে যাওয়া হলো একদিন অসতী আলোর সঙ্গে,

এক যুবতীর জলের উপরে আমাকে ভাসতে দেওয়া হলো একদিন।
আমাকে জলের অর্থ বলে দেওয়া হলো এক জেলেনীর সঙ্গে শুতে দিয়ে।
আমাকে ঝর্ণার নৃত্য, সীমাবদ্ধ সমুদ্র দেখতে নিয়ে যাওয়া হলো
মরুদ্যানে, হায়
আমি কত কমনীয় খর্জুর বৃক্ষ দেখলাম!
আরব্য রজনী, শাহী গণিকাদের গোলগাল নাভির অপেরা হাউস!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নৃত্যপরা তাবুর ভিতরে কত দেখলাম ঘুঙুরের ঝাঁঝট তরঙ্গ
কত দেখলাম দহন চুম্বনে বদ্ধ সিংহযূথ, নরনারী
শিশু ও লোবান আর মৃত্যু ও আতরদানী কত দেখলাম।

সার্কাস কুমারী ছিল একজন, সেইখানে তাবুর ভিতরে
সে আমার দিকে তার ছিন্ন ঘাঘরার দ্যুতি ছুঁড়ে দিল,
নিদ্রার মিথুন মুদ্রা ছুঁড়ে দিল সেই প্রথম।

আমাকে মায়ের সঙ্গে পিতার কবর খুঁড়তে যেতে হলো, সেই প্রথম
গ্রীষ্মের ঝাপটা লাগা রাত্রিতে একদিন,
শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে জ্যোৎস্নায় আমি মায়ের নারীত্ব ছুঁই সেই প্রথম।

আমি তার ভ্রূণের ভিতর হিংসা ভ্রাতৃহিংসা হেনে ফের
ভ্রাতৃহন্তাকারী হই, পরিব্রাজক হই-
পায়ের ভিতরে আমি সেই প্রথম অনুভব দাবী করি আরো
অজস্র অজস্র পা আমার শরীরে

নৃত্য করছে নৃত্যপর- তারা
সেই প্রথম আমাকে বোঝালো,

এইসব তামসপ্রবাহে স্নিগ্ধ স্নান সেরে নাকি এক
বিলুপ্ত জাতির ফের জাগরণ হবে,
এক কান্তিমান নাকি ফিরে আসবে আবার উষ্ণীষে,
কিন্তু কই? আমি যতবার আসি
ততবার ওরা তো আমাকে আজো হত্যা করে!
হত্যা করে ফেলে!

নির্বিকার মানুষ

নদীর পারের কিশোরী তার নাভির নীচের নির্জনতা
লুট করে নিক নয়টি কিশোর রাত্রিবেলা
আমার কিছু যায় আসেনা,
খুনীর হাতের মুঠোয় থাকুক কুন্দকুসুম কি আসে যায়?
প্রেমিক করতলে না হয় লুকিয়ে ফেলুক ফুলের ফণা কি আসে যায়?
শিশুর মাথায় সাপের মতো বুদ্ধি খেলুক আমার তাতে কি আসে যায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃক্ষ ফলাক বিষাক্ত ফল, ছোঁব না আমি তবেই হলো!
আমার ছুঁতে হবেই এমন শর্ত কি কেউ বলে দিয়েছে?

পথের উপর গর্ত আছে আঁধার আমি দেখিনা যে!
না হয় আমার পা-ই ভাঙ্গুক, সঠিক পায়েই সুখী মানুষ?
নারীকে যে নিদ্রা থেকে চুম্বনে তার চোখ খুলিনি বলেই আমার
তার বিরোধী হতেই হবে, এমন কোনো শর্ত তো নেই।

আসবো বলে আর আসিনি, আসায় কিছু যায় আসেনা
এমনি যেমন মানুষ আসে তেমনি আমি চলে এলাম,
এই আসাই প্রচলিত ভিন্ন অর্থে ভিন মানুষের
কাঁপন খেয়ে কখন বনে কান্তি আবার কখন ধূলো
ধূসরতার প্রতিমূর্তি

এখন তোমার কাছে বসে এক অশান্তি এই যে কাঁদে কান্তি আমার
কোথায় আমি কান্তি পাবো? অভিমানের আগুনে যে
পোড়া পুতুল, কান্তি কোথায়?
প্রজ্বলিত অগ্নি আমার শুদ্ধতম শান্তি কোথায়?
অন্ধ আমি চতুর্মতি

আমরা এখন এ ওর প্রতি বাণ ছুঁড়ি আর হো হো হাসির মধ্যে নামাই
আর মানুষের উগ্র ক্ষতি।

নিঃসঙ্গতা

অতটুকু চায়নি বালিকা!
অত শোভা, অত স্বাধীনতা!
চেয়েছিল আরো কিছু কম,

আয়নার দাঁড়ে দেহ মেলে দিয়ে
বসে থাকা সবটা দুপুর, চেয়েছিল
মা বকুক, বাবা তার বেদনা দেখুক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতটুকু চায়নি বালিকা!
অত হৈ রৈ লোক, অত ভীড়, অত সমাগম!
চেয়েছিল আরো কিছু কম!

একটি জলের খনি
তাকে দিক তৃষ্ণা এখনি, চেয়েছিল

একটি পুরুষ তাকে বলুক রমণী!

ভিতর বাহির

(হাসান হাফিজকে)

আমার শরীর তোমরা খুঁড়ে দ্যাখো আছে কিনা
ভিতরে কোথাও সেই কুমারী মাটির গন্ধ, মানুষের মায়া ও মমতা আজো
আছে কিনা একাকার আরো কি কি সেইসব, তোমরা বলো ঐ যে কী সব!
খুঁড়ে দ্যাখো আছে কিনা মস্তিষ্কে ও হাত পা জোড়ায় সেই
ঐ যে কী
মানুষের মনুষ্যত্ব, মর্মছেঁড়া জীবনের এপাশ ওপাশ এটা ওটা!
আমার শরীর খোঁড়া, দুঃখময় আত্মার গাঁথুনী, দ্যাখো আমি ঠিকই
খণ্ডিত ইটের মতো খুলে যাবো সহজেই, কিছুই থাকবো না!
মায়া ও মমতা ছাড়া, মানুষের দুঃখবোধ, ব্যথাবোধ ছাড়া আমি
কিছুই থাকবো না!

তোমার চিবুক ছোঁবো, কালিমা ছোঁবো না

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া
তোমার ওখানে যাবো, তোমার ভিতরে এক অসম্পূর্ণ যাতনা আছেন,
তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই শুদ্ধ হ', শুদ্ধ হবো
কালিমা রাখবো না!

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া
তোমার ওখানে যাবো; তোমার পায়ের নীচে পাহাড় আছেন
তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই স্নান কর
পাথর সরিয়ে আমি ঝর্ণার প্রথম জলে স্নান করবো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালিমা রাখবো না!

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া
এখন তোমার কাছে যাবো
তোমার ভিতরে এক সাবলীল শুশ্রূষা আছেন
তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই ক্ষত মোছ আকাশে তাকা-
আমি ক্ষত মুছে ফেলবো আকাশে তাকাবো
আমি আঁধার রাখবো না!

এ ভ্রমণ আর কিছু নয়, কেবল তোমার কাছে যাওয়া
যে সকল মৌমাছি, নেবুফুল গাভীর দুধের শাদা হেলেঞ্চা শাকের ক্ষেত
যে রাখাল আমি আজ কোথাও দেখিনা- তোমার চিবুকে
তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন!

তোমার চিবুকে সেই গাভীর দুধের শাদা, সুবর্ণ রাখাল
তিনি যদি আমাকে বলেন, তুই কাছে আয় তৃণভূমি
কাছে আয় পুরনো রাখাল!
আমি কাছে যাবো আমি তোমার চিবুক ছোঁবো, কালিমা ছোঁবো না!

AMARBOI.COM

বন্দুকের নল শুধু নয়

এমনও সময় আসে
বন্দুকের নল শুধু নয়, মানুষেরও বুক বড় বেদনায়
বেজে ওঠে ব্যথায় বারুদে–

আর তাতে হাওয়া লাগে...
আর তাতে জ্বলে যায়...
ভস্মীভূত হয় সব রাজ্যপাট, সিংহাসন, ভুল নৃপতির মুণ্ডু
চাঁদ
ফুল
নারী
শিল্প
সভ্যতার কুশপুত্তলিকা!

এমনও সময় আসে,
বিপ্লবীর মন শুধু নয়, বনভূমি সেও বড় বেদনায়
বিদ্রোহ জমিয়ে রাখে গাছে গাছে সবুজ পাতায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজিত কাতুর্জে কান্দায়
আমের বোলের মতো ঝরে পড়ে
তখোন যৌবন
টাকা
কাটামুণ্ডু
রাজপথে
রাজার দ্বৈরথে!

এমনও আগুন আছে দমকলও নেভাতে পারে না!
সে আগুন নটীর মুদ্রায় জ্বলে,
পাটের গাঁটের মতো যুবতীর তলপেটে জ্বলে ওঠো
সে সব রহস্য-আগুনে দূরে...
দুপুরে হাওয়ার আহা তারপর
তখোন যেনো কার ভালোবাসা পোড়ে...
কার যেনো...
কার যেনো...
কা..র...

গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর

গোলাপের নীচে নিহত হে কবি কিশোর আমিও ভবঘুরেদের প্রধান
ছিলাম।
জ্যোৎস্নায় ফেরা জাগুয়ার চাঁদ দাঁতে ফালা ফালা করেছে আমারও
প্রেমিক হৃদয়!
আমিও আমার প্রেমহীনতায় গণিকালয়ের গণিকার কাছে ক্লান্তি
সঁপেছি
বাঘিনীর মুখে চুমো খেয়ে আমি বলেছি আমাকে উদ্ধার দাও।
সক্রেটিসের হেমলক্ আমি মাথার খুলিতে ঢেলে তবে পান করেছি মৃত্যু
হে কবি কিশোর
আমারও অনেক স্বপ্ন শহীদ হয়েছে জীবনে কাঁটার আঘাত সয়েছি
আমিও।
হৃদয়ে লুকানো লোহার আয়না ঘুরিয়ে সেখানে নিজেকে দেখেছি
পাণ্ডুর খুবই নিঃস্ব একাকী!
আমার পায়ের সমান পৃথিবী কোথাও পাইনি অভিমানে আমি
অভিমানে তাই
চক্ষু উপড়ে চড়ুইয়ের মতো মানুষের পাশে ঝরিয়েছি শাদা শুভ্র পালক!
হে কবি কিশোর নিহত ভাবুক, তোমার দুঃখ আমি কি বুঝি না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কি জানি না ফুটপাতে কারা করুণ শহর কাঁধে তুলে নেয়?
তোমার তৃষ্ণা তামার পাত্রে কোন কবিতার ঝিলকি রটায় আমি কি
জানি না
তোমার গলায় কোন গান আজ প্রিয় আরাধ্য কোন করতলও হাতে লুকায়
আমি কি জানি না মাঝরাতে কারা মৃতের শহর কাঁধে তুলে নেয়?
আমারও ভ্রমণ পিপাসা আমাকে নারীর নাভিতে ঘুরিয়ে মেরেছে
আমিও প্রেমিক ক্রুবাদুর গান স্মৃতি সমুদ্রে একা শাম্পান হয়েছি
আবার
সুন্দর জেনে সহোদরাকেও সঘন চুমোর আলুথালু করে খুঁজেছি
শিল্প।
আমি তবু এর কিছুই তোমাকে দেবো না ভাবুক তুমি সেরে ওঠো
তুমি সেরে ওঠো তোমার পথেই আমাদের পথে কখনো এসো না,
আমাদের পথ
ভীষণ ব্যর্থ আমাদের পথ।

আমি অনেক কষ্টে আছি

আমার এখন নিজের কাছে নিজের ছায়া খারাপ লাগে
রাত্রি বেলা ট্রেনের বাঁশি শুনতে আমার খারাপ লাগে
জামার বোতাম আটকাতে কী কষ্ট লাগে, কষ্ট লাগে
তুমি আমার জামার বোতাম অমন কেন যত্ন কোরে
লাগিয়ে দিতে?
অমন কেন শরীর থেকে আস্তে আমার
ক্লান্তিগুলি উঠিয়ে নিতে?
তোমার বুকের নিশিথ কুসুম আমার মুখে ছড়িয়ে দিতে?
জুতোর ফিতে প্রজাপতির মতোন তুমি উড়িয়ে দিতে?
বেলজিয়ামের আয়নাখানি কেন তুমি ঘর না রেখে
অমন কারুকাজে সাথে তোমার দুটি চোখের মধ্যে
রেখে দিতে?
রেখে দিতে?
আমার এখন চাঁদ দেখতে খারাপ লাগে
পাখির জুলুম, মেঘের জুলুম, খারাপ লাগে
কথাবার্তায় দয়ালু আর পোশাকে বেশ ভদ্র মানুষ
খারাপ লাগে,
এই যে মানুষ মুখে একটা মনে একটা
খারাপ লাগে
খারাপ লাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটের উপর আমি এখন কষ্টে আছি, কষ্টে আছি বুঝলে যুথী
আমার দাঁতে আমার নাকে, আমার চোখে কষ্ট ভীষণ
চতুর্দিকে দাবী আদায় করার মতো মিছিল তাদের কষ্ট ভীষণ
বুঝতে যুথী,
হাসি খুশী উড়নচণ্ডী মানুষ আমার তাইতো এখন খারাপ লাগে
খারাপ লাগে
আর তাছাড়া আমি কি আর যীশু না হাবিজাবি
ওদের মতো সব সহিষ্ণু?
আমি অনেক কষ্টে আছি কষ্টে আছি কষ্টে আছি আমি অনেক...

স্থিতি হোক

একটি নারীর উড়াল কণ্ঠ বুকের ভিতর খুঁড়তে খুঁড়তে মন্ত্র দিলো
স্থিতি হোক, স্থিতি হোক, হৃদয়ে আবার স্থিতি হোক!
শ্যাওলা জুড়ে সবুজ দিঘির ঘাটলা ওদের জনবসতে স্থিতি হোক!
একা থাকার কপাল জুড়ে কলহ নয় স্থিতি চাই স্থিতি হোক!

বৃক্ষ ওদের বনানী জুড়ে চাইনা বিনাশ বাল্মিকী চাই স্থিতি চাই,
স্থিতি হোক!
বৃষ্টি আবার বরণ করুক কোমল শস্য, বিলাপকে নয় বিলাপ এবার
বিলুপ্ত হোক!
সেই সুরভি আবার আসুক অন্ধকারে সে মৃত্তিকা আনতমুখ
আবার হাসুক, স্থিতি হোক!
মৃত্যু মাখা মানুষ ওদের আড়াল থেকে আর এক মানুষ
মন্ত্র দিলো স্থিতি হোক!
কবে কোথায় শুনেছিলাম পথের পিঠে পায়ের চাবুক আবার তারা
স্থিতি হোক!
ভুল প্রকৃতি পারস্পরিক প্রলয় শিখা অগ্নিখোলশ আবার খুলুক
স্থিতি হোক!
পালক পরা হরিতকীর আকুল বাগান হাতের কাছে ব্যাকুল বেলায়
স্থিতি হোক!
সময় থেকে শাড়ির মতো আবার তুমি উন্মোচিত শান্তি আমার
শান্তি আমার
কর্পুরেরই গন্ধ ভরা এক অনাদি কৌটো তুমি হে স্থিতি
তোমার ভিতর কাত হয়ে আজ সেই বিশুদ্ধি বিলিয়ে দিলাম হে স্থিতি
মাটির কলস ভরা জলের ঠাণ্ডা বসত তুমি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোঁদা বনের রৌদ্রে ভরা টলমলানো উঠোন তুমি মন্ত্র আমার
গ্রীষ্মকালের সরল হাওয়া, বিনাশবিহীন জাগরণে শান্ত ভূমি
মাইল মাইল তুমি আমার
কেবল শুধু ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি
তুমি আমার
শহর ভরা কাঁচের কোকিল, মুখর হলো মুখর হলো, ওদের আবার
স্থিতি হোক,
ঐতো আমি দেখছি ভাঙ্গন ওদের গহন নাভির মূলে, ওদের আবার
স্থিতি হোক, স্থিতি হোক!
রুটি গোলাপ শ্রমের সজ্ঞ, স্বেচ্ছাচারের কানে এবার মন্ত্র দিলাম
স্থিতি হোক স্থিতি হোক!

কুরুক্ষেত্রে আলাপ

আমার চোয়ালে রক্ত হে অর্জুন আমি জানতাম, আমি ঠিকই জানতাম
আমি শিশু হত্যা থামাতে পারবো না, যুবতী হত্যাও নয়!

ভ্রূণহত্যা! সেতো আরো সাঙ্ঘাতিক, আমি জানতাম হে অর্জুন
মানুষ জন্ম চায় না, মানুষের মৃত্যুই আজ ধ্রুব!

আমার নাভিতে রক্ত–আমি জানতাম আমি ঠিকই জানতাম
আমি মানুষের এই রোষ থামাতে পারবো না, উন্মত্ততা থামাতে
পারবো না।
দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব আমি থামাতে পারবো না
চালের আড়ত থেকে অভিনব চাল চুরি থামাতে পারবো না,
রিলিফের কাপড়ে আমি মানুষের অধঃপতন ঢাকতে পারবো না!

শেফালীর সোমত্ত গ্রীবায় লাগবে লাম্পটের লাল আর বিষ
আমি জানতাম হে অর্জুন অনাহারে অনেকেই যুবতী হয়েও আর
যুবতী হবে না!
ভাই পলায়নে যাবে বোন তার বাসনা হারাবে আমি জানতাম
ফুল ফুটবে না, ফুল ফুটবে না, ফুল আর ফুটবে না, ফুল আর কখনো
ফুটবে না!

বকুল-বৃক্ষদের এইভাবে খুন করা হবে সব গীতিকার পাখিদের
এইভাবে গলা, ডানা স্বরলিপি শব্দের পালকগুলি
ভেঙে দেয়া হবে আমি জানতাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিতির ও ঈগল গোত্রের সব শিশুদের এইভাবে ভিক্ষুক পাগল
আর উন্মাদ বানানো হবে

ভারতীয় যুদ্ধের উৎসবে আজ এই শুধু আমাদের
ধনুক ব্যবসা,
আমি জানতাম, হে অর্জুন,–আমি ঠিকই জানতাম।

শস্যপর্ব

বুকের কাছে বৃক্ষ তাতে লিখতে লিখতে লিখেই ফেলি হলকর্ষণ
যন্ত্রচাকা
মায়ায় ঢাকা মাংসমধুর আলস্য আর অগাধ জল আলোর জল,
লিখেই ফেলি স্নিগ্ধ জল জিহ্বা-উরু ভালোবাসা নারীর চক্ষু নারীর
নাভি,

সাধ্য মতোন যেমন পারি শস্যগন্ধ, শস্যচাকা, শস্যমুগ্ধ, শস্যমানুষ!

লিখতে লিখতে ফিরে তাকাই মাটির দিকে, তাকাই ফিরে, মাটি মাটি,
মাড়াই মাটি
সঙ্গে সঙ্গে সুদৃষ্টিপাত, হিম অনাদি, হা হৃৎপিণ্ড, হা হৃৎকমল
শিল্পবেদী,
যুথচারী মানুষ আবার মানুষ গড়ে লোকলস্কর মহৎ আঁধার, অন্য আঁধার
অভিজ্ঞতা,

লিখতে লিখতে লিখেই ফেলি ফুল্ল কুসুম, মুগ্ধ কুসুম, মুগ্ধ শস্য!
অজস্র নীল মুকুর আমার ফোঁটায় দৃশ্য লিখেই ফেলি হে দিগ্বিদিক,
হে অদৃশ্য,
শরীর জুড়ে শীতল জলের শস্যগন্ধ, শস্যযুথী, শস্যকুসুম!
শস্যমাখা কলস তাতে লিখেই ফেলি শস্যকণ্ঠ, শস্যবৃক্ষ, শস্যদীঘি,
শস্যদৃশ্য।

নবীন উদাস আবদ্ধবোধ স্মৃতির মধ্যে সিক্ত বোধি শক্ত দৃশ্য;
এই তো জটিল বাঁচায় অলখ এই তো লেখা, এই তো প্রতীক
তাকাই ফিরে
এত দিনের অন্ধ পেছন ভাঙ্গন রেখা অলস অধম অধঃস্তনের তুল্য প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রজ্বলন্ত সেই কদাকার হা কুচ্ছিৎ সমস্ত সব ভণ্ডামি আর উলটপালট
লোভলালসা, লুব্ধজটিল সমস্ত সব চৌচুরমার হতকুচ্ছিৎ তাকাই ফিরে

লিখতে লিখতে তাকাই ফিরে মাটির দিকে, মাটি মাটি মাড়াই মাটি
সাধ্যমতোন যেমন পারি মাটিতে যাই শস্যপর্ব, শস্যমুগ্ধ শস্যমানুষ!

কবির ভাসমান মৃতদেহ

কেউ তাকে কখনো দেখেনি, অথচ সে ছিল পাশে
আমাদেরই আশে-পাশে কিন্তু আজ এখন কোথাও নেই!
এখন সে জলে ভাসমান লাশ, মৃতদেহ একজন কবির!

আর জানোই তো কবিরা কাঁদলেও তার অশ্রু থেকে মৃত্যু ঝরে পড়ে?
আর জানোই তো তাঁদের অশ্রুর মূলে মর্মর ঝরঝর করে আজো
ঝরে যায় ফের
তারই স্বদেশ?

কেউ তাকে কখনো দ্যাখেনি, অথচ সে ছিল পাশে
সে এখন জলে ভাসমান লাশ একজন কবির!
কবি তাকে যখোনই ভাসায় জলে,
পদ্মা তাকে ঠুকরে ঠুকরে খায় যেনো তারই অশ্রু, তারই অক্ষমতা!
অর্থাৎ তারই মৃত্যু, তার অবসান তার
উদগত নিঃশ্বাস!
মাছরাঙ্গা এই মৃত্যু দেখে ফেলে, বারবার
জলের ঘূর্ণিও তার এ রকম মৃত্যুর ভিতর হাতছানি দিয়ে যায়
জেলেরা দু'হাতে জাল ফেলে দিয়ে তুলে নেয় শেষে তার
চকচকে রূপোলী ইলিশমৃত্যু!
যুবতীরা জলের জঙ্ঘায় ফিরে পায় তার জীবনের ও বিগত প্রবাহ।

ঢোঁরা সাপ, কামট, হাঙ্গর মাছ এসে তাকে ছায়া দিয়ে যায়!
কবির চোখের কালো কোটরেও পৌঁছে দেয় যেনো দু'টি কালো মুক্তো
সেইখানে দুইটি ঝিনুক!
কবি যতবার কাঁদে এদেশেও অনাচার, মৃত্যু আর রক্তারক্তি বাঁধে!

কবির মৃত্যু নিয়ে আজো দ্যাখো ঐখানে লোফালুফি
ঐ তো পদ্মায় ওরা কবির ভাসন্ত মরা দেহ নিয়ে
খেলছে, খেলছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথক পালঙ্ক

উৎসর্গ
সুরাইয়া খানম

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নচিকেতা

মারী ও বন্যায় যার মৃত্যু হয় হোক। আমি মরি নাই– শোনো
লেবুর কুঞ্জের শস্যে সংগৃহীত লেবুর আত্মার জিভে জিভ রেখে
শিশুর যে আস্বাদ আর নারী যে গভীর স্বাদ
সংগোপন শিহরণে পায়-আমি তাই!

নতুন ধানের ঋতু বদলে পালা শেষে
শস্যিতা রৌদ্রের পাশে কিশোরীরা যে পার্বণে আজো হয়
পবিত্র কুমারী শোনো– আমি তাতে আছি!

আর সব যুদ্ধের মৃত্যুর মুখে হঠাৎ হাসির মতো ফুটে ওঠা পদ্মহাঁস
সে আমার গোপন আরাধ্য অভিলাষ!

বহ্নি রচনার দ্বারা বৃক্ষে হয় ফুল;
ফুলে প্রকাশিকা মধুর মৃন্ময় অবদান শোনো,

ঝর্ণার যে পাহাড়ী বঙ্কিম ছন্দ, কবির শ্লোকের মতো স্বচ্ছ সুধাস্রোত
স্পেনের পর্বত প্রস্তর পথে টগবগে রৌদ্রের যে সুগন্ধি কেশর কাঁপা
কর্ডোভার পথে বেদুঈন!
লোর্কার বিষণ্ন জন্ম, মৃত্যু দিয়ে ভরা চাঁদ,
শুধু সবিতার শান্তি-আমি তাই!

হারানো পারের ঘাটে জেলে ডিঙ্গি, জাল তোলা কুচো মাছে
কাঁচালী সৌরভ– শোনো
সেখানে সংগুপ্ত এক নদীর নির্মল ব্রীজে
বিশুদ্ধির বিরল উত্থানের মধ্যে আমি আছি

এ বাংলায় বার বার হাঁসের নরোম পায়ে খঞ্জনার লোহার ক্ষরায়
বন্যার খুরের ধারে কেটে ফেলা মৃত্তিকার মলিন কাগজ

মাঝে মাঝে গলিত শুয়োর গন্ধ, ইঁদুরের বালখিল্য ভাড়াটে উৎপাত
অসুস্থতা, অসুস্থতা আর ক্ষত সারা দেশ জুড়ে হাহাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধান বুনলে ধান হয় না, বীজ থেকে পুনরায় পল্লবিত হয় না পারুল
তবুও রয়েছি আজো আমি আছি,
শেষ অঙ্কে প্রবাহিত শোনো তবে আমার বিনাশ নেই

যুগে যুগে প্রেমিকের চোখের কস্তুরী দৃষ্টি,
প্রেমিকার নত মুখে মধুর যন্ত্রণা,

আমি করি না, মরি না কেউ কোনোদিন কোনো অস্ত্রে
আমার আত্মাকে দীর্ণ মারতে পারবে না।

মেধা দূরে ছিলে বুঝতে পারনি

আমার হয়তো একটু দেরী হয়ে গেছে
ফুল তুলতে শিশু কোলে তুলে নিতে
গর্তের ভিতরে সাপ– দেরী হয়ে গেছে!

অলস আমার সব অবোধ বোধের কাছে
হেরে গেছে বারবার পৃথিবীর গতি ও উন্নতি!

তোমার সরল হাতে একটু সরল স্পর্শ
অস্তমিত অভিসার তুলে দেবো
হয়তো সূর্যাস্তে গেছি–কী অবোধ!
হঠাৎ হারানো সূর্য বুকে এসে বিঁধেছে আমার
দেরী হয়ে গেছে!

সৃষ্টি এত সৌন্দর্যপ্রধান! সৌন্দর্য এমন ভীরু এমন কুৎসিত!
সাপ, খেলনা, নর্তকী, নদী ও নারী

বনভূমি, ফুল সমুদয় বস্তু, শিল্পকলা
এমন সুন্দর তারা, এমন কুৎসিত!

মানুষের যৌনসঙ্গম
মানুষীর যৌনসঙ্গম!
লিঙ্গ
ঘাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণা
লোভ
সমস্ত মুচড়িয়ে আমি দেখেছি সুন্দর তারা আবার কুৎসিত!

ফলে দেহ ভেঙে পড়ে দেরী হয়ে গেছে
ফুল তুলতে শিশু কোলে তুলে নিতে
দেরী হয়ে গেছে!
শস্যগুচ্ছ মানুষের মিলিত উদ্যানে এত
উতরোল আকাঙ্ক্ষাতন্তু,
লোভের ঘৃণার বলি, রক্তদাগ
যৌবনসঙ্গম যুদ্ধ উত্তেজনা,
রাত্রি আর দিন!

সব অভিজ্ঞতা যেনো আমার বিলম্ব হেতু
মুছে গেছে মনোভূমি থেকে!
মাটির রং-এর কাছে মনীষার আজ তাই নুয়ে বলি ঃ
আমাকে শেখাও ঋতু, শেখাও মৌসুম!

ভিত্তিভূমি ঃ আমাকে শেখাও শিল্প, অভ্যুত্থান নীলিমা সঞ্চারী!
মিস্ত্রীর নৈপুণ্যে গড়া হে গভীর সারস শুভ্রতা ঃ
আমাকে শেখাও শির উঁচু দালান শহর কৃতি সভ্যতা বিদ্যুৎবিভা,
আমাকে শেখাও!

দেরী হয়ে গেছে বৃক্ষ ঃ পায়ে ধরি ঃ- বলো
আমার ক্ষয়িষ্ণু জমি, কোন মহাদেশে গেলে
ফিরে পাবে সুরেলা সবুজ?
কেবল বিলম্বে এত অভিজ্ঞতা মুছে গেছে!
না হলে কি অহংকার আমারও ছিল না?
ছিল তবে তাকে আজো, স্পর্শ করিনি, মেধা
দূরে ছিলে, বুঝতে পারোনি।

মোরগ

ঘুরে ঘুরে নাচিতেছে পণ্ডিতের মতো প্রাণে
রৌদ্রের উঠানে ঐ নাচিতেছে যন্ত্রণার শেষ অভিজ্ঞানে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখা লাল, শরীর সমস্ত ঢাকা লোহুর কার্পেটে!
মাথা কেটে পড়ে আছে, যায় যায়, তবুও নর্তক
উদয়শঙ্কর যেনো নাচিতেছে ভারতীয় মুদ্রায়!

এইমাত্র বিদ্ধ হলো বেদনায় চিকন চাকুর ক্রুরতায়!

এইমাত্র যন্ত্রণায় নাচ তার সিদ্ধ হলো, শিল্পীভূত হলো;
খুনের ঝোরায় তার নৃত্য ভেসে নর্তকের নিদ্রা ফিরে পায়!
শান্ত হয় স্মৃতি স্নায়ু প্রকৃতি ও পরম আকৃতি!

এখন শান্তি শান্তি- অনুভূতি আহত পাখায়
ভেঙ্গে পড়ে আছে পাখি, গৃহস্থের গরীব মোরগ!

একদিকে পুচ্ছ হায়– অন্যদিকে আমার ছায়ায়
মুখ গুঁজে শান্ত ঐ, শান্ত সে সমাহিত, এখন নিহত!!

অন্য অবলোকন

ফিরতে ফিরতে আবার কোথায় ফিরে তাকাবো?
শূন্যবিন্দু, স্বশূন্যতায় ফিরে তাকাবো?
ফিরতে আমার ইচ্ছে হয় না, চক্ষুচরিত গোল পৃথিবী
তাদের ভিতর এখন শুধু আবর্তিত যুদ্ধ সবার
আবর্তিত অমানবিক আকাঙ্ক্ষা চায়!

ফিরতে আমার ইচ্ছা হয় না; ফিরতে ফিরতে ফিরে তাকাবো?
কোথায় অধঃপতন স্রোতে? গলাকাটা লাশ বিপ্লবীদের বুকের ক্ষতে
ফিরে তাকাবো? স্বেচ্ছাচারের তরবারীতে ফিরে তাকাবো?
ইচ্ছে হয় না! তবুও বড়ো সাধ বাসনা, ফিরে তাকাই ঃ

প্রভু আমার ফিরে তাকাবার পৃথিবীখানি পাঁচ মিনিটের জন্যে না হয়
ফিরিয়ে দেওয়ার এলাজ করো।
দরগাতলায় মানত দেবো- এই দেহখান ধর্মে নেবো ঃ
শূন্য থেকে পূণ্য হবো। রক্তে ছোঁবো রামধনু রং!
প্রভু আমার তবুও যদি জগতখানি এলাজ করে.!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি দেখাও দুঃখ দহন, ছায়াপূরণ পথের কোলে চাঁদের তলে শস্য জ্বলে!
বনমোরগের মৃদঙ্গ আর অন্ধকারে বনের বাহার
বড়েগোলামের খেয়াল গাচ্ছে ঃ ফিরে তাকানো এলাজ করো ঃ

চরের সিঁদুর। মায়ের শরীর ঃ সূর্যখোলা বীজের ধনুক
দিগন্তে দূর হাওয়ার ওপার ঃ উড়ে আসার উড়ন্ত ব্রীজ– কাপাস তূলো
স্বপ্নগুলো এলাজ করো, সর্বসৃষ্টি দ্যুতির মূলে ঃ ফিরে তাকাবো!

এই সব মর্মজ্ঞান

স্পর্শ করিনি মমতায়!
তাই ফিরিয়ে দিয়েছে খালি হাতে
ভিক্ষুকের মতো।

কেউ নেয়নি। বৃক্ষ নয়। বনভূমি নয়। ঝর্ণা
শিথিল জলের নীবিবন্ধ খুলে শুধু বলেছে নিষেধ!
স্পর্শ করিনি তাই 'মা নিষাদ' পক্ষী প্রেমিকার
মাংসে বিঁধে পড়া পীড়নের শেষ তূন
থামাতে পারিনি।

অগ্নি শুদ্ধ হতে হতে শুদ্ধির সমস্ত
স্বর্গে নরকের আগুন লেগেছে!
স্পর্শ করিনি। তাই রাবণের বংশধর এত বেশী
এত হুলস্থুল তর্ক গোলাপে গাভীতে

বুঝিনিও। তাই মেঘে ঐরাবত শুঁড় তুলে
প্লাবনের জলের ভিতর মৃত্যু, পিচকিরীর মতো
ঢেলে এখন উধাও।

বেশ্যার বেদনাবোধ বুকে ঢেলে কাঁদছে কামুক!

চাঁদের ভিতর এতো জ্যোৎস্নার চাঁদোয়া টানা,
তবু নেই খঞ্জনীর গান!
সারারাত ভূতের উৎপাত, কবন্ধ গলির কাটা
লাশের উপর যুথচারী বেকারের হু হু কান্না!
এই সব, এই সব, এই সব মর্মজ্ঞান শুধু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে তোমাকে বলেছিল এত বৃক্ষ ব্যয় করে
অবশেষে অনল কুসুমে হাত লোভীর মতোন রাখতে?
আমাদের শ্রাদ্ধের বাগান-এ এতো সবুজ পাতার
সিংহাসন জুড়ে বসতে কে তোমাকে ডেকেছিল?

উপনিষদের সেই পাখিকেও হার মানালে হে!
কবিদেরও! তাদের রুমালে তোলা অধুনা আলোর শিল্প
তোমার দ্যুতির কাছে বারবার হেরে যায়!
তোমার শুদ্ধির কাছে দেবতার ঋণ বাড়ে
অসুর পালায়!

শুধু এই নষ্ট জমি তোমাকে তোলেনা ধর্ম,
শস্যক্ষেত, বৃক্ষভূমি, মাটি ও মৃত্তিকা আজ
মরিতেছে অবক্ষয়ে ঘুণ ধরিতেছে।

কল্যাণ মাধুরী

যদি সে সুগন্ধী শিশি, তবে তাকে নিয়ে যাক অন্য প্রেমিক!
আতরের উষ্ণ ঘ্রাণে একটি মানুষ তবু ফিরে পারে পুষ্পবোধ পুনঃ
কিছুক্ষণ শুভ্র এক স্নিগ্ধ গন্ধ স্বাস্থ্য ও প্রণয় দেবে তাঁকে।
একটি প্রেমিক খুশী হলে আমি হবো নাকি খুব আনন্দিত?

যদি সে পুকুর, এক টলটলে সদ্য খোঁড়া জলের অতল।
চাল ধুয়ে ফিরে যাক, দেহ ধুয়ে শুদ্ধি পাক স্মৃতিরা সবাই।
একটি অপার জাল, জলের ভিতর যদি ফিরে পায় মুগ্ধ মনোতল।
এবং গাছের ছায়া সেইখানে পড়ে, তবে আমি কি খুশী না?

যদি সে চৈত্রের মাঠ-মিলিত ফাটলে কিছু শুকনো পাতা তবে
পাতা কুড়োনিরা এসে নিয়ে যাক অন্য এক উর্বর আগুনে।
ফের সে আসুক ফিরে সেই মাঠে শস্যবীজে, বৃষ্টির ভিতরে।
একটি শুকনো মাঠ যদি ধরে শস্য তবে আমি লাভবান।

যদি সে সন্তানবতী, তবে তার সংসারের শুভ্র অধিকারে
তোমরা সহায় হও, তোমরা কেউ বাধা দিও না হে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুর মুতের ঘ্রাণের মুগ্ধ কাঁথা ভিজুক বিজনে,
একটি সংসার যদি সুখী হয়, আমিও তো সুখী

আর যদি সে কিছু নয়, শুধু মারী, শুধু মহামারী!
ভালোবাসা দিতে গিয়ে দেয় শুধু ভুরুর অনল।
তোমরা কেউই আঘাত করো না তাকে, আহত করো না।
যদি সে কেবলি বিষ– ক্ষতি নেই- আমি তাকে বানাবো অমৃত!

ভিতরে বাহির

হয়তো কিছুই নেই, তবু কিছু আছে।

আমার গল্পগুলি অখ্যাত হলেও তারা
দানে, ধ্যানে মোটামুটি সুখী ঃ
আমার কবিতা আজ অভয়ে আসন গাড়ে
মেধা আর মনীষার ভেতরমহলে ঃ

আমার বিন্যাস, ফর্ম, আমার শিল্পের সব ভাঙ্গাচোরা
আর ঐ ঐতিহ্য আড়াল ঃ
জোড়া দাও ঃ
কখনো সে গ্রামীণ চরকার তাঁত ঃ গৃহস্থের গোধুলি মুকুর ঃ

আমার ছায়াকে আমি ভালোবাসি, আর কাউকে নয়,

তাকে তুমি ভাগ করো, ওলট-পালট করো বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যতে-
পাবে তুমি শ্যাওলা জলের গন্ধ, লাল মাটি, ফলসা রমণী ঃ
একটি অমর শাদা গাভী, তার ভাস্বর ওলান
যেখানেই থাকো, তুমি দেখা পাবে ঃ কাঁদো
তোমার সহিত কাঁদবে আসমুদ্র শাদা দুগ্ধধারা–
যখন শহরে ঢোকে অতিকায় আরশোলা,
যখন বাসনা সব ঢাকা পড়ে বধির লবণে ঃ
অস্থির আজান তোলে মুয়াজ্জীন,
বিশ্বাসের ভিত ঃ
খসে পড়ে পরচুলার মতো ঃ
পা রাখি কেবল পাপে, পায়ে পায়ে কেবল পতন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নগুলো শিকড়বিহীন ঃ
আর তার পাতাগুলি প্রখর প্রদাহে ঝরে, মরে যায়
লাল নীল শাদা ফুলগুলি ঃ

ডরি না, মরি না
আমার একাকী গান
গেঁথে তুলি যুঁইফুলে অদৃশ্য মালার!
রক্তগুলি
বুটিদার কাশ্মিরী শালের লাল,
বিছিয়ে বিছিয়ে ঢাকি
পাপ আর পাপিষ্ঠ পতন

অশ্রুতে লুকিয়ে ফেলি
আরশোলার আহত শহর।

আমার না পাওয়াগুলি জোড়া দাও-আছে
সেখানে বিদ্যুৎনক্‌সা রূপোলী জলের ঃ
ধুয়ে দাও ধীরে
আসবে বেরিয়ে এক স্বচ্ছ শহর ঃ
কী ভালো লাগবে হাসিখুশী।

আমার না পাওয়াগুলি জোড়া দাও-আমি
তোমাদের ভালো থাকা হবো
সাবানের স্নিগ্ধ ফেনা, সেন্টের সুরভি শিশি,

জন্ম দেবো একটি গান, একটি কারখানা,
যা কেবল পবিত্রতা তৈরী করতে পারে!
তোমাদের ভালোবাসা তৈরী করতে পারে।

অপেক্ষা

বৃষ্টির ফোঁটাকে মনে হয় তোমার পায়ের পাতার শব্দ,
পাতার শব্দকে মনে হয় তোমার গাড়ীর আওয়াজ;
আমি চক্ষু সজাগ করি, কান উৎকর্ণ, ইন্দ্রিয় অটুট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আসছো না, তুমি আসছো না-
তোমার কত হাজার বছর লাগবে আসতে?

জলের ভিতরে যেন পাথর এবং নুড়ি-তোমার ভিতরে ভেসে থাকে
হাজার হাজার প্রতীক্ষা তোমার, তুমি আসছো না, তুমি আসছো না,
তোমার কত লক্ষ বছর লাগবে আসতে?

আকাশের ভ্রূ চমকে জল নামে ঃ জল আয়ুষ্মতী ঃ
আমি জলের উপরে সাঁকো গোছগাছ করে বাঁধি, ধনুকে লাগাই তীর,
মাঠের আলের কাদা ভেঙ্গে দেই বীজ ধানে, ভ্রূণের মৌসুমে;
নারীরা সন্তানবতী, লক্ষ্য দেই।
যখোন জীবন কোলে ফেলে দেয় অযত্নের আপন বিষয় ঃ
ভুলে যাওয়া স্মৃতি, পয়সা, দুঃখ, ধ্যান, মনস্ক জগৎ ঃ
আমি তুলে নেই যত্নে এ ওকে তখোন নাম দেই;

পাল্টে দেই রূপ, বর্ণ, অভিজ্ঞান, অবিচল বস্তুর ধারণা!
আমার স্পর্শে শূন্যে উদ্যানের ঘ্রাণ জন্মে ঃ শস্যের চারায়
শহর সম্পন্ন লাগে, লক্ষ্য দেই ঃ ক্লেদ, কুষ্ঠ ময়লা কালো জল,
রূপের রুগ্নতা ফেলে

আকাশ, অমৃত, নক্‌সা, ফলবতী মাটি ও মানুষ
তবু তুমি আসছো না, তবু তুমি আসছো না, কেন আসছো না?

কৃতিত্বে ধরেছে কীট, পরিস্থিতি পিঠ বাঁকা করে আজ নতমুখ,
এখন তোমাকে ওরা ছুঁয়ে দেয় শাবলের ধারালো বর্শায়;
এখন তোমাকে দেখে ঠাট মারে মূক বুদ্ধি,
অক্ষম চীৎকার, মৃত্যু, প্রতিবাদহীন জয়ধ্বনি ঃ

উলঙ্গ শিশুর মতো শুয়ে থাকা এই অন্ধ নিষ্ফলা নির্মাণ,
এখন তোমাকে কতো তুলে নেয় চলচ্চিত্র, কেবিনেট, সবুজ মহল,

রাজা আর রাজত্বের রঙ্গ টাকশাল ঃ
তবু তুমি আসছো না, তবু তুমি আসছো না, কেন আসছো না?

অরণ্যে আপন মনে রুয়ে দেই, ঘনবর্ষা, আমফলের চাকা,
খুপরি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তুলি মহামারী;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁতে কতো দিন বুনি, রৌদ্রে বুনি, শিল্প বুনি, সঞ্চরণ বুনি,
প্রজ্ঞা যদি কালো মাটি ঃ আমি তাতে ফলাই মনীষা,
তবু তুমি আসছো না, তবু তুমি আসছো না, কেন আসছো না?

লোহায় লোহিতবর্ণ মানুষের শাদা কালো বর্ণের বিভেদে
যখোন পালক খসে ঃ অস্ত্রাঘাত যখোন যুদ্ধের কালো লেখা
ছলকে ছলকে ধরে অধঃপাত, সুন্দরের শ্রেষ্ঠ অপচয়;
জলে ও ডাঙ্কায় আমি বাঁধ দেই ঃ শরীরে ঠেকাই বন্যা, প্রতিঘাত,
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্নের বিদ্ধ করি আবার আমাকে;
তবু তুমি আসছো না, তবু তুমি আসছো না, কেন আসছো না?

আহত আঙ্গুল

আহত এই আঙ্গুল, তাতে ক্ষত বেরোয়
ক্ষত তো নয় পোকা
পাশ ফিরে শোয় পবিত্র পুঁজ
অমল খোকা খোকা!

পাশ ফিরে শোয় আঙ্গুলগুলি ঃ
সুযন্ত্রণার সুখে ঃ
দরবেশেরই মতোন ওরা আমারই সম্মুখে
আহত হয়, আহত হয় আর
গলিত এক পুঁজের ঝর্ণা তার

মন্ত্রবলে মলিন বেদনায়
আহত এই আহত আঙ্গুল যে
রক্তে ভাসে, রক্তে ভেসে যায়
-রক্তেঝরা ফুল!

জীবন এত অবাধ্য সঙ্কুল
নেয় না তুলে সন্ধিও, শান্তিকে!
আঙ্গুলে তাই আহত এক ক্ষরা
কেবল ঢালে পুঁজের ঘড়া ঘড়া
অশান্তির এই মোহ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাকে আর কে করে পান
কুমন্ত্রণার মুখে?

আমার মাঝে মোহিনী একখান
ঈশ্বরের গান
ভেঙ্গেছে সেই দুখে!

নর্তকী ও মুদ্রাসঙ্কট

তুমি যখোন নৃত্য করো মুদ্রাগুলি কাঁপে
তোমার হাতের মধ্যে তো নয় যেনবা কিংখাবে,
তলোয়ারের মতোন তুমি তোমার দু'হাত তোলো,
চোখের নীচের নগ্নতাকে ছন্দ পেয়ে ভোলো।

আমি তখোন আমার পোড়া দেশের পাপে মরি।
নিজের কাছে নিজের দহে তীব্র তুলে ধরি।
তুমি তো নও আম্রপালী, বর্তমানের নারী
তোমার লাগে লিনোলিয়াম সিফন ঘেরা শাড়ি
তোমার লাগে সাত প্রেমিকের সুলভ করতালি,
বাগান তুমি যুবারা যেন তোমার কেনা মালী।

হাজার ফুলের মধ্যে দুটি ফুলের অনুতাপে
মর্মহাত মালীরা তবু তোমার বুকে কাঁপে।

কিন্তু বুকের কাছে কি আর সেই ফুলেরা আছে
দেবদাসীরা যখোন পূজায় পুরোহিতের কাছে
রাখতো জমা যাতনা অর জ্বরার অভিমান
পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলতো, হে সম্মান
আমাকে দাও শস্যকণা আমাকে দাও তীর
প্রাণের পাশে পরমায়ুর ঝর্ণা সুনিবিড়।

এখন শুধু হাতের কাঁপন, দিনযাপনের গ্লানি
মুদ্রা তুলে জাগাও তুমি অনতু একখানি
অনাশ্রয়ের অনিদ্রা আর অভিমানের গান ঃ
যেখানে ভালোবাসারও নেই সুযোগ্য সম্মান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীরা বাঈ

ভজন গায় না, তবু কথা তার ত্রিকালের তাপিত ভজন,
যখোন জীবন কাঁটা রাখে তার পথে পথে
সে তখোন পায়ের তলায় বিদ্ধ ব্যথা নিয়ে নতুন নিয়ম পুষ্পিত।

ভুল বোঝে লোকে, ভাবে গরবিনী অথবা অস্থির অভিমানী ঃ
কিন্তু আমি জানি তাঁর হাতের উপর কেন উড়ে আসে
আহত পাখির দল মানুষ, মলিন চাষা, চীৎকৃত প্রসূন!

ভিতরে বিশাল এক মমতাক্ষমতা, জানে যুঁইফুল মাটির তলায়
কিসের আবেগে বাড়ে– কতটুকু সান্ত্বনার শিকড়প্রবাহে জাগে
পৃথিবীতে আজো সব ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, শুভতা, শুভ্রতা।

নিজেই আহত ঃ তবু লোকে ভাবে রয়েছে লুকোনো তার মঠোর ভিতর
কালকেউটের ঝাঁপি, লোহার করাত, ছুরি, ঘাতকের বিষ!

সে তার সুন্দর পোড়ে আর ওরা ভাবে দেখো জ্বালালো আগুন!

সে চায় সংসার, যাতে সুন্দরের বিন্দু বিন্দু বোধের চরকায়
সুতো কেটে দিন যাবে ঃ কিন্তু ওরা তার পাহারায়
অদৃশ্যে এখনো আজো তুলে রাখে বজ্রপাত, লোকনিন্দা, লোলুপ ধিক্কার!

কেউই বোঝে না, তবু আছে আরো আকাঙ্ক্ষিত সুস্নিগ্ধ জগৎ ঃ
যখোন মানুষ তাকে দুঃখ দেয়,
দলবেঁধে যখোন ঠোকরায় তাঁকে নষ্ট কিছু পাখি,
তখোন ঘাসের দিকে তাকাও- দেখবে ঘাস নতমুখ অধোবদনের
কিছু ভাষাস্নেহ লেগে আছে তৃষ্ণার্ত তরুর ঠোঁটে
ভোরবেলা শিশিরের মতো।

শৃন্বন্তু

ছিলাম গুটি গণিকা-রেশম রাত্রি চাষে
 বিগত দিন
 কিছুটা দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও কলুষ, ও ক্লেদ পুণ্য,
এবার শান্তিরস্তু- এবার শান্তি হোক!

ছিলাম তিবেতিয়ান সাধু গাঁজার গন্ধে সেব্য ক'দিন
জিভ ছুঁয়েছি জিউলী বিষে, জোনাক বিষে রাত্রিবেলা
উদর খোলা গণিকা গুহায় বাস করেছি সাপের মতোন কিছুটা দিন ঃ
মারিজুয়ানা বুঁদ কুহেলী
বিষের ছোবল রক্তে খালি
নুন ঢুকিয়ে বলেছি 'পৃথ্বি ধ্বংস হোক।'

হে দ্যুতিমান প্রভু সকাল। হে ঊষা নীড় নীল অদিতি
আকাশযান,
পাপ যে এবার পুণ্যপ্রার্থী, আলোর অর্থী অন্ধকার!
মাথার খুলির মালিনা দ্বার
খুলে আবার পুনর্বার
ঢোকাও দেখি পুষ্পকিরীট
বৃক্ষবিহীন পোশাক দাও। নাও ফিরে নাও বিষের কীট!
আবার বলি ঝিরি সবুজ
আবার বলি 'শান্তিরস্তু'-শান্তি দাও।
হে ব্যাধিব্যয় মদ্যপায়ী- মুক্তি চাইছি মুক্তি দাও
জ্যোৎস্না-সরাইখানার রাত্রি, অনবরত তর্ক চাষ
বন্ধুকে ব্যাধ শত্রু ভেবে শত্রুগলায় রাত্রিবাস,
সে সন্দেহ কুলষ কর্ম, দাও ধুয়ে দাও, এই ধুলোট
মৃত্তিকা ঠোঁট ভেঙ্গে বলি, শান্তিরস্তু, শান্তি দাও!

আর না হলে অনুশোচনায় অনস্থির
ছেদন করো আমার আত্মা, আমার শরীর জীর্ণতার!
এতদিনের অঙ্গ ঘিরে জড়ানো সব মদের ভাঁড়
ইচ্ছে হলে কুষ্ঠ দাও
অঙ্গে অঙ্গে বসুক পোকা, যেমন নষ্ট থোকা থোকা

ফুসফুসে সব মাংসাদী ক্ষয়, ধ্রুব আয়ুর অবক্ষয়!
হা প্রভু দাও অঙ্গে আমার মুক্তি জ্বালা,
ও শৃন্বন্তু অমৃতস্য পুত্র-মানুষ
শেষকালে কি এই অমানুষ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লোরিন ফেনায় তীব্র বেহুঁশ সমুদ্রে আর মাটির ভ্রূণে
আমার প্রভু পূর্ণতা দাও।
অমৃতস্য-পুত্র তোমার
সূর্যের আবার আদিবীজের মধ্যে না হয় ঢুকতে দাও,

'শান্তিরস্তু' শান্তি দাও।

অপরূপ বাগান

চলে গেলে– তবু কিছু থাকবে আমার ঃ আমি রেখে যাবো
আমার একলা ছায়া, হারানো চিবুক, চোখ, আমার নিয়তি।
জল নেমে গেলে ডাঙ্গা ধরে রাখে খড়কুটো, শালুকের ফুল ঃ
নদীর প্রবাহপলি, হয়তো জন্মের বীজ, অলঙ্কার- অনড় শামুক!

তুমি নেমে গেলে এই বক্ষতলে সমস্ত কি সত্যিই ফুরোবে?
মুখের ভিতরে এই মলিন দাঁতের পংক্তি- তা হলে এ চোখ
মাথার খুলির নীচে নরোম নির্জন এক অবিনাশী ফুল ঃ
আমার আঙ্গুলগুলি, আমার আকাঙ্ক্ষাগুলি, অভিলাষগুলি?

জানি কিছু চিরকাল ভাস্বর উজ্জ্বল থাকে, চির অমলিন!
তুমি চলে গেলে তবু থাকবে আমার তুমি, চিরায়ত তুমি!

অনুপস্থিতি হবে আমার একলা ঘর, আমার বসতি!

ফিরে যাবো সংগোপনে, জানবে না, চিনবে না কেউ;
উঠানে জন্মাবো কিছু হাহাকার, অনিদ্রার গান-

আর লোকে দেখে ভাববে- বিরহবাগান ঐ উঠানে তো বেশ মানিয়েছে!

ধরিত্রী

পাতাকুড়োনীর মেয়ে তুমি কী কুড়োচ্ছো? ছায়া. আমি ছায়া কুড়োই!
পাখির ডানার সিক্ত সবুজ গাছের ছায়া. গভীর ছায়া. একলা মেঘে
কুড়োই. হাঁটি মেঘের পাশে মেঘের ছায়া– ছায়া কুড়োই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতাকুড়োনীর মেয়ে তুমি কী কুড়োচ্ছো? পাতা, আমি পাতা কুড়োই!
কয়টি মেয়ে ঝরাপাতা ঃ ঝরছে কবে শহরতলায়,
শিরায় তাঁদের সূক্ষ্ম বালু,
পদদলিত হৃদয় ক'টি, বৃক্ষবিহীন ঝরাপাতা–
কুড়োই আমি তাদের কুড়োই!

পাতাকুড়োনীর মেয়ে তুমি কী কুড়োচ্ছো? মানুষ, আমি মানুষ কুড়োই।
আহত সব নিহত সব মানুষ কারা বাক্স খুলে ঝরায় তাদের রাস্তাঘাটে।
পঙ্গু–তবু পুণ্যেভরা পুষ্প ঃ তাদের কুড়োই আমি- দুঃখ কুড়োই

আর কিছু না? বটেই– আরো আছে অনেক রং বেরং-এর ঝরাপাতা,
আমার ঝাঁপ উল্টে পড়ে মন্বন্তরের মৃত্যুবীজে,
লক্ষ্যবিহীন লাল খনিজে!

সবাই আমার স্বার্থে ভিজে সবটুকু হয় স্বার্থবিষয়,
সবটুকু হয় শুদ্ধ ব্যথা
তাদের অন্য কুলোয়, তাদের ঝাড়বো আমি অন্য হাওয়ায়
যেমন করে শস্যভিটায় শস্য ঝাড়ার সময় এলে, শস্যে কুড়োই স্বচ্ছলতা,

এবার আমার ঝরাপাতার শস্য হবার দিন এসেছে,
শস্য কুড়োই, শস্যমাতা!

অবহেলা করার সময়

যেনো আমার এখন সব কিছুকেই অবহেলা করার সময়
উপেক্ষা করার সময়।
যেনো আমি এখন জ্যোৎস্নায় হাতলচেয়ারে অনন্তকাল শুধু
আলুথালু বসে থাকবো, এই আমার একমাত্র কাজ।
এই আমার একমাত্র অমলধবল চাকরী আর কিছু নয়
আর কিছুকেই আমি আনন্দিত উদ্ধার ভাবি না।

সুতরাং সবজির বাগান থেকে সাপের সঘন ফনা বেড়ে উঠুক, ক্ষতি নেই।
হামিদুর তার বউ নিয়ে কক্সবাজারে যাক
জল শকটের শাদা রূপচাঁদা মাছ ধরুক বিছানায়
আমি তাতে আশ্চর্য হবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতলে কুয়াশা লাগিয়ে কোন কিশোরী বালিকা কেঁদে উঠুক
রাত্রিবেলা, আমার কী?

কিশোরেরা কালো মৌমাছির মতো কুঞ্চিত কুঁইফল নিয়ে
লোফালুফি করুক শহরে, মরে যাক
আমি তাতে চোখও দেবো না। আমি জানি
এই সব কিছুর মূলেই রয়েছে রগরগে জীবনযাপন।
আর সব রগরগে জীবনযাপন মানেই পতনবিলাসী শিল্প!
সমাজ মাত্রই একটা মাথামোটা মানুষের
হুলস্থুল মিলিত প্রবাহ।

আর তোমরা যাকে চাকরী বা প্রফেশন বলো,
উন্নতি ও অভ্যুত্থান, তারা
আমার বিশ্বাসে আজ এক বিন্দু অনলের লকলকে
অজস্র বিস্তার ছাড়া আর কিছু নয়।
আর কিছুই নয়।

অনেক দিন পর ভালোবাসার কবিতা

ইঁদুরের তবু পালাবার পথ রয়েছে গর্ত
আমাদের তাও নেই হে ময়ূর মনে করে নিও
আমরা এখনা কুষ্ঠরোগীর চেয়েও কাতর
নগ্ন হাতের তালুতে ঘুমিয়ে চোখের ভিতর
চোখের ভাঙ্গন সামলাই আজো
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়–
চোখের খোড়লে সূর্য হাজার উঠলেও তাতে
আলোটি পড়ে না, ঝিলমিল হাড়
মাংসে তরল ফেনা ভাত ভরা স্নিগ্ধ ডালায়
প্রবাহিত নয় কারো সঞ্চয়
আমাদের সব পরাজয় তুমি
মনে করে নিও, মনে করে নিও

আমাদের মুখ মুখ নয় আর শূন্যতা সেঁকা
শীতের চুল্লী তপ্ত আঁধার! আমাদের বুক বুক নয় আর-
গুপ্তঘাতক পালানো বিবর। আমাদের চোখ চোখ নয় আর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিদগ্ধ যুগল শহর পুড়ে পুড়ে যায়...
অন্তিমে আর অন্তিমে যায়

পুড়ে পুড়ে যায়

আমাদের হাত হাত নয় আর-
অস্ত্র হঠাৎ মনে হয়, বুঝি
এই ভয়ে বুকে স্পশ করেছি

পালাবার পথে পাথুরে গুহায়
খণ্ড পাথর স্পর্শ করেছি, স্পর্শ করেছি
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়,
এর চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।

যুগলসন্ধি

ছেলেটি খোঁড়েনি মাটিতে মধুর জল!
মেয়েটি কখনো পরে নাই নাকছাবি।
ছেলেটি তবুও গায় জীবনের গান,
মেয়েটিকে দেখি একাকী আত্মহারা!

ছেলেটির চোখে দুর্ভিক্ষের দাহ,
মেয়েটির মুখে কত মায়া মৌনতা;
কত যুগ যায়, কত শতাব্দী যায়!
কত যুগ ধরে কত না সে বলীদান!

ছেলেটি খোঁড়েনি মাটিতে মধুর জল,
মেয়েটি দেখেনি কখনো বকুল ফুল।
ছেলেটি তবুও প্রকৃতি-প্রতিনিধি;
মেয়েটি আবেগে উষ্ণ বকুল তলা!

ছেলেটি যখোন যেতে চায় দক্ষিণে,
মেয়েটি তখনো ঝর্ণার গান গায়;
মেয়েটির মুখে সূর্যাস্তের মায়া!
ছেলেটি দিনের ধাবমান রোদ্দুরে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত কাল ধরে কত না গোধূলি তলে,
ছেলেটি মেয়েটি এর ওর দিকে চায়!
কত বিচ্ছেদ কত না সে বলীদান!
কত যে আকার শুভকাল পানে ধায়!

ছেলেটির গায়ে বেঁধে কত বল্লম;
মেয়েটির মনে কত মেয়ে মরে যায়!
ছেলেটি যদিও আঘাতে আহত তবু,
মেয়েটি আবার মেয়ে হয়ে হেসে উঠে।

কত বিদ্রোহ, কত না সে, বলীদান;
পার হয় ওরা কত না মহামারী!
ছেলেটির বুকে মেয়েটির বরাভয়;
মেয়েটির চোখে ছেলেটির ভালোবাসা!

একজন ফের উদ্যানে আনে ফুল,
একজন মাঠে ফলায় পরিশ্রম;
কতনা রাত্রি কতনা দিনের ডেরা,
কতনা অশ্রু, কতনা আলিঙ্গন!

ছেলেটি আবার খোঁড়ে মাটি খোঁড়ে জল!
মেয়েটি আবার নাকে নাকছাবি,
ছেলেটির চোখে মেয়েটির বরাভয়;
মেয়েটিকে দেখি একাকী আত্মহারা!!

বিচ্ছেদ

আগুনে লাফিয়ে পড়ো, বিষ খাও, মরো
না হলে নিজের কাছে ভুলে যাও
এত কষ্ট সহ করো না।

সে তোমার কতদূর? কী এমন? কে?

নিজের কষ্টকে আর কষ্ট দিও না.

আগুনে লাফিয়ে পড়ো. বিষ খাও, মরো,
না হলে নিজের কাছে নত হও, নষ্ট হয়ো না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক প্রেমিকের কথা

কাল নারীর শরীর থেকে এক নির্যাতন উঠে এসেছিল
আমার অন্ধকার অঙ্গে ঃ আমি তাঁকে ধারণ করেছিলাম মৃত্যু
যেমন ধারণ করে জন্ম ঃ জন্ম যেমন জীবন এবং মৃত্যু ঠিক
পাশাপাশি সে রকম আমার এই ধারণ ক্ষমতা, আমি
আমার সন্তোষে রেখে সুন্দর অভ্যাসে তার দিকে
তাকিয়েছিলাম ঃ নারী কিম্বা নিভৃতি যাই হোক, তার দিকে কেবল
তার দিকে আমার এই তাকিয়ে থাকা, আমার এই শিল্প জানি না
শোষণ ক্ষমতায় এর নামকি, মমতায় আমি একপলক পবিত্র
দৃষ্টি তার দেহে অর্পণ করে তাকালাম, ফের সেই অমল তাকানো!
মৃত্যু যতটুকু পারে, তার বাইরে কেউ কখনো যায়না, জন্ম
মৃত্যুর শুরুতে এই মা, এই মহিলাই আসলে জীবন-যাকে বলি
সুন্দর বেদনা সব ঃ সমস্ত নিষ্পন্ন এই একটি নারীতে!
কাল নারীর শরীর থেকে এক নির্যাতন উঠে এসেছিল
আমার অন্ধকার অঙ্গে ঃ আমি তাঁকে ধারণ করেছিলাম, মৃত্যু
যেমন ধারণ করে জন্ম ঃ

AMARBOI.COM

কয়লা

দুদিকে সমান জ্বলি ঃ প্রথমত ঃ মাটির ভিতরে বহুকাল,
তারপর তোমরা যখোন তোলো এটা ওটা
তোমাদের কারখানায়
মেশিনে চুল্লিতে আমি টের পাই আমার আত্মায় এক অন্য আগুন!

মাটির মিথুন ভেঙ্গে এত আমি জ্বলি!
ওরা কেউ এতটা জ্বলেনা!

এত বনস্থলী, এই বনের প্রবাহ, ইতিহাস, মাটি চাপা এত উপবাস
কারো কাছে নাই আর এত দাহ, এত অভিমান!

দুদিকে সমান জ্বলি ঃ রেণু রেণু আমার পরান পোড়ে
ওরে জনস্থলী-মুখ বুঁজে চলি, তবু দেবেনা মানুষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হীরা হতে দেবেনা আমাকে, দ্যাখো, করেছে কি দ্যাখো ঃ
আমার আত্মায় ওরা অমঙ্গল দাহ দিয়ে আমাকে বৃথাই
করেছে নিশ্চল ছাই, এঞ্জিনে, লোহায়

এ আগুন তোমাতে পৌছায়?

বিপ্লবী

রূপসী হিংসা তার ডোরাকাটা বিদ্যুৎগতিতে খ্যাতিমান!

তাকে চেনে সকলেই, জানে পৃথিবীর সব রাজসিক সিংহেরও সমাজ
সহজেই গৃহবিবাদের মধ্যে যায়না, স্বত্বার
সতেজ হুঙ্কার দিয়ে ছেঁকে তোলে সাবলীল এক একটি শিকার!

একমাত্র একালের ক্ষুধার্ত নৈতিক মূর্তি,
শক্তি তার সুন্দরের শুভ্র হাতিয়ার বটে,
কিন্তু মেধা আত্মার উদ্ধার

তাই কৌশলে যুদ্ধের পটভূমিকায়-সে খোঁজে বৃক্ষের ব্যাপ্তি!
পতঙ্গের প্রণয় প্রার্থনা বামে ফেলে, সামাজিক
সবল সচল বেগ বুকে তুলে সে এগোয় ধীরে ধীরে,
গন্তব্যে যাহার অলস অঢেল মধ্যবিত্তের পশুরা- এমনকি মানুষ
মুগ্ধতায় প্রকৃতি দেখায় মগ্ন!

অথবা নিজেরা সব সে মুহূর্তে বিচল বিমূঢ় কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি!

কিন্তু কেবল থাকে কোজাগর সেই এক!
অন্তহীন অঙ্গারে অটুট জ্বালিয়ে লাবণ্য তার ডোরাকাটা লক্ষ্যের থাবায়
নাসারন্ধ্রে নষ্ট প্রজ্ঞা মুছে ফেলে পিঠের নক্সায় দ্রুত-
জরির জেল্লাতুলে পূর্ণিমায়ও তাকে দেখা যায় বসা-
আলস্যে অতৃপ্তি তার-বসে থেকে
থির বিজুরীর ক্রোধ ঢালতে ঢালতে সে এগোয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে শিকার রাত্রির দোলায় দুলে
তখনও মগ্ন চাঁদে, পূর্ণিমার প্রচ্ছন্ন বিষাদ!

দেখো. দেখো এখন খাঁচায় বন্দী!

যদিও সে ছিল এক অরণ্যের দলপতি
                    ভোরবেলা ঊষার সংবাদ!

সঙ্গমকালী একটি বৃশ্চিকের মৃত্যু দেখে

এই মৃত্যু জন্ম দেয় শিল্পে কুসুম ঃ
এই আদি সঙ্গমের অনাদি পিপাসা!

দ্যাখো দ্যাখো ঝিলের ঝাকড়া ঘাসে তীরবর্তী একলা বাতাসে ঐ
                    টান টান একটি বৃশ্চিক!
অফুরন্ত রক্তবমি করে গেলো, অফুরন্ত অফুরন্ত!

ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে সঙ্গমের অনাদি পিপাসায়
বৃশ্চিকের লালা যেনো স্বর্গমর্ত্য জুড়ে একটি
স্ত্রী বৃশ্চিকের বোবা ঘামে হিমে কুয়াশায় নিস্পন্দিত নদী হয়ে গেল!
শেষ মিথুনের শেষে তার মৃত্যু!

জানলোনা ঘাসের ভিতর একটি যৌন আলিঙ্গন
এমন গোপন শিল্পে মৃত্তিকায় মুছিল শরীর!

জানলোনা!
কেউ জানলোনা!

জরায়ু আমি জরায়ু ছিলাম

        আমি জরায়ু ছিলাম. হয়ে গেলাম মানুষ. নাহয়
সেইখানে তো ফুটতে ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের ভ্রূণে গর্ভাশয়ে ফুলের মতো
অমল ধবল ফুটতে ছিলাম;

ছলছলানো জলের যোনি
ঘূর্ণি মেরে ফুটতে থাকা একলা খুনী
করাতধারে চিড়তে ছিলাম মাংস মায়ের
মাখতে ছিলাম ভিতরব্যাপী বৃত্ত জুড়ে
মায়ের মধুর অন্তঃপুরে

কোন বিদেশী ডাকাত তাকে ছিঁড়তে গেলো? ছিঁড়তে গেলো?
টাকার মতো রূপোয় ঢাকা রাত্রি তাকে ছিঁড়তে গেলো?
বাবা? নাকি অসম্ভবা জন্ম আমার?
কোন বিদেশী ধর্মাধর্ম ছিঁড়তে গেলো? ছিঁড়তে গেলো?
একলা একা শুয়ে থাকার, গন্ধ মাখার শান্তি অগাধ?

এখন আমার ক্লান্তি বড়, শরীর ভরা জড়োসড়ো,
ঘুণপোকা আর থোকাথোকা ঘামলমূত্র বহন করি,
জখম করি নিজের জন্ম জখম করি, জখম করি,

ত্রিশূল বিদ্ধ শুয়ার যেমন, জখম করি নিজের দুয়ার
পিছন পাগল সকল আহার,
আত্মা থেকে অমল বাহার;
ফুলের মতো একলা থাকার গর্ব নিয়ে ফুটতে ছিলাম মায়ের ভ্রূণে,
কি কুক্ষণে ডাকাতে বেনে, ছিঁড়তে গেলো ছিঁড়তে গেলো?

আমি আছি শেষ মদ

কে বলে নিঃশেষিত?
নিঃশেষিত হতে হতে তবু সব নিঃশেষিত হয়নি এখনো!
মদের পাত্রের ঠোঁটে শেষ মদিরার চিহ্ন
কে কবে মুছেছে ঠোঁটে? কার সাধ্য, কতদুর পারে?

নিঃশেষিত হইনি ভিতরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থরে থরে মাটির পাত্র জুড়ে
আমি আছি শেষ মদ!

কেউ তাকে পারবেনা চুমুকে সরাতে!

অসহায় মুহূর্ত

এতটা সময় চলে গেলো, তবু কী আশ্চর্য, আজো কি জানলাম ঃ
বনভূমি কেন এতবৃক্ষ নিয়ে তবে বনভূমি,
জল কেন এক স্বচ্ছ স্রোত পেলে তবে এত স্রোতস্বিনী।
রক্ত কেন এত রক্তপাত নিয়ে তবে যুদ্ধ, তবে স্বাধীনতা।

এতটা বয়স চলে গেলো, তবু কী আশ্চর্য আজো কি জানলাম ঃ
বনভূমি লোকালয় থেকে কেন এত দূরে থাকে
কিশোরীরা কেন এত উৎসরণ কেন এত নিষ্ক্রমণ প্রিয়,
আর নদী কেন গভীরতা ছাড়া ঠিক ধারামতো চলতে পারেনা!

এতটা জীবন চলে গেলো, তবু কী আশ্চর্য আজো কি জানলাম ঃ
চড় ইয়ের ঠোঁটে কেন এত তৃষ্ণা, খড়ের আত্মায় কে এত অগ্নি এতটা
দহন!
গোলাপ নিজেই কেন এত কীট, এত মলিনতা নিয়ে তবুও গোলাপ
একটি ফুলের কেন এ গাঢ় ঘুম আর
তখোন আমরা কেন তার মতো ঘুমুতে পারিনা।

সহবাস

দ্রাক্ষার বদলে আমি দুঃখ দেবো ঃ
মৃত্যুর বদলে মধু চাও যদি তবে,
পা ডুবিয়ে বসে এই যুগল তৃষ্ণার চোখে
ভোগ করো তোমাকে তোমার মতো নারী!
সুপেয় শরীর তুমি পান করো সূর্যলতা,
পাহাড় প্রভাতরশ্মি হুলস্থুল দেশ, মহাদেশ ঃ
স্তনে স্পর্শে টান নীলাভ্র ছন্দের রৌদ্রে ভরে তোলো
যা আর এখন নেই সেই শুভ্র প্রাথমিক গোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার হাতটান মানে খাদ্যের অভাবে মৃত্যু
তুমি রুষ্ট হলে সব ছন্দবাক্য লবণেও দুষ্প্রাপ্য ব্যাধির
মহাজন ঢুকে পড়ে আনে অঙ্গে আহত ঝিলিক,
দেশ ছেয়ে যায় ভূখা শিশু ও যীশুর হাড়ে চতুর্দিক
ছড়ায় মৃত্যু খুলি, মাটি, ঠুলি, বিষ, বলিদান।

কবির কল্যাণমন্ত্রে উচ্চারিত তোমার সুষমা যদি
ভালোবাসো, ভিন্ন হও, ক্ষয়ের ভিতরে যাও সুসময়,
আবার বর্বর বাঁধা মহিষাসুরের ক্ষুরে ছিন্ন ভিন্ন যে উদ্যান
তাকে টান টান শুভ্র উঠান করো করতলে ফোটাও সুদিন!
দাও অনুধ্যানমন্ত্রে শ্রেষ্ঠ নির্মাণশক্তি হাতে ধনুর্বান তুমি
ফিরে এসো অভিজ্ঞান, জলস্পর্শ, পায়রার উজান পাখা,
বসুক তোমার তীব্র শাঁখা পরা মৃনাল বাহুতে আজ
নিভৃতে চলুক রতি, প্রেম ও উত্থান হোক
যুগল ধর্মের শর্ত, সময়ের শুভার্থ, সৃষ্টির সম্মান!

AMARBOI.COM

তুমি

তুমি শিল্পিত বৃক্ষের চূড়া ঃ দেবদারুর মতো
মুগ্ধ কিন্নরের অবিনাশী গান!
অকরিক লোহার খনিজে ভরা অন্ধকার বজ্র ও আগুন!
তুমি অহোরাত্রি শুধু বিশুদ্ধির!
উটপাখির যুগল ডিমের লাস্যে খিলখিল মরুভূমি তুমি
মধ্যরাতে ধাতব চাঁদের নীচে নক্ষত্রের নৃত্য সহোদরা ঃ
সংগুপ্ত সৃষ্টির বীজ ঃ
যুদ্ধের বিরুদ্ধে তোলা যুঁইফুল জলপাইবাহার!

হে নির্জনধ্যান কেন্দ্রী পাহাড় দৃশ্য, ঝর্ণাজল
তোমাকে নাহলে এই মরাল পংক্তির মেঘে মিলতোনা জলের ভ্রমর!
বারবার অভিষিক্ত পৃথিবীর নীলাভ নিটোল জলে
সোনার ঘোড়ার মতো তোমার নিতম্ব দেখে নদীকে কুর্নিশ করি!
সিংহের কান্নার মতো তোমার শরীরে আমি
অনুসন্ধান করি অরণ্য উদ্‌ভাস!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক একবার মনে হয়েছে–
আমি হারিয়ে ফেলেছি তোমাকে আমার জগৎ থেকে
যে জগৎ ছিল একদিন আকীর্ণ সাপের
যে জগৎ ছিল সিংহের রোমশ উচ্ছ্বাসের
যে জগৎ ছিল অরণ্যের, অযত্নবর্ধিত সব আদি যৌবনের
উদ্বাস্তুর মতো বারবার তাই আমি ফিরে তাকিয়েছি
সেইদিকে, তোমার দিকে ঃ
স্বদেশ ছাড়ার মতো বেদনায় আমার দু'চোখ

সূর্যসংক্রান্তির ভোরে খুঁজেছে সব হারানোকে– আর
সেই হারানোর মধ্যে আয়নার মতো বারবার দুলে উঠেছে তোমার মুখ!
'কেন উঠেছে?'
কেন তুমি আমার সবকিছুর সঞ্চয়ে নির্মিত হয়েছো এইভাবে?

শস্যের ভিতরে অঙ্কুরে
জলের ভিতরে নীল বুদ্বুদে
পাখির ভিতর শাদা পালকের গুচ্ছ গুচ্ছ গভীর জগতে
একটু একটু
জন্ম নিয়েছে তোমার গ্রীবা, তোমার গ্রন্থিল বাহু,
কেন? কেন? কেন?

কেন তোমার বেদনা বিকাশের ছবিখানি
আমার সমস্ত গ্রাস করে আছে?

কেন আমি অস্থিরতার পাশে পল্লবিত দেখতে পাই তোমাকেই
কখনো যুদ্ধের জ্ঞানে,
কখনো মেধায় কখনোবা যেনো তুমি অলৌকিক,
কখনো বুঝিনা তুমি, কী গভীর মৌল কুটনীতি!

কেন তবু তোমাকে খুঁড়লেই ফের ফিরে পাই
যেন জলের মধ্যে লাল নীল রূপোলী সুন্দর মাছ, স্বপ্নের স্বীকৃতি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনার বংশধর

বেলা যায় ঃ কত হাত পড়ন্ত সূর্যে তবু তুই আজ নামবি কিশোর?
সামান্য শরীর তোর! অত ছায়া লুকোবি কোথায়?
ছায়া চলে যায়, তবু চাস, তবু জেদীপনা?
-তবু ছায়া চাই? জলছায়া-ফলছায়া-শয্যাছায়া স্মৃতিছায়া?
মৃত্তিকানক্ষত্রছায়া? ছায়া চাই- ছায়া চাই মনে ও মাটিতে?
কত হাত পড়ন্ত বলয় বোধে তবে তুই নামবি কিশোর?
কত কুটিলার বানে ভেলার মতোন তার দেহকে ভাসিয়ে
জ্যোৎস্না আকাশে চাঁদ, সবুজ সোনার থালে ঢেকে দিবে জলে ভাসা লাশ?

ভিক্ষুণীর আসন্ন প্রসব যাতনায় মেলে দেওয়া গোপন জন্মের প্রহরায়
প্রথম শিশুর হলো ক্ষুধা উন্মীলন! রে কিশোর, ও কি তোর শত্রু না
সমাজ?
তুই তারও ছায়া চা'স? পড়ন্ত শতাব্দী বেলা শান্তি চায়
তবু বীজ ফলেনা কোথাও শুধু শতাব্দী ঘুমায় আর শিহরায় সব চলে
যায়.
সমস্ত প্রস্থানে তবু ছায়া চা'স? শুভছায়া-শান্তিভায়া-স্বচ্ছছায়া ঃ মনে ও
মাটিতে?

পোড়া দেশ! দৈবে পুড়ে যায়! দৈবে আর মেলেনা মেধায়;
বেলা যায়; চাষী বলদের হালে চাষনা মৃত্তিকা ঃ ঋণী হয় কেউ॥
কেউ শতাব্দীর গোপন গুহায় বসে লোহার শাবলে শান দেয়!
বেলা যায়! বিবর্ণ বিদ্যায় বুকে বেদনায় বেলা যায় ঃ

ছায়া চলে যায় ঃ ছায়া-শুভছায়া ঃ তবু ছায়া চা'স তুই. তবু জেদীপনা?

ঝিনুক নীরবে সহো

ঝিনুক নীরবে সহো
ঝিনুক নীরবে সহো. ঝিনুক নীরবে সহে যাও
ভিতরে বিষের বালি. মুখ বুঁজে মুক্তা ফলাও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুখ

অসুখ আমার অমৃতের একগুচ্ছ অহঙ্কার!
আত্মার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ক্ষুধিত জানোয়ারের
রোমশ বলশালী শরীরের দুটি সূর্যসমান রক্তচক্ষু!
যা দেখে ঈশ্বর পর্যন্ত ভয়ে, ভয়াল হিমে শয্যাদায়গ্রস্ত হন!

হা সুখী মানুষ, তোমরাই শুধু জানলেনা
অসুখ কত ভালো কত চিরহরিৎ বৃক্ষের মতো শ্যামল
কত পরোপকারী, কত সুন্দর!

একবার রুগ্নতায় প্রবেশ করলে স্বর্গ না হোক
নরকের ভিতরের চরকীবাজি আর হল্লা আর অলম্বুশ
নারী নৃত্যে তো দেখে আসা যায়!
যুবতীর স্তনের ভিতরে লাবণ্যের লোহা টলটল করে-
তার চেয়ে হলুদগন্ধকের আর লোহার তপ্ত দ্রবণজাত জ্বালা
বুকের কোষে কোষে আমারও শিরা উপশিরার এক গুচ্ছ
অন্ধকারের মতো জমে আছে।

সমস্ত শরীরে আমার এখন একক প্রদাহের অমৃতনিঃসন্ধী অনল উদ্যান!
তাই ভিতরে ভিতরে... মাথার ভিতর অমৃত্যের বদলে যা প্রবাহিত...
তা অনুর্বরা জমির জ্বলনসেচা প্রদাহ, তা জ্বরের জিয়ল আঠার জ্বালা!

বেঁচে থাকতে হলে তবু মাঝে মাঝে জ্বরের, জ্বরের প্রদাহ চাই ঃ
চাই আবার জোয়ারের মতো সাতিশয় কুলু কুলু শুশ্রূষা!
চাই আবার জোয়ারের মতো সাতিশয় কুলু কুলু শুশ্রূষা!
আমার অসুখ যেনো হঠাৎ আবার তন্দুরের রাশি রাশি রুটির
ক্ষুধার্ত উত্থান!
তখোন সমস্ত শরীর হয়ে যায় একটি বিশাল রুটি– অগ্নি ঝলোমলো,
আর তাকে ছিঁড়ে খাবলে খেতে আসে হাজার হাজার বন্যাপ্লাবিত
দুর্দৈবের দেশের মানুষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ে নিজের ভিতর নাগ কেশরের ডগার মতো
হৃৎপিণ্ডে সেঁধিয়ে যাই।
বিষের অতলে ঝিনুকের বিল্লী খুলে ঐ আত্মরক্ষাই
আমার অসুখ, আমার অহঙ্কার।

তবু অনাহারে মারীতে মৃত্যুতে আমি মরবোনা, না মরবোনা!
আঙ্গুর উচ্চে তুলে ধরে উষ্ণ স্রোতের ভিতর
আমার অনুপস্থিতি ডুবিয়ে বলছি ঃ
জাপানের চেরীফুলের দোহাই ঃ
দুর্দৈবের দেশে যেনো আমার মৃত্যু নিবারণ হয়!
সূর্যের রৌদ্রে চাবুক বানিয়ে আমি মৃত্যুকে সাবধান করে দেই!
অসুখে কে আবার কার পদানত?

এর আগে ফুলের ভিতরে মরেছি পাপড়ির মতো, পোকার মতো
সৌরভের মতো!
ঘাসের ভিতর মরে গেছি সবুজ রং এর মতো, বিকেল বেলার বিলোল
আলোয়!
পাকা আতাফলের মতো মরে গেছি ঘোর ঋতু শেষের জামদানীর দিনে!
টাকার মতো মরে গেছি টাকশালের নকল ছাঁচে, কালোবাজারীর কালো
তেলোয়!
তেমন মরবোনা আর, অসুখকে চাই সুখের অমরাবতী!

হায় সুখী মানুষ বুঝলেন অসুখ কত ভালো ঃ

আমি অসুখে যেতে যেতে এক চক্কর তোমাদের নরকে
সব সুখী মানুষদের দেখে এলাম– এটাই বা কম কি!

রোগ শয্যায় বিদেশ থেকে

বনে'র সবুজ লন্ড্রীতে আমার অরণ্য জামা উঠছে ঐ
সর্বঋতু সম্মত পোশাক আমার!
তুষারতূলোর ধোনা বস্ত্রালয় থেকে ফিরে এসে
আবার তোমাকে যেনো পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি কি আনবো, শোনো ঃ
পাখিরা রয়েছে তাই পরিবহণের কোনো সমস্যা হবে না।
আনবো অঢেল উষ্ণ মহাকাল, বসন্ত বৈকাল ঃ
উড় উড় সমুদ্রের হাওয়া।
বৈদেশিক বাণিজ্য টাওয়ার বাক্‌সে টোকা দিয়ে
আনবো আলোর নতি, নীল মুদ্রা, মৈত্রী ও বসতি!
তৈরী থেকো হে মাধুরী মৃত্তিকা সবাই
সজল কুয়াশা কিছু শাদা রোদ, শুশ্রূষা, কুসুম
প্রেমিক যা ভালোবাসে প্রেমিকার উদার চুম্বন,
শিশুরা যা ভালোবাসে মায়ের মধুর মন্থন!
কবিরা যা ভালোবাসে ছন্দোহ্রদ, নৃত্য, নারী
আলো আর নৈশপথচারী সারি সারি
সমুদ্র পাহাড় ঊষা, প্রকৃতির পিলসুজ, তামা ঃ
আনবো অভিধানে তুলে বৈদেশিক ক্ষম ও সুষমা!

তৈরী থেকো, হে উত্তমা হে বোধি পরমা
ছিপখানা, তিনদাঁড় তোমাকে পাঠাই যেন তরী!
স্বাস্থ্যনিবাসের নীলে আমার উদ্ধার ঐ সুন্দরী কিশোরী
এ বয়সে এখনি সেবিকা!
জানে মমতায় কত মন্বন্তর মুছে দেওয়া যায়!
জানে মমতায় কত জন্ম নেয় মনীষা, মনীষা!

বনে'র সবুজ ঊষা আমার মঞ্জুষা হলো ঐ
পুষ্পপাত্রে পানীয় আমার!
আমি চোখে ক্লান্তি ধুয়ে ধ্যান করি
ফিরে পাবো সাবিত্রী সংসার!

শাদা পোশাকের সেবিকা

অপরাহ্ন ভরা রেলিং এ হেলান দেয়া এক সারি
শাদা কাপড়ের মতো শাদা নার্স
বুকের বাঁপাশ থেকে অস্তগামী রোদ্দুর টলমলিয়ে উঠলো এইমাত্র
তার সেবিকা পোশাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে এখন কী যে তার অস্তগামী দেহের পোশাকে ঠিক
বোঝা যায়না দুঃখী নার্স, সেবাকাতরতা ভরা শরীর সন্ধিতে
ক্ষয়িষ্ণু মানুষের কত মৃত্যু, আর্তচীৎকার অসুখের গ্লানি
সে অনুভব করেছে তার সহিষ্ণু সেবায়!

সুপারী গাছের মতো ঋজু ও দৈহিক গড়নের তরুণ বরুণ
ছায়াশীতল ছায়া না রোদ্দুর তাকে বুকে তুলে নেয় সে জানেনা.
শাদাশুভ্র করিডোরে হেলানো ঔষধি ভঙ্গী তার এই প্রতিমূর্তি যেনো
প্রকৃতিতে পরম শ্রদ্ধার সাথে শুধু বলে শুশ্রুষা তোমার কাঙ্খা
কেন তুমি ক্ষীয়মান, দুর্বলতাময় এই মানুষগুলিকে তবে
রোপন করেছো এইখানে অন্ধকারে? হায় তবু বর্বর প্রকৃতি
তার নির্বোধ সন্ধেবেলা অস্তগামী সূর্যে তুলে দিয়ে
সমস্ত আকাশে কোনো প্রত্যুত্তর নয় শুধু তার অশ্রুর আভায়

আরো কটি মৃত্যু ঝরিয়ে রাত্রে নিশ্চুপতাময়
সেই একই নার্সের আত্মায় এনে দেয়
আরো কতিপয় কান্না, অসুখের আত্মগ্লানিভরা
মলিন শয্যার ছায়া দুঃখছায়া ম্লানদুঃখ আর ম্লান
অন্তহীন ছায়া
মানে একেকটি মৃত্যুর পরে একেকটি জীবন।

সমুদ্র স্নান

সমুদ্র এখন মাত্র এক হাত দূরে। তোমার সমুদ্রে আমি
পুরুষের পদ্ম স্নান সেরে উঠে এলুম অন্য রোদে শুশুক মাছের মতো
আমার শরীর। জল ঝরে যাওয়া চোখ সময়ের আঁশটেগুলি
আর একটু কাঁপালে সব দেখা যাবে
বাগান। কটেজ। ভিলা। ফ্লাক্সের বোতলে ভরা দুধ।

পাটখোলা মেঘের কাতান কালো মহিষের মতো মেঘ জমছে ঃ
সমুদ্র এখন মাত্র এক হাত দূরে!

আমি করতল ছাতার মতোন মেলে ধরে তোমার শরীর
ঝড় বৃষ্টি রোদ থেকে বাঁচালুম! বিয়ারের ফেনার মতোন তুমি
উপচে উপচে কথা বলছো আমার কানের কাছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার পায়ের পাতা চাদরের মতো বালুতে বিস্তৃত!

একটু ছুঁলে সমুদ্রের শেষ থেকে শুরু হয়ে যেতে পারো তুমি!
একটু স্পর্শ করলে তোমার স্তন সূর্য সুন্দরের মতো
লাফিয়ে লাফিয়ে নীল কটিদেশে
আমার আদিম শ্যাওলা যৌনতাকাতর করে দিতে পারে মেঘে।

হাত মেলে দিলাম তুমি সমুদ্রকে রোখো।

বুক খুলে দিলাম তুমি বিস্তৃত বালুর কণা জলে সিক্ত করো।

মন হয় এগুলোই আমার ভাঙ্গন, শরীরে শরীরে জোড়া লেগে
আর উঠবে না- মনে হয় তুমি এলে সমস্ত সমুদ্র চুলে
সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে আমার অস্থির কান, শঙ্খমালা গলা!
মনে হয় সমুদ্রের পাশে তুমি সমুদ্রকে শরীর করেছো!

আমার জলের লোনা স্নানের তীক্ষ্ণতা আজ মৃছি হলো তোমার অতলে।

www.amarboi.com

অন্য রকম বার্লিন

বার্লিন এমন কোনো ব্যথিত শহর নয়।
তবুও বললুম সত্যি বার্লিন ব্যথিত!
কেন? সে রাত্রিবেলা কুলকুল কুয়াশায় শীতে
ঘুমোতে পারে না, তাই?
হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে তার এক বিদেশী কবির
হৃদরোগ পান করে অবশ্য বাঁচতে হবে, তাই?

অথবা এত রঞ্জনরশ্মি সারাদিন অমায়িকভাবে কাজ করার পরও
সে তার পৃথিবীর কোথাও অসুখ, আগে নির্ধারণ
করতে পারলোনা-তাই?
অথবা পাবলো নেরুদাকে ওরা খড়কুটোর মতো
ছিঁড়ে ফেলেছে এই সেদিন
একটি সার্বজনীন গোলাপের ঘ্রাণের ভিতর ফুটে ওঠার আগে,
তাই তার এত আলোকিত শূন্যতার সর্বগ্রাসী বেদনা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চিকন চোখের অন্তহীন শীতের ডাইনামো
সমস্ত ইউরোপ জুড়ে আজ
শুধু জেটি, ক্রেন, যুদ্ধজাহাজ কুয়াশার প্রগতি আর প্রগতি-
অথবা বার্লিন শীতে সবদিক শাদা-ইস্তাম্বুল থেকে শুরু করে
সমস্ত প্রাচ্যের অন্তহীন তাম্বুরায় আকাশবিহারী এক
সভ্যাতর উচ্ছ্রিত কলরোল—তাই?

কিন্তু বার্লিন এমন কোনো ব্যথিত শহর নয়,
সত্যি বলছি ইউরোপও নয়!

মাঝে মাঝে এত পরিচ্ছন্ন আর পরিষ্কার এর পক্ষীমিথুন আর
এর মেয়েরা এমন সুন্দরী, এমন বিনীত-
যে স্তন স্পর্শ করলে মনে হয় লজ্জাহীন।

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, তাদের দিকে তাকানোর চোখ
সহজেই রুদ্ধ হয়- অত শাদা লাবণ্যের ঢেউ!
কালো চোখ পারেনা অতটা!

তবুও বললুম সত্যি বার্লিন ব্যথিত
এর এক কোণে প্রচণ্ড বিশাল
দারুণ দুর্দম এক শীতের কুয়াশা জমে আছে
মনে হয় সমস্ত ইউরোপে।
ভাঁড়ার ঘরের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কী সে বেদনা!
দিন দিন জমে ওঠা উজ্জ্বল ফ্রীজের মধ্যে অন্তহীন
এর এত সুস্বাদু খাবার
কতদিন যে সত্যিকার একটি ক্ষুধার্ত মানুষের দেখা পায় না

কতদিন যে এইসব ফলের সুঘ্রাণ দুধ সমৃদ্ধ শর্তরা
তাদের জিহ্বায় স্পর্শ করেনি এক খাদ্যহীন
জিহ্বার উদগ্র আকুতি!
কতদিন যে এরা কেউ সত্যিকার একটি শূন্য পাকস্থলীতে গিয়ে
বলতে পারলো না,

আহা! কী মুক্তি! মুক্তি!
কতদিন পর না জানি আজ সত্যিকার স্বদেশে পৌঁছে
বাড়ী ফেরার গান গাইছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিচিহ্ন

ভিতর থেকে দেখা তোমার
শুকনো খালের সাঁকো ঃ
পেরিয়ে গেলাম দেখো আমি
কতনা রোদ্দুর!
বয়স হলো বাহির টানে
সাতটা সমুদ্দুর
দেখেও এলাম শরীর তোমার
বিষের জলে ভরা ঃ
ঘর্ষণে তার ঢেউ এর উপর
উপচে পড়ে জ্বরা!

ভিতর থেকে দেখা তোমার
মৃত জলের মেলা
পেরিয়ে গেলাম কত শহর
দেখোনা উজ্জ্বলা!

জংলাটিপি উঁইয়ের পোকা
মৃত্যু মনন্তর
শস্যবিথী নদী ও মাঠ
ভিতরে একঠায়
পেরিয়ে গেলাম কাকের মতো
শীতের কুয়াশায়!

এখন বাকী জন্ম নিতে
আবার পুনরায়
নতুন করে দেখতে হবে
তুমি কি প্রান্তর?

শস্যবিথী, নদী ও মাঠ
ভিতরে সন্ধ্যায়
তুমি কি সেই জন্মভূমি
স্মৃতির সীমানায়
আবার কালোকাকের মতো
ফিরছো কুয়াশায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নরকের এই আগুন

ভীরু বালকেরে বাড়ীঘর দাও
মাতৃনিবাসে মেট্রন দাও
পার্কে ছড়াও যুঁইফুল
ঘাস অনিদ্র.

জোড়াখুন হোক একটু ভদ্র
কবিরা লিখুক দু'এক ছত্র প্রেমের গান!

হে মেঘ, প্লাবন বৃষ্টি দাও
গলাকাটা দিন সুদূরে সরাও-
নারীর মতোন পেটে তুলে নাও সুসন্তান!

ক্ষণিক আমরা, ভালোবাসা থাক
পথে পরাজিত হাওয়া সরে যাক
পাতা ঝরাদের দলীয় ঝগড়া, অসম্মান!

যা কিছু অমল ধবল বাষ্পে
তৃণ কুসুমের কোমল শষ্পে
সুসময় এসো মাড়িয়ে মাড়িয়ে মৃত্যু খুন!

হে জল নেভাও
নেভাও হে জল, এই আগুন!

তুমি রুগ্ন ব্যথিত কুসুম

নয়নের মাঝখান থেকে নেমে আসা এই নিমফল
তুমি কাকে দেবে?
তার চেয়ে পান করো, গলধঃকরণ করো হৃদয়ের বিষ!

হাওয়ার হলকুম থেকে উঠে আসা এই অন্ধকার
তুমি বাইরে এনোনা, খেয়ে ফেলো।
ফুসফুসের এই রক্ত পুনরায় ঢোকাও ফুসফুসে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে তুমি বিকশিত হয়ো না কুসুম, রুগ্ন ব্যথিত কুসুম!
তার চেয়ে গভীর গভীরতরো আড়ালে লুকিয়ে যাও!

যেখানে জন্ম নিয়েছিলে সেই সম্পূর্ণ আঁতুড়ঘর, বনদোচালায়
তুমি কি ভুলেই গেলে পূর্ণিমায় তোমার জননী তার
কুমারীত্ব পুনরায় ফিরে পেয়েছিল?

মলিন প্রদীপ, যাও মাকে বলো, এসেছিতো,
এবার কোথায় তুমি কোনদিকে কতদূর নেবে?
আমাকে কি এখনই নেভাবে?

আমার তো নেভাবার সম্পূর্ণ সময় হলো.
নাকি ফের আমাকে জ্বালাবে?

ডোয়ার্ক

(রাহাত খান)

আমাকে গ্রহণ করো, আমাকে, আমাকে!

কে কাকে গ্রহণ করে? কে বা রাখে কাকে?

দেয়ালের ফাঁকে তবু জায়গা আছে, আমাদের জায়গা নেই!
এত ছোটো, এত ছোটো হয়ে গেছি আমরা সবাই!

আমাদের জায়গা নেই ঃ গ্রহণ করবে কাউকে–
বন্ধুকে অথবা শত্রুকে!

এত ছোটো, এত ছোটো হয়ে গেছি আমরা সবাই!

এপিটাফ

যতদূর থাকো ফের দেখা হবে। কেননা মানুষ
যদিও বিরহকামী, কিন্তু তার মিলনই মৌলিক।
মিলে যায়–পৃথিবী আকাশ আলো একদিন মেলে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সেতু সম্বন্ধ মিল, রীতিনীতি সবকিছুতেই আজ
সুসংবদ্ধ, সুতরাং হে বিরহ যেখানেই যাও
মিলন সংযোগ সেতু আজ আর অসম্ভব নয়!
মূলতঃ বিচ্ছেদ চোখের বহির্বস্তু, বাহ্যিক আগুন!
কিন্তু মনে যেহেতু মঞ্জুষা আছে-মৈত্রীমমতায়
পৃথিবীর এপার ওপার তাই, তোমার সমস্তদূর এক লহমায়
মনের কোণায় এসে অলৌকিক মিলে মিশে যায়!

এখন হৃদয় আর বিরহের বিন্দুমাত্র বিকাশে অলীক
বলেনা হবেনা দেখা,–আর নয়.- কোনোদিন নয়!
এখন আকাশ, আলো,–একে অপরের নিজ দায়ে
কাছাকাছি হতে জানে- সূর্য, চাঁদ,-এপিঠ ওপিঠ
একে অপরের সাথে রাত্রি ও দিনের ব্যবধানে
পরস্পর জ্যোৎস্না, যৌবন, রোদ, ভালোবাসা বলাবল করে!

আমাদেরও বলা হবে, যেমন সূর্যে হয়, ঐ চাঁদে হয়!
দিন ও রাত্রির ব্যবধানে যেমন ওদের হয়, পরস্পর
দূরে ও অদূরে উষ্ণ সংরাগের সন্ধিতে তন্ময়
জন্মে ও মৃত্যুতে ফের একদিন আমাদেরও হবে!

যখোন পৃথিবী আর দেশে দেশে দুরন্ত দুঃখের
দারুণ সত্তায় জেগে মরেনা অসহ্য মাথা কুটে!
তখোন আকাশ আলো হয়তো বা মিলে যায়, মেলে ঃ
তখোন পৃথিবী হয়তো বার বার ফিরে পায় তারে!
তখোন তোমারে পাবো, দেখা হবে, ফের দেখা হবে!

ভালোবাসা

আবার এসেছি আমি। বসে আছি তোমার উঠোনে ঃ
প্রোথিত শিকড় নিম্নে ঃ উর্ধে তরু, পাতার প্রতীকে
ধুঁকে ধুঁকে আমি আজো অবকাশ, বসন্তবাতাস, ঋতু, সবুজ ঝালর

জানিনা কিসের কান্না ঃ শিকড়ে ও সঘন বাকলে
তবু চলে স্ববিরোধ,-যদি চাই ভ্রূণমাটি, অন্তরীণ আঘাতে লবণ
তখোন আমাকে দেয় অনাবৃষ্টি ক্ষণমৃত্যু, বৈশাখের বিলোল দহন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিতরে দ্বিধার ক্ষেত্র ঃ বাইরে তাই একা একা যতদূর পারি
নিজেকে নিবিষ্ট করি, শব্দে শূন্যে স্বভাবে ও অভাবে একক
তোমাতে স্থির হই- কিন্তু নীচে ভিন্নদেশ আমাতে চঞ্চল!

চেপে যাই! তবু এদিক অস্থিরতা, অন্তরালে এ কী ঝড় বয়!
ভাঙ্গে, খণ্ড খণ্ড করে যেনো সব নিয়ন্ত্রিত গোপন বিন্যাস
আমাতে লুকিয়ে ছিল ঃ আজ তারা অকস্মাৎ এদিকে ওদিকে
খুলে পড়ে, পাখি, বীজ, অমরতা, লৌহবোধ, শক্তির বিকাশ!

আর আমি পড়ে থাকি একা একা দ্রবীভূত আত্মার কানন,
আমাকে দেখেনা কেউ ঃ না পুষ্প, না ফলশ্রুতি- অদৃশ্য হাওয়ার
স্বেচ্ছাচার ধীরে ধীরে গিলে খায়-নিয়তিও আমাকে অস্থির
বধির বিনাশে রেখে ধাবমান, দ্যাখো ঐ, ঐ ধাবমান!

চাকা

হত্যা হয়, হীরা ভস্ম হয়, মেধা ঝরে যায়, তবু
কুমোরের চাকা ঘোরে,
চাকা ঘোরে হাজার বছর।

যুদ্ধের যাত্রায় সাজে মহাকাল,
ওলট-পালট করে কতনা শহর
সভ্যতার বুক থেকে খসে যায়
কতনা নহর, তরু, জলপাই, অভ্র, অবসর!

দেশে দেশে নিমখুন, গুমখুন কত,
ভূতে পাওয়া ভ্রূণঘাতক, পাতক, বদমাশ,
হাঁস ফেলে ঘরে তোলে লাশ!

সে তবু সন্ধ্যায় আজো আলো তোলে
শিশুর সবুজ জন্ম তুলে নেয় কোলে!
সে তবু সত্তায় আজো পুষে পুণ্যবান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিত জমির মতো থাকে অপেক্ষায়
কবে যেনো এ কলুষ যায়!

হত্যা হয়, হীরা ভস্ম হয়, মেধা ঝরে যায়, তবু
কুমোরের চাকা ঘোরে
চাকা ঘোরে হাজার বছর!

অপমানিত শহর

আমার কোমরে আমি পুষতাম শঙ্খের কলস
না কেউ জানেনা, মাঠে খড় নাড়া যখোন পোড়ায়
শস্য-শেষে, আমার আত্মায় কেন জন্মেছে উদ্ভিদ!
কিন্তু আজ কোমরে করাতকল,- আমি শুধু আমাকেই কাটি!

তোমরা আমাকে দিলে কঠিন কল্লোল, তামা লোহা ও পিতল!
কিছু রেয়নের সুতো, আর এই ম্লান জুতো, আর বেঁতো ঘোড়!
সুগন্ধী মানুষ নেই, মরে গেছে উদ্যানের খোঁপা!
নষ্ট হয়ে গেছো তুমি,- তুমিও কি হে গভীর বিদ্রোহের চাকা?

আমাকে ধারণ করে ধর্মহীন আজ ঐ দুর্মুখ জনতা!
সান্ত্বনা ফুলের নামে লৌহশলাকার শীষে ওরা
আমাকে বিদ্ধ করে শিশু নই, যীশু নই তবু
আমাকে ভোলায় আজ কৃত্রিম খেলনা, পশু খড় ও গর্দভ!

আমার এ বুকে আমি পুষতাম বকুল বাউল,
ঢেঁকিতে ছেঁটেছি রৌদ্র, সহজিয়া ভোর আর কতনা সুন্দর
পাথরে পুষ্পিত নাচ চোখে নিয়ে দৃষ্টিতে দারুণ,
দেখেছি কি করে ফলে ভালোবাসা, স্নেহ প্রেম পাখির কূজন!

কিন্তু আজ আমাকে তোমরা দিলে নিয়ন্ত্রণ, কাঠের পুতুল
জীবিত বাকলে ঢাকা মরা সব মলিন সেগুন!
যদি যেতে চাই, তবে বাঁকা করে লোহার দেয়াল
আমাকে ঢোকাও আরো খর লৌহে লাশের জগতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাপ এখানে লাশ, মানুষের লাশ,
কুকুর এখানে আজ হতে চায় কোমল হরিণ!
তাকাও এদিকে ক্ষত ঐ দিকে খুন, তুমি তাকাও- সময়
যেখানে মমতা নেই, মনীষার ছায়া নেই- আমার গমন!

আত্মা চলো যাই

ভাই আমার বোন আমার আত্মা চলো যাই
ঘর বাঁধি
মানুষে জন্মাই
মৈত্রী,
মমতার হাওয়া!

ভাই আমার বোন আমার ব্যথা চলো যাই
জাজ্জ্বল্যে জ্বালাই আলো,
কোথায় তলালো ওরা
চক্ষু মেলে চাই,

নাড়া বুনি,
খড়চালা
সাজাই গাঁথুনি,
এক যোগে শুনি
মোরগের বাক,
দীপ্তি সংরাগ যত,
অস্তমিত সূর্যের- শস্যের,
ফুটে আছে ঢের অতীতে কতনা!
ভাই আমার বোন আমার ঊষা চলো যাই
ব্যথিত এষণা!

ঐ দেখো ফ্যাক্টরীর ফুল
লোহা ও মাস্তুল
জটা দড়ি, পেরেকে বর্তুল
ঘামশ্রম, মানুষের ব্যাধি
অন্তর্ঘাতময়
ফুটে আছে কতনা প্রত্যয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত বোধি বুকের ভেতর
বোনে চট,
বোনে সমুদয়
ছুরি, লোহা, রক্তের জবাই!

কত না সে সুবেশী কসাই
কত রুদ্র জামা,
বিদ্রোহের ঠাঁই
কামিজে ও কনুইয়ে ছোবানো
মেঘে মেঘে
হয়ে গেলো ছাই!

তবুও তো ভাই
এই রক্তে এখনো সুস্থির
কত কিছু আছে-
ঊষার লহর নদী
হাওয়া, প্রান্তর
পৌরুষের স্বাধীনতা
প্রণয়ের ঘর
যা হারালো তাই!

ভাই আমার বোন আমার আত্মা চলো যাই
জাহাজে ভাসাই নদী
উড় উড় সমুদ্রের হাই,
চলো যাই।

শেষ মনোহর

সে আমার পাশে শুয়েছিল, বাঁশির মতোন বিবসনা!
তাকে আমি দেখেছিলুম কাঁদতে গুণীর হাতের বেহালার মতো

আর মাত্র কিছুক্ষণ ঃ এর মধ্যে নক্ষত্র ফুরোবে ঃ
এর মধ্যে শেষ হবে আমাদের আলিঙ্গন আমাদের অনিদ্র চুম্বন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতলা ঝাউয়ের মতো কেঁপে উঠলো কণ্ঠ তার
কেন তুমি এইভাবে, এরকম দিলে?

সন্তের শূন্যতা নিয়ে পাশ ফিরে শুই- একা শুই!

সে আমাকে হঠাৎ উন্নত স্বরে বলে ওঠে "অহিংস ঘাতক!"

বটেই তো, না হলে কি আমি আজ তার মতো কাঁদি?

মৃত্যু, হাসপাতালে হীরক জয়ন্তী

সারারাত হীরক জয়ন্তী নয়, সারারাত শুধু সৃষ্টি হলো!
মৃত্যু আর আশার আতশজান্‌লা ভেদ করে
অরেঞ্জ কোয়াশের মতো ফেনাওঠা আশেপাশে বৃক্ষদল ঃ
মনে হলো এক একটি সবুজভুক সিংহের বাহিনী!

খেতে আসে হাসপাতালের লম্বা নাকে ভরা অকসিজেন!
খেতে আসে লীভার, যকৃত, সূর্য হৃৎপিণ্ডে লুকোনো আদিম!
সারারাত বৃষ্টি হলো! চুলখোলা সবুজ বৃক্ষের ক্ষীণ কটি অশ্লীল
গহ্বর থেকে
ধুম্রজাত লোনাজল, মাটি ও মর্মের মধ্যে লোহাখনি অন্ধকারে
সমুদ্রের তীব্র লোনা খর স্রোতে বুলালো সুপক্ক মৃত্যু!

তবু ঐ, ঐদিকে নিভন্ত হেডলাইট যেনো পাখির ডানার মতো
কাঁপছে বাতাসে!
সবদিকে অরণের স্বর! একটিও শিশিরের ফণীমনসা নেই!
কেবল মানুষ সর্বাঙ্গে মৃত্যুর কাঁটা
গলগণ্ডে ধুতুরার বীজ নিয়ে শুয়ে আছে রাতে!
কারো আদি নেই। কারো অনাদিও নেই!
মর্মক্ষুব্ধ চৈতন্যের বিশুদ্ধ অগ্নির কাছে প্রত্যেকের মৃত্যুর দলিল
ধীরে ধীরে বাজেয়াফত স্বাধীনতা চুক্তির মতোন পুড়ছে!
ধানের মতোন ঝরছে অভাবের যুবতী শরীর!

একদিন ছিল! যে বৃক্ষটি হাঁটতে পারেনা, হাতে সেলাইন
লবণাক্ত জলের পৃথিবী হয়ে যাব প্রাণ এখনো জীবিত ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারও ছিল সবল সুঠাম দেহ। গ্রামে ইক্ষুক্ষেত, ধান!
ধবল গাভীর ওলানের মতো ঘন লেবুর পাতার বনে গুচ্ছ গুচ্ছ লেবু!
একদিন ছিল পলিমাটি ঃ
ওগো দাত্রী শস্যকন্যা, সুখী হোক সমস্ত পৃথিবী!

একদিন ছিল প্রত্যুষের প্রবহ প্রসন্ন মন্ত্র,
আকাশের গোলক আগুন ধীরে জ্বলে উঠে পৃথিবীকে প্রাপ্য
মেটাতে।
কিন্তু আজ সেই শুদ্ধি নেই-

বৃদ্ধের মৃত্যুর পাশে খালি অকসিজেন নল, খালি সেলাইন!
মৃত্যুর প্রখর প্রাণে সে জানে না,
কত কোটি বঙ্গদেশ অভাবে ও অবক্ষয়ে তারই মতো মরছে অহরহ
সারারাত বৃষ্টির মরুর জ্বালা! আত্মার আতস কাঁচ ভেদ করে বৃক্ষগুলি
সবুজ জিরাফগলা তুলে আজ খেতে আসে উচ্ছিষ্ট মৃত্যুকে!

কাছে দূরে গীর্জাঘড়ি, পাখির শব্দের স্বর তবুও বৃষ্টিতে ভাসে ঃ
কোনদিকে হিমালয়, বরফের উঁচুচাওয়া রবীন্দ্র ঠাকুর,
তবুও বৃষ্টি আসে জোরে!

এ বৃষ্টি কি নবজন্ম?
কিছুই জানিনা শুধু অকসিজেনের নল নাকে নিয়ে বসে থাকি জাগাতুর!
আর শব্দে টের পাই ঃ একলক্ষ জিরাফ, হলুদ সাপ, সিংহের সবুজ দল
সমস্ত জীবন ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে আমার ভিতরে।

সস্ত শান্তি ভেঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে মানুষের মনীষার শেষ বৈনাশিকে!

বলো তারে শান্তি শান্তি

বলো তারে শান্তি শান্তি হিরন্ময় পাত্রে ঢাকা বীজধান,
জলবাঁশি, সুস্বাদু রাখাল,
সূর্যতপা মাটির গভীরে গাঢ় গায়কী আকড়াই গ্রাম,
আকাশে আড়ালে নীলিমা ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাদা কপোতের মতো বিস্তারিত রৌদ্র, রৌদ্রের ভোরাই
বলো তারে শান্তি শান্তি, জলের অতলে মাছ মুগ্ধ আঁশটে সঙ্কেত-শানাই
দেশ হোক দৈবদেশ, দৈব হোক হিরণ্যগর্ভের ফোটা ঋতু-আসনাই!
বসন্ত যেনো না কাটে আর ঘরে খাদ্যের সারিতে এত প্রতীক্ষায় ভাই!

ফুলঅলী, শান্তির আয়না-প্রতিফলনের, বলো চন্দন সবিতা পুনরায়।
বলো তারে আতর-লোবানগন্ধী এই বীজ পুষ্পোদ্যানে, স্বর্ণচক্রে হয়ে যায়
যেন জ্যোতিশ্চক্র সব গৃহস্থের মাটির চিবুকে আজ ঘাসের রানার!
বলো তারে শান্তি নীল সূর্য, বিকাশে রেশম!
অমরতাতন্ত্র বুনে চলে যায় রৌদ্রে রৌদ্রে যুগান্তের হাওয়া যেই হোম
বলো তারে শান্তি হোক, ভালো হোক সব।

বোরোক্ষেতে ঝরাজল, আদিজল, জিউলীজল, শস্যজল বলো শান্তি হোক
আঙ্গুলে দুঃখের ক্ষতে কুষ্ঠমাখা ভিখিরিনী- তবু গাড়ী টানে,
জীবিকা এমন জয়ী, রোগ শোক দুঃখ জরা কুষ্ঠকেও কান ধরে আনে
বসায় কর্মের কুবলয়ে।
তার ছায়া পড়ে পিঠে যে মানুষ সুস্থ তার ক্রমানতি ক্ষয়ে!

বেঁচে থেকে তবু বরাভয়
আমার ছায়ার চক্ষু চষাক্ষেতে চেতন চিরায়ু চাষী বলে ওঠে 'হয়'

এতো শোভাপুর,– আমি কি বলবো তাকে হে অমোঘ
হে পরিপ্রেক্ষিতের ভঙ্গী, হে দ্যুতি হে সুন্দরের খনিজ অমিয়, তবে
হোক
অভাবের পিঠে ভাসা লোনাজলে দুঃখিনীর ভেজা চক্ষু দেখে যাক
ধর্মের অশোক।
যে পঙ্গু চরায় গাই
ও আমার সহোদর, ও আমার বনভূমি ভাই!

বলো ওরে শান্তি শান্তি, বলো ঝিরি ঝিরি
তার মরমের খেলনা মাংসে মরি মরি
স্বর্ণথালা হয়ে যায় শান্তিব্রতে যেনো সব স্বপ্ন বুরি বুরি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকের বকুলে ঝরা কারখানা, লোহার লাংসের মধ্যে রচিত মেশিনে
আত্মবলিদানে আজো রক্তে কত খৃষ্ট ঝরে পেরেকে, লোহায়!
কতনা তমসা ভাসি জন্মে কত করুণার কাকস্য বেদনা হয়ে যায়
তবু বরাভয়
হে রক্ত, হে খৃষ্ট তুমি আত্মোৎসর্গী মেশিনের দোমড়ানো লোহা!
বলো তারে শান্তি শক্তি– বলো আদিভাষা বলো 'আলো হ', 'আলো হ'
মানুষের মৃত্তিকায় বীজধানে শস্যেমন্ত্রে এ আলো আভায়
ওগো শান্তি তোর কন্যা যেনো তোর রূপেগুণে আয়ুষ্মতি হয়।
এই বর দেই,
দুঃখের কণ্ঠে এই বর ছাড়া আর কিছু উজ্জ্বলিত নেই
দেয় তোকে তোর ব্যবহার,
যদি চাস দেই তোকে মৃত্যু লিখে আমার উজ্জ্বল উপহার!

তবু বল্ আছে
সব গিয়ে সব থুয়ে এখনা চুম্বনেচিতে
স্পর্শে হর্ষে শীতে আলিঙ্গনে শিল্পের শোভায়
কেউবা সফেন শান্ত চুপিসারে মানবিক লোক
মধ্যরাতে ঝাউকান্না কেঁদে বলে, শান্তি হোক, ওরে শান্তি হোক!

সম্পর্ক

তুমি নও, তোমার ভিতরে এক অটল দ্রাক্ষার
আসন্ন মধুর মদ, মাতোয়ারা বানায় আমাকে!
গেলাসে গেলাসে দিন– ঝরে পড়ি ঝর্ণা আয়োজনে।

তোমাকে চিনিনা আমি, বহমান তোমার দেহকে
দীঘল তরুর মতো বুনে দিয়ে তবু তার তিমির ছায়ায়
তোমার খোঁপার মতো তুলে আনি কিছু কালো ফুল!

বাজারে বিকোবো? না হে, এখন বাজারে এই শোক
কেনার পুরুষ নেই– ওরা কেনে অন্য সব স্মৃতি ঃ

এখন প্রেমিক নেই, যারা আছে তারা সব পশুর আকৃতি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলসত্তা

হাঁটুজল পেরিয়ে এসেছি,–মানে প্রথম যৌবন
বৃক্ষের কুসুমদল জনসেবকের মতো ডাকছে এখন, যাবো
পেশ করতে হবে কিছু জরুরী সংবাদ, ছবি, প্রদীপের আলো।
আমাকে দাখিল করতে হবে কিছু কোমল গল্পের নক্‌সা
মানুষের ইতিহাস, অগ্রগতি, গোলাপের শিল্পের দলিল ঃ
আমার শরীরে জাগো, হে তরল ধবলদুহিতা!

বুকজল পেরিয়ে এসেছি,–মানে পিতামহ, তাদের শতক!
পুরনো বকুল ভিটে বৈষ্ণবীর মতো ডাকে যাবো ঃ
তাদের দেখাতে হবে হারানো আখড়ার ছাঁদ কীর্তনের গান!

আমাকে শোনাতে হবে সেই কবেকার এক সত্যমাথুর ঃ
প্রবাহ নদীর প্রাণ,–নাবিকের দল ফিরে এসো,
আমার দু'পাশে আজ মরা ঢেউ, অভিভূত অন্য বন্দর!

গলাজল পেরিয়ে এসেছি,– মানে জীবনের সকল সন্দেহ ঃ
এখন অন্যেরা কার করুণার ভিক্ষা চায়- যাবো
তাদের গলায় দেবো আমার আরাধ্য মালা, সকলের ভালো।

আমাকে গ্রহণ করতে হবে সব মানুষের উত্থান পতন;
জয় পরাজয় বোধ, পিছু ফেরা সামনে তাকানো-

আমার অনলে আজ জাগো তবে হে জীবন, জয়শ্রী জীবন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা

মুহম্মদ নূরুল হুদা
ফখরুল ইসলাম রচি
জাফর ওয়াজেদ
সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই

যাই, এখন তাদের শরীরে শস্যের আভা ঝরে পড়ছে যাই
নিশ্বাসে নিশ্বাস তার তীব্রতার তরুণ দুঃখের কাছে ফিরে যাই, যাই
মৃত্যু আর মৃত্যু আর মৃত্যুর আঁধারে যাই,
বিবর্ণ ঘাসের ঘরে ফিরে যাই, যাই
সেখানে বোনের লাশ, আমার ভাইয়ের লাশ খুঁজে নিতে হবে, আমি যাই
দেখি কারা দিকে দিকে দীর্ঘ মেঘে ঢাকা পড়ে আছে
দেখি, কোথায় সে জলাভূমি, কোথায় সে ট্রেঞ্চ, নালা,
ইটের নদীরতলদেশে আর
কোথায় সে নীলিমার নক্ষত্রবিথীর শান্তি, সবুজ রং-এর শীত, দেখি
কোথায় কাহারা আজ অত উষ্ণ মৃত্যুতে স্থির, নির্যাতিত আলোয় স্থির, কার

রক্তের ঝর্ণায় ভেসে ভূমধ্য শস্যের-বৃষ্টি হয়ে গেছে, কারা ফের
মেঘের সম্মুখে শাদ্য সোনালী রোদ্দুর!
যাই–আমার পকেটে আছে তাহাদের নীল চিঠি, নীল টেলিগ্রাম, যাই
শস্যের ভিতরে রোদ– রোদে যাই, রোদ্দুরের মধ্যে চলে যাই!

পূর্বদেশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭২

AMARBOI.COM

আদিজ্ঞান

এতটা বয়স চলে গেলো, তবু কী আশ্চর্য আজো কি জানলাম,
বনভূমি কেন এত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ তবে বনভূমি?
জল কেন এত স্বচ্ছ স্রোত নিয়ে তবে স্রোতস্বিনী?
রক্ত কেন এত রক্তপাত নিয়ে তবে স্বাধীনতা?
এতটা বয়স চলে গেলো, তবু কি আশ্চর্য আজো কি জানলাম,
বনভূমি লোকালয় থেকে কেন এত দূরে থাকে?
কিশোরীরা কেন এত উদাসীন? কেন এত নির্জনতা প্রিয়?
আর নদী কেন গভীরতা ছাড়া ঠিক ধারামতো চলতে পারে না?
এতটা বয়স চলে গেলো, তবু কি আশ্চর্য আজো কি জানলাম,
চড় ইয়ের ঠোঁটে কেন এত তৃষ্ণা? খড়ের আত্মায় কেন এত অগ্নি,
এতটা দহন?
গোলাপ নিজেই কেন এত কীট, এত মলিনতা নিয়ে তবুও গোলাপ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতটা বয়স চলে গেলো, তবু কি আশ্চর্য আজো কি জানলাম,
একটি শিশুর কেন এত নিদ্রা, এত গাঢ় ঘুম আর
তখন আমরা কেন তার মতো ঘুমুতে পারি না?

বিচিত্রা ঃ মে ১৯৭৩

কত বয়স হলো তাদের

তাদের বয়স কত এখন যারা তেতাল্লিশ সালে
ফ্রক না পরে ইশকুলে যেতো না,

ড্রিলের মাঠে জ্যোৎস্নার রাতে এই সেদিনও তো
তোমাকে আমি হেঁটে যেতে দেখেছি
একা একা তোমার দিকে তাকালেই কোনো যেনো
আমার মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা,
এ রকম তোমার মতো কত মেয়ে কানামাছি খেলেছে
আমাদের পাড়ায়,

কত মেয়ে ফুল হয়ে ভেসে গেছে জলের তলায়
এ রকম তোমার মতো কত মেয়ে...
আর নেই নদী, আর সেই একদল ছেলে একদল মেয়ে
রাত্রিবেলা তাদের সাথে কী চমৎকার নির্দোষ খেলাই না
খেলেছি আমরা,
কী চমৎকার নির্দোষ খুনসুটির খেলা!

আজও একা হলেই সেইসব মেয়েদের কথা মনে পড়ে যায়।
অথচ এই সেদিনও ছেলেরা ইশকুলে গেছে, পাড়ায় পাড়ায়,
দুধ বিক্রেতার গলা শুনেছি আমরা, এই সেদিনও
আশ্বিনের রাতে হলুদ মাখার উৎসব করেছি আমরা,
এই সেদিনও তোমাকে দেখেছি বসে বসে
হারমোনিয়াম সাধছো খুব ভোরবেলা ঃ
আমার মতো ধীরে ধীরে
একি বদলে গেলো তোমার সমস্ত কিছু, চেনা যায় না,
একি ক্রমশ পরিবর্তন তোমার।
ধীরে ধীরে বয়স হয়ে গেলো অনেকের জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে বয়স হয়ে গেলো আমাদের,
অথচ তেতাল্লিশ সালে মনে পড়ে আমি অনেককেই
ফ্রক পরে ইশকুলে যেতে দেখেছি, তেতাল্লিশ সালে...

কণ্ঠস্বর ঃ জুন-আগস্ট ১৯৭০

আমার হবে না, আমি বুঝে গেছি

ক্লাশভর্তি উজ্জ্বল সন্তান, ওরা জুড়ে দেবে ফুলস্কেপ সমস্ত কাগজ!
আমি বাজে ছেলে, আমি লাস্ট বেঞ্চি, আমি পারবো না!
ক্ষমা করবেন বৃক্ষ, আপনার শাখায় আমি সত্য পাখি বসাতে পারবো না!
বানান ভীষণ ভুল হবে আর প্রুফ সংশোধন করা যেহেতু শিখিনি
ভাষায় গলদ ঃ আমি কি সাহসে লিখবো তবে সত্য পাখি, সচ্চরিত্র ফুল?

আমার হবে না আমি বুঝে গেছি, আমি সত্যি মূর্খ, অকাঠ!
সচ্চরিত্র ফুল আমি যত বাগানের মোড়ে লিখতে যাই, দেখি
আমার কলম খুলে পড়ে যায় বিষ পিঁপড়ে, বিষের পুতুল।

গণসাহিত্য ঃ জানুয়ারী ১৯৭৬

লোকটা যখোন নিঃসঙ্গ

শীতল, কালোচ্ছল আবহাওয়া দিয়ে ধোয়া রেস্তোরাঁয় বসে
সারা গায়ে মাখছি সন্ধ্যার ঝিরিঝিরি! কুয়াশার জল, ধুলোরাঙা,
জমছে আমার হাতের নিউজ পেপারে, রাস্তার ধুলোতেও ফুটছে
যাত্রীবাহী বাসের শব্দের হাহাকার;

হলুদ সন্ধ্যায় একা একা, আমি হায় কার অভিশাপে
এত নির্জ্জনতা, নিমর্ষ সঙ্গতা এই আমার রক্তের, করছি কেবল পান;
আমায় কি একবারও মনে পড়ে না সেই হলদে পাখির মুখোমুখি
নীল ঘাসে ঢাকা, শাক ও সবজীর শ্যামলে বিছানো হাত আর পায়ের ক্রন্দন।
শীতে কালোচ্ছল রেস্তোরাঁয় বসে, হায় কি করে এখন দেখে নেবো সেই
কুয়াশা ছাপানো পোস্টাফিস, হাটের দোকান, পাঠশালা
আর মোম জ্বলা মসজিদের আজানের সময়ের সুন্দর নীলিমাকে আজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবিড় শস্যের গন্ধ ভরা কাপড়ের পাড় আর ঝলসে উঠছে না হায় আমার
শহরে, পরিবর্তে, প্রতিদিন, বন্ধুর বিসম্বাদে, নগ্ন ক্ষুধায় কলরোল করে ওঠা
চোখ মুখ, এখন শুধুই মাখে সন্ধ্যার সন্দিগ্ধ হাওয়া, ভেজা নিঃশ্বাস!
গতকাল উথলিতে যেতে কালো পীচের রাস্তার মোড়ে
সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি, হাওয়ায় চুলের
কালো চেয়ে চেয়ে নেমেছিল এ রকম সন্ধ্যার নীল,
উঁচু লাইটপোস্টের সীমানায়, ছিল বসে একটি কি দুটি পাখি
ছিল না কেবল সেই হলুদ পাখিটা– মায়াবিনী!

রেস্তোরাঁয় বসে দেখছি ওই দিকে মিল শ্রমিকের জটলা, পানের দোকানে
টুকটুকে আয়নার সামনে একটি যুবা আনসেভ্ড বোধহয় কয়েকদিন।
অই আরো দূরে মাকড়সার মতোন মায়াবী খেলায়,
খুব্-সুরত ক'জন বেগানা সজল,
উচ্ছল, সুদূর হাওয়াই দ্বীপের মদিরতা পড়ছে ঝরে তাদের কথায়।

ওই দিকে বটগাছটার নীচে আছে শুয়ে কয়েকজন মিষ্টিক,
ওহে দূর লালন ফকির, তুমি শোনো
আমার আরশী নগরে আজ আর নেই পড়শী কোনো–একা, বড় একা
আমার বয়স, স্বপ্ন, স্মৃতি দিয়ে লেখা এ্যালবাম সেও বড় বদনপ্রয়াসী।

মোহাম্মদী ঃ শ্রাবণ ১৩৭৫

তোমার মৃত্যুর জন্য

তোমার চোখের মতো কয়েকটি চামচ পড়ে আছে দ্যাখো প্রশান্ত টেবিলে
আমার আমার হাতঘড়ি
নীল ডায়ালের তারা জ্বলছে মৃদু আমারই কব্জিতে!
ট্যুরিস্টের মতো লাগছে দেখতে আমাকে
সাংবাদিকের মতো ভীষণ উৎসাহী
এ মুহূর্তে সিগ্রেটের ছাই থেকে
শিশিরের নত নম্র অপেক্ষার কষ্টগুলি ঝেড়ে ফেলছি কালো এ্যাশট্রেতে,
রেস্তোরাঁয় তুমি কি আসবে না আজ রাণী?

তোমার কথার মতো নরম সবুজ
কেকগুলি পড়ে আছে একটি পিরিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার চোখের মতো কয়েকটি চামচ
তোমার হাসির মতো উড়ছে চাইনিজ পর্দা রেস্তোরাঁর
একটি নীল প্রজাপতি পর্দার বুনট থেকে উড়ে এসে
ঢুকে গেছে আমার মাথায়।
টুং টাং পেয়ালা পিরিচ বাজছে পারচাশে মিহি ঝর্ণা আঙ্গুলের,
শহরে আজকাল শুনি দুর্ঘটনার কথা
আত্মহত্যা গেছে বেড়ে,

সবাই আমরা আজ সভ্যতার সচ্ছল শিকার।
হতে পারে তুমি একটি নির্জন স্ট্রীটে
এক গাছের তলায় পড়ে আছো মৃত
তোমার মুখের 'পরে লাল পিঁপড়ে শুষে নিচ্ছে
তোমার সৌন্দর্য আর
এসে গেছে রিপোর্টার ক্যামেরা ঝুলিয়ে
হয়তো বা কাল দেখা যাবে পত্রিকায়
মৃত্যুর খবরে শিরোনামা

অসনাক্ত লাশ একটি পাওয়া গেছে কোনো এক স্ট্রীটে
ছবি থাকবে দক্ষ ক্যামেরার, ভাঙ্গাচোরা;
কেবল একটি চোখ, নিরীহ একটি চোখ, আহত একটি চোখ,
ভালোবাসা-ভরা একটি চোখ দেখে বুঝতে পারবো;
তুমি কাল পথিমধ্যে মারা গেছো,
তোমার মৃত্যুর জন্য আমি কি তখন নিজেকেই দায়ী করবো,
নাকি সভ্যতাকে?

কণ্ঠস্বর ঃ মার্চ-মে ১৯৭০

চাঁদের কাছে, চোরের কাছে

ছিল পোষা জমিদারী জামের ঝাড়, পাম গাছের সারি,
গোলাপ থেকে গভীরে আসা সুঘ্রাণের মতোন ভারি ভারি
নারীর নত নয়ন ভরা ভ্রান্তি আর ভোরের সরোবর,
ছিল অনেক রাজার বাড়ী রঙ্গভারী বুকের ভরা চর!
ছিল ফলের সুস্বাদু আর মানবতা মনের কাছাকাছি
জড়িয়ে রাখা জীবনঘন একটি আধো হাসির মালাগাছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল তোমার শোণিতে নীল নদীর শীষ, হর্ষভরা ধ্বনি
সুখের শত তিতির ছিল দোড় গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি জানি।

কিন্তু আজ কোথাও নেই ফলের গান, নারীও ঈশ্বরে
সহ অবস্থানের মতো জায়গা নেই, যাহাতে বাস করে
ভালোবাসা, ভুলের মতো কেবল শত স্মৃতির চলাফেরা
চাঁদের কাছে, চোরের কাছে চাবির রিং ছুঁড়ছে ভারা ভারা!

পূর্বদেশ ঃ এপ্রিল ১৯৭০

নিজের কাছে

তুমি কেন দেখালে না চারিদিকে প্রসন্ন মানুষ,
তুমি কেন শেখালে না আমাকে সহিষ্ণু হতে
সুখের পিছনে সুখ চেটে নেয় যে সব লোকেরা
তুমি কেন দেখালে না আমাকে তাদের;

আমি তো গন্তব্যে যেতে দেখেছি পায়ের মাঝখানে
কি কোরে কষ্ট জমে, গোড়ালীতে ফোস্কা পড়ে ব্যথা হয়,
শরীরে বিষণ্ন স্মৃতি, পা আর চলে না।
অথচ আমাকে তুমি কেন আজো দেখালে না
পথাশ্রম, সেবাসংঘ, মানুষের স্বাধীন শুশ্রুষা?

তুমি বলেছিলে আমাকে একদিন তুমি দেখাবেই বিশ্বস্ত মানুষ,
আমাকে তুমি একদিন দেখাবেই সংসারের সব শীতলতা,
অথচ আমাকে কে দেখালে না বিশ্বস্ত মানুষ?
অথচ আমাকে কেন শেখলে না সংসারের সব শীতলতা?

অধোরেখ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

লঞ্চের কেবিনে

নদীর জলের ভ্রু হয়ে উড়ছে কয়েকটি গাঙচিল,
তাদের ওড়ার কায়দা, গলার ক্লান্ত ডাকে মনে হলো
তাদের শরীরে আজ ছড়িয়ে পড়েছে রুগ্ন অসুস্থতা যেনো আমাদের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের গলার ক্লান্ত ডাক যেই লঞ্চের কেবিনে এসে
ঢোক গিলে পান করলো আমাদের যাত্রীদের সবার ব্যস্ততা,
দেখলাম কেউ কেউ ফেরীঅলা ডেকে কিনছে
পাউরুটি, ডিটেকটিভ উপন্যাস, সিনেমা পত্রিকা,
কেউ সিগ্রেট জ্বালাতে ব্যস্ত, কেউ মানিব্যাগ থেকে
কড়া কাঁচা ব্যাঙ্ক নোট দেখছে ঘুরিয়ে,
কারে মুখে ছিমছাম শহুরে চলন লেগে আছে
গলার স্বরের কাছে
এখনো গাড়ীর হর্ণ, নীরবকাতর দুঃখ, আপাতঃ বিদায় চিহ্ন
ভাঁজ কোরে লুকিয়ে রেখেছে কেউ মাথার চুলের মধ্যে খুসকীর মতো;

রাতেও তাহলে এই পদ্মায় গাঙচিল ওড়ে?
একটি লোক হঠাৎ কেবিনে এসে সিগ্রেট জ্বালালো নিশ্চুপে,
সিগ্রেটের ধোয়া থেকে বুঝা যাচ্ছে কে কোথায় কতদূর যাবে,
ছোপ ছোপ রঙের মতোন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ফ্লাশলাইটের আলো
পড়ার ভঙ্গিতে খা খা জ্যোৎস্নার কাতরতা ভেঙ্গে পড়ছে, প্রত্যেকে মুখ
আর অংগভঙ্গি, চোখের চেহারা কিংবা কথাবার্তা
হাবভাব দেখে শুনে এ মুহূর্তে লঞ্চের কেবিনে ঠিক
তবু যেনো বলে দেয়া যেতে পারে যাত্রীদের
কে বা স্ত্রী অভিমুখী, কে বা ব্যবসায়ী কিম্বা
কে প্রেমিক, ছাত্র শিক্ষক আর প্রগতিতে বিশ্বাসী কে রাজনীতিবিদ।
আর কে বা খুনীর ভূমিকা নিতে বসে আছে,
মান্ধাতার আমলের এই নদী, নদীর বাতাসে ওড়া রুগ্ন গাঙচিল
সমূলে ভাঙ্গতে কে বা বসে আছে লঞ্চের কেবিনে!

ত্রৈমাসিক সংলাপ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

ব্যাপারটা তুলনামূলক

আমরা এখনো সেই তীব্রমুখ ধৈর্যহীন? অধঃপতনের পথজুড়ে সভ্যতার
ক্বাথ-এ, ঘামে ও কষায় বসে আছি শ্রমবিমুখতা নিয়ে? নকল নির্মিত সব
জ্বালা যন্ত্রণায় আমরা এখনো সেই দুর্বোধের দলপতিদের সহযাত্রী?
যাই ক্রমে অধঃপাতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি ছিঁড়ে খাই আস্থাভাজন যারা এতদিন জমিদারী ভোগদখলে সত্ত্বে
কেড়ে নিয়েছিলো সব?
সব উপায় ও অর্থের বাঁচা ও মরার প্রশ্ন?
আমরা আজ জীবনের ইচ্ছা পূরণের রাম রহিমেরা এখনো তেমন বারোয়ারী?

সে যাই বলেন ভালোমন্দ নির্বেশেষ শুনি আর
অভ্যন্তরে অসহায় ডালপালা নাড়ি যেনো বৃক্ষদল,
যেনো বিপ্লবের প্রথম পল্লব আমরা,
আমরাই কাক কুকুরের দল?
আমরাই দৈর্ঘে প্রস্থে বর্তমান যুগের সম্বল?
নাকি আরো কিছু এখন হয়েছি আমরা? অনায়াসে লুফে নিতে পারি
অমারজনীর চাঁদ?
যেহেতু জ্বালা ও শাস্তি আমাদের কাছে আজ আমরাই
জ্বালাই, পোড়াই, গড়ি ভেদাভেদহীন হাতে হরিৎ সমাজ?

উত্তরণে অমরত্ব ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২

.COM

দাসেরে করিও ক্ষমা

গণিকারা আমরা অপ্সরা প্রিয়তমা
শাড়ী খুলে রেখে পরো আকাশের নীল,
যুগল কুসুমে থরো থরো অনুপমা
চোখ দুটি হোক জ্যোৎস্নার গাঙচিল?

গণিকা আমার অপ্সরা সোনামণি
আঙ্গুলে বাজাও রূপোর মুদ্রা টাকা,
শংখিনী ফণা তোলো তুমি এক্ষুণি,
বিষে ভরে যাক বাদশাহী আঙ্গরাখা।

নেহাত ভৃত্য, বাদশাহী করি কেন?
তুমি প্রিয় তুমি জানো নাকি শাহ্‌যাদী?
পকেটে তোমার মোহরের ধ্বনি যেনো
সসাগরা দেশ, পৃথিবী কোরেছে বাদী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারই কেবল, আমারই হে প্রিয়তমা
তুমি তো আমার স্বদেশের শাহ্‌যাদী
যুগল কুসুমে থরো থরো অনুপমা,
তুমি তো আমার সোনামণি, শাহ্‌যাদী।

গণিকা আমার অশ্লীল অভিমান,
তবুও যখন দুর্ভিক্ষের অমা
গ্রাস করে দেশ, নাভিতে সবুজ ধান
বুনে দিয়ে তুমি 'দাসেরে করিও ক্ষমা'!

কালপুরুষ ঃ আগস্ট ১৯৭২

কখনো ধান ক্ষেত কখনো হলুদ পাখি

তুমি তো রূপোর টাকা, তুমি ধানক্ষেত,
তুমি কি ধানক্ষেত নও? তুমি পাখি, তুমি ঠিকই পাখি,
তুমি সোনালী প্যাম্পলেট, তুমি কি পাম্পলেট নও?
তুমি তো ইশতেহার তুমি আমার ইশতেহার
বেঁচে থাকার জীবন যাপনের অজস্র রূপোর টাকা তুমি
দেদার খরচ করি ফুরায় না তুমি সেই, তুমি তো রূপোর টাকা,
কখনো ধানক্ষেত, কখনো হলুদ পাখি, কখনো বা মেঘ!

পূর্বদেশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭২

বেঁচে থাকার জন্যে

সুখের কাছে অসুখে আমি শৃঙ্খলিত,
        আমার কোনো দিকেই আর ভারিক্কী নেই,
দুঃখের আলো ছেড়ে দিয়েছি, সুখের কাছে ভালো হবো
                                        ভীষণ ভালো।

সিগ্রেট খাই না, বুকের ভিতর কুয়াশা হবে
        চোখের ভিতর কুয়াশা জমে, তাই কাঁদি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয্যা থেকে সকালে উঠি ভোরের হাওয়ার মান
বাঁচানো শোভনতায়।
এখন কেবল রুটিন মাফিক দৈনন্দিনতা,
এখন কেবল মানুষ মাফিক চলাফেরা,
এখন কেবল কুকুর কিম্বা কাকের মতো
সরল সহজ বেঁচে থাকা, আর কিছু নয়, বেঁচে আছি।

নিপুণ ঃ অক্টোবর ১৯৭২

আমার চোখে বলেছিলাম

এই দেশে জন্মেছি বলেই বিজ্ঞ বাউল, আমি তোমার
আঙ্গুল ধরে টেনেছিলাম ধর্ম ও ফুল
আমি তোমাকে স্পর্শ কোরে বলেছিলাম গভীরতায়
আবার যখোন আসবো, আমি দেখিয়ে দেবো
জল কেন যায় মাটির চিবুক ভিজিয়ে জলের স্রোত কে যায়
চরৈবেতি...
আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো
শিকড় আমার শিকড়, আমি ফুল ফুটিয়ে ফুল ফুটিয়ে
কি কোরে যাই মাটির নীচে মমতা আমি দেখিয়ে দেবো
কি কোরে যাই কি কোরে যাই!

এই দেশে জন্মেছি বলেই ফুল ফোটানোর প্রজ্ঞা আমি
পেয়েছিলাম, অনাবরণ আজ যদিবা হত্যাপ্রবণ
খরায় আমি।
পুড়তে পুড়তে এই ভাবে যাই, এই ভাবে যাই

এই দেশে জন্মেছি বলেই ব্যর্থ বাউল, আমি তবুও বলেছিলাম
চরৈবতি... চরৈবেতি
পুড়তে পুড়তে যেই ভাবে যাই চলেছিলাম চরৈবেতি
পুড়তে পুড়তে সবটা আমার
সবটা জুড়ে শীতল... আমি যেভাবে জল বলেছিলাম!
পুড়তে পুড়তে বলেছিলাম
মাটির চিবুক ভিজিয়ে আমি আমার চোখে বলেছিলাম।

বিচিত্রা ঃ ১৩৮০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে শোক আমি অশোক হবো

আজো যখন ভালোবাসার সামনে আসি,
তখন যেনো বলি ঃ হে শোক আমি অশোক হবো,
তোমার কাছে এখন আমি অশোক-
আঁধার, আলো দেখাও আলো;
দ্যাখো তোমার তুমুল কাছে দাঁড়িয়ে আছি
হে শোক, আমি অশোক হবো।
আলো দেখাও আলো
বুকের মধ্যে কাঁদে আমার কালো।

হায়রে আমি যখন আসি
আমার আলোয় আসে কেবল
শূন্য মাঠের মহাতিমির, মহাতিমির বেলা,
যখন আমার ভালোবাসায়
আসে কেবল করুণ ক্লান্তি, করুণ ক্লান্তি,
করুণ বোধের খেলা।

সবুজের হাতছানি ঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪

AMARBOI.COM

রহস্য প্রধান এলাকা

ভিতরে রহস্য আছে, ছুঁতে পারবো না আমি ছুঁতেও চাই না
ছুঁলে থেমে যাবে এই উত্থান পতন ভঙ্গি, শিশু খেলাঘর;
ভিতরে রহস্য আছে, হাতছানির অবাধ ব্যাপার আছে বলে আজো পরস্পর
পায়ে পায়ে এত পথচিহ্ন নির্মাণ, ফুল তোলা, ফুলের চারায় পানি ঢালা!
নারীকে যুবতী করা, যুবতীকে নারী আর গোপন সঞ্চার ছুঁয়ে ছুঁয়ে
কখনো বা ভেসে যাওয়া প্রেমিকের মতো– ফের কখনো বা ঘৃণিত ঘাতক।
আছে বলে ভিতরে ভিতরে এত কীট পতঙ্গের সাথে আড়াআড়ি
সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করা ঘর সংসার সাধ্যমতো সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা!
শিশুকে দুহাতে নিয়ে কখনো বা বাবাদের এমন আদর।
কখনো বা যুবাদের এমন সোদর স্নেহ সংক্রামক ভালোবাসি!

ভিতের রহস্য ছুঁতে পারবো না আমি, ছুঁতেও চাইনা, থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছুঁলে থেমে যায় যদি জীবনের সমস্ত জলের বোধি, বিয়ে ঘর, ঘরের সংরাগ!
থেমে যায় যদি ফের সময়ের সকল ধরন ছলাকলা, উত্থান পতন?
তবে তখনো আমার বলো কার কাছে যেতে হবে হেঁটে
হেঁটে এতটা এমন?

আমারও তো শাস্তি আছে, কুকুরের মতো কালো তেষ্টা পায়
আমারও তো যখন তখন!

পূর্বদেশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩

মানচিত্রের গোলাপ

ক্রমশ গরীব হচ্ছো মানচিত্রে গোলাপ, তোমার ভিতরে
আজ অবক্ষয়জনিত কীট-জনসংখ্যা যত বাড়ছে, তত তুমি সরল খাদ্যের
অভাবের অনিবার্যতায় ক্রমশ কণ্টকিত হচ্ছো, নেহাৎ গোলাপ!

সুন্দরী নারীর ভ্রু যেমন যৌবন গেলে নষ্ট হয় চোখমুখ
চিবুকের তিল, কণ্ঠা স্বরবৃত্তে ডেকে রাখা সম্ভাষণ, গলার নিখিল
ক্ষয়ে যায় যে রকম ধীরে ধীরে সময়ের ক্ষয়িষ্ণু ধাঁধায়
প্রতিটি বস্তুর লগ্ন সুষমার আত্মা থেকে ক্ষতের মতোন ভূমিও এখন মাংসে
মুমূর্ষু মানুষ, বৃক্ষ কণ্ঠাসীন রৌদ্র মাখা চিতা!

বাংলাদেশের মতো বিবর্তিত হে কুৎসিত, হে কলঙ্ক, হে নির্যাতিতা
দুরন্ত বর্ষার কালো কার্তুজের সারের উপরে উষ্ণ সৈনিকের শিরস্ত্রাণ,
ফুটে ভেবেছিলে পাবে তোমার তৃষ্ণার্ত পাপড়ি সৌরভের কারু লেখা,

এতদিন হলো তবু কিছুই কি পেলে?

উত্তরাধিকার ঃ মে-জুন ১৯৭৩

আমার সঙ্গে কোনো মেয়ে নাই মুখরতা নাই

মেয়েদের সাথে আমি কোথাও যাবো না আমি মৃত্তিকার সাথে সাথে যাবো।
লতা ধরে ধরে মেয়েদের মুখরা আঙ্গুলে ওরা টোকা দিলে দিক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা যাক গভীর বিদিক, আমি যাবো ঠিক, মৃত্তিকার সাথে সাথে যাবো।
করুণা কল্যাণে আমি কেটে নেবো মনের মাটিতে ঘর, বুকের উপর ওরা
মেলে দেবে স্মৃতি মেলে দেবে মাটি আর মাটির নিভৃতি।

আমি যাবো যেখানে কেউই যায়না, সেখানেই যাবো,
ওরা যাক গভীর বিদিক, ওরা যাক, যেখানে যাবার যাক চলে যাক ওরা
আমি স্বয়ম্ভরা মাটির পশরা নিয়ে তরুর ভিতরে গিয়ে দাঁড়বো দক্ষিণে
ওর নেবে চিনে আমি ওদের কী, ঠিক লতা নাকি শুধু বর্তমান?
নাকি অস্থিরতা?

ওরা তো সকলি আজ ক্ষয়ক্ষতি, অর্থনীতি লোভ ও লালসায় ভরা আজ
শোষণ শাসন।
টোকা দিলে ওদের আসন ভেঙ্গে ঝরে যায় যেনো বালি যেনো পলেস্তঁরা
ওদের সেলাই করা ঘরবাড়ী নেই আজ নেই শান্তিঃ নেই জল নেই সে
প্রপাত
হীরের কনুই এসে দেয় না আঘাত আর উহাদের, ওরা
অন্ধকার দিয়ে আর বোনে না আলোয় ভরা শিল্প ও সমাজ।
ওদের বুকের তলে আজ আসে না আলতো রৌদ্র, রাঙ্গানো সে
ভেজা কারুকাজ!

উহাদের সাথে আজ সাজানো রয়েছে সর্বনাশ শব্দিত নিখিল,
ওদের চুমোয় কাঁদে করুণ কোকিল, ওরা খিল খুলে দিলে
যে আলো দুয়ারে এসে করাঘাত করে, সে আলো আহারে
মাটির উপরে যেনো ভ্রাতৃ হননের পাপে মূহ্যমান, আহা,
সে আলোতে এখন পতন ঘোরে ফেরে,
আমি তারে চোখ থেকে ফিরিয়ে এবারে তাই মৃত্তিকার সাথে সাথে যাই,
আমার সঙ্গে কোনো মেয়ে নাই, মুখরতা নাই!

বিচিত্রা ঃ জুলাই ১৯৭৩

শিল্প-শ্রম

জ্বালায় ওরা চৈতন্যের চেতনা ওরা জ্বালায়,
নতুন নীল পুষ্প ওরা গাঁথে ওদের মালায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন ছোট যে পুষ্প তার তখন সেই মালার
মুখে ছড়ায় ভোরের রৌদ্র, ভোরে শেষ জ্বালার

অমল কিরণ, এবং তখন তমসাঘন ডানা
যদিও সেই চৈতন্যের বোধিতে দেয় হানা;

জ্বালায় তবু চৈতন্যের চেতনা ওরা জ্বালায়
নতুন আরো পুষ্প এনে গাঁথে নতুন মালায়!

পূর্বদেশ ঃ আগস্ট ১৯৭৩

অগ্নি আমার ! অগ্নি আমার!

তুমি কি সত্যি ভিতরে ছিলে? তোমাকে ফেলে বাইরে
যখোন এলাম দেখি
কবিত্ব আর কড়া নাড়ে না কোথাও কোনো ফুলে টুলে
এবং সম্বোধির মূলে
জলে স্থলে কড়া নাড়ে না কড়া নাড়ে না শান্তিও আর!

আমি কি তবে চলে এলাম? সত্যি সত্যি রক্ত ক্ষুরে
অনেক দূরে চলে এলাম?

কাঠের যেমন কোমল আগুন থেকেই কয়লা বেরিয়ে আসে!
মানুষের যৌবনে যেমন বয়োক্রমের ব্যাকুল জ্বরা আস্তে আস্তে
সালঙ্কারা জীবন শুষে স্বাস্থ্যে আবার ফিরে আসে
বৃক্ষ থেকে পাতার মতো মুখর হাওয়া যেমন ভাসে
ঝলক ঝলক হলদে পাতায়, ঝরা পাতায়,
যেমন আসে হেমন্ত কাল, শিল্পঘন সকাল ফেলে চলে এলাম?
চলে এলাম?
দুপুর থেকে অভিমানের পাতলা ছায়া সম্বলিত একলা বিকাল
যেমন আসে, চলে এলাম?
তাই কি এখন হুলুস্থুল হত্যাকেও বলছি কলুষ ক্লান্তি আকাল?
তাই কি মাতাল অন্ধ একাল কাটে তমাল শূন্য ছায়ায় শূন্য ছায়ায়?
এই আমি এই কোথায় এলাম? কোথায় এলাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগুন যেনো সবটা খাবে ক্ষারের মতো আমার শরীর
জন্ম ঘরের লতা পাতার প্রতীক আঁকা আলোর গভীর
এখন পোড়ে পাপিষ্ঠ এক অধর্মে আর অন্ধকারে
অগ্নি আমার! অগ্নি আমার! ভিতরে তবু ধর্ম ছিলো
মানুষ ভালোবাসায় মানুষ মমতা জোড়া মর্ম ছিলো,
অগ্নি আমার! অগ্নি আমার! এই চোখেও স্পষ্ট ছিলো
উদার করতলের রেখা স্পষ্ট ছিলো, স্পষ্ট ছিলো
তোমার পরিধানের পরশ, হেমন্ত আর শীতের সকাল!

এখন চুম্বনেও আকাল, শিশির ঝরে অগ্নিহানা
এখন ভালোবাসার কথাও বোলতে মানা, বোলতে মানা!
'তোমার চুলের ঝর্ণাতে মুখ ডুবিয়ে তবু ঠাণ্ডা হবো'
এমন কথা মাটির তলা খুঁড়েও কি আর খুঁজে পাবো
অগ্নি আমার! অগ্নি আমার!

পূর্বদেশ ঃ ঈদসংখ্যা ১৯৭৩

বশীকরণ মন্ত্র

যা বৃষ্টি তুই যা, আরে দুর্ভিক্ষকে খা,
আরে মেয়ের উরু বুকের গুরু, বিড়াল ধ'রে খা।
নিতম্বে যে নতুন রাষ্ট্র রাজদ্রোহীর হা
ওদের কাছে নগ্ন হয়ে আর তো পারি না,
যা বৃষ্টি তুই যা।

কালপুরুষ ঃ অক্টোবর ১৯৭৩

পরিত্রাণ

দ্যাখোতো আমাকে খুব শিশু শিশু লাগে কিনা! বোকা বোকা
লাগে কিনা?– লাগলেই ভালো– আর
এই যেনো হয়, আমি যেনো শিশু থাকি আমি যেনো বোকা
থাকি এরকম বিদেশ বিভুঁইয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যেনো তোমাদের এই সব রক্তখেলা নারীও তৃষ্ণার জল
নিষ্ফল তুরুর ছায়া, তিমির চিনি না,
আমি যেনো তোমাদের এই সব সাংঘাতিক সুখ দুঃখ তৃষ্ণা,
কাম কুয়াশার কুয়াশা চিনি না,

আমি যেনো কোনোদিন একা একা তোমাদের এইসব
ঘাত প্রতিঘাতময়
অশ্রু শিল্প সভ্যতার ভাঙ্গন চিনি না, ক্রন্দন চিনি না, ক্লান্তিও চিনি না,

এই যেনো হয় আমি যেনো এরকমই থাকি এরকমই শিশু শিশু
এরকমই বোকা
এরকম জলমগ্ন, এরকমই শ্যাতলাগভীর আদিগন্ত আদিমতাময় কুয়াশায়
আমার চোখের ভূরু, আমার চোখের কালো
আমার সকল ভালো যেনো খসে যায়,
আদিগন্ত, আদিমতাময়, তিমিরতাময় কুয়াশার কুয়াশায়
আমার সকল আলো যেনো ভেসে যায়!

এই যেনো হয় আমি যেনো এরকমই থাকি,
আমি যেনো কিছুই বুঝি না, কিছুই চিনি না শুধু এ প্রবাসে
-তোমরা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারি, হ্যাঁ, ঐতো ওটা ফুল
ওটা বৃক্ষ, ওটা লোকালয়,
হ্যাঁ, ঐতো ওটা নদী, ওটা জল, ওটা স্রোত, হ্যাঁ ওটা ভাসমান নাও

তোমরা চিনিয়ে দিলে চিনতে পারি, হ্যাঁ উনি একজন কুকুর,
উনি পাখি, উনি পরিত্রাণ॥

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৩

চিত্রকালীন

তোমার শরীর, সমুদ্র– আমি জাল ফেলি আর
তুলে আনি আহা অনুভূতিময় ঝিনুক আমার ঝিনুক!
তোমার দুচোখ, দীঘি
কাছে যাই আর জল হই আর স্নান করি তাতে
আমার সবুজ স্নান!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার শরীর, পৃথিবী; যেখানে খণ্ডিত কত শহর, নগর, ভাষা।
-তুমি জোড়া দাও তাতে-
আর আমি নীল তোমার স্রোতে
এই হাত রাখি গ্রীবায় সেখানে সোনার খনির দাহ;
এই হাত রাখি চুলের চারায়, আরে
আঁধারের মতো অমর সে সংসারে
রাগ করে আছে একটি পরাগখোপা।

কথারা যেনো বা তোমার পর্যটন,
মনচোরা পাখি গান গায় মনে মনে।
কত বনভূমি কত কাঁদে ঝাউবন,
শিশিরপ্রতীম শূন্যতা সবখানে।

লালসায় আমি কিনে ফেলি তবু লিরিকের উদ্যান,
সেখানে ফোটাই সুন্দরতম ফুল।
শরীরে আমার শান্তির অন্বেষা-
আচি চাই ফের সুন্দর এই মাটিতে হুলস্থূল
মমতা এবং মানুষের ভালোবাসা।

তোমার বুকের উপাধানে তাই মাথা রেখে শুই প্রিয়
ক্ষণজীবনের নিদ্রা বইতো নয়।
চোখে ঘুম আসে, চোখের পাতায় লেগে থাকে স্বর্গীয়
বেদনা বোধের যাতনা হিরন্ময়!

পূর্বদেশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৩

চলে যাবো দেশ ছেড়ে

মাটির মোহর ছিলো মাটির ভিতরে বাঁধা
আমি তার খোঁজে ভোর বেলা বের হয়ে
যখন গেলাম কাছে, তুই বাঁধছিলি চুল
বললাম ফিরিয়ে দে আমার মোহর।

নইলে হুলস্থুর কাণ্ড বাধাবো আমি
ভেঙ্গে তছনছ কোরে দেবো আমি সমস্ত সংসার।
তারপর ফিরে যাবো ডাকাত না হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীচ, নিলাজ সন্ন্যাসী হবো দেশে দেশে
অপমান করবো আমাকে।

গোপন ফুলের ঝাঁকে বিষ্ঠা খুয়ে
হাসবো হলকোম ছেঁড়া হাসি যুগে যুগে
আমি আর কাউকেই বলবো না, ভালোবাসি
ওরে আমি ভালোবাসি তোর মুখ, তোর মায়া
রে সর্বনাশী, একদিন তুই ছিলি ভালোবাসা-আমার মোহর।
কে যেন এখনো তাই তিমিরের কণ্ঠ থেকে তোকে ডাকে
কান্না থেকে তোকে ডাকে, ক্লান্তি থেকে ডাকে!

বলে আয় ফিরে আয়, ভালোবাসা যদি নয়
তা হলে ঘৃণায় তুই ফিরে আয় তবু আয় তবু তুই আয়।

নইলে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাবো আমি
চলে যাবো দেশ ছেড়ে সমস্ত যৌবন খুরে নেবো ফাঁসি
নেবো আমি ফাঁসি।

পূর্বদেশ ১৯৭৩

আগুনে পুড়বে ভস্ম এবং শৃঙ্খল

আকাশকে বিক্ষত করো আকাশ তবুও আকাশ,
ফুলকে পোড়াও, ফুল তবু ফুল
কাগজের মতো ছেঁড়ো শাড়ী ও শাড়ী ছিঁড়বোই
কিন্তু নারী রয়ে যাবে,
নারী চিনবেই তার ভীষণ নারীকে।
ফুল তো কাগজ নয় ছিঁড়ে ফেলবে;
আকাশ তো মানুষ নয় ক্ষত কোরবে।
স্বাধীনতাকে যতবার তুমি পরাধীনতা করো
আর মানুষকে যতবার তুমি মারো
যতবার পরাও শৃঙ্খল
মানুষ তবুও তা বজ্র মুষ্টি থেকে
আগুনের রত্ন ছুঁড়ে দেব।
আগুনে পুড়বে ভস্ম এবং শৃঙ্খল।

পূর্বদেশ ঃ ১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক রোববারের তুমি

বন্ধু-বান্ধব মিলে বেরিয়েছি, তুমি
সে সময়ে উড়ালে রুমাল,
এলে আমাদের সাথে,
এ্যারোড্রামে কয়েকটি বিদেশী
একজন আমেরিকান তার চোখ দিয়ে
প্রথমবারের মতো চেটে নিল ঢাকার আকাশ;
এত ফর্সা উঠেছে রোদ্দুর
তোমার দাঁতের মতো এত ফর্সা দিন আজ
উঠেছে শহরে;
আমার গলায় ছিল নেক-টাই, ওষ্ঠে চুরুট
কিন্তু আমার সবার পকেটে শুধু তোমাকে পাওয়ার
গাঢ় সফলতা ছাড়া
আর কোনো সম্পদ ছিল না।
দূরে আরো দূরে একটি শহরতলীর জায়গা,
অনুমতি চাইলাম পাশেই ঝিলে কাছে
বসতে পারি জনাব জনাবি?
তিনি মুচকি হাসলেন,
আমাদের ভুরুর উপর ছিল তোমাকে পাওয়ার সুখ,
তিনি ইশারায় সব জানিয়ে দিলেন...
পরে আমরা যখোন ফেরত আসি,
চুপি চুপি তোমার হাতের কাছে হাত,
আমি আড়ালে বললাম ডেকে, এ্যাই!
তোমার বুকের সবটা তে ফর্সা ছিল কি কৈশোরে?
তোমার সেখানে সেই নগ্ন কালো ক্ষত,
ওটা কি তখনো ছিল, যখোন তোমার
নির্দোষ উলঙ্গতা পরা ছাড়া আর কিছু পরতে হতো না?

পূর্বদেশ ঃ জুন ১৯৭০

বহুদিন পর দেখা

বহুদিন পরে দেখা, নতুন নির্মিত বাড়ীঘর
জানালায় ঝুঁকে আছে তোমার কপাল থেকে চোখ.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর বাইরে বাতাসে মিউজিক;
বিকেলে রেস্তোরাঁর মতো বেশ হাসিখুশি
তোমাকে দেখলাম চোখ গানে ভরা
আনন্দিত হাবভাব
সন্তান হওয়ার সাথে সাথে জীবজগৎ
সকলের সাথে তুমি মানিয়ে নিয়েছ ভালোভাবে;
অভাবের গোঁয়ার ধাক্কায় নখ উল্টে পড়ছে না
আর নীল পর্দা ঘেরা অবকাশে
রৌদ্র ও কালির ছিটা লাগছে না, প্রতিদিন
যেমন সুদূর কোনো গন্তব্যের অভিমুখী এ্যারোপ্লেন
নির্দিষ্ট সময়ে ওড়ে,
এ্যারোড্রামে আলো জ্বলে
সূর্য ফেরে দলে দলে
দিরে ইশকুল থেকে, প্রতিদিন
সকালে যেমন নির্দিষ্ট হকার আসে
রেখে যায় ভাঁজ করা একটি 'আজকের-বিশ্ব'
টুকিটাকি মানুষের সুন্দর বিকৃতি কিছু
রাজনীতি সাহিত্যের খুচরো সংবাদ,
আর প্রতিরাতে যেমন ঘরের পাশে ডাক শুনি
হটপেটিস, কুলফি মালাই,
তেমনি নির্দিষ্ট একটি রুটিনের মধ্য দিয়ে
চলছে তোমার আজ সামাজিক কর্তব্য পালন,
নেই হৃদয়ের আর মরচে ধরা কোনোই বালাই, দরোজায়
আজকাল পিয়নের ছায়া পড়লে ভাবো তুমি
এসেছে বিদেশ থেকে টাকা।

ফিরে আসি মনোমন্থনে

নীলিমা, নর্দমা থেকে আঁধারে চোলাই কোরে নিয়ে মাঝে মাঝে
আসে নেমে নয়নবিড়িক চঞ্চু তাঁরা ঝাঁকে ঝাঁকে, এই লোকালয়ে
আর তার ঠোকরে আহত হয়ে কেউ কেউ
মস্তিষ্কের লোহিত চাবিতে খুলে ফেলে দিয়ে
সম্পূর্ণ বুড়োটে কালো বনভূমি, সবুজ দরোজাপুঞ্জ, নৈশরাতে
যায় ফিরে জ্যোৎস্নার এ্যাম্বুলেন্সে ভোরের চেম্বারে, ফিরে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্ব রুমালে শুঁকে হত্যাকাণ্ড, সুন্দর মৃত্যুর শোক
শিশির, সানাই, অনন্তের অজস্রলতার শান্তি আলো ভরে সেইখানে

যেখানে জীবন জাগরণে ব্যাপক বিঘ্নের কাছে পরাজিত হয়ে শেষে
পিষ্ট করে পাখির পিরান, তবু ফোয়ারার নুড়ির নির্জনে নগ্ন
ছেটে ফ্যালে গলার উদ্ভিদ আর যেখানে কেবল
বিমল বিশাল অনুতাপ অন্ধকারে ঘাড়ে কোরে ট্রাউজার হাঁটে, তবু
নতুন কটির ছন্দে, নিম্নতলদেশবর্তী সুখদুঃখ পার হয় হৃদয়ের ব্রীজ!

তুমি স্বপ্নে অই ব্রীজ বেঁধে দিলে তবে
চিনে নেয়া যায় পাখি আর ফোয়ারার নুড়ির বাজার
সুরসিকা লো বান্তবা, কিন্তু যে এক ঐশ্বর্যময় নিমিত্তের আলো
আমাদের অস্ত্র প্রহারে করে মহাদ্যুতিমান মুহূর্তে মুহূর্তে, তাতে
তোমার শত্রুতা সহনীয় নয়, মোটে; এতটুকু সহনীয় নয়, কলে
ছেটে দেয়া গলার উদ্ভিদে ঝাঁক ঝাঁক তারার ঠোকর নিয়ে অনিমেষ
কেউ কেউ ফিরে আসি মনোমন্থনে, আসি ফিরে নৈশরাতে
খুলে ফেলি বুড়ো কালো বনভূমি, তুরীয় দর্বোজাপুঞ্জ, লোহিত চাবিতে!

কণ্ঠস্বর ঃ জুলাই-অক্টোবর ১৯৬৯

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী

তোমরা হারাও আর আমরা বার বার খুঁজে আনি
আমাদের চিতল মাছের পেটি, আমাদের বলক দেয়া ভাত, আমাদের
ডালের শুক্তো!
আমাদের যুবতীদের ভালোবাসা, ঘুম, কামকলা, আমাদের শিল্প
সমাগম!
তোমরা ফেলে দাও আর পিছনে আমরা বার বার তুলে নেই
আমাদের রাজকুমারের ছবি, আমাদের ধুলো রাস্তা আমাদের অন্য
সিংহাসন!

তোমাদের পোশাকে জোড়াতালি পড়তে পড়তে আমরা আবার
নতুন পোশাক বানাই তোমাদের পরাই
তোমাদের জানালা কপাট ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে আমরা আবার
নতুন নিবিষ্ট ঘর রঙ্গীন প্রহর ঘেরা জানালা কপাট গড়ে তুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তা ভাঙ্গছে ওদিকে হুড়মুড় আর এদিকে অবাক
নতুন রাস্তার বাঁক, মাইলের পর মাইল মুগ্ধ সবাক বিস্তার!

তোমরা পুরানো রাস্তার ভাঙ্গন আগলাতে আগলাতে এদিকে আবার
আমরা কি সহজেই নতুন পথের পাশে বসে আছি!

আমরা তোমাদের পিছনে ফেলে অনেক দূরে চলে এসেছি!
দূর থেকে তাকাও দ্যাখোতো চিনতে পারো কিনা আমাদের
নতুন নতুন শিল্প, নতুন মানুষ?

গণবাংলা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৩

গায়ে লাগে না

গায়ে লাগে না সুখের বাতাস
কিন্তু আমার নখে লাগে,
চোখ রাখে না স্বপ্নে আকাশ,
তবুও আমার স্বপ্ন জাগে।

গোলাপগুলি আলোয় ফেরাও
গন্ধগুলি গায়ের দিকে
চোখ দুটিকে যন্ত্রে ঘোরাও
অন্ধকারের অনিমিখে।

উনিশ শ'বাহাত্তরের এক তুমুল বৃষ্টিময় দুপুর। রেক্স রেস্তোরাঁয় রেখা।
কক ঃ ফাল্গুণ ১৩৮২

আমার আত্মার সেই সুন্দরের আর্শীটি

ভেবেছ আর্শী একা? পারদের কেবল বন্ধনী?
ভিতরে সে কিছু নয়? কেবল প্রতিবিম্ব ধরণের ছায়া মাত্র?
কিন্তু আমি জানি আর্শীও অনেক কথা জানে!
দ্রৌপদীর শাড়ির মতোন তারও ভিতরে রহস্য খুলে খুলে
বোলতে পারে তোমাদের কে কতটা সত্যিকার নারী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্শী ধরে রাখে সব, সুখ দুঃখ অন্তর্গত শিল্পে সহবাস,
এলোচুল কালোচুল, খোলাচুল সব আর্শী বুকে তুলে রাখে
দুঃখিনীর কোলজোড়া দারিদ্র দয়ার চিহ্ন কম্পনের কথা সেও জানে!

আমি জানি তোমার স্তনেরও পরিমাণ আর্শীর নিকটে জমা আছে!
তোমার অশ্রুর তুমি কতটুকু, তোমার দুঃখের তুমি কতটুকু, তাও তার জানা!
আর গতকাল তুমি সজল শাসনে কেন কোমল ওদুটি চোখ
বেঁধে নিজ শরীরের একাকীত্ব দেখতে চেয়েছিলে, কেন তুমি
রোদ্দুরে রোয়াকে বসে কাত হয়ে সূর্যাস্তের পতন দেখেছিলে
তাও আর্শী জেনে গেছে আমার আত্মার তলে সেই সুন্দরের আর্শীটি!

কালপুরুষ ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

আবার আমার ফিরে তাকানো

কঠিন এই ক্রুর মানুষ, এদের সঙ্গে থাকতে থাকতে থাকতে থাকতে
ভালোবাসার সঙ্গে আমার একদণ্ড কথাই হয়নি!
কবি যেমন কাব্য থেকে মাঝে মাঝেই শব্দ পাল্টে আশ্বস্ত হন,
ভাবের এবার সম্পূর্ণতা পেলাম এবার এই কবিতার ছুটি!
তেমন আমার ভালোবাসার কিছু একটা উল্টে পাল্টে দেওয়ার কথা!

স্ত্রীকে পরস্ত্রী ভেবে যেমন অনেক পুরুষ রাত্রে
অন্যরকম সঙ্গ সুরত, অন্যরকম উত্তেজনা চরিতার্থ করেন তেমন
আমরাও সকল হিংস্রতা ফের ভালোবাসার মায়ায় একটু ভিজিয়ে আবার
করুণ একটি কোমল মানুষ বানিয়ে তোমার কথা মানে আপাদনখ
আহৃৎপিণ্ড- আত্মা অব্দি প্রেমিক হবার কথা আমার!

কিন্তু মানুষ! ভিতরে এক কঠিন মানুষ, ক্রুর মানুষ একলা মানুষ
আমাকে তার সময় দেয়নি, সময় আমার সময়!

আমি পিছন দিকে আবার তাইতো এবার ফিরে তাকাই!
আবার আমার ফিরে তাকানো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১] দেখি নদীর চিবুক আজো ঢেউ লেগে তার কাঁদন কাঁদে
দেখি ধানের ধারায় বসে বোকাদেশের মানুষ নিজের ভাগ্য
বাঁধে ছবির শিল্পে!
দেখি দয়ার মতোন আকুল পাঠশালে যায় প্রথম ছেলে
হাতের কলম একটু কাঁপলে নতুন একটি শব্দ পাবে
ভালোবাসা।
নতুন একটি শব্দ পাবে অ-য় অজগর, উ-তে উষা!

২] দেখি আমার টিয়ে আমার সবুজ মন্ত্রী বসে আছে এখনো
সেই বনের কাছে,
যেনো ওটাই ওর কেবিনেট, মন্ত্রীসভা,
আর সকলে পাত্রমিত্র, প্রজাভক্ত নয় চাটুকার।
নিসর্গই প্রথম উদার সিংহাসন ঐ প্রতিনিধির, ঐ পাখিদের!

৩] দেখি আজো তালের পাতার টোকা মাথায় মৌন মানুষ
বাদল দিনে বাইরে গেল!
নতুন বউটি বাবুই পাখির মতোন বিলোল একটু
চাইলো চতুর্দিকে
দেখি জলের রেখার উপর বেগুনী ছায়া মাছরাঙাটির চক্ষুটিকে
আঘাত হানে বেলা যে যায়!

৪] দেখি কাঁথায় সেলাই দিয়ে বলছে ওরা- 'ও বড় বউ,
তোমার শুভ বিবাহে বড় শোভন গাভী পেয়েছিলাম
কাঁসার গেলাস, চন্দনের বাক্স, শাদা এই সমস্ত, ফিরে তাকাই
ফেলে আসার সকল সীমার মধ্যে আবার ফিরে তাকানো।'

টিয়ে আমার সবুজ মন্ত্রী, হে কাহীনা, ভুলে কি গেছো
আমার স্মৃতি?
ও বড় বউ ভুলে কি গেছো?
নোলকপরা বউটি আমার, আমাকে সত্যি ভুলেই গেলে?
ভালোবাসায় আমাকে তুমি বলেছিলে আঁধার তোমার মনে কি পড়ে?
নদী তোমার, নয়ন আমার মনে কি পড়ে?
টিয়ে আমার সবুজ মন্ত্রী, ও বড় বউ, নোলকপরা বউটি আমার
আমাকে আবার বোলতে পারো ভালোবাসার সুপারগতা?
ক্রূর কঠিন মানুষ এখন মনের মতো মানুষ ছোঁয় না, শস্য ছোঁয় না
আমাকে আবার বোলতে পারো সুশস্যিতা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে বলো সুপারগতা,
আমাকে বলো সুশস্যিতা,
আমাকে আবার বলো প্রেমিক!

আমি আবার তোমার বুকের বৃহৎ ভাষা, ভালোবাসা গ্রহণ কর!

অর্চনা ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

ভালো লাগছে, রহস্যপ্রবণ লাগছে

ভালো লাগছে। এতকাল পরে আজো মানুষকে ভালো লাগছে।
রাহস্যপ্রবণ লাগছে।
বড় তরতাজা লাগছে। যেমন যুবতী, যেমন জরায়ু, যেমন শিশির

ভালো লাগছে। ফুল ও পূর্ণিমা, পুরাতন ভালোবাসা ভালো লাগছে।
মানুষ এখন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে ফিরছে। মানুষকে ভালো লাগছে।
মানুষকে মারা আজ কোনো কিছু কঠিন ব্যাপার নয়; সব সহজ।

জর্জর সঙ্গম, ফুল, জন্মে জেগে ওঠা মৃত্যু, অন্ধকার। সব সহজ।
কোনোকিছু আজ আর কোনোকিছু কঠিন ব্যাপার নয়।
ভালো লাগছে। বেরিয়ে আসছে বিষ, ক্ষয়, অমৃত ও জ্বরা।
ফুলের মালায় বেরিয়ে আসছে অবেলায় অজগর, ভালো লাগছে।
রহস্যপ্রবণ লাগছে।

সুন্দর ব্যর্থতা ঝরছে দোরগোড়ায়। ভালো লাগছে। মানুষ লিখতে পারছে
কুকুর হইতে সাবধান, বাগানের ফুল ছিঁড়িও না আর নীরবতা আবশ্যক
ভালো লাগছে। এতকাল পরে আজো মানুষকে ভালো লাগছে।
রহস্যপ্রবণ লাগছে।

ফুল ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে ফের বলছে ফুল ছিঁড়িও না।
কুকুরের মধ্যে ফের কুকুর বসিয়ে ফের বলে উঠছে কুকুর হইতে সাবধান!
ভালো লাগছে। মানুষকে ভালো লাগছে। ভালো লাগছে। সারাদিন
ভালো লাগছে। সারাদিন রহস্যপ্রবণ লাগছে, ভালো লাগছে,
ভালো লাগছে না।

বিচিত্রা ঃ মার্চ ১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল ছিঁড়লেই

ফুল ছিঁড়তেই হয়ে গেলাম মানুষ!

নচেৎ ফুলের মতো ফুটতে ছিলাম
মায়ের ভ্রূণে গর্ভাশয়ে ফুলের মতো
অমল ধবল ফুটতে ছিলাম, ছলছলানো জলের যোনি
ঘূর্ণি মেরে ফুটতে থাকা একলা খুনী
করাতে-ধারে চিরতে ছিলাম মায়ের মাংস
মাখতে ছিলাম ভিতর-ব্যাপী আকাশজুড়ে,
মায়ের মাথুর অন্তঃপুরে;
কোন বিদেশী ডাকাত তাকে ছিঁড়তে গেলো? ছিঁড়তে গেলো?
টাকার মতো রূপোয় ঢাকা গোলাপ তাকে ছিঁড়তে গেলো?
বাবা? নাকি অসম্ভবা জন্ম আমার
কোনবিদেশী ধর্মাধর্ম ছিঁড়তে গেলো? ছিঁড়তে গেলো?
একলা একলা শুয়ে থাকার গন্ধ মাখার শান্তি অগাধ!
এখন আমার ক্লান্তি বড়, শরীর ভরা জড়োসড়ো
ঘুণপোকা আর থোকা থোকা মলমূত্র বহন করি!
অমৃতন যখোন তখোন মৃত্যুভুবন জড়িয়ে ধরি
জখম করি নিজের জন্ম,
ধর্মাধর্ম এই পৃথিবী জখম করি, জখম করি!
ত্রিশূলবিদ্ধ শুয়োর যেমন, জখম করি জীবন দুয়ার
পিছল পাগল সকল আহার
আত্মা থেকে অমল বাহার ফুলের মতো একলা থাকার
গর্ব নিয়ে ফুটতে ছিলাম মায়ের ভ্রূণে,
কি কুক্ষণে ডাকাতুবেনে ছিঁড়তে গেলো, ছিঁড়তে গেলো।
এখন আমার সকল ভালো; মানুষ শোভন মৃত্যুকালো
বহন করে, বহন করে,
এখন আমার আন্তঃপুরে
ঘুণের ভীড়ে ভুল মানুষের জীবনযাপন
যখোন তখোন বাদ প্রতিবাদ অসীম অগাধ
বজ্রঝড়ে শব্দ করে
বাঁচতে চাই না, বাঁচতে চাই না!
আবার যেনো মরি!

বিচিত্রা ঃ মে ১৮৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব রৌদ্র ফিরে যায় না

সব রৌদ্র ফিরে যায় না, লুকিয়ে থাকে
রাতের ফাঁকে যেমন তুমি

কোথায় ছিলে? কোন পাহাড় কোন পোস্টাফিসে
চিঠির মতো
ভোরের মতো কোন জানালায় তাকিয়ে ছিলে
চোখের ছায়ায়?
সব রৌদ্র ফিরে যায় না লুকিয়ে থাকে
পথের পাশে
কাঁচের মতোন গোল গেলাশে
জলের ছায়ার
ফিরে আসে, যেমন তুমি ফিরে এলে।

দৈনিক বাংলা : ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৮২

amarboi.COM

দু'মুঠো চাল

দু'মুঠো চাল, দু'বেলা যেন দোয়েল ডাকে বনঝাউ-এর ডালে
দু'খানা শাড়ী, ঘাসবরণ, যদি না এক গরিব মেয়ে বলে :
সব মানবই মাটির গা; আমরা তার আবহমান পুতুল
দু'বেলা দু'টি শাদা ভাতের উপমা দিয়ে সাজাই জুঁই ফুল

গলায় কোনো রাজবরণ গয়না না থাক, মাঝরাতের আঁখি
ইশারা দিয়ে হুইসিলের মতো- শত যাত্রীকে তো ডাকি!
এখনো আছে হাতের লাল সুতোয় বাঁধা অন্ধকারের তাবিজ
ঝলক দিলে এখনো রাতে ডাকতে পারি অনেকই বেতমিজ;

এবং তারা হাতদে' খোলে আমার শোভা আমার আন্ধার!
যুবতী মোরা, সেই সুবাদে কতনা পুরু প্রাচীন পাতাবাহার
ডালপালায় নগ্ন এক অবিশ্বাসী সর্পফণা তুলি
কালো যুবার সামনে তখন কেউটে হয়ে রাত্রিবেলা দুলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সে যে লখিন্দর। হঠাৎ সাপ বেহুলা হয়ে কাঁদে।
দু'মুঠো চাল, দু'মুঠো ফণা, বিষ বদলে বিষাক্তকে বাঁধে।
দু'মুঠো চাল জুঁই ফুলেরই মতন শাদা প্রাণের প্রণিপাত-
হঠাৎ তাও হত্যা করি অক্রুরের বাণের অপবাদ।

হঠাৎ দাও অন্ধকার, মা আমার হোক আবার নদী
এবং শুশুক হয়ে ভাসি, ভুসুখ হয়ে সাজাই তার বোধি।

(পি.জি. হাসপাতাল ১২ই নভেম্বর ১৮৭৫)
ত্রৈমাসিক জনান্তিক ঃ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮২

বন্ধুকে মনে রাখার কিছু

১
একদিন ঝরা পাতার মতো নামহীন নিঃশব্দে
তোমাদের কাছ থেকে ঝরে যাবো যখোন
পিছনে ফেলে রেখে আমার নিদ্রাহীনতার কয়েক গুচ্ছ ফুল।

সম্ভব হবে না আর তোমাদের সাথে
রেস্তোরাঁর ব্যস্ততায় স্বগত সন্ধান।
সন্ধ্যেবেলা ইসলামপুর থেকে একতোড়া ফল কিনে নিয়ে
গ্রীন রোডের নিস্ফলতায় ফেলে আসা।

তোমরা তখন ভেবো একদিন কথাচ্ছলে
কোনো আমি এক জোড়া চোখের অবিনশ্বর সান্নিধ্যে
কী এক অমোঘ আলোয়
তাঁর ব্লাউজের গন্ধময় চিত্র গেঁথে গেঁথে
আঁকতে চেয়েছি রক্তময় লাল নাশপাতি!

২
দল বেঁধে সিনেমায় ঢুকে
মনে পড়ে যায় যদি আমাকে সবার কোনোদিন
দীর্ঘায়িত পর্দার অলৌকিক স্পর্শে সেদিন
পরিপূর্ণ শিহরণময় একটি দুঃখের দৃশ্যে
আমাকে খুঁজবে তুমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে ফিরে যাবার বেলায় মনে হবে?
নাকি, সে-রাতের কথা অকস্মাৎ দগ্ধ কোরে দেবে?
যে রাত্রে অর্থহীন পাগলের মতো
কী সে এক দুর্মর আকাঙ্ক্ষায়
শহরের শব্দহীন রাস্তায় সারারাত ঘুরে
শৈশবের পুরনো ইতিহাস
ইন্দ্রধনুর মতো পরেছি যখন চোখে মুখে!
এবং সমস্ত নারীর প্রেম-পাপে
ঘুমহীন নিয়নের মতো এই দেহ
টাঙ্গিয়ে দিয়েছি শেষে রাত্রির বিনিদ্র বাতাসে।
এক মূর্ছিত ঠোঁটে
পরম দুঃখে গেয়ে গেছি ঃ
সহজ উপায় নেই কোনো স্বপ্নহীনতার?

৩

নরক-শয্যায় বৃথা আমাদের শূন্য হুতাশন,
আজ মনে হয় ঃ নিরন্তর শোকের হাতের
আঙ্গুল আমরা সব!
কিছু-নেই-দুঃখের ভেতর ধ্বংসময় ক্ষণিক পাগল!

যেখানে প্রশান্তি নেই মানুষের লোকক্ষত গাঁথা,
সেখানে মৃত্যু, শুধু মৃতের ঘুমের অন্ধকার;
গ্রীনরোডের পুষ্পিত শাড়ীর মতো
মনে হয়না পৃথিবীকে তাই আর,
ইসমলাপুরের পুষ্পস্তবকের মতো
পৃথিবীর নারীর হৃদয়!

তাই বলি তোমাদের একমাত্র মৃত্যুই সুন্দর
চাঁদের মতোন আত্মা আমার মেলে দিতে পারি
আজ অনন্ত মৃত্যু সম্ভাষণে

কণ্ঠস্বর ঃ মার্চ ১৯৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্যুরিজম

রুখ-শ্যাম দিনাজপুরে কক্সবাজার জুড়ে
ট্রাইবাল এরিয়া ঘুরে বেড়ালে সেখানে
হাড় বজ্জাতের মতো সাঁওতাল কুমারীর সাথে
মিলেমিশে খেলে দেশী মদ,
ভাতপচা রসের হাড়িয়া খেলে,
মোরগ লড়াই দেখে দিনকাল ভালো গেল।
ট্রেনে চড়লে, দেখলে কড়া সোনালি চুলের মাল
ইস্টিশনে সাধু বাবাদের সাথে বসে বসে
গাঁজা খেলে যত ইচ্ছা ওয়েটিংরুমের কাছে খুঁজলে রুমাল,
শহরের কাছে এক সুন্দরীর ঘরে গেলে
সুন্দরীর মাংস মজ্জা খেলে
সুন্দরীর হাত দিয়ে বানালে চিরুণী তুমি
সারারাত শুয়ে শুয়ে চুল আচড়ালে!

বিচিত্রা ঃ ঈদ সংখ্যা ১৯৮১

www.amarboi.com

এ মুহূর্তে

এ মুহূর্তে দশটি লোক আমার অহঙ্কার হয়ে গেল
আমি একা দশটি লোক অহঙ্কার ক্ষমা করে দিলাম বন্ধুরা
এক মুহূর্তে একটি নারী আমার অজাতপুষ্প এক ফোঁটা
শিউলি হয়ে গেল
তোমরা দুঃখ করো, তোমরা উঠোনের অনস্তিত্বে
গোলাকার অনস্তিত্বে হাহাকারে কাঁদো
আমি তো পেলাম রাঙ্গা অঙ্গনার একান্ত পুষ্পটি!
এ মুহূর্তে তিনটি অধিকর্তা একটি অবৈধ সম্রাট
গেঞ্জি বিক্রেতার কাছে চাইলেন হাল্কা মিহিন পরিধান
একজন নেতার ছবি গলতে গলতে গলিত মৃত্যুর মৃত্তিকায়
আমার এ বাংলাদেশ ত্বরিত বিদ্রোহী হয়ে যায়।
সেই ভয়ে একটি লোক আমার পিতার কণ্ঠে
রোদ্দুরে বললেন শোনো, শহরে অনেক ক্ষতি,
পাপক্ষয়, ওরে পরাজয় তুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে ফিরে আয়।
নদীর ভাঙ্গন ফেলে তোকে নিয়ে
শস্য বুনবো, রোমহর্ষ প্লাবন ঠেকাবো।

ইত্তেফাক ঃ ১৯৮১

নষ্ট ডিমের খোলসের শব্দ

সব ক্রান্তি আজকাল কচ্ছপের মতো। হাত পা গুটিয়ে থাকে।
সুবিধায় গলা বের করে।
আমি সেই কচ্ছপের পিঠ থেকে বেরিয়ে এসেছি কবে নষ্ট ডিম।
কাকের মুখেও ছুঁড়লে গ্রহণ করে না।

উপরন্তু ভাঙ্গনে ভাঙ্গনে এর অন্ধ আদি কালিমার হলুদ আরক
স্বপ্ন আর সবিতার অপব্যয়ী অব্যর্থ করুণ শীতে শুধু
ঘোলাটে কুসুম থেকে বেরুনো লালার
পচনে ও প্রবচনে হৃৎপিণ্ড নষ্ট করে, আরো
নষ্ট করে।

তবু বেদনার জলে সমস্ত শ্রান্তির কাল চোখে তার
প্রতিবিম্ব মেখে
আজো কত কম্পমান লেবুর পাতার গুচ্ছ হয়ে যায়!
'সোনার-বুক-পাখি-শীষের দোলায় দোলা আকাশের
রামধনু দেখে
অকস্মাৎ চুল খোলা নারীর উদাস দুটি যুগল স্তন চায়
প্রেমিকের পূণ্য করতল।'
মানুষের পৃথিবীতে রহস্য অপার। কেউ মুরগীর ঠ্যাং গভীর
গহন রাতে ভালোবাসে।
কেউবা অপার বনে মাঝরাতে কুলুকুল ফুটে থাকা সিক্ত বনফুল।
কেউবা পরস্ত্রীর সাথে শুতে গিয়ে সংসারের সুতো কেটে ফেলে
কেউ নারী চায় শুধু শিল্পের সমার্থ মুখ লুকোবার তীব্র পিপাসায়।
মানুষের পৃথিবীতে রহস্যের জটিলতা-তাও অপার।
তবু নষ্ট ডিমের ভিতর এত সাবলম্বী জ্যোতির ধ্রুবতা
আমি চাই কেন?
স্বচ্ছ আঙ্গুরের মতো নীলাভ হৃদয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে অদৃশ্য বেদনার শুভ্রস্বচ্ছ কাকচক্ষু জল, বলো, বলো, বলো
ধুয়ে কি দেবে না তুমি নষ্ট জীবন?
হিমযুগ শেষে এই আণবিকতার শেষ বৈনাশিক বাঁকে এসে
তোমার কি শেষ নষ্ট হয়ে গেছে তবে? তোমাদেরও
প্রাপ্য শরীক তবে
যুদ্ধ ক্ষয় মারী ও ক্ষরায় যে যার আলাদা খোপে ক্ষয়ে
নিমজ্জিত।
তোমার দুয়ার থেকে ফিরে এসে আজ তাই
নিজেই নিজের কানে কান পাতি।
নষ্ট ডিমের মাঝে আদি-মৃত্তিকার মৃদু পায়ের স্পর্শ
যদি টের পাই।
গাছের পাতার মতো আজ কেন বুঝিনা এমন হায়
ক্রমে ক্রমে হলুদ হতিছে!

বনমোরগের মাংসে ঝিলিক ঝিলিক ঠোনা মেরে বুঝিনা এমন কেন।
উপবনে মাংসাশী বন্দুক তার সুস্বাদু প্রোটিন আজ খাতিছে
দিনরাত।
অতএব যেখানে শিল্প নেই, স্বর্গভিক্ষু
সেখানে তাহলে কারা তুলে নেবে নারী ও নদীর তলদেশ দেশে
মানবী ও মৃত্তিকার পেট থেকে
কেরসিন সোনাদানা হীরা গ্রাফাইট?
সীতার মতোন একা সমুদ্রের তলা থেকে তেলখনি জাল ফেলে
তবে কারা উঠাবে এখানে?
মনে হয় আমি আর একা নই। আমরা সবাই নষ্ট ডিমের খোলস
ভেঙ্গে গেলে ভিতরে কেবল কালিমার ধারাস্রোত। লোলজিভ
শুয়োরের
অমানব অবৈধ সংক্রার!
আমাদের গলগণ্ডে মাংস নয় আমাদেরই অনাচারী দেশ
ফেলিয়াছে।
এই সব অন্ধকারে আমি আজ- আমিও তো নষ্ট ডিম!
তাই প্রার্থনায় বলি, প্রায়শ্চিত্তে বলে উঠি,
কেউই নেবে না যদি হে কাক তোমার চঞ্চুতে ভেঙ্গে ফেলো
আমার খোলস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠুকরে ঠুকরে ভাঙো আমার লোভের আত্মা গলিত বিবেক।
তারপর যেখানে মানুষ আজো দেশকে স্বদেশ বলে
আকাশকে আলোর জমি, বনভূমি যাদের নিকট আজো বিলোল
উদ্যান।

নিরীহ প্রাণীর এত মর্মন্তুদ মৃত্যুৎসব যেখানে এখনো নেই-
যেইখানে কোথাও গহন গর্তে অবৈধ শিশুর মতো ফেলে দাও
আমাকে হে কাক।
থ্যাতা ইঁদুরের মতো ঠোঁটে বিঁধে ফেলে দাও
হে কাক, হে সুধাকণ্ঠী কাক!
আমরা দু'জনে এসো সন্ধি করি
তুমি দাও আমাকে নতুন জন্ম,
আমি দেই তোমাকে নতুন ভাবে
কোকিলের কোমল গীতিকা!

পূর্বদেশ ঃ অক্টোবর ১৯৭৪

সহোদরা

স্বাধীনতা আর পরাধীনতায় তৃপ্তিতো নেই, তৃপ্তি–
এখন কেবল ছন্দবদ্ধ তোর সুষমায় প্রাপ্য!
যুদ্ধ আসুক, আমি তো বিজয়ী তোর ওষ্ঠের যুদ্ধে
প্লাবন আমাকে পীড়িত করে না, কেননা তা আসে তোর
ঐ দুটি চক্ষে।
কেননা সে শুধু ছলছল করে বাড়ায় তৃষ্ণা– পানীয়!

সফোক্লিস কি জানতো আমার তোকে বুঝবার চিরায়ত ইতিবৃত্তি?
ইলেকট্রা এই কালেও এখনো সহোদরা হয়ে অন্তরে নেয় জন্ম?

সমস্যা আর সম্ভাবনায় তৃপ্তি তো নেই, তৃপ্তি–
এখন কেবল ছন্দবদ্ধ তোর সুষমায় প্রাপ্য!
মধ্যরাতের মহারাণী তোর তারাভরা একা বিছানায়
আমি কি হঠাৎ দেখিনি দারুণ দহনীয়া সপ্তর্ষি?
যখোন স্নানের ধারায় ধাবিত দেহ খুলে যায় যুবতী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলের আবেগে জল হয়ে যায় অতলপ্রকাশ তোর ঐ ঊরুসন্ধি
নাভিতে নম্র নির্ভার হয় ছায়ামাধুরীর মতোন মাংস-বদ্বীপ!
তখোন কি তুই আদিম বনের দেবীর মতোন আর্ত
মুদ্রা জাগিয়ে জন্ম দিস্‌না জ্যোৎস্নাক্ষরিত আমার যৌনতৃষ্ণা?
বাহুতে বিলোল, নাভিতে সুগোল প্রেমিকা হে পরমার্তি?

স্বাধীনতা আর পরাধীনতায় তৃপ্তিতো নেই, তৃপ্তি-
এখন কেবল ছন্দবদ্ধ তোর শরীরেই প্রাপ্য!
ইলেকট্রা আয় বাহুতে আমার তোকে দেই তোর চুম্বন!
তোকে দেই তোর সূক্ষ্মসুখের আভাসের ক্ষণজাগরণ!

তোকে দেই আয় দ্বিতীয় জন্ম শিল্পের পাদপদ্মে।

চিত্রালী ঃ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৪

দ্বিতীয় জন্ম

সেই কবে জন্মেছি কৈশোরে!
কোমল কাজল চোখে জন্মের শ্যামল ছায়া
সেই পাতাঝরা সেই হেমন্ত বিহার
পুকুরের পাড়, বালি ঘনধুলো, ঘাসের পাহাড়
লেগে আছে মনে-
তুমি তার উত্তরাধিকার!
জোনাকীর কাঁপানো গঠনে তুমি আমার সত্তার
একমাত্র আলোর আহার!
তুমি লেগে আছো চোখে
অরণ্য দেওদার ঘন ছায়ার বৈশাখে!

তোমার জন্মের পর আমার ভিতর
আমি জন্মেছি- ভ্রমর যেমন কিনা তার
মৌচাকের পর পুষ্পে জন্ম নেয় মধু রচনায়!
তুমি আছো প্রাণের মনের গ্রামে মোহনায়
তোমার আবার জাগরণ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার ভিতর থেকে এবার গ্রহণ করি
শ্রমশর্ত, সঙ্গীতের, শস্যের বোধন...

বেতার বাংলা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৪

জ্যোৎস্নায় তুমি কথা বলছো না কেন

প্রতিটি নতুন কথা বলাটাই হলো আমাদের প্রেম,
প্রতিটি নতুন শব্দই হলো শিল্পকলার সীমা ঃ
হে অসীমা তুমি কথা বলছো না কেন?

ওষ্ঠে কাঁপন ধরানোই হলো
নিবিড় নিহিত আবেগের চুম্বন!
এসো তবে ঠোঁটে কাঁপন ধরাই
দু'জনের ঠোঁটে দূরের কুজন, হাওয়া শনশন চুম্বন গড়ে তুলি!
একাকী থেকেও এখন আমরা এসো দু'জনের মুগ্ধতা আনি মুখে
কালে কাঁপাই ভ্রূ যুগল অনুভূতি!
বাতাসে বহাই চক্ষুর সম্মতি!

এসো সতী মেয়ে আবার আমরা শুয়ে পড়ি, সেতু বাঁধি
দুই শরীরের মিলনে ঐক্যতান,
সংরাগে দেই সুন্দর করতালি ঃ
আমাদের দুটি হৃদয়ে আজকে প্রথম ধরেছে কলি,
এসো উদ্যানে পুষ্পে পবনে অঙ্গার হয়ে জ্বলি।
সূর্যে তারায় শত শনশন সবুজ ডেরায় আমি তুমি ঝঙ্কার
কান পেতে তুমি তাই শোনো মৃত্তিকা,
এসো সুন্দর এসো সে শহরতলী,
আমাকে বানাও ঘন সবুজের শিখা,
তুমি তো বনস্থলী,
তোমাকে কে চেনে আর
আমি ছাড়া আর কে চেনে তোমার কেন এ অহঙ্কার,
কেন নিশ্চুপ, কথা বলছো না হৃদয়ে পূর্ণিমার
জ্যোৎস্নায় তুমি কথা বলছো না কেন!

পূর্বদেশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার কবিতা লিখবো না

তোমাকে ভালোবাসি তাই ভালোবাসার কবিতা লিখিনি।
আমার ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কবিতা সফল হয়নি,
আমার এক ফোঁটা হাহাকার থেকে এক লক্ষ কোটি
ভালোবাসার কবিতার জন্ম হয়েছে।

আমার একাকীত্বের এক শতাংশ হাতে নিয়ে
তুমি আমার ভালোবাসার মুকুট পরেছো মাথায়!
আমাকে শোষণের নামে তৈরী করেছো আত্মরক্ষার মৃন্ময়ী যৌবন।
বলো বলো বলো হে ম্লান মেয়ে, এত স্পর্ধা কেন তোমার?

ভালোবাসার ঔরসে আমার জন্ম! অহঙ্কার আমার জননী!
তুমি আমার কাছে নতজানু হও, তুমি ছাড়া আমি
আর কোনো ভুগোল জানি না,
আর কোনো ইতিহাস কোথাও পড়িনি!

আমর একা থাকার পাশে তোমার একাকার হাহাকার নিয়ে দাঁড়াও!
হে মেয়ে ম্লান মেয়ে তুমি তোমার হাহাকার নিয়ে দাঁড়াও!

আমার অপার করুণার মধ্যে তোমারও বিস্তৃতি!
তুমি কোন দুঃসাহসে তবে
আমার স্বীকৃতি চাও, হে ম্লান মেয়ে আমার স্বীকৃতি চাও কেন?
তোমার মূর্খতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে, পৃথিবীটা পুড়ে যাবে
হেলেনের গ্রীস হবে পুনর্বার আমার কবিতা!

এই ভয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায়
আজো আমি ভালোবাসার কবিতা লিখিনি
কোনোদিন ভালোবাসার কবিতা লিখিনি।

হে মেয়ে হে ম্লান মেয়ে তোমাকে ভালোবাসি তাই
ভালোবাসার কবিতা আমি কোনোদিন কখনো লিখবো না!

সচিত্র বাংলাদেশ ঃ ১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশু বিরোধী ভূমিকা

শিশুর শরীর খোঁড়ো, দ্যাখো হৃৎপিণ্ডে কোন
কুমারী মাটির গন্ধ, ঝর্ণা, ফুল, ললিত লাবণ্য তাতে একাকার!
শিশুর শরীর খোঁড়ো, দ্যাখো, সারা হাত পা জোড়ায়
কেন ও কেবল শিশু, কেন ও কেবল এত কোমল নির্বোধ!

বোঝে না হত্যার ক্রুর পিশাচের ছলাকলা, ছল কাপালিক
কৃতকর্মের পদ্ধতি... খোঁড়ো- খুঁড়তে খুঁড়তে আজ খোঁড়ো তার
সমস্ত সুন্দর শান্তি... খোঁড়ো, খুঁড়ে, খুঁড়ে জানো, কেন সারাদিন
সরল স্বস্তির নির্জনতা জুড়ে শিশু খেলা করে, কেন সে বোঝে না!

বাহিরে দুর্দিন আজ, চিলকুমারীর কান্না কেড়ে নিয়ে
নগ্ন বাজপাখি তার শাবকের সরল শরীর ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায়,
কেন সে বোঝে না আজ কালের কহলার শুধু ভেসে যায় রক্ত স্রোতে
হৃদয়ের ক্ষতে, আর
ভূলুণ্ঠিত নর্দমায় কেন সে বোঝে না, আজ নষ্ট জলের ধারা,
নষ্ট জলের ধারা শুধু?

শিশুর শরীর খোঁড়ো, দ্যাখো হৃৎপিণ্ডে কোন
কল্যাণের অমিত আভায় আজো শিশু হেসে খেলে নিদ্রা যায়, কেন
সে ঘুমায়
কেন কাল কলঙ্কিত কোনো বার্তা কোনোই সংবাদ তাকে স্পর্শ করে না।

আর কেন সে সরলভাবে মরতে হলে মরে- বাঁচতে হলে বাঁচে!

দৈনিক জনপদ ঃ ১৯৭৪

শিরোনামহীন কবিতা

রূপসী হিংসা তার ডোরাকাটা বিদ্যুৎগতিতে খ্যাতিমান!
তারা খুবই পরিশ্রমী, বলশালী বিক্রমের অমেয় বিক্রম
শত্রুকে সনাক্ত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজেই, গৃহবিবাদের মধ্যে যায় না, সত্তার হুঙ্কার দিয়ে
ছেঁকে তোলে
সাবলীল এক-একটি শিকার!
তাকে চেনে সকলেই। জানে পৃথিবীর সব রাজসিক সিংহের সমাজ!
একমাত্র একালের ক্ষুধার্থ নৈতিক মূর্তি! শক্তি তার সুন্দরের শুভ্র হাতিয়ার!
তাই কৌশলে যুদ্ধের পটভূমিকায়
সে খোঁজে বৃক্ষের ব্যপ্তি। পতঙ্গের প্রণত প্রার্থনা বামে ফেলে,
সবল সচল বেগ বুকে তুলে সে এগোয় ধীরে ধীরে; গন্তব্যে যাহার
অলস অঢেল মধ্যবিত্তের পশুরা, এমনকি মানুষ মুগ্ধতার প্রকৃতি দেখায় মগ্ন
অথবা নিজেরা সব সে মুহূর্তে বিচল বিমূঢ় কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি।
কিন্তু কেবল থাকে কোজাগর সেই এক! অন্তহীন অঙ্গারে অটুট
জ্বালায় লাবণ্যে তার ডোরাকাটা লক্ষের থাবায়।
নাসারন্ধ্রে নষ্ট প্রজ্ঞা
মুছে ফেলে পিঠের নকশায় দ্রুত জরির জেল্লা তুলে পূর্ণিমায়ও
তাকে দেখা যায় বসা-আলস্যে অতৃপ্তি তার-বসে থেকে
থির বিজুরীর ক্রোধ ঢালতে ঢালতে সে এগোয় যেখানে শিকার
রাত্রির দোলায় দুলে তখনও মগ্ন চাঁদে- পূর্ণিমায় প্রচ্ছন্ন বিষাদ!

দ্যাখো, দ্যাখো, এখন খাঁচায় বন্দী, যদি সে ছিল এক
অরণ্যের দলপতি!
ভোরবেলা-উষার সংবাদ!

কবিতাটির কোনো শিরোনাম পাওয়া যায়নি।
বিচিত্রা ঃ জানুয়ারি ১৯৭৫

গৃহবন্দিনী

আজ আমার মেঘলা দিন, আজ আমার একলা একলা দিন;
কাপড়, রঙ্গীন চুড়ি, সেফটিপিন- বলে বলে যেতো ফেরিঅলা,
আমার জানালায় বড় ঝরছে ঝরনাজল, ঝল ঝল বইছে বিরতি-
আমার নিষ্কৃতি চাই, খোলামেলা ভীতি চাই- কই ফেরিঅলা?

আজ আমার একলা দিন, আজ আমার লাগবে আড়াল।
মাথা ঢেকে মধুর মধুর চলবো, বলবো একটি দু'টি
আমার গলায় আজ দলায় দলায় কথা, কোমল ভ্রুকুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জলপট্টি বেঁধে কোনদিকে খুঁজবো ফেরিঅলা?
আজ আমার অন্যদিন, বরষারঙ্গীন মেঘ উদ্বেগ বাড়ায়!
জল পড়ে আর আমার হাতে চুড়ি নড়ে চড়ে, আমি লজ্জা পাই;
জল পড়ে আমার ভিতরে আমি হয়ে যাই জলাভূমি ঘাস;
মাছের উচ্ছ্বাস নিয়ে বসে থাকি একাকী, একাকী!
আমি পাখি হয়ে ডাকি, ফেরিঅলা তুমি কালা নাকি?

আজ আমার মেঘলা দিন, আজ আমার একলা একলা দিন,
আমার দু'চোখ ছিদ্র, তাতে ক্ষুদ্র স্রোত নিয়ে বইছে বিরতি!
জল পড়ে আর আমার হাতে চুড়ি নড়ে চড়ে, আমি লজ্জা পাই-
মাছের উচ্ছ্বাস নিয়ে বসে থাকি, একাকী একাকী!
আমি পাখি হয়ে ডাকি, ফেরিঅলা তুমি কালা নাকি?

পূর্বাণী ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫

অন্তর্পুরুষ

আমি আজ অপরাহ্ণ, স্তব্ধতা ধীরে নামে ধীরে;
মুখে ম্লান পরিবেশ, ছায়া ফেলে মর্মে অবশেষ।
সে কোথায় তবুও নিঃশেষ এক নীড় সাজাবার শূন্য দায়!
কিন্তু পাখি, একটি একাকী পাখি ধ্যানী চঞ্চু, লোহা, মেদ,
প্রকৃতি ও পাথরে, হাওয়ায়, নোখ, নিদ্রা, ব্যথা শোক ঘষে ঘষে
আয়োজন ব্যর্থ করে দেয়!

তবু এই আমার জীবন– শোনো ঃ
আমার জীবন আরম্ভেই সহস্র অপর ছিল,
শেষ দিকে, সেও তো অপর!
এক আশ্রয় শেষে অপর আশ্রয়ে গেছি!
আর কত ইট, কাঠ, আধি, মুদ্রা, অন্ধকার পেরেক
তক্তার টুকরো হৃদয়ে বিঁধেছে!
আবার আশ্রয়ে পুনঃ আবর্তন!
সেই একই ইট, কাঠ, পেরেক, সূর্যের লোহা আধি,
মুদ্রা দেখেছি আবার!

এখন দেখি না! এখন আশ্রয় শেষ এখন আঁধার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু দেখি একই নির্মাণ নিয়ে ঘুরে ঘুরে আসে ঃ
বিলয়, বিনাশ চোখে ঘুরে ঘুরে আসে ঃ
কেবল বদলে যাওয়া- গঠনে, বিন্যাসে, মর্মে, এই যা তফাৎ!
কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই একই পুরুষ,
সেই এক অমারজনীর নারী–
বৃক্ষ, ঘাস, লতা, জল, অন্ধকার-আলো!
সেই এক শূন্যের ফলের প্রতি প্রকৃতির লোভ!

এতদিন ছিলাম তবুও, প্রণয়, প্রণতি, কাজ, শূন্যতা সঙ্গম
কিছুদিন এ-ওকে ধারণ করে!
অবশেষে এখন আবার সেই
প্রথমের আভাস, বিন্যাস ঃ
সত্তা ঃ আবার যা তাই!
একা হয়ে গেছি, একা! সর্বদাই শূন্য, একা– ভালো লাগে,
তবু ভাবি, আমার একায় যদি শুদ্ধ হয় সন্তানেরা,
আর ঐ সহস্র অপার!!

বিচিত্রা ঃ মার্চ ১৯৭৫

তাকে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস

রমণীর পেটের ভিতরে পুরুষের প্রথম শিশুর ফোঁটা
গড়িয়ে গড়িয়ে কোন সৃষ্টির সমুদ্র মাখে? কোন
রক্তবর্তুল প্রদেশের প্রথম উচ্চারণে
আমি তোমার গর্ভের পাহাড় সেজে পৃথিবীতে এসেছিলাম
মা, হে মহিলা, স্বর্গের প্রথম সঙ্গমের শারীরিক হে প্রকৃতি
কোন রসায়ন তুমি আমার আত্মায় ঘষে হয়ে ওঠো
এত বার বার শৈশব থেকে যৌবন; যৌবন থেকে যাযাবর
দেশে দেশে এই একই অন্ধকার যুবতী রমণী?
হয়ে ওঠো পুরুষের প্রধান সৃষ্টির কেন্দ্র, সুনিকেত
হে সুষমা, কবে আমি তোমার অন্ধকার নির্বাচনে
আবার আলোকিত হবো, কবে, কোন দেশে, কবে, কবে
তোমার গর্ভের কারুকাজ হবে আমার অস্তিত্বের গোলাপ?

উত্তরাধিকার ঃ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ধরনের প্রতিবাদ

যেখানে যাই শধু ক্ষুধার চিৎকার শুধু ক্ষুধার চিৎকার শুধু
তোমাদের অনশন! তোমাদের অনশন! তোমাদের অনশন!
আর আমার ভাল্লাগে না! আমার আমার ভাল্লাগে না! ভাল্লাগে না!
সত্যি বলছি ভাল্লাগে না! ভাল্লাগে না! ভাল্লাগে না!

তোমাদের পিছনে প্লাবন তোমাদের পিছনে প্লাবন!
তোমাদের সামনে শত সহস্র প্রজ্জ্বলন, শত সহস্র শত সহস্র
শত সহস্র লেলিহান শত সহস্র শত সহস্র শত সহস্র

তোমাদের ডানে এক ফালতু এক সোহম সম্রাট শুধু ডানে ডানে
ডানে আর
তোমাদের বামে বাস্তুহারা বেকার নিকেতন শুধা বামে বামে
বামে আর

এর ভেতরে আমি কে? আমি একজন নিঃসঙ্গ কবি, নিঃসঙ্গ
নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ
আমি এদের কাউকেই পছন্দ করি না সত্যি বলছি করি না-
করি না!

আমি প্রতি মুহূর্তের গোলবারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে থাকি
অনুশোচনায় আমি প্রতি মুহূর্তের আমি একা একা একা একা
প্রতি মুহূর্তের গোলবারান্দায় গোলচক্কর আমি একা একাই
দাঁড়িয়ে থাকি

আর আমার মনে পড়ে যায় কেন যে বার বার আমার মনে পড়ে যায়
কচি আম বাগানের পাশে একজন শিশু কিশোর হায়রে একজন
শিশু কিশোর
শত সহস্র শত সহস্র শত সহস্র শিশু কিশোর হায়রে শত সহস্র
শিশু আর শত সহস্র কিশোর অনাহারে কাঁদছে অনাহারে অনাহারে
হায়রে অর্ধনিমীলিত চোখ হায়রে হরিণ চোখ হায়রে
কিশোরী চোখ
একজন কিশোরী হায়রে ভাতের অভাবে আর ক্ষিদের জ্বালায়
হায়রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবতী হতে হতে আর যুবতী হচ্ছে না আর যুবতী হচ্ছে না
আর যুবতী হচ্ছে না।

যেখানেই যাই শুধু ক্ষুধার চিৎকার শুধু ক্ষুধার চিৎকার শুধু
তোমাদের অনশন! তোমাদের অনশন! তোমাদের অনশন!
আর আমার ভাল্লাগে না, আর আমার ভাল্লাগে না! ভাল্লাগে না!
সত্যি বলছি ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না!

সত্যি বলছি এখন আমারও চাই অগাধ অগাধ ঘুম অবসর
সত্যি বলছি এখন আমারও চাই রাশি রাশি সুস্বাদু খাবার-
সত্যি বলছি এখন আমিও চাই না তোমরা চিৎকার করে বলে
ওঠো 'খাবো!'

একটাই প্রতিবাদ আমার এখন ক'দিন একটু চুপচাপ তোমরা শুধু
বসে থাকো, দ্যাখো,
দখিনা দুয়ার খুলে আমি শেষে কাকে খাই, কোনদিকে যাই!

পূর্বদেশ ঃ এপ্রিল ১৯৭৫

AMARBOI.COM

স্মৃতি স্বাস্থ্যের স্তোত্র

সবুজ পাখির গতি ফেরানো ফুলের কাছে মাথা নত কোরে বলি,
নদীর নাভিতে নগ্ন অরণ্যের চুমু খওয়া দৃশ্য দেখে বলি,
মনোযোগহীন গ্রীষ্মে গভীর ঘুঘুর গান বুনুনীকে দেখে দীর্ঘ মাঠে বলি,
নকশী জলের ভেজা সঙ্গমের দৃশ্য দেখে মেঠো ঘাসে ঘাসে বলি,
পথিপার্শ্ব পথিকের পায়ের সকল ক্লান্তি কর্ণে তুলে নিয়ে বলি,
কুঞ্চিত কাঁকড়াদাম খুঁজে বের কোরে কালো দীঘির খাড়িতে বলি,
ম্লান এক মর্মর প্রাসাদ দেখে সহজাত পতিতার পত্রালী নিকুঞ্জেও বলি
আকাশ অভেদী শুক্লা সারসের সারিপুঞ্জ দেখে বলি, কক্সবাজার
থেকে উপজাতি রমণীর রাগিণীতে রৌদ্রে ডুবিয়ে বলি, আমি শঙ্খ ঝিনুকের
মালা সমুদ্র ঢেউয়ের থেকে বিনামূল্যে কিনে বলি,

গ্রস্ত সরণীতে স্মৃতি-নৌকা আমার, আমি চিত্ত-চালনা বন্দর থেকে বলি,
হাঙ্গর মাছের খাদ্য বুকের ভিতর আমি ছুঁড়ে দিযে বলি, আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে আমার বিলম্বিত বৈনাশিকী, হে আমার মধুর মিষ্টি সব কর্তব্যহীনতা,
পৃথিবীর পরিণতি হতে গিয়ে তুমি আমি দুইজনে পৃথিবীর পূর্বপরিণতি
হয়ে অন্তিমে মিলেছি, মর্মে স্মৃতির সহিত সূর্যে তুমি আর আমি!

পেণ্ডুলাম ঃ মার্চ-মে ১৯৭৫

ওরা

(পাবলো নেরুদাকে)

মাটির তলায় আছে। এ বিশ্বাসে প্রভুদের অস্থির কোদাল
ঘুরে ঘুরে কাটছে কালোমাটি ঃ আর শাবল, ধারালো বটি
খঞ্জরের সমাজ বর্ধিত ঃ ক্রমে ক্রমে অবিমৃষ্য লোহায় তলিয়ে গেলো
স্নিগ্ধ জামা, সাবান, সমুদ্রজল, রূপ তামা, রূপসীর অতুল আল্‌পনা

এখন পিঁপড়েরা সব কুরে খাচ্ছে পরীদের ডানা ঃ সব মাংসমেদ
কালো বিড়ালের মুখে শোভমান ঃ শূন্য বোলতে এখন বোঝায়
কেবলি ওদের ঃ এই পিঁপড়েরা এখন কোটরে যাবে, তন্তুতে
পাতায় এবং ফুলে ঃ স্থুলোদর এই তোষামোদী তীব্র পিঁপড়েরা!
তাকাতে পারি না ঃ ধিক! সহ্যাতীত অকথ্য মূর্খের মুখে
চুমু খাচ্ছে মহতী রাজন! ভাবি-ফল পচে গেলে তার
নিবিড় সত্তার থেকে উঠে আসে বুঝি এই গলিত বিস্বাদ?

ওরা নেই, তাই বুঝি এখন কাকেরও মুখে চন্দ্রমল্লিকার মাঙস লেগে থাকে!
এবং কুকুর, কোমল গোলাপে মত্ত- উল্টোরথে চলেছে সংসার!

দেখছি সুন্দর এক সব্জি ক্ষেতে বসছে কাঁটাতার ঃ লোহা ও পেরেক
ঠুকে ঠুকে সূর্যকে আহত করা হচ্ছে আজ সকালে সন্ধ্যায়!

মাটির তলায় আছে ঃ এ বিশ্বাসে প্রভুদের কান
কুকথায় পঞ্চমুখ- শুনি কণ্ঠে জোর বিষ তুলে এ ওকে শুধায়
জলের তলায়ও আছে... কেন? জলের তলায় সব
ডানাকাটা পরী এই চক্ষুকর্ণকোমর মাছ-এরা ওদের কি সহযোগী নয়?
ফুলের ভিতরে আছে সৌরভের সস্নিগ্ধ সত্তায় আজো বর্তমান!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে যে হায়, শোবে না
গাছ তলায় গাঢ় রূপসীরা জ্যোৎস্না আর আঁধির কবলে!
কাদের কঠিন দলে মিশে যাবে এরা সব দুইদিন বাদে
এদের চিরুণী দিয়ে খুন হবে কারা ঃ সব বানাবে হত্যার পটভূমি
ফের হরিৎ মানচিত্র এই প্রভুদের আভূমি আনত দেশ,
জানবে না কাদের নিমিত্ত এরা ঃ কী কী সব নাম!

নিসর্গে নিসর্গে চলে আইঢাই নষ্ট গুজব ঃ ওরা আছে তাই
বৃক্ষকুল পক্ষীহীন, প্রভুদের মতে, ফকির মিসকিন হলো সব নদী!
পণ্যের জাহাজ নেই ঃ ট্রাকে বিদ্ধ গ্রাম্যজন, রক্ত আর রক্ত আর
শেফালীরা শহরে এলেই গলির মোড়ের ভেঁপুতে পালিয়ে যায়!

এবং সেখানে আজ সহসাই মেলে অধীনের যত সব বিনীত সেবক,
উমেদার!
তারা বাণিজ্যের লোক ঃ জানে কত দিলে ফের কতটা জিনিস মেলে
গ্রাম্যজন কতটা বাড়ন্ত ঃ সবই সেয়ানা ভাইদের আজ নখদর্পণে!

ট্রাকে বিদ্ধ নিষ্ঠুর দেবতা, তরমুজের মতো লাল!
নশ্বর ঘণ্টায় যাচ্ছে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তে এক
সুগোল পূর্ণিমা, পথে দেখলাম, 'দেহ চাই, দেহ চাই'; বলে
খুব তীক্ষ্ণস্বরে ডাকছে নীলাম আর একজন যাদুকর

তাদের ভিতর থেকে উঠে এসে মঞ্চে তার মধুর মিথ্যার খেল
দেখিয়ে এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত ঃ পৌরজন সবে হতবাক্!

'ইঁদুর সিংহের মতো রূপ নিচ্ছে' ঃ সিংহীর কেশর মুছে
ব্যর্থতায় বিলুপ্তির খাদে এসে মিশছে আর এসিডের ঘ্রাণ
মনে হয় ফুলের মতোন তীব্র ঃ মাথা তুলে বিদ্রোহী বিন্যাস,
খনি, খলখল বস্তুবোধ ঃ রূপ শূন্যে চিরে চতুর্বান, ফালা ফালা
হচ্ছে নীলিমা কোন ঘাতকের নোখ আর সব প্রজনন এখন থেকেই বন্ধ!

শুধু অকুস্থল কামান দাগাতে গিয়ে মাটি কাটছে, মাটি কাটছে
প্রভুদের অস্থির কোদাল—কেন? মাটির তলায় ওরা আছে?

সংবাদ ঃ মে ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেগালোম্যানিয়া

ক্রয়যোগ্য যদি তবে, টাকা দিয়ে কিনে ফেলবো
আমি কিছু সোনালী মানুষ- ইচ্ছেমতো রূপ দেবো
খাঁচায়-উদ্যানে রেখে কখনো সাজাবো ময়না, বুলবুলি
কখনো ফ্লাওয়ারভাসে শোভমান আমারই মল্লিকা।

দানাপানি জুটবে বেশ, শুধু যদি গুণগান গায়।
আমার খাঁচার দাঁড়ে বসে থাকবে আমারই ক্যানারী
পা দোলাবে, চক্ষু বুজে খল-প্রশংসায় বাজার মাত
করে দেবে-পাড়াপড়শীদের কানে রটাবে স্তব!

ক্রয়যোগ্য যদি তবে, টাকা আছে- কেন কিনবো না?
পারিতো জাহাজ কিনি- ওনাসীস, ভাসাই সাগরে;
বাণিজ্যে ঘুরুক কিছু চাটুকার আর কেউ- অন্য জ্যাকুলীন
আমার প্রমোদতরী কোলে নিয়ে নিজের নয়ন
সমুদ্রের নুনে ধুয়ে ভুলতে যদি পারে কেনেডীকে-
হৃদয়ে সুগন্ধী মেখে, আমি কেন হবো না প্রেমিক?

পাখির পালক পরবো, পৃথিবীর সোনালী নারীর
ভ্রূভঙ্গী দু-চোখে গাঁথবো, সোনাদানা, সাবলীল প্রাণ
ক্রয়যোগ্য যদি তবে কিনে ফেলবো- বেহেশত, উদ্যান;
স্বর্গের সমস্ত হুরী আমার এখনই চাই- না হলে সুন্দর
এখনো কি উল্লুকেরা ভোগ করবে?- কতিপয় কনিষ্ঠ বানর
আমাকে ভেংচী কেটে বসে পড়বে প্রতিষ্ঠার ডালে?

ক্রয়যোগ্য যদি তবে কিনে ফেলবো পণ্ডিতের মাথা-
দোয়াত, কলম, কালি, ছাপাখানা, তথ্যাগার, তাবৎ দলিল,
আমার নকশায় ফুটবে ইতিহাস, ঘটনাপ্রবাহ!

ক্রয়যোগ্য যদি তবে কিনে ফেলবো সব শত্রুকুল,
বন্ধুদেরও- টাকা দিয়ে- টাকা দিয়ে-সহস্র মুদ্রায়!
সহস্র সহস্র টাকা ইদানিং আমার তল্পিতে
তালুক মুলুক হয়ে ঝুলে কল্পতরু গাছ!

তোমাদেরও কিনে ফেলবো- যদি তোমরা প্রতিবাদ করো!

বিচিত্রা ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে ফিরে এই নরকেও

তবে বেঁচে থাকা মানে কি কেবলি বিষ? সরল উদ্যান?
সাপের ফণার পোষ্য লালা তার স্বাদের আহ্লাদে
কৃতকর্মনবীন?
তবে পরিপ্রেক্ষিতের কেন এতটা কুসুমগন্ধ? জরায়ুবন্ধনে
এত টান কেন লাগে?
গ্রীষ্মকালে ঝরানো মেঘের গাভীচরা কেন, শিল্প হয়?
বকুল বনের নীচে বল্কল বিছিয়ে সাধু ঝিরিঝিরি সূর্য নিদ্রায়
এত বেয়াকুল কেন এত বেয়াকুল কেন সাঁঝবেলা কিশোরী
ক্রন্দসী?
কাঁচা পিয়াজের মধ্যে মেশা ঝাঁঝের মতোন এত তীব্র কেন
বাসনায় বর্তিত হৃদয়?

তবে কি সময় এরই নাম আয়ুস্পম ছলাকলা, কোমলে
কঠোরে বাঁচা এই?
মানুষের দুইদণ্ড নিশিদিবসের দীর্ঘ প্রণিপাত? সুপেয়শ্রমের
ব্যয়ভার?

সুপারীশ্রেণীর নীচে কাঁচা সুপারীর গন্ধে বালিকার নাকের
বেশর খুলে যায়—
ফিরিয়ে নেবার ছলে বনভূমি সমস্ত মাটিতে যেই, সন্ধ্যা হয়,
বালক বৃক্ষের মতো সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক ছায়া দেখায় বালিকাকে
বনভূমি কেন যে দেখায়!
সবার পিছনে বুঝি বেঁচে থাকা, পরিপ্রেক্ষিতের পণ্য,
অমল অসহ্য কারুকাজ!
ফিরে ফিরে তাই এই নরকেও বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকি
বেঁচে থাকতে চাই!

স্বকাল ঃ ১৯৭৫

যদি শর্তহীন যদি সুসময়হীন

যদি শর্তহীন যদি সুসময়হীন তবে খাঁচায় পুরেছ কেন
আমি এই খাঁচায় থাকবো না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অনুর্বর খাঁচা এখন আমার আর সয় না সয় না
আমি চলে যাবো
দাঁড়ের উপরে রাখা আমি পোষা-ময়না হবো না আর
আমি অন্ধকার জ্বালা একাকীত্ব আর সইবো না
আমি চলে যাবো
বাহিরে অনেক আছে বেদনা ও বজ্র আছে ব্যথাবোধ আছে
ওরা তবু তো আকাশ
আছে আঁধার অমল ধবল আছে অবিরাম অবিরাম আছে
ওরা তবু তো আকাশ
হয়তো শোষণ আছে শবাসন আছে আছে উদাসীন আছে আরক্তিম
আছে একাতীত্ব একা জ্বালা বিষ দাহ দহন-বিদ্যুৎবেগ সহন চুম্বন
ওরা তবু তো আকাশ
আমি সব বুক পেতে নেবো আমি তবু খাঁচায় থাকবো না
আমি চলে যাবো
বাহিরে বসন্ত আছে বসন্তের বনের ভিতরে হারে হীরকের ফুল
ফুলের ভিতরে মধু মধুর ভিতরে মূল মানুষের ভাষা আজো আছে
আছে সেই একই সনাতন আছে সেই একই সোনা রূপা ও আদিম
আছে সেই একই আকাশ
সেই কালো ঠোঁট, হাঁ-করা চোখের জ্যোতি আলজিভ অনুভূতি
আছে সেই একই আকাশ
সেই একই উষ্ণ আকাশ আমি সব আমি সব আমি সব বুক
পেতে নেবো
আমি তবু খাঁচায় থাকবো না আমি অনুর্বর খাঁচায় থাকবো না
আমি চলে যাবো
আমি আজ চাইছি প্রস্থান স্মৃতি আমাকে দরোজা খুলে দাও।

পূর্বদেশ ঃ ১৯৭৫

আমি শুধু নিঃস্ব হাটুরিয়া

শুনেছি মুদ্রার বিনিময়ে আজো কিনতে পাওয়া যায়
হরিণের সুস্বাদু মাংসের ঘ্রাণ,
সুন্দরীর বাঁকা চাউনি আর ইচ্ছেমতো সতেজ মুদ্রার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিহিন টংকার ধ্বনি দিয়ে এওতো দেখেছি
ওরা খুলে নিয়ে যায় উপেনের সর্বশেষ দুই বিঘে জমি।

হে নক্ষত্রের হাট, আমি শুধু নিঃস্ব হাটুরিয়া?
হে মুদ্রাহীন আমার নিয়তি তবে কিছুই কি কিনতে পারবে না?

একদা বাসনা ছিল ভুলে যাওয়া পূর্ব পুরুষের মতো
নিজের চক্ষু দিয়ে কিনে নেবো নতুন দৃষ্টির ধারাপাত।
অশ্রুর বদলে আমি চেয়ে নেবো অমৃতের নদী।
নিরবধি সোনালী পয়সার মতো
নিরীহ যে দুঃখের গোলক আবর্তিত হচ্ছে বুকে।
নিজের চক্ষুর থেকে সামনে দূরত্বে ভালোবাসা?
তবু কই? তোমার হাটের জনতার কাছে সেই মূল্য কই
মূল্যবোধের?

দাঁতের বদলে দাঁত, নরুণের বদলে নরুণ পাওয়া যেতে পারে
হত্যার বদলে হত্যা, ক্রুরতার বদলে ক্রুরতা।
কুকুরের বদলে আরো দাঁতাল কুকুর।
শুয়োরের বদলে আরো শুয়োরের পাল পাওয়া যেতে পারে-
কিন্তু কোকিলের বদলে কোকিল আজ অসম্ভব।
দুঃখের বদলে দূর মানুষের মানবী মমতা কেউ তোমাকে দেবে না।
আর কুয়াশার ফাঁকে আমার ভ্রমণ চিহ্ন রেখে আমি
একদা যে বৃক্ষ চিনতাম, তারাও সবাই আজ অপসৃত।
যে সব হাটের জানালায় মুখ রেখে সূর্যাস্তের রাঙা আভা
সূর্যাস্তের মতো এর-ওর জানালার খবরাখবর নিতো-
সেই সব হাটের দোকানপাটও উঠে গিয়ে নতুন মুদ্রার হাট
বসেছে সেখানে।
নতুন হাটুরে এসে আজও শুনি কিনে নিয়ে যায়
হরিণের কোমল কস্তুরী নাভী, বাঘছাল, শিল্পের প্রবাল বর্ণ
শীতলতা।
আর সুন্দরীর চাউনিও।
ইচ্ছে হলে উপেনের সর্বশেষ দুইবিঘে জমি।

দৈনিক বাংলা ঃ ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির মা

একজন কবির মাকে কতটুকু জানো?
হৃদয়ের পাশে তার থরথর করে কাঁপে সন্তানের মুখ
চির দুঃখে আনত কাতরা!
কাঠের বউনি ঘ্রাণ, মানকচুর মৃত্তিকা, শায়িনী শৈবাল
এলোমেলো করে দেয় আঙ্গিনায় ছড়ানো যে
ভাতের ঢাকুন, নুন, নোনামাখা চাল!
মাথার ভিতরে কত মেঘ জমে
কালো মেঘ, কালো বৈশাখের বোবা মেঘ!
হাতের তেলোয় তার তৃণ যেনো ভিনদেশী কেউ
করুণ তরুণ জানে কত যত্নে শিশির জমায় তার
চোখে ভাসা হেমন্তের মৌ!
কঞ্চি, কাট, শস্য, প্রাণ মেলে না তেমন,
দূরে দূরে ছড়ানো রতন!
কেউ কাছে নেই। শুধু সকাল বিকাল
পোষা হাঁস, বনের শালিক তোলে বিবেকের ঢেউ
ছোলা দিতে মন দিয়ে দেয়!
কবির মায়ের মুখে মানুষের মমতা ক্ষমতা বেড়ে ওঠে
সেখানে লুকোয়
একে একে অমানব অশুচি প্লাবন!
জেগে ওঠে চর
নতুন বসতি ফের ফুল, পুষ্প, পথের প্রান্তর!
কবির মায়ের তবু নেই কোনো ঘর!
সে উদ্বাস্তু তার সন্তানেরই মতো।

দৈনিক জনপদ ঃ ১৯৭৫

হরিণ

'তুমি পর্বতের পাশে ব'সে আছো ঃ
তোমাকে পর্বত থেকে আরো যেনো উঁচু মনে হয়,
তুমি মেঘে উড়ে যাও, তোমাকে উড়িয়ে
দ্রুত বাতাস বইতে থাকে লোকালয়ে,
তুমি স্তনের কাছে কোমল হরিণ পোষো,
সে-হরিণ একটি হৃদয়।'

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরিচিতি

যেখানেই যাই আমি, সেখানেই রাত!

স্টেডিয়ামের খোলা আকাশের নীচে রেস্তোরাঁয়
অসীমা যেখানে তার অত নীল চোখের ভিতর
ধরেছে নিটোল দিন নিটোল দুপুর
সেখানে গেলেও তবু আমার কেবলই রাত
আমার কেবলই শুধু রাত হয়ে যায়!

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী

'অতবড় চোখ নিয়ে, অতবড় খোঁপা নিয়ে
অতবড় দীর্ঘশ্বাস বুকের নিশ্বাস নিয়ে
যত তুমি মেলে দাও কোমরের কোমল সারস
যত তুমি খুলে দাও ঘরের পাহারা
যত জানো ও-আঙ্গুলে অবৈধ ইশারা
যত না আগাও তুমি ফুলের সুরভি
আঁচলে আলগা করো কোমলতা, অন্ধকার
মাটি থেকে মৌনতার ময়ূর নাচাও কোনো
আমি ফিরবো না আর, আমি কোনোদিন
কারো প্রেমিক হবো না; প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী চাই আজ
আমি সব প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হবো!'

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

বনভূমিকে বলো

বনভূমিকে বলো, বনভূমি, অইখানে একটি মানুষ
লম্বালম্বি শুয়ে আছে, অসুস্থ মানুষ
হেমন্তে হলুদ পাতা যেরকম ঝরে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও এখন সে রকম ঝরে যাবে, ওর চুল, ওর চোখ
ওর নখ, অমল আঙ্গুল সব ঝরে যাবে,
বনভূমিকে বলো, বনভূমি অইখানে একটি মানুষ
লম্বালম্বি শুয়ে আছে, অসুস্থ মানুষ
ও এখন নদীর জলের স্রোতে ভেসে যেতে চায়
ও এখন সমুদ্রে শোধন করতে চায় ওর সমূহ শরীর
ও এখন মাটি হ'তে চায়, শুধু মাটি
চকের গুড়োর মতো ঘরে ফিরে যেতে চায়,
বনভূমিকে বলো, বনভূমি ওকে আর শুইয়ে রেখো না!

ওকে ঘরে ফিরে যেতে দাও। যে যাবার
সে চলে যাক, তাকে আর বসিয়ে রেখো না।

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

হায় বৃক্ষ, হায় অন্ধকার

'তোমাকে বলছি বৃক্ষ তোমাকে বলছি ব্যথা তোমাকে বলছি ঘাস
প্রজাপতি মানুষ মহিলা
তোমাকে বলছি দেশ, তোমাকে বলছি দুঃখ
দূরে শুকতারা
আলোর চিহ্নিত চোখ চড়াই চাতক তোমাদের বলছি আমি
সবাই আমার কথা শোনো
এই আমার শতাব্দীর নদীর একটি স্রোত!'

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

নারীর চোখ মুখ হাত ইত্যাদি রূপান্তর

ছুঁয়ে দিলে হাত হয়ে যায় যেন হরিৎ ডালপালা
                    বসে সেখানে সবুজ টিয়ে
চোখ হয়ে যায় চাঁদ,
চতুর্দিকে জ্যোৎস্না পড়ে ঝরে;
তখন কোথাও আর থাকে না শরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে না কোল; হাতে হাত
থাকে না কোথাও চোখ!
গ্রীবা হয় গহন বনের রাস্তা
কণ্ঠার সোনালী হাড়, রাজার বাগান,
চিবুকের পাতার ছায়ায় বসে গায় গান
তখন কাজল চুল, কৃষ্ণ ভ্রমর!
ছুঁয়ে দিলে মাংসের কোমল যেন হয়ে যায়
ঝাউয়ের মর্মর;
তখন নারীটি আর নারী নেই যেনো বছর!
শরীরের শরীর নেই,
হাতে হাত
চোখে কোনো চোখ্ নেই
তখন নারীটি যেনো রূপান্তর হাজার বছর
অপরূপ নক্ষত্রের ঘর,
জ্বলতে থাকে জ্বলতে থাকে একটি পলে!

চিত্রালী ঃ ১৯৭৬

AMARBOI.COM

শেফালী ফুলের গাছ, তিনজন ক্যামেরাম্যান এবং তুমি

তোমাকে দেখেই ওরা চলে এলো- ওরা চলে এলো- ওরা তোমাকে এইমাত্র
দেবতার অশ্রু ভেজা মাটির রুমালখানি ঐ ফুল গাছটির ছায়ায় বিছিয়ে
সম্রাজ্ঞীর মতোন আসনে বসিয়ে ছবি তুলবে- যে ছবির প্রিন্ট
ত্রিকালের তপস্যায় বিক্রীযোগ্য, আকাশের নীলাভ দ্যুতির
উপযুক্ত দ্রব্যমূল্যে তবে সেই ছবি কিনতে পারবেন কেবল
পৃথিবীর প্রেমিকেরা, প্রেমিকেরা এবং কেবল প্রেমিকেরা।

মানুষের বৈরী হাওয়ায় পোড়া মুখখানি এখন তোমার
ফাস্ ক্লাশ আইডেনটিটি। কে তোমাকে মানবী বলবে? কে রূপবতী?
তুমি পৃথিবীর সমূহ রূপের চাইতে বেশী- তুমি শেষ, তুমিই প্রথম!
আর কেউ নেই জগতের যোগ্য মাধুরী,- তুমিই সূচনা আর
তুমি অনুচ্ছেদ-- যা খুশি তা করতে পারো- তুমিই প্রথম!

তোমাকে দেখেই ওরা চলে এলো- এইমাত্র তিনটি ক্লিক,
তিনটি মাত্র শট!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লাশব্যাকে আহা কী মেঘলা দিন আর ছুটি আর শুধু ছুটির দুপুর।

এখন আঙ্গুল তুলে আমি সব তোমার বিরুদ্ধে যারা,
তাদের দেখিয়ে বলেছি
দেখে যা নিন্দুক, দ্যাখ, ছবিতে কী অমরতা- দ্যাখ ঃ

"প্রেমিকের পাশে ঐ পুষ্প সেও থমকে গেছে একটি মাত্র মানবীর মধুর
হাসিতে।"

পূর্বাণী ঃ নভেম্বর ১৯৭৬

না, কেউ এলো না

না, কেউ এলো না। চাঁদ না হীরক হীরা হরিদ্র না
আল্লারাখা তবলা ঢেউ? বহে বিসমিল্লাহর বাঁশী? না-
না কেউ আসে না। শুধু ছত্রখান কথার উত্তাল বীণা
বুকে লাগে! ঢেউ! কেউ হয় মাল্লা জল চটি ঘ্রাণ।

না, কেউ এলো না। রাত্রে বনস্পতি কথা ছিলো দেবে আলিঙ্গন।

নক্ষত্রবীথি ঃ নভেম্বর ১৯৭৬

একসময় ইচ্ছে জাগে, এভাবেই

একসময় ইচ্ছে জাগে, মেষপালকের বেশে ঘুরিফিরি;
অরণ্যের অন্ধকার আদিম সর্দার সেজে মহুয়ার মাটির বোতল
ভেঙ্গে উপজাতি রমণীর বল্কল বসন খুলে জ্যোৎস্নায় হাঁটু গেড়ে বসি-

আর তারস্বরে বলে উঠি নারী, আমি মহুয়া বনের এই
সুন্দর সন্ধ্যায় পাপী, তোমার নিকটে নত, আজ কোথাও লুকোনো কোনো
কোমলতা নেই, তাই তোমার চোখের নীচে তোমার ভ্রুর নীচে
তোমার তৃষ্ণার নীচে
এই ভাবে লুকিয়েছি পিপাসায় আকণ্ঠ উন্মাদ আমি
ক্ষোভে ও ঈর্ষায় সেই নগরীর গুপ্তঘাতক আজ পলাতক, খুনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রেমিককে পরাজিত করে হীন দস্যুর মতোন
খুনীকে খুনীর পাশে রেখে এখানে এসেছি, তুমি
আমাকে বলো না আর ফিরে যেতে, যেখানে কেবলি পাপ, পরাজয়
পণ্যের চাহিদা, লোভ, তিরীক্ষু-মানুষ-যারা কোজাগরী ছুরি
বৃষ্টির হল্লায় ধুয়ে প্রতি শনিবারে যায় মদ্যশালায়, যারা
তমসায় একফোঁটা আলোও এখন আর উত্তোলন করতে জানে না।
আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ে কেবলি যাদের রক্ত, রাত্রিবলা আমি আজ
তোমার তৃষ্ণার নীচে নিভৃতের জ্যোৎস্নায় হাঁটু গেড়ে বসেছি আদিম আজ
এখন আমার কোনো পাপ নেই, পরাজয় নেই।
একসময় ইচ্ছে জাগে, এভাবেই অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে যদি দিন যেতো।

বিচিত্রা ঃ ঈদ সংখ্যা ১৯৭৭

নিজস্ব বাংলায়

কেন যে কাঁকড়ার মতো বিছানায় শুয়ে থাকি, বন্ধুর বাড়িতে যাই
রূপসী গুলজার করি চা খানায় প্রবল আড্ডায়,
সমস্যাখচিত ডেকে জ্যোৎস্নায় চেয়ার পেতে চুষে খাই
বিসমিল্লার বিষণ্ন সানাই,
কেন যে বাসের শব্দে ঘষা কবিতা জ্যোতি ছিটকে আসে মুখমণ্ডলে
গৃহিণীর আঙ্গুল যেমন টিপে সিদ্ধবাত, স্বপ্নকে টিপে
দেহকেন যে এমন উষ্ণ আত্মার উনুনে সিদ্ধ করি শবানুগমন।
কেন যে, তোমার মুখে চোখের মশলায় রাঁধি আমার সংসার
যাবতীয় ট্রেন থেকে নামি, লুট করি আত্মহননকারী নিষিদ্ধ জিনিশে
কেন যে এমন লোভ হয়, মেথরাণীর মধ্যে স্বাস্থ্য দেখে কুকুর
ও কুকুরী সঙ্গমের কথা মনে পড়ে,
কেন যে বাসের দোতলায়, করিডোরে ওড়ে চুল গুণের পৃষ্ঠদেশ
খোলে উষ্ণ বসনের বেখেয়ালী হাবভাব রক্তে কেন যে
বকুলের রেহেল শালিক পাখি পাখালির সুরে স্মৃতি পড়ে
তার খয়েরী ছেপারা
কোট থেকে ধূলো মুছে কয়েকটি বোতাম ছিঁড়ে যায়
নিদ্রা থেকে মশারীর ডানা;
কেন যে অপ্রস্তুত গর্তে পড়ে যায় প্রেম-ট্রেনে যেতে কাচের
জানালা দিয়ে চুরি হয় চোখ, বহু শ্যাম
লটবহর বোঝাই বাসনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে গেঁথে যায় পোকা; আত্মদগ্ধ হাত দিয়ে গড়ায় বয়স
কেন যে তালার ছিদ্রে চাবি রেখে সারা দিন টো-টো কোরে
ঘোরে বাইরে টেরিকাটা মসৃণ বিশ্রাম,
ভেঙ্গে চুরে আর্শী হয় মরচে ধরা মহাকাল, টুকরো খেদ আর ক্ষতে
কেন যে আমার শৈশবের সেগুন কাঠের পিঁড়ি, পিসিমার
গোলাপী বোতাম
উড়ে এসে জুড়ে বসে আমার সকল কাজে, কেন যে কেন যে...

বিচিত্রা ঃ ২১মে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯

চাঁদের ছায়া এ-পিঠ ও-পিঠ

এ কেমন রীতি অবাক কাণ্ড?
চার হাতে ঠিক করতালি দেয়
করতালি মেলে শব্দ মেলে না।
চার চোখ দোলে চিত্ত দোলে না!
চার চোখ দোলে চিত্ত দোলে না।
কেবল কোপন করতল তাতে শূন্য শব্দ
কেবল গোপন চোখে জল, তাতে মেলে না লব্ধ।

শুধু গোপনের গহন কৃপায় দুইটি দেয়াল
ছায়া ফেলে রোদে ক্ষণিক বৃত্ত, ক্ষণিক খেয়াল।
যাকে বলে প্রেম গোপন কৌটো লুকোনো আতর
যাকে বলে প্রেম দিব্যপ্রতিমা, স্মৃতি সহোদর

সে শুধু ক্ষণিক ইন্দ্রজ্যোতির বেদনা বিধান
কৌটোয় যার ঈশ্বর দেখে ভিতরে মহান
তারাই আবার শয়তান মানে অমল সর্প।
তারাই ক্লেদজ কলুষ পাপের পূর্ণ গর্ভ।

ছিঁড়ে খুঁড়ে পোরে অমৃত পেটে শক্র অধরা।
টেনে দিব্যেরে ঢালে গাড়ো বিষয়, স্বয়ম্বয়া।

মাঝখানে শুধু প্রেমিকের চোখে দিব্যপ্রতিমা
হারাবে উল্লু, কৌটোর কানা ধ্রুবের অসীমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার প্রয়োজনে এত প্রশস্তি, এত পুষ্পের সংঘবাগান
যার প্রয়োজনে এত জাগরণ চারচোখে চেয়ে চিত্তখনন।
সে শুধু যখন জড়জন্তুর উত্থানে বিষ, অন্ধমনন।
তবে এসো নীল সাম্পানে চড়ে হে বোকা প্রেমিক
দেখি কোনদিকে চাঁদ ওঠে আর কোনদিকে তার ছায়া পড়ে ঠিক।

দৈনিক বাংলা ঃ ১৯৮০

জন্ম

নকল কাগজ দিয়ে তৈরী করেছিলাম একটি মানুষ
তার সবকিছু নকল হৃৎপিণ্ড নকল কাগজে তৈরী, তার
চোখ নকল, মুখ নকল, ভাষা নকল
তার সব কিছু নকল এলাকা।
সে মানুষ এখন সিংহাসনে বসে পা দোলায়।
সেই মানুষ প্লাবন প্লাবন বলে ফারাক্কার বাঁধ দিতে
প্রবল আপত্তি তোলে সেই মানুষ
হরিণ কমে যাচ্ছে সুন্দরবনে ক্রমশ সুন্দরী কাঠের তৈরী
কোমল কার্পেট থেকে বেরিয়ে আসছে একটা খাদ্যবাহী
মাটির জাহাজ। তাতে তার
আপত্তি দোলায়। বলে না হবে না এসব হবে না।
আমি প্রসব করবো নতুন স্বদেশ।
নতুন বনভূমি। বাঘ হরিণ
চিতা ও চিলের সাম্রাজ্যভরা আকাশ,
আমার হাঁটুর ভিতর থেকে আমি জন্ম দেবো
আমার নদী- আমার গঙ্গা-কপোতাক্ষ বাঁধের শস্যক্ষেত-

ইত্তেফাক ঃ ১৯৮০

মানুষ কিছুটা তুমি

মানুষ কিছুটা তুমি দুঃখ হও
দুঃখ মানে অন্ধকার, দুঃখ মানে তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ কিছুটা তুমি অন্ধকার হও
আলো আসবে, আলো মানে অন্ধকার
মানুষ কিছুটা তুমি অন্ধকার হও
আলো আসবে, আলো মানে তুমি।

নক্ষত্রবীথি ঃ ১৯৭৬

প্রস্থান প্রসঙ্গ

নদী যেরকম যায় সেরকম পাখি যেরকম যায় সেরকম
চলে যেতে সমূহ ইচ্ছুক আমি সেরকমই চলে যেতে চাই,
হাতের পালকগুলো খসে গেলে ক্ষতি নেই,
চোখ একটা অবান্তর জলাশয় হলে কিছু যায় বা আসে না,
এবং শরীর একটা অন্ধকার মৃত্যুর কবর হলে ক্ষতি নেই।

নদী যেরকম যায় সেরকম, পাখি যেরকম যায় সেরকম
চলে যেতে সমূহ ইচ্ছুক আমি সেরকমই যেতে চাই

মানুষের কাছ থেকে মানুষের মতো আমি চলে যেতে চাই।

নক্ষত্রবীথি ঃ ১৯৭৬

ফেরার পর অবিনাশের সাথে আমার আলাপ

অবশেষে শান্ত ধীর শুভ্র ঝর্ণার
একটি টলটলে সজল তাঁবুর তৃষ্ণা বুকে নিয়ে যখোন ফিরলাম আমি
অবিনাশ,
দেখি, আমাদের আশেপাশে আমাদের পরিচিত আর কেউ নেই
আমাদের সব যে যার তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে! এক দশকেই
আমাদের সব আজ দলছুট! আমাদের কেউ নারীর গ্রীবায় গনগনে শিখায়
আজ হাভানা চুরুট ধরাতে ব্যস্ত! কেউ আমাদের আজ
কান্তিমান কাঠের কন্ট্রাক্ট পেয়ে মাঠ চেরাইয়ের কলে কম্পমান।
কেউ লবণ সংগ্রহে নেমে চলে গেছে গভীর লবণের কাছাকাছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ মার্কিনী ও রুশ জাহাজের কয়লা সাপ্লাইয়ে নিয়োজিত!
আর তুমি অবিনাশ,
তুমি কেন আজো সেই গভীরের গর্হিত গরল পান করে
গলিত সাপের মতো অবহেলিত একা

অর্ধেক রাজপথে আর অর্ধেক বাগানে পড়ে আছো?
এক দশকেই তবে আমাদের এমন নিয়তি অবিনাশ?
এক দশকেই আমরা এত সহজেই দলছুট হয়ে যাই হায়
এক দশকেই আমরা চুমুকে চুমুকে এত নিঃশেষিত করে ফেলি
এতটা গেলাশ
এক দশকেই শুধু একবার আয়নার তলায় আমরা ডুব দিয়ে তুলে আনি
আমাদের শুভ্র নিষ্পাপ মুখ!

এক দশকেই, এক দশকেই, এক দশকেই ফের আমাদের অন্যমুখ!
অন্য জাগরণ।

আমরা যারা অন্ধকারে বিষপান করতে পারি না, ভয় পাই হায়-
আমাদের অহঙ্কারগুলি দুঃখে আমাদের আত্মার চেয়েও ছোটো
আয়তন খোঁজে!
এক দশকেই, এক দশকেই, এক দশকেই আমাদের সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যায়
আর কিছুই থাকে না।
শুধু যা পিছনে পড়ে থাকে সে আমাদের প্রেমিক পায়ের শব্দ
তৃণের শরীরের কাছাকাছি
শুধু যা পিছনে পড়ে থাকে সে আমাদের সীমাহীন সুন্দর মুকুট সব
হারানো মাথায় কাছাকাছি
শুধু যা পিছনে পড়ে থাকে সে আমাদের ফুঁ দিয়ে উড়ানো ঘোড় সুসময়
সুগন্ধী কেশর।
আত্মার অনিদ্র বিশ্বে কান পেতে শোনা সমুদ্রের হাহাকারগুলি
শুধু আমাদের পিছে পড়ে থাকে
আর সামনে বন্দুকের টোটা ভরতে ভরতে যারা আসে দেখি অবিনাশ
তারা সব অচেনা অজানা! তারা আমাদের কেউ নয়! তারা আমাদের
কোনোদিন কোথাও ছিল না।

কণ্ঠস্বর ঃ মার্চ ১৯৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নষ্ট কবিতা

আমার এখন শুধু একটাই ইচ্ছে আমি বেঁচে থাকি টায়ে টায়ে বেঁচে থাকি
যেভাবেই হোক সব হাত থেকে থৈ থৈ আঙ্গুল উঠিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকি
সারা গায়ে পুঁজ রক্ত অন্ধকার আমার সমস্ত দিকে ব্যবহৃত সভ্যতার
নর্দমাই এখনো ফোয়ারা যদি তাতেই সোনার জল রূপকের
ছলাছল বেঁচে থাকি
বাঁচা! বাঁচা! বাঁচা! যেনো আদি জননীর ভ্রূণ থেকে সোজা
উঠে এসে কেউ এযাবৎ বলছে সাবধান
তোমাকে বাঁচতে হবে, হত্যা রক্তে পরবশ প্রতিকূল ইচ্ছের
আঘাতে তবু বেঁচে থাকতে হবে,
বেঁচে আছি তাই, কিন্তু সুখে নয়, দুঃখে নয়, কেবলি কম্পনে
সোজা নাভি থেকে যেরকম
লড়ি তার সময়ের ভার নিয়ে বেঁচে থাকে, শরীরে শরীরে বেঁচে আছি।

বিকাশ ঃ ১৯৭৭

AMARBOI.COM

সময়ের আতুর আস্বাদ নিয়ে

[১]
সময়ের অনাবিষ্কৃত দ্বীপের সন্ধানে তবু চলেছি
এখনো সন্তর্পণে কেবল দিন ও রাত্রির দয়াময়ী আলো
আত্মসাৎ ক'রে রাশ রাশ বাতাসের মতো নির্বিকার!

শোণিতের বসবাসহীন কোলাহল, নীলিমার অগ্নিময় উর্ধ্বে
আর নীল মসজিদের সন্ধ্যাময় সম্ভাষণে তাই
কোনো কোনো মুহূর্তে আমার আবরণহীন মহিমায় মাঝে মাঝে
যেন রূপ নেয় চমৎকারভাবে এই শহরের তারকা বিছানো রাস্তায়,
রাত্রে নৌকার মন্থর স্পর্শে গলে গলে জলময় নিমগ্নতা,
একালের উজ্জ্বল গ্রন্থের সারমর্ম জীবনের দীপ্র আর
নিরীহ সান্নিধ্যে বাসা বাঁধে হাতের কর্কশ ত্বকে নিরিবিলি।

ভোর রাত্রির ট্রেনের বিদায়ী ডাকের মতোন বিরান
এসব আনন্দ তবু কার ক্রীতদাসী- অবহেলা নিয়ে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন মৃত মহিলার সফেদ মুখোশে চলে যায় শোকাহত বিস্মরণে;
বেদনার রহেস্যের মতো অন্তর্হিত নির্জনের

সূক্ষ্ম বিবর্তন নিয়ে একটি বিষণ্ন পাখি উড়ে যায়
কোনো গ্রাম্য প্রশান্তির এক খণ্ড জলের কিনারে!

[২]
নিঃসঙ্গ যাত্রার উন্মেষে যবে প্রতিদিনই জনময় বাসস্থানে
ভাঙ্গা ব্যবধান ঃ শক্তি ও শুষ্ক বেদনার দৃষ্টিতে পড়ে, রাত শেষে
ভোর বেলাকার থমথমে বিদায়ের মতো বাসনারা মরে যায়
একটি তরুণীর কণ্ঠার হাড়ের নশ্বর সুন্দরতা নিয়ে, মনে হয়
সজল সরোবর, আলোকিত বাগান আর সমুদ্রের
মিত্রতায় যার হৃদয়ের ঝোপ ঝাড়ে গ্রীষ্মের সন্ধ্যার ঝলোমলো শান্তি নিয়ে

পরম ও পুণ্যাত্মা শরীর মগ্ন সন্তুষ্টির নিশ্চেতনায় বিনম্র
নিশ্বাসেরই ঝরে পড়া স্বপ্ন কুড়িয়ে সাঁতারাতো ইন্দ্রিয়ের ঘ্রাণ-জলাশয়ে
আজ সে স্বর্গ অথবা নরকের দিকে ধাবমান।

তাই নরম সবুজ মাধবীলতায় অনির্দিষ্ট এ দেহের
গভীরে ঘুমুনো সেই স্বপ্নের নির্জনাবিভূত পরিমাণ ঢেকে দিলেও
রক্তের গুহায় বসে থাকে তবু অনাহূত একদল নশ্বরতা, যেনো
একটি নিপতিত মাংস ছিন্ন হয়ে যাওয়া খরগোশের পাশে
চক্রাকারে, শুধু সময়ের আতুর আস্বাদ নিয়ে আজীবন!

সমকাল ঃ বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৮০

কোরে তোলো শুদ্ধ বর্তমান

সামান্য ডোবার জলে মহীরুহ, এমনকি নীলিমাও মাঝে মাঝে
দেখে তার মুখ। সেই ভালো, আমিও না হয় পঙ্কে ডুবে শুদ্ধ কোরে নেবো
আমার এ পঙ্কজ হৃদয়।

এ সংসারে জন্মের প্রথম চীৎকার থেকেই পাপ পুণ্যের খেলা হয় শুরু
আর তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ফটিক জলের মতো হৃদয় ও বোধের অভাব
নিরন্তর জ্বলে পৃথিবীতে।
পাপ পুণ্যের প্রশ্রয়ে
আমিও না হয়, রিলকের গোলাপের মতো শুধু এক বিন্দু অশ্রুর
আর্তনাদ রেখে
অস্থিপুঞ্জ পর্যন্ত নিজের উলঙ্গতা নিজেই মাড়িয়ে যাবো।
অশ্রুবিন্দু প্রস্তরিত সত্তার ভেতর বইবে ঝর্ণার মতো চিরকাল।

আত্মার গভীরে যে রুগ্ন পশুর খেলা চলে অবিচল, তাকে
সুখ্যাতিনির্ভর নিশ্বাসের ধূপে পুড়িয়ে ফেলবো বলে, যতদিন আমি
নারীর বুকের পুষ্পিত গভীর আত্মার থরে থরে মাখতে চেয়েছি
নারী ততদিনই হয়ে গেছে পুষ্প ও পশুর সমাহার!

মূলতঃ নারীর হৃদয়েও নেই সম্পূর্ণ পুষ্পের শরীরী সুবাস।
তবু নারী আর নিসর্গের সান্নিধ্যের অবকাশে
জীবন লগ্নের শ্রমে ও বিশ্রামে যে কয়টা দিন পাই সঙ্গ নিগ্রহের,
তার ভুল মোচনের দিনে যেনো, যেমন একদা জননীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে
শৈশবের সারাদিন মাতৃনিশ্বাসের ধূপে
হয়েছে হৃদয় সুবাসিত। সকল পেছন টানা, টানাপোড়েনের মুহূর্তরা
সেই শৈশবের মতো গোলাপের কণ্ঠলগ্ন হয়ে, ডুবে গেলে অসমান্য
পঙ্কের ভেতরে, বলি ঃ

আমার মানসজাত অশ্রু তুমি পঙ্ক, আমাকে ধুইয়ে দিয়ে কোরে তোল
শুদ্ধ বর্তমান।

সমকাল ঃ অগ্রহায়-মাঘ ১৩৮০

বাড়ী ফিরি

ভোর নামলো, রাত্রি কিনারায়। ভিড়লাম ভোরের আশ্বিনে।
ধানীগন্ধে বাড়ী যাবো। বাড়ী যাবো। বাড়ী।
অস্তমণি ঢুকলে পথে সন্ধ্যার ঝিনুকে। ভিড়লাম সপ্তর্ষি আলোয়
কোথা যাবো? কই যাবো? অরণ্যে অভয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোর নামলো রাত্রি কিনারায়। সোনার কল্যাণ থেকে।
কলসের আভা ডুবলো জলের নিতম্বে এক অধরা যুবতী।
নীচে নীল জলে তার অমরার আভা, জাম রং জলে ভেসে যায়।
যে যুবতী যুগে যুগে স্নানে মন
এইভাবে স্বচ্ছ হয় সহসা দীপিত!
হে রহস্য হে দীপন নামি জলে, জাম হই, ঠুকরে খাই
যেন তার জল!
জানি না সুন্দর কেন দূর অনস্পর্শী এত দূর, এত জলোচ্ছল!

আড়ালে শ্যামলা মেয়ে ঝিরিঝিরি হাসে।
বুকের বাসনা থেকে জামবৃক্ষে সন্ধ্যায় বিহার
যুবলাঙ্গ যৌবনের কিরীটে বসায় বনভূমি!

ধীরে রাত্রি নামে পূর্ণিমার! তার গন্ধে!
বাড়ী ফিরি। বাড়ী ফিরি। বাড়ী!

ইত্তেফাক ঃ ১৯৮০

AMARBOI.COM

যা কিছু জন্মায় আমি ঘৃণা করি, তোমাকেও

জন্ম অশ্লীল।- এই বোধ মৃত্যুর পিঠের কালো তিলে আজ
কোমলতা স্পর্শ করেছে। জন্মহীন জনের ভাস্বর তুমি
তোমাকেও স্পর্শ করেছে।

করে করে টান মাংসে উদ্ভাসিত কালোপিঠ তোমার
দেয়ালে বন্দী হয়েছে এখন।
আমি তবু বন্দী নই। স্বাধীনতা আমার অধীন। তুমিও তো।
তুমিও আমার দু'টি বাহু পাশে বন্দী আজ।
আমি শুধু একাই স্বাধীন।

এই সেই স্বাধীনতা যেখানে প্রতিটি জন্ম অশ্লীলতা।
যেখানে প্রতিটি জন্ম খুনী।
তাই আজ যা কিছু জন্মায় আমি ঘৃণা করি, তোমাকেও।
মৃত্যু দেবতার কাঁটা, কোমল কুসুম। মৃত্যুই নির্মাণ আজ।
মৃত্যু হও তুমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বোঁটার শেষে ফুটে ওঠা বুকের চরায় এই সেই স্বাধীনতা,
যেখানে প্রতিটি মৃত্যু, প্রতিটি কুমারী মাটি স্পর্শ করে যায়।
তোমাকেও।
জাগর ভাস্বর তুমি হে স্তন হে যোনি মাংস তলপেট
হে তমসা, তরুণী কুসুম
তোমারও আতর আমি শিশি দিয়ে স্পর্শ করেছি তারই সাথে,
আঘাতে আঘাতে স্পর্শের এমন সময়ে

করাৎ ঠোঁটের কালো নারী তুমি চিরে ফেলো আমার চুম্বন।
আততায়ী হও।
খুন করো। তারপর কাঠের গুড়োর মতো ঝরাও আমাকে।
শোকে দুঃখে তোমার প্রেমিক আজ মৃত্যু চায়। মৃত্যু দাও,
মৃত্যু দাও তাকে।
যা কিছু জন্মায় সবই মৃত্যুর অধীন। তবু
কত আর জন্ম ঋণ, কত আর ত্রাহি কণ্ঠে বলা যায়
এই মৃত্যু, সেই মৃত্যু নয়। পথে পথে পাপের গুহায় ঢুকে
আদিম টোটেম হিম গলিত লাভায় জমা অধঃপতনের রাহু
যে মৃত্যুকে গ্রাস করে; এই মৃত্যু সেই মৃত্যু নয়।
এটা তার বিপরীত ব্যাকুল দ্যোতনা?

এই মৃত্যু, মনে মনে শুধু হিতৈষণা।
এই মৃত্যু, দেবতার অমল ঝঙ্কার।
এই মৃত্যু, নির্ভার আরামে দুটি মুদে আসা ঘুমের গ্রহণ
এই মৃত্যু আলিঙ্গন।
এই মৃত্যু বনভূমি সুবাতাসে, কোথাও ঝর্ণার পাশে এই মৃত্যু
হয়তো বা মৃত্তিকায় পাহাড়ের পাথুরে ছায়ায়
নতুন জন্মের লোভে জোড়া লাগা তুমি আর আমি।

পূর্বদেশ ঃ ১৯৭২

দৃশ্যছাড়া

এ রকম হুলস্থুল বোহেমিয়ানের মতো চলাফেরা
অনির্দিষ্ট ঘুরে ফিরে বেড়ানোটা আমারও পছন্দ নয়
যদি বা বাসে কোরে হঠাৎ কোথাও নেমে ঘুরে আসি
এক একদিন গেরস্থালী বাজারের বারোয়ারী ভীড় ভালোবাসি,
রেসকোর্সে ঘোড় দৌড় জমায়েত হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম বোহেমিয়ান আমার স্বভাব আমি।
নিজে যদিও বা পছন্দ করি না তবুও
বিনাটিকিটের নীল রেলগাড়ী চড়ে বেশ
ছেড়ে যাই হৃদয় প্রদেশ সূর্য ঘরবাড়ী নীল বনভূমি!
এক-একটি ইস্টিশান তার সাফসোফ
অতিথিপরায়ণ কণ্ঠে যাকে যেনো হৃদয় প্রবেশ বহু লোক,
আমি ভ্রাম্যমাণ ঠোঁটে,
এক রকম নিঃসঙ্গতা ভালোবাসি!
এ রকম নিঃসঙ্গতা যদিও বা ভালো নয়
তবু ভালোবাসি আমি নিঃসঙ্গতা,
নিজেকেই নিজে বলি শোনো হে উল্লুক,
আমি পথচারী নই আমি ভ্রামণিক নই
আমি শুধু দৃশ্যের দর্শক। দৃশ্য ছাড়া
আমার কাউকে কোনো প্রয়োজন নেই!

বাংলার বাণী ঃ ১৯৭৪

বিষাদ

এই পরাজয়, এই অদৃশ্যভাঙ্গন জুড়ে অধঃপতনের ভয় ওরা আজ কোথায় লুকোবে?

সামান্য তিন ফুট পাঁচ অথবা ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ পোড়ামাটি
খোড়লের বাঙ্গালী হৃদয়- এতে অতটা ধরে না তাই
বইতে অক্ষম, তাই কলসের উদ্বৃত্ত জলের মতো গড়িয়ে পড়ে
অস্থিরতা শুধু অস্থিরতা! ওরা যাই তোলে গোলাপ অথবা পাপ

নারীর নির্মল অভিশাপ যাই তুলি, সব আজ সবই যেনো অস্থিরতার
কালিমাসম্পন্ন হয়ে ধ্বসে যায়, যেনবা ঝড়ের মুখে কিষাণের ঝড়ো চালাঘর!

সব তাই অষ্ট প্রহর আজ ভীতিপ্রদ-গোলাপ, অথবা পাপ
নারী, প্রেম, বেশ্যালয়, ঘোলমদ, শূন্যতায় যার দিকে যায় ওরা ভয় পেয়ে
ফিরে আসে, ব্যর্থ ক্লান্ত ভীত ওরা নিজের ছায়ার মতো
মানস গুটিয়ে নিয়ে অতঃপর নত ক্লান্ত বসে থাকে একা, খুব একা!
যেনবা ওদের কোনো কাজ নেই, কথা নেই, করুণাও নেই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রীষ্মকাল ঃ তোমার মৃত্যুর অনুভূতি

গ্রীষ্মকাল মানেই তো তোমার চিবুক। তোমার গলার ভাঁজ।
তোমার শরীর ভরা সূর্য আর ঠা ঠা রোদ। ঠা ঠা দিনমান।
গ্রীষ্মকালে তোমার চিবুকে চৈত্র বসে যায়।
তোমার গলনালী কাটামুণ্ডের মতো ছটফট করে প্রবল তেষ্টায়।
গ্রীষ্মকাল তোমার ভিতরে চায় তরমুজের তরল সরবৎ। অন্তর্গত
গভীর জলের শান্ত শুশ্রূষার অনুশীলন। তুমি গ্রীষ্মকাল থেকে
একবার শরৎকালের দিকে। একবার শীতের শস্যের দিকে স্বাভাবিক
শরীর প্রস্তুত করো। প্রকাশিত করো। তুমি ছুটে যেতে থাকো।
শরৎকালের দিকে, সুন্দরের দিকে, একবার সঙ্গমেরও দিকে!
খরগোশের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি
সুন্দরীর জামার ভিতরে পলায়ন করো স্বপ্ন এবং সঙ্গমে।
মাংসের গভীরে চোখে চিবুকের এই চৈত্র, তোমার মরণ
তুমি একটু একটু মরে যাবে–
গ্রীষ্মকাল সেই মৃত্যুর প্রথম অনুভূতি। গরম ছোঁয়াচ।
বেঁচে থাকা মানেই তো আর সব সময় উজ্জীবন নয়। সব সময়
বেঁচে থাকা নয়। সব সময় বসন্তের ফল ও ফাল্গুন ধারা নয়!
বেঁচে থাকা মাঝে মাঝে গভীর মরণ। মাঝে মাঝে গভীর নিশীথ;
মাঝে মাঝে গভীর দুপুর থেকে গ্রীষ্মকালও ছুটে আসে!

যা তোমাকে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।
যা তোমার ক্রমশঃ মৃত্যুরই অনুভূতি!

পূর্বদেশ ঃ মে ১৯৭৪

বিকলাঙ্গের দেশ প্রেম

আমার যে ডান হাতে শান্তি ছিলো
সেই ডান হাতটি নেই
উড়ে গেছে বেয়াদব বোমা বিস্ফোরণে,
বাম হাতে গৃহযুদ্ধ অন্ধকার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশের সাতকোটি মানুষের হতাশার কর রেখা নিয়ে আমি
নূজমুখ পড়ে আছি
অসহায় পড়ে আছি
বুলেটে বিদ্ধ হয়ে ভেঙ্গে গেছে আমার হাঁটুটি
ক্ষতে কিলবিল কোরে বেড়ে উঠছে
প্লাটুন প্লাটুন পোকা
আমার হাঁটুতে কষ্ট
আমি আর চলতে পারছিনা;

এদিকে সূর্য এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে
অন্ধকারে অনন্ত পতাকা;
আমাকে আরো বহু দূরে যেতে হবে
আরো বহু দূর!

ছোট কাগজ ঃ ৯৮০

খতিয়ান

চোখের আঙ্গিনায় নামে আয়েশী ঘুম;
স্বপ্নের মোহময়ী কারুকাজ
রঙীন ফাৎনায় নাড়ে শেফালীর ঝোঁপ।

জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভিজে
বারবার ফিরে আসে মায়াবী শৈশব,
সারা ঘর জুড়ে বৌদির নড়াচড়া
নাচের মুদ্রার মতো
কেবলই ইশারায় নাড়ায় সংসার।

অবজ্ঞায় ফেলে আসা আপন অতীত
আভূমি নূয়ে আছে সরল বিশ্বাসে,
কার কাছে পাওনা কতটুকু
বুঝে নেবে টাকায় আনায়।

চিরকুট ঃ ১৯৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন, উত্তরেও প্রশ্ন

তুমি নাকি কোন প্রিয় বাগান থেকে
প্রচুর গোলাপ তুলেছো,
আমাকে ক'টা রক্তগোলাপ দেবে?
সাব্রিনা,
তমি কি শুধু রক্তগোলাপই চাও?

রুদ্রাক্ষ ঃ ১৯৮২

শিকারী লোকটা

মাছের আঁশটে মাখা রেক্সিনের থলে ফ্লাস্কে দুধ, দগ্ধ শ্যাওলার মতো
ছাইরঙা শার্ট পরে লোকটা আসে রোজই বিকেলে এই পার্কের পুকুরে
ছিপ ফেলে বসে থাকে মাছের সন্ধানে আর যখন একটি মৃত
সুন্দরীর গোর দেয়া হলো, হায় ভগবান, যখন সুন্দরী মৃত
মাতৃত্ব লাভের আগে... তবু এই পুকুরের জল নাট্যশালা এর অনেক
সুন্দরী
জানি অন্তরঙ্গ, ফ্রি স্টাইল নৃত্যে মৃত্যুকেও নগ্ন দেখে ফেলে–

-যেমন সুইমিং পুল, আলোড়ন তুলে সুন্দরীরা সেখানে সাঁতার
কাটে মিনিড্রেসে
তাদের কেউ বা শেষে ফ্রাই হয়ে চলে যায়
ডাইনিং টেবিলে কোনো আবাসিক রাতের হোটেলে!
তবু যখন একটি মৃত সুন্দরীর গোর দেয়া হলো, যখন সুন্দরী মৃত
মাতৃত্ব লাভের আগে, হায় ভগবান চকচকে নেইলপালিশে তার
দুঃখগুলি
কেমন তাকিয়েছিল, সিগ্রেট পাইপ কারো ঠুকরে খাবে সুস্বাদু সর্বাঙ্গ
এই ক্ষোভে!... আর এতো আখুটে কাহিনী বরং মাছকে দেই
প্রস্তাবনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রসভ্যতার এক অতুল বক্তৃতা হবে আমার বাড়ীতে, লেমন স্কোয়াশে
শেষে
শ্যাম্পেন, হুইস্কি হবেই, তুমি এলে সোহাগা হয় বরং হে
মাছ!
ছিপ ফেলে বসে থাকে, লোকটা এমন যেন অনন্তকালের কোনো
মৎস্য শিকারী
মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝিমুনো চুল, মোটা কার্ডিগান গায়ে, তাকে দেখে
স্বপ্নগ্রন্থে চক্ষু রাখা সমুদ্র পারের কেসিনোর লোকটার কথা মনে পড়ে
আর পোর্ট সিলোনের রাত ঃ নাবিকের নগ্ন ছিপে উঠে আসে ক্লেদভর্তি
নোনা মেয়েমানুষের
মাছের মেরুপ্রণ পল্লী যেখানে সহজ শারীরিক জ্যাজেই মুর্চ্ছনাপ্রাপ্ত,
ঘুম পাড়ে, ঘুম যায়- ঘেয়ো রক্তে...লোহিত শয়নে।

লোকটা আসে রোজই এই পার্কের পুকুরে, ছিপ ফেলে বসে থাকে,
ভাবে
পিতৃত্ব লাভের আগে 'তিটি পুরুষ একবার নিজেরই শিশুর রক্তে হেসে
ওঠে
আর পিতৃত্ব লাভের আগে প্রতিটি পুরুষ একবার নিজের ছায়ার বসে
কাঁদে,
কিন্তু যুবা, হাস্যেলাস্যে মৃত্যুরে ডরি না, মুহূর্তকে চাঁটি মারি তবে,
যখন একটি মৃত সুন্দরীর গোর দেয়া হলো হায় ভগবান, যখন সুন্দরী
মৃত
মাতৃত্ব লাভের আগে... ফ্লাঙ্কে দুধ... রেকসিনের থলে
ছিপ হাতে কোনোদিন আর সে এলো না ফিরে পার্কের পুকুরে...

[পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা]
কলকাতা ১৯৭০

সমগ্র পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের কবিতার বাংলা ভাষায় যে সংকলনটি ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় তাতে তদানীন্তন পাকিস্তানের একমাত্র তরুণ কবি আবুল হাসানের এই কবিতাটিই উক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিদের এমনি হয়

মুখোমুখি বসে থাকা দু'জন রমণীর
দু'জোড়া কমনীয় চোখ
দেখে নয়
পাশাপাশি শুয়ে থাকা
দুইজন কবির শরীর–
রোগে শোকে ভেঙ্গে পড়া
এলোমেলো অস্থিমজ্জা হাড়,
দুঃখের প্রবল আঘাতে
ঝরে পড়া নিবিড় পল্লব।
বোবা দৃষ্টি মেলে বিপণ্ন বিপদে ওরা
দেখে নেয়–
স্মৃতি ঘেরা-সাজানো সংসার।
কান পেতে শুনে যায়–
সানাইয়ের সাহানা আওয়াজ
বাজে সুমধুর।
'কবিদের এমনি হয়,'
দীর্ণবুক থেকে ম্লান শূন্যতায়
সবশেষে বলে যায়–
পরম বিশ্বাসী রমণী দু'জন।

চিরকুট ঃ ১৯৮২

অযৌক্তিক মন্তব্য

কেউ বলে এই দিনগুলোই কফিন যে দণ্ডিত
নিষ্পাপ এক গাভীকে নিচ্ছে গোরে
কেউ বলে নারে মরা পাখি যার খণ্ডিত
হাড়ের নম্র নিঃশ্বাস আজো ঘোরে
স্বপ্ন পাড়ায়, শৈশবে, কৈশোরে
কেউ বলে হবে পৃথিবীই ক্রুশকাঠ অন্ততঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের জন্য যারা পোষে হাঁস বুকে,
কেউ বলে নারে বরফে অগ্নি, নয়তো
গন্তব্যকে ভুলে গিয়ে কোন সুখে
গলে যায় ঘড়ি কফিনের কৌতুকে?

এবং ঃ অক্টোবর ১৯৮০

ব্যতিক্রম বেশী কিছু নয়

ব্যতিক্রম বেশী কিছু নয়
হুড়োহুড়ি ধরাধরি সবকিছু আছে ঠিকঠাক
কান্নাটাই আসে শুধু হাসির বদলে
জন্মের মতোইতো নির্ঝঞ্ঝাট
মরে যাওয়া কক্ষপথ ছেড়ে
জানাজা দাফন কাফন
শ্মশান চিতা সহমরণ ইত্যাকার সব
মোটেও অনিয়ম নয়
সকলে তা জানে।

চিরকুট ঃ ১৯৮২

AMARBOI.COM

শেষ বিচ্ছেদের শব্দ

ছিন্নমুণ্ড মিনারের মতো এক দুঃখিত প্রবাস থেকে
ভাঙ্গা মেহালার মতো স্তব করি, না জেনে শিকারী অভিলাষ
পালকবিহীন এক পাখির বিষাদ নিয়ে
এই অতিথিবাসের কাঁটালতাময় নির্জনে কাটাই সারাবেলা, আর

কখনো হঠাৎ হয়ে যাই কোনো পুরানো ঘাটের চত্বর, যার
দু'পাশে শাকসজিময় পরিবেশে মনে পড়ে বিদীর্ণ অতীত
নিবিড় নীড়ের এক অতিন্দ্রীয় যার তরতর বয়ে যায় বিষণ্ন বিনাশ।

সচিত্র স্বদেশ ঃ নভেম্বর ১৯৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জল

'ওঠাও শরীর থেকে সামাজিক আবরণ, খোলো স্ক্রু,
ঠোঁট চোখ মুখের শরম খুলে রেখে দাও পাশে তুমি
আমার নিশ্বাসে আসো, ওড়াও তোমার মেদ, ভালোবাসো
এই শয্যা ভালোবাসো নগ্ন লজ্জা ভালোবাসো জ্যোৎস্না, চুমোচুমি'।

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

তবে মন নেও

আড়ালেই থাকি, ত্রস্ত সর্বদাই, ব্যস্ত ভিড় ঠেলে
কনুই ভরসা করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া আজো
হলো না আমার। পাদ প্রদীপের আলো কোনোদিন
পড়বে না মুখে, জানি। তা বলে ভাগ্যের কথা তুলে
বারামাস কাউকে দিই না দোষ। হাটে মাঠে নয়,
আলো-আঁধারিতে গৃহকোণে একাকীত্বে কাটে
প্রায়শ আমার বেলা। খেয়ালের বশে বাস্তবের
সঙ্গে খেলে কানামাছি- খেলার টেবিলে অকস্মাৎ
দেখে ফেলি ডোরাকাটা উদ্দাম জেব্রার দর কিংবা
গণ্ডারের দৌড়, কখনো বা জিরাফ বাড়ায় গলা
বইয়ের পাহাড় ফুঁড়ে বালকশোভন দৃষ্টি মেলে
দেখি বারংবার টেবিলের মায়া ঃ ট্রয়ের প্রাচীর
মশালের ঘর্মাক্ত আলোয় বড়ো বেশী নিঃস্ব, যেন
প্রেতপুরী, এক কোণে বাংলার মাটিলেপা ঘর
প্রস্ফুটিত, অন্যদিকে পদ্যাক্রান্ত নিশিপাওয়া কাফে।

বইয়ের পাতায় খুঁজি মুক্তির সড়ক বদ্ধ ঘরে
প্রত্যহ, তত্ত্বের ঢক্কানিনাদে কখনো কানে মনে
লাগে তালা। অহর্নিশ মননের রৌদ্রেজলে বাঁচা
সার্থক মেনেছি, তবু জানি সারাক্ষণ দর্শনের
গোলক ধাঁধায় ঘুরে ক্লান্ত লাগে, কখনো বুদ্ধির
কসরৎ দেখাতে দেখাতে ধরে হাঁফ। বাস্তবিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মননে থাকলে মেতে সর্বদা অথবা শিল্পে মজে
রইলে অগোচরে মনে জটিল অরণ্য জেগে উঠে
জীবন বিরোধী শ্বাপদের খুরে মগজের কোষ
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাই বদ্ধ ঘর ছেড়ে দূরে
শিউলিতলার স্নিগ্ধ প্রকাশ্য আলোয় মাঝে মধ্যে
যাওয়া ভালো। ভালো নিরুদ্বেগ সূর্যাস্তের স্তবমগ্ন
টিলায় নদীর বাঁকে যাওয়া। তবে মননেও অফুরান
খেলবে উদার হাওয়া, শিল্প হবে দীপ্র মানবিক।

বিচিত্রা ঃ মে ১৯৭৩

উপসংহার

১

জীবনের এই সব মোহিত ক্ষরণ থেকে তবু
কে যেনো তরল এই 'কি-যেন-নেই'-র সে গ্লানি
ছুঁড়ে দেয় অনির্দিষ্ট অচেনার চোখে বার বার
পরবাসী সম্ভাবনা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার সুরভি অই
অস্ফুট কোমলে, গানে, কী ওর উল্লাসে প্রতিবেলা
সীমা থেকে অসীমের প্রতি যায় তারই উজ্জ্বল ডাকে
কী এক দুঃখের দৃশ্যে, সমূহে বিষাদে চিরকাল!

২

নতজানু তাই আমি তোমার সুখের অভিসারে
হে আমার সম্ভাবনা, দুঃখের কুহকে মজে
বার বার ছুটে গেছি তোমারই অন্তঃপুরে
অবলীলাক্রমে এক সুখীর মুখোশে আমি
সে সংশয়হীন– একা একা!

কল্যাণের মায়া স্পর্শে তুমি দয়া দিয়ে পারো
অবসাদ মুছে নিতে, দুঃখহীন করে দিতে সারাটা জীবন!
অবহেলায় ঘরে তুলে নিতে তাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের ভেতর যার আনাগোনা শুধু সারাবেলা!
নাকি পাপক্ষয়ে আমি তোমাকে বিধুর নামে
ডাকিনি কখনো বলে আসবে না কোনোদিন?
বোলবে না তুমি আর ঃ এসো অসম্ভবে যাই,
অনন্তের প্রতি যাই এসো।

৩

রহস্যের সাধুকণ্ঠ শব্দময় হয় যবে শুনি
নিজের গভীর কোনো বোধের অতীত এক
মহান পুরুষ ধীরে উচ্চারণ কোরে যায়
সঙ্গীতের মতো সব নারীর শিল্পের অমরতা,
অবিনাশী-অন্তঃপুরে মরমের বৃক্ষ শোনে
তাথৈ নদীর কুলকুল, ঢেউ-এর গীটার যার
সুর তোলে অনন্তের অস্তিত্বে সুদূর!
সুরের মোহন-নায়ে ভেসে যাই আমিও আশ্চর্য-এই
ঢেউ-এর নিঃসঙ্গ গানে অলীক ভেলারই মতো
সঙ্গীহীন... একা..

চেতনার সম্মোহনে জন্মের ব্যাকুলতা
ফুটে ওঠে হৃদয়ের অতল অবধি আর
কর্ণকুহরে স্মৃতি সে ম্লান অবসরে তার
মদির সুরভি ধরে রাখে, জন্মাবধি এমনকি মৃত্যুরও পরবাসে শেষে!
আমার ভেতরে তাই অচেনা প্রতিম কেউ
সারাজীবনের এই 'কী-যেন-নেই'-র গানই গেয়ে যায়
মনোজ সংলাপে!
সম্ভব থেকেই আমি অসম্ভবে চলে যাই
সমুদয় তোরই আহ্বানে!
নিঃশব্দের প্রতি তবে আমাকে নিওনা তুমি
আমি অসম্ভবে যাবো, অনন্তের প্রতি যাবো
নারীর চোখের মতো, ভালোবাসা অভিজ্ঞতা
কান্না চুমে চুমে...।

বনানী ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্দশপদী

তোমার জন্যে হলো স্মৃতি চিহ্ন সময় ও সংসার
তার পাশে জীবিত যে, তাকে আজ তেমন চিনিনে;
কেবল পাহারা দেই রাত্রিগুলো শোক ও ব্যথায়
ঘুম ঘুষ দিয়ে নেই জাগরণ বিনামূল্যে কিনে।

তবু যদি বুনে যেতে বুকে এক টুকরো শিমূল
তাকে নিয়ে রইতাম জেগে আমি আঁধারে, আলোকে;
নিঃশ্বাসে প্রহার কোরে গর্জমান সময়ের কূল
ভেসে রইতাম আমি যাবতীয় নিমজ্জন মুখে।

শেষ রাতে সুদর্শন জলসিঁড়ি যেমন সুধীরে
গ্রাস করে জল ও হাওয়ার শব্দ-গন্ধ প্রচুর
তেমন তোমার স্মৃতি-স্নিগ্ধ জ্যোতি বেজে এ শরীরে
গুটাক আজকে শব্দে বেদনার যন্ত্রণার সুর।

কাটে দিন তৃপ্তিহীন, তাল দণ্ডে জ্বলে, যে অঙ্গার,
তোমার জন্যে হলো স্মৃতিচিহ্ন সময় ও সংসার।

হে উর্বর শররী মাংসাশী

তোমার বাঁশীর ফুঁএ পরান্মুখ ঃ গন্ধহীন পরস্পরে যাই
পিছনে আমার পড়ে থাক নিবাস-অতল বৃক্ষ মহামতী,
সারি সারি বিনাশী বান্ধব, যাই, মাছের সবুজ নীড় ছেড়ে
যতদূর পারি, নীল স্নায়ুর ভেতর শোঁ শোঁ তরল জাহাজে চড়ে
হে শরীর, সৃজন অনাদি।

এবার বিদায় তবে বিপরীতে, অভিভূত-চাষা, শুধু আমার সত্তা, স্বপ্ন
গন্ধের বিভায় থাক নারী-পুরুষের মতো অরণ্যে শুয়ে এই উপদ্রবহীনে
অক্ষত!

বিদায় নেবোই, তুব সাঁঝবেলা, হে উর্বর শরীর মাংসাশী
জীর্ণানী আমাকে আর কতকাল মৎসে ভুলাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক আড়াল থেকে

বহুদিন দূরে দূরে বলে পরবাসী আমি
দ্রাক্ষালতা, জানি এতদিনে তোমার ও মাংসহীন ঠোঁটে
খরগোশ ছেড়েছে শুধু আয়ুর অধম নিঃশ্বাস!
অর্ধেক আড়াল থেকে চক্ষুহীন তোমার আভাষ
একবার উড়ে গেলে কোনোদিন আর আসবে না!
বহুদিন পরে, তবু তোমরা সবাই আজ অচেনা, আবার অতি চেনা!

ডাকটিকিটের সঙ্গে আমি ছুটছি পিছু

আমরা অনেক সূর্যাস্তে তো গিয়েছিলুম
সেই বিকেল বেলা
খুঁজেছিলুম, কাঠবিড়ালী
শিয়াল টেয়াল, সামনে বসে হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল
বলেই তো সেই মধুর কিছুর দুর্ঘটনায় জড়িয়েছিলুম
বিকেল বেলায় এক একটি দিন!

এখন আমার বিষণ্নতায় কাটছে বোধ হয়
ফিরে পেতে চায় চতুর সময়
সেই সমস্ত উৎসবাদি, তেমন যদি ঘটতো আবার
বাদশাজাদী হঠাৎ কিছু!
ডাকটিকিটের সঙ্গে আমি ছুটছি পিছু।

একটি মানুষ এক জা'গায়

আলিঙ্গনের পুরস্কার তো পেলো আমার রাতের ভাগ্য
তুমিই আমার সাত রাজার ধন এক মানিক্য
তোমার সহিত আমার সখ্য শেষ হলো, যাই
এখনই লুকাই নিজের মধ্যে,
আমার তো ঠাঁই কোনোখানে নাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা পয়সা দুত্তারি ছাই,
একটি এলেই দুটি হারাই।
গলির কাছে নিশ্চুপে যাই, এখন যেমন
নিজের পোশাক বদলে ফেলাই
তোমার হাতের ভিতর লুকাই আস্ত একটি লাশের নদী
স্নায়ু লাফায়,
অস্থিরতা চতুর্দিকে, বলছি কিনা যাবো কোথায়?
কাকের কাছে কাক উড়ে যায়
ডাস্টবিনে কেউ ভাত খুটে খায়।
একটি মানুষ এক জা'গায়।

কিছুধ্বনি ঃ আবুল হাসান সংখ্যা ১৯৭৬

ভালোবাসার চাষাবাদ

সবাই অনেকগুলি বৃক্ষ নিয়ে বাগান বানায়, তাতে বিভিন্ন ফুলের সমারোহ
আর আমি, একটিই বৃক্ষ নিয়ে বানিয়েছি আমার বাগান,
একটি গোলাপ নিয়ে, একটি শিশির নিয়ে, একটি তৃণলতা নিয়ে
ঘরের ভিতর আমি সাজিয়েছি তাকে, তার কপালে চন্দন,
দ্যাখো দ্যাখো, কত গর্ব, কত কান্তি দ্যাখো তার মুখের আভায়, হাতে
ছুঁয়ে আছে আমার আমিকে আর ছড়িয়ে দিয়েছে কত সুগন্ধী সম্ভার, সে-
দ্যাখো, তার কেমন গভীর পাতা শাড়ির মতোন খুলছে, আমার দু'হাতে!

দ্যাখো দ্যখো, জানালায় হেমন্ত রোদ্দুরে তার কণিনীকা কুঁড়ি ফুটছে।
দ্যাখো দ্যাখো, এখন আমার কোনো দুঃখ নেই, কোনোই বিষাদ নেই!
আমি তাকে নদীর মতোন এনে ঘরের বাগান করে রেখেছি, আমার
ভালোবাসাময় একটি একাকী উদ্যান করে রেখেছি তাহাকে!

বাংলাদেশ সংবাদ ঃ এপ্রিল ১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবী কাঠবেড়ালী

কিছুক্ষণের জন্য তুমি শিরস্ত্রাণ হও কাঠবিড়ালী তুমি না মানবী?

পৃথিবীতে আপাততঃ তুমি ছাড়া শিরস্ত্রাণ নেই,
রাজার মুকুট সে তো শিরস্ত্রাণ নয়, সৈনিকের মুকুট
তাকে কিছুতেই আমি আজ শিরস্ত্রাণ বলতে রাজী নই-
প্রজাপতি শিরস্ত্রাণ যেমন ফুলের, তুমি শিরস্ত্রাণ হও প্রেমিকের।
কিছুক্ষণ তোমাকে মাথায় তুলে আমি তবে ধেই ধেই নাচি
উন্মুক্ত নৃপতি হয়ে নরবিগ্রহের দিকে ছুটে গিয়ে বলি,
শান্ত হও রক্তপাত, শান্ত হও সকল অসুখ শান্ত হও,
আমি কাঠবিড়ালী দেখো, আমি এক মানবী এনেছি
আমার ভিতরে আজ অনেক মমতা!

যদি কথা দাও

যদি কথা দাও তবে ফিরে আসি
তবে আর বিষপান কোরে আমি তাহলে মরি না!
আমি ফের লাগাই তাহলে গৃহে
সারি সারি সচ্চরিত্র ফলফলাদির গাছ;
ধেনো বাতাসের গন্ধে আমোদিত বৃষ্টির বিকেলে একা
ধানক্ষেত, বাতাবি লেবুর ঝাড় উৎসবের...
যদি কথা দাও, আমি
ধান ক্ষেতে ফিরে যাই, লোকালয়ে
বিষপান কোরে আমি তাহলে মরি না।
এখনো ঘাতক বলে ডাক দিলে
বুকে টনটন ব্যথা, নুয়ে পড়ে
ভিতরে মানুষ, দ্যাখো
এখনো ফুলের দিকে মনোযোগ, সূর্য ওঠার আগে
নদীতে স্নানের অর্থ মনমেজাজ ভালো থাকা বুঝি;
বৃষ্টিতে ভেজার পরে এখনো নিরীহ হই, ভীষণ কাতর!
বৃক্ষের মতোন স্নিগ্ধ চুপ করে থাকা ব্রত
পর-উপকার দ্যাখো আমিও শিখেছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি কথা দাও তবে ফিরে আসি লোকালয়ে
বিষপান কোরে আমি তাহলে মরি না,
সোনালী পাহাড়ে এক অনাদিকালের সূর্য ফিরে যাচ্ছে
গৃহস্থের মলিন ইঁদুর,
আমি তো ভুলিনি তবু রণহিংসা, রক্তপাত, বাজারে শঠতা!
যদি কথা দাও তবে ফিরে আসি, লোকালয়ে
বিষপান কোরে আমি তাহলে মরি না!

দৈনিক পূর্বদেশ ঃ শহীদ দিবস সংখ্যা ১৯৭৪

তানপুরার তরঙ্গে

জ্যোতিরাসীন যে মুহূর্তে আনন্দের মতো জন্ম নিলো আমার নিকট দূরে
একটি সুনীল তানপুরা। যার তার বেয়ে বেয়ে তিনটি তরল বৃক্ষের মর্মরে
তার শ্বেত বসনের সপত্র ব্যাঞ্জনা প্রবাহিত কোরে দিল নীলাকাশ
চারিত কথায়
সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নোত্থিত হাঁস ও সারস শান্তিকল্যাণ ছায়ায় দিল ঢেকে
রাত্রির বাতাস।
বৃষ্টির প্রতিবেশী এসে তখোন দাঁড়ালো পাশে! জলের তন্দ্রায় ও
পাশ ফিরে জেগে উঠলো প্রতিটি ভীড়ের রোদ্দুরে মেশা পাখির সঙ্গীত।
অই সঙ্গীতের রেশ ধরে ধরে যারা আসে, তারা চেতনার চেয়েও নিবিড়;
একমাত্র আনন্দ তাদের সন্ধ্যাগাঢ় তানপুরাটায়, যা মালার মতোন কোরে
কোলে তুলে নিয়ে বসে আছে লক্ষ সারস ও হাঁস বেষ্টিত অপ্সরা!

ঘুমের জন্যে জেগে থেকে আর প্রাত্যহিক হৈ রে, হুল্লোড়ে মেতে
স্বপ্ন-চিন্তা-পাপ-ব্যর্থতায় যে মলিন শ্রান্তি আসে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তেই
জানি
অই সঙ্গীতের ফুল-তুলে-নেওয়া স্বস্তির স্পর্শ তাকে দূরীভূত কোরে দিতে
পারে।
শুদ্ধ প্রাপনীয়তায় তাইতো এমন
রিনঝিন কোরে ওঠা অভাব ও দুঃখ ভুলে তোমার স্পন্দিত সুরে বুকের
শ্রান্তি মুছি হে অপ্সরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তানপুরাটার কিচিরমিচির নিজেকে পাতার মতোন দেই মেলে;
ঝরি সূর্য তোমার সন্ধ্যায়!

কয়েক সেকেন্ডের স্বপ্নে ঘুরে আসি আমি স্বর্গের যে আপেল বাগান,
সে স্বর্গ তোমারই বুকে গাঁথা।
কিন্তু যেহেতু এ স্বপ্নেও ব্যর্থতা,
তাই অকস্মাৎ তানপুরাটাও হলো সুউজ্জ্বল শংখচূড়, শ্বেত
বসনের সপত্র ব্যাঞ্জনাও যেখানে
তোমার অন্তর্হিত শরীরকেও- বানাবে না পাহাড়ভূমি নিস্তব্ধ দৃষ্টির
পরিচয়ে!
আর সেই শংখচূড় তানপুরাটায় সাজিয়ে বৃক্ষবন, খুললে তার ফণা
বিষধর,
শয়তানের করতলে চলে গেলো আপেল বাগান। রাত্রির বাতাস
আর শূন্যতাও তখনো
আদমের মতো দিল তাড়িয়ে আমাকে স্পন্দিত সঙ্গীত,
শান্তিকল্যাণের ছায়াভীড় থেকে
ফের দুঃখ ও সর্বনাশের জীবনীতে।

দৈনিক পূর্বদেশ ঃ ১৯৭০

আলেখ্য

চে গুয়েভারার মতো দাড়িপূর্ণ ছবি,
ঠোঁট তাম্রবর্ণ আদিবাসিদের মোটা সিগারেট!

সম্পূর্ণ যুব এক অনস্থির,
তার বন্দুকের নলে ধ্রুব আত্মশক্তি
এত তীব্র ছিল!

বাহুতে ছিন্ন পেশীকণা ছন্দে
বেজে ওঠে রাজদ্রোহী গর্জনের কাঠ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাজামা সরালে তার
উন্মোচিত দুঃখিনী লোহার কান্তি
কেঁপে উঠতো, ভাঙ্গাচোরা দেশ!

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, রাত্রে গুলঞ্চ গন্ধের তীব্র
শব্দাঘাতে একদিন তবু এই যুবকের
মনে হলো,
দেশ-বণিতার এই উলঙ্গ অর্ধেক জিহ্বা
ঢেকে দিতে বন্দুকের খাদ্য দরকার!

যেন এও বিপন্ন বিস্ময়,
নিজে মুখোমুখি মুগ্ধ নিজের রক্তের কাছে
নতজানু হয়ে বললো, দেশ!

মনে মনে বললো বোন তুই
নকশীকাঁথার মতো সুশিক্ষিতা
হে আমার লোকায়ত পারুল বকুল
এর বেশী কিছু না, কিচ্ছু না!

চাঁদের ছায়া, এপিঠ ওপিঠ

এ কেমন রীতি, অবাক কাণ্ড?

চার হাতে ঠিক করতালি দেয়
করতালি মেলে শব্দ মেলে না!

চার চোখ ঠিক চার চোখে চায়
চার চোখ দোলে চিত্ত দোলে না!

কেবল কোপন করতল তাতে শূন্য শব্দ!
কেবল গোপন চোখে জল, তাতে মেলে না লব্ধ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু গোপনের গহন কৃপায় দুইটি দেয়াল
ছায়া ফেলে রোদে ক্ষণিক বৃত্ত, ক্ষণিক খেয়াল!

যাকে বলে প্রেম, গোপন কৌটা লুকোনো আতর
যাকে বলে প্রেম দিব্য প্রতিমা, স্মৃতি সহোদর

সে শুধু ক্ষণিক ইন্দ্রজ্যোতির বেদনা বিধান?
কৌটোয় যারা ঈশ্বর দেখি ভিতরে মহান
তারাই আবার শয়তান মানে অমল স্বর্প?
তারাই ক্লেদজ কলুষ পাপের পূর্ণগর্ভ?

ছিঁড়ে খুঁড়ে পোরে অমৃত পেটে শুক্র অধরা?
টেনে দিব্যের ঢালে গাঢ়ো বিষ, স্বয়ম্বরা?

মাঝখানে শুধু প্রেমিকের চোখে দিব্যপ্রতিমা
হারে রে উল্লু, কৌটার কানা ধ্রুবের অসীমা
যার প্রয়োজনে এত প্রশস্তি, এত পুষ্পের সংঘবাগান,
যার প্রয়োজনে এত জাগরণ, চার চোখে চেয়ে চিত্তখনন!

সে শুধু যখোন জড়জন্তুর উত্থানে বিষ, অন্ধ মনন!
তবে এসো নীল সাম্পানে চড়ে হে বোকা প্রেমিক
দেখি কোনদিকে চাঁদ ওঠে আর কোনদিকে তার ছায়া পড়ে ঠিক!

এখন আমাদের দিন

এইতো আমরা পুড়ছি ইচ্ছেমতো প্রাণভরে, পুড়ছে চৈত্রের বন পাহাড়ের
পাদদেশে
পুড়ছে আঙ্গুর ক্ষেত উজ্জ্বল আঙ্গুর পুড়ছে
সুতরাং বন্ধ করে ভালোবাসা, কিছুদিন আমাদের ভালোবাসা নয় আর
কিছুদিন কেবল বিদ্রোহ! কিছুদিন কেবল লড়াই!
বাঁশের লাঠির সাথে বাঁশির লড়াই। বেদনা বোধের সাথে ব্যথার লড়াই!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সুসময় চাই, আমাদের অসময়ও চাই!
আমাদের জয় চাই, পরাজয় চাই, আজ চাই ব্যর্থতাও।
যেহেতু ব্যর্থতা তাই সফলতা আসবেই, এসো!
হৃদয় শিশুর মতো বসে আছে অপেক্ষায়- এসো, আজ আমরা প্রস্তুত ঃ
ঘরে ঘরে হৃদয়ের রাঙ্গা ফুলভারে আজ আমরা প্রস্তুত!

ঘরে ঘরে দুঃখের মুক্তি চাই, যুক্তি ও সুখের আজ মুক্তি চাই, এসো,
ঘরে ঘরে আমরা প্রস্তুত, প্রান্তরে ঘাসের ভারে আমরা প্রস্তুত,
ফাঁসির আস্তিন ঘেঁষে এখন গভীর ঘাসে বসে আছি জ্বলন্ত রজ্জুর পাশে,
আমরা কেউ অন্ধকার আগুন ছুঁইনি এসো আজ সর্বত্র জয়ের দিন, এসো!

বর্ষণের সাথে অনাবর্ষণের লড়াই এখন আমাদের উজ্জ্বল লড়াই!
ক্ষেতফাটা চৌচির দিনের সাথে স্থির দিনের আজ উজ্জ্বল লড়াই!
এখন আমাদের নিমজ্জল হত্যা চাই, হত্যাহীনতা চাই, হত্যাহীনতাও!
এখন আমাদের যেমন মৃত্যু চাই, মৃত্যুহীনতাও চাই, নবজন্ম চাই!
যেরকম নির্জনতা চাই, কোলাহলও চাই, পত্রেপুষ্পে অমল ধবল বাষ্পে
দক্ষিণে এবং পুবে গাছের স্তূপে টক, মানুষের রুটি ও রান্নায়
এখন আমাদের দিন, এখন আমাদের দিন, এখন আমাদের দিন,
এখন আমাদের...

বিছা শিরোনামহীন কবিতা

১

এরা কারা? এই সব ঘর বাড়ী
পরিত্যক্ত সোনালী পাহাড় ভাসমান
মেঘে
গোধূলির মস্তিষ্কে রক্ত
রক্ত ক্ষরণের দাগ।

২

চাঁদ ওঠেনি। এখনো চাঁদ তমসা তীরে টালমাটাল
অন্ধকারে চোখের মতো, লাল বিড়ালের থাবার মতো এখনো চাঁদ
কুঁড়েঘরের কোণায় জমে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদ ওঠেনি। শিশু ঘুমোয়। শিশু তবুও ঘুমোয়।
খড়ের পালায় ছায়ায় আজো চাঁদ ওঠেনি।
চাঁদ ওঠেনি। তাই বুঝি ঐ বকুল বাগান ভাঙ্গা চোরা,
আজো মাটির দেয়াল ভাঙ্গা চোরা। বাসন কোসন
বদলে গিয়ে বিরাট একটি ক্ষুধার কালো বলয় হয়ে গেছে।
চাঁদ ওঠেনি। চাঁদের পরিবর্তে ওরা উঠেছে বুঝি উঠেছে রাতে
জ্যোৎস্নাহারা যৌবনের ক্ষুধিত এক ছেলেমেয়ের দল
রং ঝুমঝুম খেলনা ওদের হাড়ের ভিতর বিষণ্ণতায় হতাশ নিষ্ফল
চাঁদ ওঠেনি। চাঁদের বদলে নদীর তীরে মাটির কলকল
মাছরাঙাটি ডাকছে তার রক্তমাখা পালক।

সিম্ফনি ঃ ১৯৭৯

৩

মরচে ধরে গেলো মুখে,
মরচে ধরে গেলো বুকে,
এমন সুখে মরচে ধরে গেলো!

মরচে মানে মনের ধূলো
মনের কাছে হুলস্থুলও
বিষের ছোঁয়ায় বিষকাটালী
ব্যথায় যাদের জ্বলন খালি,
প্রশ্রাবে ও স্রাবের জলে
সাঁতার দিলি কৌতূহলে?

ঠিকরে-পড়া জীবনগুলো হায় ভাসালি
এমনতরো এলোমেলো মরচেগুলো?

প্রচ্ছদ ঃ ১৯৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

অশিল্পের অন্ধকার থেকে আমি জাগলাম শিল্পের উষায়
একটি কবিতার খোঁজে, কুমারীর পায়ের পাতার মতো নরোম
কবিতার খোঁজে
এই আমার জাগরণ!
শিশুর পেছন দিকে পায়ের গোড়ালি হ'য়ে ছুটে চলছে যে কবিতা
তার খোঁজে আমি জেগে উঠলাম,
চোখে গত রাত্রির চাঁদের এক কণা লেগে আছে, এখনো মোছেনি
ভাঙ্গা দাগ!
মুঠোয় আমার জ্যোৎস্না থিরথির পদ্মের নালের মতো প্রকম্পিত
এখনো বেপেই বসেছে
আমার জাগরণ ভোর আকাশের দিকে, আমার জাগরণ
শিল্পের উষার!
আমি স্থির, আমি কেন্দ্রে সমাহিত, আমার.নাভির দিকে আমি।

রৌদ্রের রঙ ঃ ১৯৭৯

৫

এই দ্যুতিময় অস্থি, দন্তরাজি, কমলা রঙের মাংস
অলিত তেলের চুল
নেড়ে চেড়ে সত্যের সৌরভ মাখি সারা গায়ে
তোমার শোণিতে আমি কান পেতে অরণ্যের পাতাঝরা শুনি
শরীরের সমস্ত সুন্দর কাজ ম্লান হয় নিষ্পেষণে জানি
সময় নিজের হাতে তুলে নেয়। যা কিছু নেয়ার
তুলে নেয় জন্ম, মৃত্যু, ফলের ভিতর থেকে পুষ্টির যৌবন।
আমাদের অদ্ভুত ক্রীড়ায় টেনে নেয়
মুক্ত নেই, নেই শোক সংগ্রহের কোনো মনোযোগ-
আছে শুধু ক্ষয়, মুহূর্তে প্রাপ্তির দম্ভ
আছে স্বপ্ন, স্বপ্নের বিস্ময়।
এই তো হাতের মধ্যে দ্যুতিময় কটী বসে আছে
আমরা এখন ব্যস্ত পরস্পর মোহন ক্রীড়ায়।

মৃত্তিকা ঃ ১৯৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

ক,
ধিক্কার তোমাকে, তুমি সাধারণ সহস্র বন্ধন
এসে খুটে খায় তোমার উদ্ধার
মুক্তি নেই, তোমার মুক্তি নেই
তুমি ক্রীতদাস তুমি অকারণ মৃত্যুর আহার
হবে যে কোনো পার্বণে, পালা পর্যুদস্ত যে কোনো উৎসবে!
গানে, সকল সন্ধানে!

খ,
কে জল রক্তের মতো খলখল বহে যায়, প্রেম
তুমি আমাকে জানাবে?

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

৭

তোমার মতোন অতটা স্বদেশ প্রেম আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি।
দারিদ্র্যের বিবর্ণ চালের ভাতে বর্ধিত আমার শৈশব থেকেই আমি কিছুটা
স্বার্থপর, ভালাবাসাহীন।
শৈশব থেকেই আমি মাকে তার সমস্যার ক্ষত নিয়ে কাঁদতে দেখে,
কেবল বাবাকে
জীবনের কাছে মার খেতে দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরেছি
কোনোদিন কাঁদবো না, কোনোদিন ভালোবাসবো না!
কোনোদিন কোমলতা, কাজল মাটির ঘ্রাণ জড়াবো না জীবনের জঘন্য
শরীরে!

স্বদেশকে ভালোবাসবো না; যেমন তোমরা ভালোবাসো!
আমার স্বদেশে আমি রয়ে যাবো স্বার্থপর চিরকাল একা,
জানি কোনোদিন স্বদেশকে ভালোবাসবো না।

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

ক,

দুঃখগুলি উল্টে দিয়ে দীর্ঘ একটি পুষ্প কর না,
এখন থাক, এখন থাক, এখন তুই হ'সনে ঝরনা
রক্তগুলি রাঙিয়ে দিয়ে রঙ্গীন একটি আয়না কর না
এখন থাক, থাক, এখন তুই হ'সনে ঝরনা!

খ,

অসুখে রচিত পংক্তিমালা কাছাকাছি থাকো তুমি
দীর্ঘ শালবন, থাকো যেমন রাতের ভালে চাঁদ থাকে একা একা
সে রকম থাকো
আর বলো
কার পদানত চলেছে পৃথিবী এই তৃণভূমি, লোহা রূপা
ভাসমান মাটির জাহাজ? কার সনির্দেশে চলেছে এমন?
সে কি নারী? সে কি কোনো ক্রন্দনের কোমল কোকিল?
সারারাত কাঁদে তমসায়?
অসুখে রচিত পংক্তিমালার মতো অসহায়
ন্যুজ মুখ বুঁজে পড়ে থাকে একা? কারা কারা
রাতে ঘুম চায় কারা চায় চাঁদ?

বিচিত্রা ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

৯

স্বদেশ কাহাকে বলে? সে কি কোনো কোমল মাটির ঘর,
সীমাবদ্ধ মানচিত্র? সে কি কোনো ঝর্ণার জলের ধ্বনি? নদীতীর?
উঠানে নোয়ানো কোনো আমলকীর সবুজ ডাল? সবুজ ফড়িং কিম্বা
হলুদ সোনালী শস্য? ধানক্ষেত? সে কি কোনো করুণ দীঘির জল?
কুঁজো পিঠ ক্লান্ত কোনো ব্যর্থ মানুষ? বিনষ্ট বন্ধুর মুখ? পাপাচার?
মধ্যরাতে জুয়োয় ফতুর টাকা? সে কি কোনো মাতালের মিলিত দুইটি হাতে
ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি? বেশ্যার উরুতে ক্ষত? সভ্যতায় ফিরে আসা বারবার
সে কি শুধু একই কালো সূর্যগ্রহণ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকি সারি সারি শহীদের সাজানো কবর? স্বদেশ কাহাকে বলে?
কি রকম দেখতে স্বদেশ
কারা তাকে কিভাবে দেখেছে? নাকি স্বদেশ কেবলি কয়টি ঘনিষ্ঠ
বন্ধুর মুখ? মানুষের মুখ
মানুষের চারিপাশে যে সব সমস্যা আছে সুখ আছে দুঃখ আছে
দুঃখের বিষাদ আছে সেইগুলি কেবলি স্বদেশ?
মানুষের প্রিয়তম বাসনার কাছাকাছি যারা থাকে তারাই স্বদেশ!

সচিত্র স্বদেশ ঃ ১৯৮২

১০

আমি মানুষ মাত্রেই আছি। মানুষের
সমস্ত খারাপই আমার ভালো।

আমার জন্ম হয়নি। আমি কখনো আসিনি,
আমার মৃত্যুও হয়নি। 'মৃত' শব্দ আমার অজ্ঞাত।
আমি প্রবাহিত বোধির ভিতর কোনো অতীত
এবং ভবিষ্যত নই। অতীত ও আগামী সব এক স্রোতে
মিশে গিয়ে আমার ভিতরে এক অনাবিল বর্তমান।
আমি 'অন্তত এখন' আনন্দিত একটি মুহূর্তে ছাড়া আর কিছু নই।
তোমরা যাকে উদ্যানের সাজানো সৌকর্য বলো সে যেমন ফুল,
আমি অন্তত বিশ্বের সাজানো স্থিতির সে রকম 'আমি' জন্মহীন
মৃত্যুহীন সমূহ সম্বোধি। আর কিছু নই। যাকে দ্যাখো
মাথার উপর কালো চুলের দরোজা খুলে দেয় ভাঙ্গা চিরুনিতে
যাকে দ্যাখো মাজার তাগার ফিতে খুলে ফেলে হঠাৎ খেয়ালে
যাকে দ্যাখো আনমনা আঙ্গুল বুলিয়ে যায় ক্ষণিক দেয়ালে
যাকে দ্যাখো ছিপ ফেলে বসে আছে বেশ্যার ছায়ায়
কখনো ক্রন্দনসিক্ত কখনো নিজের দুঃখে দুঃখতম দঃখের মায়ায়
ভিজছে আনমনে বকুল বৃক্ষের মতো বৃষ্টি বরিষণে,
সে শুধু সাজানো মূর্তি কণ্ঠলগ্ন আমার প্রতিমা,
রোগে শোকে জর্জরিত মানুষের মনহীন মনের অসীমা।
এবং সেখানে আমি সম্পূর্ণ উপস্থিত নেই

দৈনিক বাংলা ঃ নভেম্বর ১৯৭৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

সব স্থিরতার পাশে পল্লবিত হায় হারানোর শোক
এই তুমি?
কখনো বজ্রের, কখনো বৃক্ষের
কখনো বা দেবতার। তুমি?
তুমি শুধু ভোগ নও, তুমি ভুক্তভোগী সূর্যদেশ,
আমাকে পোড়ালে এতপাপে?
পাপী আমি তোমার রৌদ্রে তবু ফিরে পাই
সেই শস্য, যা তোমার মৌল শরীর।
পাপী আমি তোমাকে খুঁড়লেই তবু ফিরে পাই
যেমন জলের মধ্যে জল শুশ্রুষার ধান,
ধরা যাক তুমি তাই বারবার সেই আদিজল,
বৃক্ষের প্রদীপ, সভ্যতাক্ষয়ী শিখাবাহী নব্য অভিষেক!
আর সে বিশুদ্ধ শিখা রক্তে-মাংসে কেবল আমিই!

দৈনিক বাংলা ঃ নভেম্বর ১৯৭৯

১২

রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে দুপুর গড়ায় বিকেলে, আলোকিত সংজ্ঞারোলে সেও
মেঘ থেকে জলের মতোন শোষে হাওয়া, তার দু'চোখের মেঘেও
ভাঙে বিকেলের শোষিত আমেজ,
এ সময়ে মাইল মাইল জানা বনে তবু কেউ নেই তার
রঙ্গীন চিনের ভিতরের জীবনের মতো;
একা একা এইসব ইন্দ্রিয়ব্যাপী অবসাদ তার সেতারের মতো
বাজে গোধুলিকে আঙ্গুল বানিয়ে,
বিস্তৃতির ভাঁজে ভাঁজে পড়ে থাকে, তখনো কিন্তু একা নয়,
সঙ্গী তার, রাজাদের রাজা;
অথবা যখোন কেউই নেই সঙ্গে, সে কেবল বিগত দিনের সন্ধ্যার
স্বর মুখে মাখে:
সে সব সন্ধ্যায় এরকম সংজ্ঞারোল নয়, বরং রঙ্গীন ছিলো আরো চারিধার
পিয়ানোর টুং টাং এর মতোন কথায়, একটু হাওয়া বয়ে গেলো
ঝোপের মতো ব্যবহারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টিতে ট্রেনের শার্শির মধ্য দিয়ে দেখা ইস্টিশনের মতো মূক
ঝাপসা সে
আজ শুয়ে আছে ছত্রখান হয়ে, না-না, যতই ভাঙ্গুক অশ্রু, কেউ
আসবে না,
শিয়রের সন্তর্পিত হাতও তাই ভেলা হয়ে ভাসবে ভাসবে ঠিক
উৎকণ্ঠায়
শোকসাধ্য স্থলে, আর নরকের নিবিড় ক্রমশঃ তাকে টেনে নেবে
টেনে নেবে বুকে;
যেনো গ্রাস হতে হতে সে তার নিজের কাছে আউড়ে যাবে
ভাঙ্গা অশ্রুতে লেখা কথা,
এই কি তেমন মুহূর্ত, যখোন বৃক্ষেরা জন্মে বীজ ভেঙ্গে, আর
পাখি ডিমের খোলস,
কিম্বা যখোন শিশু হাঁটতে শিখে কানাদের মতো হতে চায় অথচ
পারে না?
কিম্বা যখোন দৃশ্যময়তার দূরন্ত দুয়ার খুলে যায় একে একে
ঘুমের ভেতর?
এই তেমন মুহূর্ত, যখোন সংজ্ঞারোলে সারা রক্ত মাংসে
ঝরে মেঘ শুধু মেঘ?
সৃষ্টিতে ট্রেনের শার্শির মধ্য দিয়ে দেখা ইস্টিশনের মুখ ঝাপসা
সে তখনো
থাকে শুয়ে ছত্রখান হয়ে, না-না, যতই ভাঙ্গুক অশ্রু, কেউ
আসবে না!

সংবাদ ঃ নভেম্বর ১৯৮০

১৩

অন্তর্লোকের পরিশ্রমে ক্লান্ত, নিঃসঙ্গতা, তুমি মুছে ফেল সেই মুখটিরে,
অপসৃয়মান হোক বিন্দু বিন্দু আঁখির ধারণা;
জ্যোৎস্না মুড়ি দিয়ে মৌল চরাচর বিকীর্ণ বাতির কাছে যায় যবে,
তৃষ্ণা চিরে
দুর্মরর সুরধুনি লোটাক তখনো নিভৃত চারণা;
অনন্তের সাহস জ্বালিয়ে বিনিময়ে যেখানে অচেনা হাট জমায়
ভীড় শোকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গতা, বৃষ্টির গান ঝরে সেখানে প্রচুর প্রেমে
কিশোর বেলার নির্দেশে আমিও ভাসছি অই বৃষ্টির কুহকে;
ভুলেও পাবো কি তাকে কোনোদিন আর আমার বিক্রমে?

অনন্তের মাধুরী আড়মোড়া ভেঙ্গে কুহকের মতো যাচ্ছে বলে নিবিড়
টেলিগ্রাফে,
প্রভু, এমন কাতরতায় শুধু চাই ক্লান্ত জাগরণ;
সময়ের যে উচ্চারণ ফোটে অহর্নিশ আমার চেতনার নগ্ন প্রস্তাবে
প্রভু, সে মুখখানি করে সে উচ্চারণে হবে শ্রেয় দর্পন?

সংবাদ ঃ নভেম্বর ১৯৮০

১৪

জল ছল ছল কুকুর আমার তাকাও   এদিকে তাকাও
বুনোফুল দেবো- মাংসের স্বাদ, হৃদয়ে   তাকাও
সম্রাট তুমি সাধারণ তুমি শ্রেষ্ঠ প্রেমিক   বল্‌মিক
হাড় খুলে দাও হরিৎ ঘাসের তোলো
তোমার তৃষ্ণা? জিভ দেখে তাও দেখতে   পাসনা?
হারে রে কুকুর- ঠিক দুপুর   বেলায় খেলায়
চপল দোলায় চারাগাছ সম দেহটি   দোলায়
প্রভু তোকে দেয় শিকলের দাগ, পচা   ভাত পাস
লেজ নাড়ালেই, মাছি তাড়ালেই   ক্ষত ভুলে যাস
হারে রে কুকুর- শ্রেষ্ঠ মুকুর   প্রভুকে দেখার
এবার তবেরে ধীরে ধীরে তুই   সবটা বাহার
ময়ূরের মতো খোল দেখি আয়   কৃষ্ণচূড়ায়
কোকিল মরছে এখন অন্ধ   এখন আকাশ
তোর পদানত সবটা পাবক   তুমি খুলে দাও
তোমার চোখের চপল ভঙ্গি দাস হয়ে দেবে   এদিকে তাকাও
আমার কুকুর বুনোফুল দেবো   স্বপ্নটি তাও
বেঁচে থাকা আর মৃত্যু তোমার   আমাকে দোলাও
হৃদয়ে রক্তে, হে জ্ঞানী, এবার খুঁজে খুঁড়ে যাও
জীবন, তৃষ্ণ, যৌবন, ভীরু একটু তাকাও-

সংবাদ ঃ নভেম্বর ১৯৮০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মোহাম্মদ আলী

সমবেত দর্শকবৃন্দ ঃ এই আমার গ্রেনেডের মতো মুষ্টি
আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আসুন লিস্টন, জো-বাগনার
আসুন আপনারা যাই হোন ফ্রেজিয়ার কি অমুক তমুক
আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমার আইডেন্টিটির এই
পরিচয়হীন বিশ্বে- আমি কেসিয়াস ক্লে, না মোহাম্মদ আলী,

আমাকে জানতেই হবে লিস্টন, তুমি রিং-এর ভিতরে ঘুরে ঘুরে
আমাকে কেবলই বলছো- ক্লে-ক্লে-ক্লে-না-এ আমার
শ্বেতাঙ্গ ঘৃণার চিহ্ন, আমি কালো, আমি আলী, আমি বিস্ফোরিত
কালো মানুষের ক্লিন্ন আর্তনাদ, ক্ষুধা তার তীক্ষ্ণ চিৎকার
শুনে-শুনে-শুনে আমি আজ আর কেসিয়াস ক্লে নাই!

আমি মুহূর্তে মোহাম্মদ আলী বনে গেছি- শোষিত বিশ্বের
বিত্তবান একটি ধ্বনি– আমাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি আলী!
যেমন পেখম দেখলে ময়ূরের তোমরা স্বীকৃতি দাও
থাবা দেখলে দারুণ ব্যাঘ্রের- সমবেত উল্লুক, ভল্লুক
ওরাং-ওটাং-শোনো পেশাদার নই- আমি,

এ আসলে আমার স্ট্র্যাটেজি যুদ্ধ করি আমার সত্তায়
সত্য ও মিথ্যার- কানা অন্ধ অহমিকা আর অস্ত্র বীরত্বের

বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ– আমি কবি মাংসের ছন্দের
ধনুকে আমার যুদ্ধ- মুষ্টাঘাত করি ধূর্ত কর্মের চোয়ালে

দ্রুত ক্ষীপ্র এ আমার যুদ্ধরীতি হতে হয় ভিতরে বাহিরে একই
অটুট নিটুট ক্রোধ, ফলবান মর্যাদা বাহক- কোনো পরাজয়

আমার মানতে নেই কোনোখান, এশিয়ায় সাউথ আফ্রিকায়
যেকোনো কালের গর্ব আমি নাইজেরিয়ায় আমি আমার
আমারই ভাইয়ের সঙ্গী– অনাবৃষ্টি, বিপন্ন ক্ষরায় তাই
কালো মানুষের মুখে অন্ন যোগান দিতে পিছপা হই না, শোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরাপেট ক্রীড়ারতিময় যত মুষ্টিযোদ্ধা, শোনো এই রিং
আসলে আমার সত্তা, যত যুদ্ধ করি আমি উল্লোল নৃত্যের
সাথে স্বার্থবাদী সমস্ত গর্বের গাল যত আমি চূর্ণ করি
ফ্রেজিয়ার অথবা জো বাগনার...

ভিতরে আমার চলে অন্য খেলা, আমি কাঁদি, আমার সত্তার
অংশ, কালো মানুষের বংশ পদানত দেখে দেখে আমি কাঁদি।

সংবাদ ঃ অক্টোবর ১৯৭৫

গলায়নবাদী

কোনোমতে জাগতে পারি না, কিন্তু আজ কেন যেন
অকস্মাৎ জেগে আছি
অশিল্পীর নিদ্রা ভেঙ্গে জেগে গেছি শিল্পের উষায়।
আমার এ চক্ষুদ্বয় হায়
আমি তবু কোনোমতে ফেরাতে পারি না
লেগে থাকে তোমাদের চক্রাকার দল ও সঙ্ঘের পাদমূলে।
তোমাদের আন্দোলনে অশিষ্ট হুঙ্কারে তার বারবার কেঁপে ওঠা,
বন্দীর মতোন তার শৃঙ্খলের মধ্যে জাগরণ!
তবু কেন কম্পিত মুখের দৃষ্টি তোমরা ফিরিয়ে নাও?

আমি তোমাদের ভার সইতে পারি না, চোখে বড় লাগে আজ
তোমাদের ভার।

আমি তোমাদের ছেড়ে তাই জীবজগতের থেকে অনিবার
অতল গুহার দিকে নেমে যাই,
জলের ঘূর্ণিতে নামি
মাছের আঁশটে গন্ধে,
ঘাসের ঘাঘরায় কাঁকড়া ও পতঙ্গের স্তরে স্তরে নামি-যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মার অনিদ্রা ভাঙ্গা সৃষ্টির প্রভাতে ফের
আমি দেখি আমাকেই,
বিপ্লবে ও অভ্যুত্থানে অসহায় মৃত্যুর লোবানে
পুড়ে যাওয়া আমার আত্মায়
আমি দেখি আমাকেই,
আমি দেখি আমাকেই।

তারপর তোমাদের সমস্ত স্বপ্নের ঘর ফেলে
আমি অন্ধ বিষভরা বৃক্ষের ভিতর
দুধরাজ সাপের মাথায় নীল মরকত মনিতে নেমে যাই-
শেষ করি আমার অবাধ অবতরণ, এই ভাবে, যেনো আর
আমি তোমাদের ভার পিঠে আর না দেখি, না দেখি।

সংবাদ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

www.amarboi.com

নিজের স্বদেশে

স্বদেশ তুমি ঝলসে যাওয়া গোলাপকুঁড়ি।
সিঁড়ির কাছে ভরদুপুরে আমার ঘরে এগিয়ে আসো!
দু'চোখ জুড়ে কিসের দৃশ্য ভালোবাসা?
স্বদেশ তুমি এক নদীর নারী–
রাতদুপুরে কিসের ঘোরে এমন তুমি তীক্ষ্ণ হাসো?
কাদের কাছে যেতে এখোন ভালোবাসো!

শহর জুড়ে ফুলের মড়া গন্ধ ছড়ায়
শহর জুড়ে বসন্ত তার বাতাস বাড়ায়
বক্ষ জুড়ে সেই বাতাসের বেয়াদবী
বক্ষজুড়ে সেই বাতাসের বিষণ্নতা
সেই বাতাসের পাছে পাছে স্বদেশ তুমি
কিসের তাড়ায় ঘুরছো ঘোড়েল পাড়ায় পাড়ায়
তোমার চোখে কি শূন্যতা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বদেশ তুমি বিষণ্নতার বুকের কাছে আর ঘেঁসো না।
চতুর্দিকের নষ্ট জলে আর ভেসো না,
স্বদেশ তুমি ঘরে থাকো,
বাইরে গেলে অনেক বিপদ ঘরে থাকো!

সংবাদ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৫

শিকড়

হাজার বছর আমি মাটি চাপা পড়ে আছি
আমার কেবল কাজ এঁকে বেঁকে খরা ও বর্ষার মাটির লবণ থেকে
স্মৃতি, সূর্য, স্বেদ, শর্করা তুলে তার হাতে সঁপে দেওয়া প্রভু
আর কোনো সাধ্য নেই, আর কোনো সাধ্য নেই, পারি!
হাজার বছর গেলো, বৃথা শ্রমে বৃথা পরিশ্রমে, অন্ধ
কোনোদিন কখনো দেখিনি আমি কাকে দেই জীবন, আহার।
কে আমার আদিঅন্ত কুরে খায়, আদিঅন্ত কুরে কুরে খায়।

প্রভু একবার তোমার চেষ্টায় যদি একবার এই অন্ধকার
মাটি চাপা হাজার বছর ছিঁড়ে সাপের ফনার মতো ধীরে ধীরে
মাথা তুলে দেখতে পারতাম, কাকে আমি যোগাচ্ছি আহার দানাপানি
কী ফলায় সেই বৃথাশ্রম, অমৃত না অন্ধকার জ্বালা ক্ষয় বিষের প্লাবন?

সংবাদ ঃমার্চ ১৯৭৪

সৌন্দর্যবোধ

দেখো দেখো কী সুন্দর শালের মঞ্জুরী আর ঐ কেয়াফল
দেখো কি রঙ্গীন ঐ ছোট্ট পাখিটা উড়ছে, চপল চঞ্চল
চাঁদটাকে ধরবো নাকি হাওয়ায় লাফিয়ে?
সবদিকে সুন্দর প্রশান্ত আহা কী যে ভালো লাগছে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার নিজের ভালোলাগার কাহিনীগুলি শুনিয়ে শুনিয়ে
আহ্লাদী হরিণ এক আনমনে ঘাস ছিঁড়ে খায়!
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি গভীর জ্যোৎস্নায়
তখনো পিছনে আসছে ওদের কেউই নয়; একজন শিকারী।

সংবাদ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

শুধু ক্ষয় শুধু বলিদান আজ ভিতরে বাহিরে

কেঁদে ওঠে- জায়গা দাও, আমাকে গ্রহণ করো
বুকে তুলে নাও।
স্পর্শ ভিক্ষুক ফুল কেঁদে ওঠে, গ্রহণ ভিক্ষুক সব মর্মমূল
মাটির বোতলে কাঁদে, জায়গা দাও, আমাকে গ্রহণ করো

পতনোন্মুখ বলে- আমাকে আমাকে...
কে কাকে গ্রহণ করে? কেবা রাখে কাকে?
কোথায় রাখবো তোকে? জায়গা নেই, জায়গা আর নেই
স্ববিরোধ, পৃথিবী সকল বোধসহ আজ
জোট হয়ে এলোরে সুন্দর।

মাথার ভিতরে আজ মানুষের মন বড় ছোট হয়ে আসিতেছে
অস্ত্র ফলিতেছে, বৃক্ষে, বিষফল মনুষ্য ডানায় আজ দুলিতেছে
কানায় কানায়।

কাহারো বুকের অর্থ আজ আর গ্রহণ বর্জন নয়
বেদনার অর্থ নয় হৃদয়ের সমূহ ভাষায় কথা বলা!

শুধু ক্ষয়, শুধু বলিদান আজ ভিতরে বাহিরে।

সংবাদ ঃ জুন ১৯৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি

মাথার ভিতরে তুমি কবরের মতো ঢুকে গেছো
মাথা তাই উঁচু গর্ভবতী, হায় তোমার আসার অপেক্ষায় মেয়েদের
মতো আমি
সেজে-গুঁজে থাকি আর সুগন্ধ লোবান জ্বেলে
শরীর পবিত্র করি, শরীর পবিত্র করি কম্পমান জলে
যে রকম সমতল ভূমি তার ঘাসের উপরে ধূলো
সংশোধন করে নেয় আমি সে রকম ভিতরে বাহিরে
এই এতগুলো মানুষের ভীড়ে
সংশোধন করে নেই আমারও সকল স্মৃতি-সংসার-সঙ্গম
বেনী বেঁধে প্রেম পারঙ্গম এক বালিকার মতো শুধু
আমাকে সাজাই আমি দেখি করতল, স্নিগ্ধ সাবান ফেনার
জলে ধুই আনন্দ উজ্জ্বল গ্রীবা শরীরের যূথচারী মাংস আমার
চড় ইয়ের মতো করি চপল চঞ্চল ডানাময় এবং সপ্রাণ, যেনো
লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা গতি তার আত্মার আহার নিয়ে
আমাকে স্পর্শ করে কল্লোলিত কামনায় কুসুমিত আমরায়
ছুটে যেতে পারে!
যেন তার আনন্দ আমার হয় সবুজের সরল শাখায় একদণ্ড উষ্ণ
অবগাহন।

এ পৃথিবী একবার পায় এই আনন্দেরে পায় নাকো আর।
বারবার তুমি তো আসো না। বারবার বৃক্ষের শাখায় ডালে
পুষ্প আসে লতাপাতা নতুন ঋতুর হালখাতা মেলে বসে
মৃত্তিকায়
কিন্তু কিসের তরে এত বাঁধা আমার আত্মার কেন এত
অনুধরা অভিশাপ বারবার তুমি হানো ফুটোফাটা এত ক্ষত
ক্ষয় রোগ?
এত নিঃশেষণ, অথৈ মোচনহীন অনিবার এমন ক্রন্দন?

অভিশপ্ত এক অনুধরা বউয়ের মতোন অপেক্ষায় থাকি এসো
বাবার এসো-আজ যে রকম এলে তুমি সম্ভাবনা এসো তুমি
আমার আমরাবতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছাচার সমূহ শব্দের ক্ষতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারবার শান্ত উষায়
মোহনায় এসো তুমি, এসো- আছি- অপেক্ষায় আছি আমি, এসো-
গর্ভবতী মাথার পুরুষ– মাথায় ও মর্মের মধ্যে আপ্লুত মজ্জায় আমি
নারীর মতোন আজো সেজে-গুঁজে খোপা বেঁধে সুরভী সুন্নাত
বসে আছি।

আর কে না জানে ভিতরে ভিতরে সব ফুল তার ফুলের আকারে যেতে
বহুবার গর্ভবতী হয়? গর্ভবতী হতে হয় প্রতিটি ফুলের
যদি সে ফলের দিকে পরিপূর্ণতায় তার নিজস্ব ব্যথার ভার
সঁপে দিতে চায় স্নিগ্ধ বারবার সঁপে দিতে চায় তার সমূহ সঞ্চয়?

সংবাদ ঃ মে ১৯৭৪

বিশ্বাস

তোমাকে দেখেছিলাম যখোন পায়রা এবং পুষ্পঋতু
শহরে আরো শহর গড়েছিলো,
তোমাকে দেখেছিলাম আমি
বন থেকে যে এসেছিলো নতুন একটি টিয়ের মতো সবুজ!

তোমাকে দেখেছিলাম যখোন মানুষ শুধুই মানুষ ছিলো
ভিতরে এতো উল্টোরথের মেলা বসেনি,
চড়কপূজা ত্রিশূলবিদ্ধ শুয়োর এবং
মোরগ লড়াই শুরু হয়নি!

তোমাকে দেখেছিলাম আমি পাল্কীচড়া বউয়ের মতো লাজুক
বকুলতলা দিয়ে বুনো টিয়ের মতো এসেছিলে
বকুলগন্ধ ছিলো তোমার বুকে।
বনের ছায়া পড়লে যেমন
পথের উপর কাঁপতে থাকে
সেই ধরনের কাঁপন যেনো দেখেছিলাম গ্রীবায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের উজ্জ্বলতায় করুণাভরা
ঠোঁটে তোমার একলা একা হাস্যমুখী ছায়া!
তোমাকে দেখেছিলাম কবে?
যখোন আমরা যুবক ছিলাম তোমাকে দেখেছিলাম!

সংবাদ ঃ এপ্রিল ১৯৭৪

কবিতা

মার্কিনী কবির মতো নয়! শব্দকে বরং হতে হবে
সন্ন্যাসী ভিক্ষুক পোড়া ভিয়েতনাম। বোমা অগ্নি, আহত আঘাত!
রাজ্যচ্যুত দুরাচারী সিংহাসন। বিদীর্ণ গুল্মের ঢেউ পোড়াদেহে
বুকে ভরা অথর্বতা, পঙ্গু স্বাধীনতা। পাগলা মেহের আলী।
সব ঝুট হ্যায়।

মর্মর স্বচ্ছ কোনো যুবতীর পায়ের মতো নয় জল অথবা।
বরং মৃত্তিকা ফোটা অপর দাদীর সেই জ্বরাতুর কুঞ্চিত ভবন
পাঁচীর অঙ্গের কুষ্ঠ ভিখিরিনী থালার তীব্র ধাতু কলঙ্কের ঘৃণা।

স্পেনী কবির মতো নয়, কতদূর ঘোড়সওয়ার
কর্ডোভা নগরী জেনে কাজ নেই। তার চেয়ে ঋত্বিকের
তিতাসের বালুর ভিতরে জল, মৃত সভ্যতার জল, মাছের
জালের জল খুঁড়ে তুলতে হবে শব্দকে। এবং দেখাতে হবে
একটি বেদের শিশু সবুঝ অবুঝ হিল্লোলে ধানক্ষেতে নাচতে
নাচতে ভেঁপুর বাজনায় যেন হাস্যমুখী স্বর্গ হয়ে যায়।

এদেশের জলে কত সাপুড়িয়া বেদে সম্প্রদায় আদিবাসীদের মতো
লুপ্ত প্রায় আজ 'নেই-অরণ্যের', 'নেই লোকশিল্পের' ক্ষতে উপেক্ষিত
সিঙ্গা ফুঁকে রক্ত তুলে দাঁতে লোক সাফ করে দিনগুজরান।
অথচ জিপসী নয়, উজ্জ্বল অঙ্গাবরণ পরে না ঘাঘরা সেইজাত।
আবারও শব্দ আছে। রাত্রি নিশিথের দৃশ্য ক্ষতস্থানে উগ্র
দেহী মাংসাশী কুসুম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হার্লেমের নিগ্রো নারী নও তুমি! এদেশের পারু কিংবা শ্যামা
চিরায়ত শিল্পের মতো তবু হতে যদি তোমরা একগুচ্ছ নিস্তব্ধ উপমা।

সংবাদ ঃ অক্টোবর ১৯৭৪

পাখি প্রবাহ ও অন্যান্য প্রত্যাশা

ভীষণ অগ্নিচক্রে উইন্ড মিলের মতো ঘোরে কারা
এশিয়ার সূর্যে আজ সীসার ধাতবপাত্রে?
তীব্র কাঁপে কারা আজ জলোচ্ছল ধ্বংসের ধকধক শব্দের গন্ধকে?
নীচে নীল তামার সমুদ্র। গলিত ধাতুর ঢেউ এ
পা ছড়ানো খোপার ফেনার ফুল্ল কুসুমে মৎস্যকন্যা
তুমিও কি কংকালে পতিত?

উর্ধ্বে ঃ অধেঃ ঝিলমিল নষ্ট সমুদ্রের চাকা
মৃত্তিকায় লকআউট কারখানা করেছে ঘোষণা।
হে প্রেমিক শোনো, তোমার সমুদ্রতীরে
পাথরের পুরু কুঞ্জে পুষ্প আর পর্ণদ্বীপ
আরাধ্য মেয়ের আত্মা সামুদ্রিক পাখি হয়ে
উড়ে আর আসেন না এখানে।

চক্রবৃদ্ধি হারে আজ মানুষের মন্বন্তর মারী বিষ নষ্ট তেলে
সমুদ্রের সুনীল সচ্ছল
সুন্দরের ঠোঁটে আজ রাখে না চুম্বন।
শুধুই শ্যাওলার শান্ত সবুজ কর্পূর থেকে
সাবমেরিনের লোহাগন্ধ ভেসে আসে
ধকধক এঞ্জিনের বমি!
মাটিতে সমুদ্রে আজ মারী ও মননে ক্রুদ্ধ সংশ্লেষের কুটিল গ্রন্থণা!
যুদ্ধে মানুষের অস্ত্রের খেলনা। জীবন শূন্য কারচুপি।
হে প্রেমিক শোনো– উদ্যানে সরাইখানা থেকে তুমি
কবে দ্রুত অশ্ব থেকে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেফালীর মতো স্নিগ্ধ সেবিকার হাত থেকে
মিষ্ট পানীয় নিয়েছিলে।

ময়ূরীর মাধবী কিঙ্কিনা কানে ধুয়ে নিয়েছিল ক্লান্তি
চাঁদের মতোন বাঁকা কটিদেশ সে কবে তোমাকে
বলেছিল, থাকুন এখানে!

সে সব সুদূরে আজ পরাহত। যেমন অনেক বৃক্ষ, বীজে ও বিনাশে!
পৃথিবীর বীজ। পৃথিবীর শ্রান্ত অমল ধবল ক্লান্ত মানবতা,
দুধশুভ্র ধ্যান।
মানুষ এখন আর নিজেকে মানুষ বলতে বলে ফেলে পাশব দানব
দানবেরা এখন দেবতা!

কত সুসময় এলো, চলে গেলো। কত হংস বলাকার
রাবীন্দ্রিক পক্ষ সঞ্চলন!
কত বের্গসীয় গতি! মাটির ভিতর সতী বৃক্ষের উত্থান,
অথবা বৃক্ষই বীজ!
অথবা শিশুর মধ্যে স্বর্গদুত! অথবা স্বর্গের জন্যে
এতো শিশু জন্মের প্রয়াস।
সব আজ বিনতিশালীন বৃক্ষে ব্যথার ভিতরে ঢুকে
চায় তার পুরনো আসন!
কিন্তু বদলে শুধু বন্দুকের নলের ভিতর
ভূলুণ্ঠিত সম্পদের শানিত সঞ্চয়।
কেঁদে ফেরে সামুদ্রিক সূর্যে তার শস্যের সন্তান।
সীসার আকাশ বলে বৃষ্টি দাও!
মনিলতা থেকে কিছু দাও শুভ্রতা!
হে অগ্নিপুরুষ, তেজ হে মরুত বৃষ্টি দাও!
কেঁচো ও কেন্নোর আদি মৃত্তিকায় বৃষ্টি দাও।

কাঁদে ম্যানহাটনের ব্রীজ সেতু। কাঁদে মনিপুরে বনভূমি
লোহা ও বৃক্ষের মধ্যে ব্যথা বন্ধনের ভিক্ষা বৃষ্টি দাও-
বীজ দাও। বৃক্ষ দাও। লোহা দাও। সেতু দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁদে মানুষের মধ্যে মুদ্রার মতোন মৌন হৃদয়ে জটিল বোবা রেখা।
আর শূন্য তপস্বিনী হাওয়া।
অমিয় বাবুর মতো কেঁদেও পায় না তবু তারে কেউ
বর্ষায় অজস্র জলধারে।

নামে অগ্নি। নামে অমানব।
নামে বীজহানি- বৃক্ষহীন ভূমির যাতনা।

আর প্রকাশিত হয় সেই এক অনিবার্য
সমুদ্রের তলে যুদ্ধ জাহাজের ধকধক শব্দ অগ্নিময়
ঊর্ধ্বে মিসাইল, নিম্নে নৈরাকার নৌকো শুধু মাইল মাইল
কনভয়ের কুষ্ঠ ব্যাধি, শাপ অভিশাপ!

তবুও প্রেমিক তার পোশাকের নীচে শাদা
পবিত্র বেদনা পোষে!
ধনুকীর ধুন ছোটে বলে ঋষি 'মা নিষাদ'
চঞ্চুতে চঞ্চল চুমু পাখি প্রবাহের প্রাণ; মেরো না, মেরো না!

তবুও সারস এক সমুদ্রের ফেনা ঠোঁটে উড়ে আসে
তৃষিত চঞ্চুর পাত্রে জল দেয়- পৃথিবীতে এই যা প্রত্যাশা।

সংবাদ ঃ নভেম্বর ১৯৭৪

ক্ষমতা

হয়তো কিছুই নেই, তবু আছে।

আমার কান্নাগুলি কবিতার অস্ত্র হয়ে
আজ তারা গোপন যুদ্ধের যুঁইফুল।

আমার আকাঙ্খাগুলি, আজ তারা
অভয়ে আসন গাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেধা ও মনীষার ভিতর-মহলে
আমার নিশ্বাসবিন্দু, দীর্ঘশ্বাস দিনবিন্দু ফোঁটা ফোঁটা
আমার শিল্পের সব ভাঙাচোরা
আর ঐ ঐতিহ্য-আড়াল
জোড়া দাও ঃ

কখনো সে সবিতাসূর্যের শৈলী
গণজাগরণের নির্মাণ!
কখনো সে গ্রামীণ চরকার তাঁত
শস্যের মুকুর!

আমার নাতিকে আমি ভালোবাসি, উন্নতিকে নয়,
তাকে তুমি ভাগ করো,
যেমন বৈঠা দিয়ে জলস্রোত-নদী ঃ
পাবে তুমি রৌদ্রের মুদ্রায় ধরা লাল মাটি, শিল্পের জগত।

একটি অমরশাদা গাভী, তার ভাস্বর ওলান
যেখানেই থাকো তুমি দেখা পাবে ঃ কাঁদো ঃ
তোমার সহিত কাঁদবে আসমুদ্র শাদা দুগ্ধ ধারা।
যখন শহরে ঢোকে অতিকায় লোহার কাছিম
যখন বাসনা সব ঢাকা পড়ে বধির লবণে,
অস্থির আজান তোলে মুয়াযীন,
বিশ্বাসের ভিত
খসে পড়ে পরচুলার মতো-
পা রাখি কেবল পাপে
পায়ে পায়ে কেবল পতন,

কথনো ডরিনা;
আমার একাকী গান গেঁথে তুলি
যুঁইফুল অদৃশ্য মালায়।
রক্তগুলি
বুটিদার কাশ্মিরী শালের লাল
বিছিয়ে বিছিয়ে ঢাকি
পাপ আর পাপিষ্ঠ পতন ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্রুতে লুকিয়ে ফেলি
আরশোলায় আহত শহর,

আমারনা পাওয়াগুলি জোড়া দাও- আছে
সেখানে বিদ্যুৎ নকশা রূপোলী জলের ঃ
ধুয়ে দাও ধীরে
আসবে বেরিয়ে এক স্বচ্ছ শহর
কী ভালো লাগবে হাসিখুশী!
আমার না পাওয়াগুলি জোড়া দাও- আমি
আবার ভিত থেকে জন্ম দেবো
তোমাদের ভালো থাকাগুলি!

যুবরাজ ঃ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫

আবার তো সেই ফিরেই এলে

কিসের জন্যে গিয়েছিলে অমন কোলাহলে?
আবার সেই ফিরেই এলে অনিশ্চিতের দলে!
কিসের জন্যে দু'হাত তুমি ডুবিয়েছিলে জলে?
যেখানে ঢেউ বহে না আর অনন্ত কল্লোলে?
কিসের জন্যে ব্যাধের খুলি, চাঁদের খেলা চাই
খনন করেছিলে বালক আগুনে গড় খাই?
খনন করেছিলে জাহাজ নদীর ধারাজলে?
আবার তো সেই ফিরেই এলে তীরের হলাহলে।

গণমন ঃ জুন ১৯৭৪

পুনরুদ্ধার

একটি বয়স এসে জামরুলের গন্ধে ভরে দেয়
আমার পৃথিবী, মানে চোখ মুখ নাক হৃৎপিণ্ডের জন্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৩-৫৪ সনে বাটি ভরে লাল জাম, দুধ, ছানা
নলের গুড়ের ক্ষীর শরতের শিউলী শিশির
কতো কি দিতেন সূর্যদেব!

একটি বয়স এসে পথিকের মতো বলে দেয়
লালমাটি গেরুয়া দেয়াল ঘেঁষে মৃতপ্রায় আমার জগৎ!

তাকে শান্ত করি ডাবের সবুজ জলে, জামরুল পাতায়
তাকে শান্ত করি, শান্ত করি হারে

এক একটি বয়স মানে এক একটি অসীম বেঁচে থাকা
নারী, ঘাসফুল আর ছালবাকল ধূলো ও শস্যের কেরদানী
এক একটি বয়স এসে চলে যায়, এক একটি বয়স এসে
পুনরায় বসে থাকে মৌন অপেক্ষায় যেন তথাগত দুয়ারে এলেন।
তিনি সংসারের জরামৃত্যু ক্ষণিকতা সব বুঝে এখন সন্নাসী,
তিনি বোধিপ্রাপ্ত বলেন কেবল,
এই বসে থেকে ভিতরে যা ক্রমশঃ সঞ্চয় হবে,
তাই শুধু তাইই তোর নিজস্ব উদ্ধার!

দৈনিক জনপদ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩

দু'টি কবিতা

১. উঠিয়ে নিয়ে গেলে

ভালোবাসার ডাক বাক্স চেয়েছিলে তুমি ঘরে ঘরে স্থাপিত হতে
আর তাই সংসারের সোনারূপো ভালো লেগেছিলো,
পাখির গানের স্বাধীনতা চেয়েছিলে তুমি
মানুষের কাছে চেয়েছিলে মানুষের সঠিক সংবাদ;
ভেবেছিলে নারী হবে স্বর্ণচাঁপার মতো
আর স্বর্ণচাঁপার গাছ হবে নারী গার্জিয়ান,
মোটামুটি তুমি হতে চেয়েছিলে প্রেমিক যা হয় তাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোটামুটি তোমার রক্তে ছিলো সংসারে সম্মোহন,
কিন্তু তুমি সংসারের কাছে গিয়ে দেখলে শুধু অর্থহীন কোলাহল
জীবনের কাছে গিয়ে দেখলে শুধু মানুষের নীল মৃতদেহ,
স্বর্ণচাঁপার তলে গিয়ে দেখলে সাপের খোলস;

তুমি তোমার ভালোবাসার ডাক বাক্‌সটি উঠিয়ে নিয়ে গেলে।

২. পূর্ণিমার দোষ দিও না

পূর্ণিমার দোষ দিও না; আমিই সারারাত কাল
ইচ্ছে কোরে জেগেছিলাম ঘড়ি যেমন জেগে থাকে
কাল সারারাত তোমার শরীর জুড়ে জেগেছিলাম আমি
স্নিগ্ধ বিস্ফোরণ নিয়ে কি স্বাধীন কাল সারারাত
আমার মুখের কাছে তোমার মুখ গুঁজে রেখেছিলাম আমি
রাত্রির চিবুক তুলে তার রাগ ভাঙ্গিয়েছিলাম আমি কাল সারারাত
আমি তোমাকে উত্যক্ত করেছিলাম কাল সারারাত।

পূর্বদেশ ঃ জুন ১৯৭০

AMARBOI.COM

স্বরগুলি

সুরভির মতোন স্বপ্নায়িত নীল বিন্দু খুঁজতে গিয়ে শেষে
তৃণ শ্যামলের সন্নিহিত সেই চেনা বসতভিটেয় গিয়ে দেখি
কুয়োর তলায় কারো ফেলে আসা কুঁজো স্তব্ধ,
ধবল ধুলোর মধ্য থেকে ঘূর্ণি উড়ে
পাখির মতোন শুধু যাচ্ছে রেখে চলে-গেছি স্বর!

আমার জীবনে সেই স্বর ঘুরে ঘুরে আসে!

নিশিথেও তাই বন্ধু, দুই চোখ দূরের দু'রেখা হয়ে
কোনো এক পথে মিশে গেলে,
ভুলে যাই উল্টাতে সে ঘুম!
হৃদয়ের রক্তে এখোন কেটে পড়ে শ্বেত সারসেরই শুভ্র দৃশ্যপট!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলার গোপনও গান ছিঁড়ে হয়ে যায় নক্ষত্রের নীল
সারাৎসার, আর
আঁধারের আলোয় কারো কাঁকনের কাঁধে এসে বসে,
কালভার্টের কালো কানাকুয়ো!

শেষরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে, হতভম্ব হাতে অনুভবি ঠাণ্ডা
হাওয়ার হল্লা,
বাইরে চাই, দেখি,
উন্মিলীত মাঠের ধূলোয় পড়ে আছে তবু সেই স্বর;
বলি তাকে,
তুমি পাখি, তুমিই প্রদীপ, তুমি অনন্তমূলের গুঞ্জরণ?
কখনো তোমার ঝরবে না কোনো পাতা, শুধু
বিচিত্রিত হবে ঠোঁটে স্কন্ধে হৃদয়ের ধ্রুবতারা তোমার কৃপায়?

স্বরগুলি প্রবল পরিধি নিয়ে ছেয়ে গেলো সারাটা বাংলায়।

ভাঙ্গনের শব্দ শুনি

নদী ভাঙ্গে, নদীর ভাঙ্গন শুনি গাছ ভাঙ্গে।
গাছের শরীরে কারো কুঠারের শব্দ শুনে আঁতকে ওঠে কান!
এইমাত্র নদীর নির্জন থেকে ঝরে গেলো কোমল কাজল মাটি,
বৃষ্টির মতোন যেনো ঝরে গেলো ঝরাপাতা নদীতীরবর্তী
এই মাটির উঠোনে,
এইমাত্র যেনো অই অম্লান আলোর পাশে নিটোল কবরে এসে
ঝরে গেলো ঝরাপাতা ঘামের শিশির!
তার হলুদ সোনালী স্নিগ্ধ শব্দগুলি শুনে ফেললুম আমি
শুয়ে থেকে এইভাবে যেমন রয়েছি শুয়ে পা দুটি ছড়ানো।

তুমি তোমার হাতের চুড়ি ভেঙ্গে ফেলো চুড়ি ভাঙ্গার শব্দ
শুনি তোমার মতোন নদীও তার জলকে ভাঙ্গে,
নদীর ভাঙ্গন চুড়ির ভাঙ্গন কখনো কেউ কুঠার
দিয়ে গাছকে ভাঙ্গে
শব্দের ভাঙ্গন, শুধু শব্দের ভাঙ্গন লেগে থাকে কানে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামলালের সাথে দেখা

যেনো দুটি সন্ন্যাসী, তীর্থ কোরতে বেরিয়েছে একদিন বাংলার কাছেই
হঠাৎ এমনভাবে তার সাথে কথা হলো চৈত্রের উড়ন্ত পাতার ছায়ায়;

রমণ রোদন শেষে রজনীগন্ধার রাতে সেইদিন সেই পাদদেশবাসী,
নগ্নপায়ে দ্রুত নদীর খেয়ার মতো হয়েছিলো পরমতীর্থের সন্ধানী!

কিন্তু এখন কোথাও নেই তীর্থস্বাদ, বনের ভেতর পাখি হৃতস্নিগ্ধ,
শিষ তোলে, যেনো বা সেও গলার ভেতর লুকিয়েছে অনেক মৃত্যুর
স্তব্ধতা!

আর কদ্দুর পৌছে, প্রেম প্রণয়ীনিশীল স্বার্থপর তার কথা বুঝতে
পারবো শ্যামলাল?

বারবার তীর্থের অভাবে এই বনশ্যামলীমাস্নিগ্ধ অরণ্যের অগাধে
এসে কি?

শালবনের বাংলোয় স্মৃতি মেলে, কিন্তু মেলে না হৃদয়, মন চায়
ভালোবাসা, ভালোবেসে গৃহকর্তব্যের অনায়াসে হতে আপন সহিত!

কিন্তু গৃহের ঠাঁই পেলে পাই না মানুষ, তীর্থের ভ্রমণে বেরুলে তীর্থ
দূরে চলে যায়!
শ্যামলাল, প্রেমও তো কখনো বোললো না : এখানেই তীর্থ, ঘর,
স্মৃতি ও মানুষ?
শেফালি সোমের সাথে মিল হয়নি, কিন্তু তার দূরত্বও যেমন বসে নেই,
ঠিক তেমনি বুঝলে অবিনাশ, আমাদের সব জেনে শুনে, তবু সব
সয়ে নিতে হয়।

খসড়া

নদী ভাঙ্গে, নদীর ভাঙ্গন শুনি, গাছ ভাঙ্গে
গাছের শরীরে কারো কুঠারের শব্দ শুনে আঁতকে ওঠে কান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভাবে বহুকিছু ভেঙ্গে যায়; সংসারের কাঁচের গেলাশ,
চীনামাটির বাসন কোসন, তোমার হাতের চুড়ি, তাও ভাঙ্গে
কতো কিছু ভেঙ্গে যায়!

অসতর্ক অসংযতে হাতের আঘাত লেগে ভেঙ্গে গেলো
তোমার সোনালী ফেসি; আঁচলের আসন্ন গোলাপ,

সমস্ত কিছুই ভাঙ্গে, ঝরাপাতা, কাঁচের গেলাশ, কোমর চুড়ি
সমস্ত ভাঙ্গার শব্দ কেউ না কেউ শোনে!
সমস্ত ভাঙ্গার শব্দে কপালও তাহলে ভাঙ্গে
কপাল ভাঙ্গার শব্দ কেউই শোনে না,
আমি কোনোদিন শুনিনি–
যেমন তুমি আমাকে শোনোনি।
কপাল ভাঙ্গার শব্দ তবে কারা শোনে?
একটি বিড়াল ভেঙ্গে ফেললো একটি গেলাশ, তার শব্দে ভেঙ্গে গেলো
ঘুম, দুটি চোখ ভাঙ্গলো নক্ষত্রবাড়ির আলো কোমল সবুজ,
অই আমলকি গাছের ডাল, অর্জিত সুখ।
কখনো এমন হয় তুমি খুব গোপনে গোপনে ভাঙ্গো
সংসারের সব সোনা রূপা,
তাদেরও ভাঙ্গার শব্দ কি রকম ভাবে আমি শুনে ফেলি,
অথচ কপাল ভাঙ্গছে ক্রমাগত ভাঙ্গছে কপাল,
কপাল ভাঙ্গার শব্দ কোনোদিন কেন আমি শুনতে পারিনি?
তার শব্দ কারা শোনে? যারা ভাঙ্গছে আমার কপাল?

কবিতা ৪টি কখনো মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হয়নি।

যুগলসন্ধি

দেখা হলো যদি আমাদের দুর্দিনে
আমি চুম্বনে চাইবো না অমরতা!
আমাদের প্রেম হোক বিষে জর্জর
সর্পচূড়ায় আমরা তো বাঁধি বাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকুক দু'চোখে দুর্ভিক্ষের দাহ,
ঝরুক আবার আন্ধার আঁধিব্যাধি
আমাদের প্রেম না পেলো কবির ভাষা
কাব্যচূড়ায় আমরা তো বাঁধি বাসা।

আমি খুড়বো না দু'চোখে দীর্ঘ জল,
ভাঙ্গা যৌবন চীৎকার যদি করে,
কাজ নেই আর উল্টো নদীর বেগে,
অনাবেগে হোক আমাদের যাওয়া আসা!

কাজ নেই আর আবেগে কড়চায়
ভুলে যাও কবে ফুটতো বকুল ফুল।
না হয় আমিই হবো তার প্রতিনিধি
ক্ষতি কি, তুমি তো আছোই বকুলতলা!

আমি যদি চাই যেতে ফের দক্ষিণে
তুমি বলে দিও ঘরে বাড়ন্ত চাল!
শুনবো না আর নকল নদীর গান,
তার চেয়ে তুমি কাঁকনে কাঁদন তুলো!

বিঁধুক এ বুক তোমাতে কান্নাময়!
আমি নিষেধের অঙ্গুলী তুলবো না,
অকালের প্রেমে শুভকাল হলে হোক
আমাদের ক্ষণজীবনের ক্ষণক্রন্দন!

দেখা হলো যদি আমাদের দুর্দিনে
আমি চুম্বনে চাইবো না অমরতা!
আমাদের প্রেম হোক বিষে জর্জর
সর্পচূড়ায় আমরা তো বাঁধি বাসা!

ফুটুক তোমার অঙ্গে অগ্নিফুল
ক্ষতি কি, শরীরগ্রন্থিতে গেঁথে নেবো
আমাদের প্রেম না পেলো কবির ভাষা
কাব্যচূড়ায় আমরা তো বাঁধি বাসা!

দৈনিক জনপদ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভালো, এর চেয়ে ভালো নেই

তার চেয়ে এই ভালো, মেষপালকের বেশে ঘুরিফিরি!

অরণ্যের অন্ধকারে আদিম সর্দার সেজে মহুয়ার মাটির বোতল
ভেঙ্গে উপজাতি কুমারীর কোমল বাকল খুলে জ্যোৎস্নায়
হাঁটু গেড়ে বসি আর
তারস্বরে বলে উঠি নারী আমি মহুয়াবনের এই
সুন্দর সন্ধ্যায় পাপী, তোমার নিকটে নত আজ, কোথাও
লুকানো কোনো
কোমলতা নেই তাই তোমার চোখের নীচে তোমার মুখের নীচে
তোমার দুঃখের নীচে
এইভাবে লুকিয়েছি পিপাসায় আকণ্ঠ উন্মাদ আমি
ক্ষোভে ও ঈর্ষায় এক নগরীর গুপ্তঘাতক ঘন পলাতক খুনী আমি
প্রেমিকাকে পরাভূত করে হীন দস্যুর মতোন
খুনীকে খুনীর পাশে রেখে আজ এসেছি, তুমি

আমাকে বলো না আর ফিরে যেতে যেখানে কেবলি পাপ পরাজয়
পণ্যের চাহিদা লোভ তিরীক্ষু মানুষ যারা কোজাগরী কালের ভোজালী
শোণিতের শাণিত হল্লায় ধুয়ে প্রতি শনিবারে যায় মদ্যশালায়, যারা
তমসায় একফোঁটা আলোও এখন আর উত্তোলন করতে জানে না।
রজনীর রন্ধ্র থেকে ঝরে পড়ে কেবলি যাদের খুন রাত্রিবেলা- আমি আজ
তাদের ওখানে যাবো? ফিরে যাবো? অসম্ভব! তার চেয়ে এই ভালো
তোমার চোখের নীচে নির্জন নক্ষত্রে ভিজে নত নীল গাছের বাকলে
তোমার তৃষ্ণার কোলে বসেছি আদিম আজ পাপহীন পরাজয়হীন,

এই ভালো, এর চেয়ে ভালো নেই, ভালোর মতোন কিছু নেই
আজ এর চেয়ে হয়তো বা ভালো!

জনপদ ঃ এপ্রিল ১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে আমার সুখ

যে ফুলে সাঁতার কাটা যায় সেই ফুল এ শহরে আছে,
অথচ আমার কোনদিকে গোপন ড্রয়িংরুম জানা নেই, তাই
রক্ত উপুড় করে ঢেলে দেই পথে-ঘাটে তোমার ধিক্কার!
গণিাকর লণ্ঠনের মতো তুমি যখোন দাঁড়াও সেইখানে
কাছে গিয়ে চুপে চুপে তার দাগ মেখে নেই আমার পোশাকে;
মনে আছে শীতের লেপের নীচে? সেইবার আমাদের পাড়ার উৎসব
টেলিগ্রাফের তারে হেসে উঠেছিলো আর অন্তরীক্ষ হপ্তাকাল খুলে
দিয়েছিলো
বিভিন্ন দোকান, আমি নোটবুকে সেই দোকানের পশরাগুলি
টুকেও রেখেছি!
তার সব পৃষ্ঠাগুলি হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি যেখানে দুঃখকে
সাঁকোর মতোন কোরে টুকে রাখতাম আশ্চর্য সে পৃষ্ঠা আজো
আমার পকেট থেকে হারায়নি আজ তার সুতোর সুড়ঙ্গ থেকে
বেজে ওঠে যখোন তোমার কাছে আসি, তুমি বুঝি দোকানের
খুব কাছে ছিলে?
তুমি জেনে নিয়েছিলে কোথায় আমার থাকে নীল নোটবুক?
গণিকার লণ্ঠনের মতো তুমি সেখানেও দাঁড়িয়ে কি ছিলে?
শহরের পদতলে আমি আজো হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায়
তোমার কথাই বলি, শাহরিক শব্দেরা তোমার কথাই বলে, আর
ডাক্তার যেমোন কোরে এক্স-রেতে জেনে নেয় মারাত্মক রোগের
সংবাদ, আমি
তেমন তোমার মুখে তখনো প্রশান্তি দেখি, অনন্তের সুখ!
অনন্ত তো বসবাস করে না কখনো কোনো ঈশ্বরীর পাশে
তারা থাকে তোমাদের মতো কোনো গোপন বাতাসে,
বুকের ভেতর, ফুসফুসে আর যেখানে অন্ত্রের অন্ধকার
দুঃখ সেখানে খেলা করে, অনুভূতি, পারিপার্শ্ব, বাতাসের মগ্নতার শ্লেষ!
তাই ফুলে সাঁতার কাটার মতো স্বভাবের সূর্যাস্তকে
সেখানে ডুবিয়ে আজ রক্ত উপুড় কোরে ঢেলে দেই পথে-ঘাটে তোমার
ধিক্কার!
গণিকার লণ্ঠনের মতো তুমি যখোন দাঁড়াও সেইখানে
চুপে চুপে তার দাগ মেখে নিয়ে চলে আসি নতুন আমার সার্টে
হে গোপন, হে আমার সুখ!

দৈনিক পূর্বদেশ ঃ মে ১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তব্য

পূর্ণিমার শ্রদ্ধা নেই, পাখিতেও,
নিয়তিতে বিশ্বাস করে না আর দীর্ঘায়ুতে;
সে চায় বাঁচতে মাত্র চল্লিশ বছর
তার বেশি বাঁচলেই তার বেশি দেখতে হবে পূর্ণিমার রাত
তার বেশি বাঁচলেই তার বেশি আগুন জড়িয়ে গায়ে
যেতে হবে শীতল নদীতে;
তার বেশি চোখের আলোর জন্য হা-হুতাশ
        কোরতে হবে তাকে,
তার বেশি বাঁচলেই তার বেশি দেখতে হবে
        পশু আর শিশুদের মুখ;
আর তাই
সে চায় আগেই মৃত্যু, অকস্মাৎ
চকচকে ধারালো অস্ত্রের একটি সুন্দর আঘাত
পেটের নাভির অংশে এবং হৃদয়ে
        সূর্য নিভিয়ে সে মরে যাবে, আপাততঃ।

সে চায় উড়নচণ্ডী হতে মুহূর্তের পায়ে
আনন্দেই ঢেলে দিতে তার সঞ্চিত পণ্য
সোনাদানা, রূপোর মোহর।
মসৃন ডিমের মধ্যে শাদা পদার্থের নীচে যে লাল কুসুম থাকে
একদা ভাবতো সেও অনুরূপ প্রত্যেকটি কার্যের মধ্যে
আছে একটি টলটলে নিটোল কবিতা
যাকে হৃদয়ের আহার খাওয়ালে তবে
হয়ে যায় আজীবন রক্তে সুনীল সুতো,
        কিন্তু ভুল,
কবিতার জন্য সে তো হেঁটে গেছে পূর্ণিমায় লম্বা মাঠ,
কবিতার জন্য সে তো অনিদ্রায় সাধন করেছে চোখ
        গিয়েছে নারীর কাছে
কবিতার জন্য সে তো শহরের একজন নাগরিক
        রয়েছে উপোষ,
কিন্তু যেটা বলার বাসনা সে তো
বক্তব্যের কাছেই ঘেঁষেনি,
গাছ বর্ণনায় মাত্র এসেছে গাছের ছায়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখ বোলতে রুখু চুল,
অযত্নের বেড়ে ওঠা চোখে মুখে আগুনের দাগ!
তাই কবিতায়ও হৃদয় রোচে না তার
যেনো বুঝে গেছে
আজকাল অলসঅক্ষম পঙ্গু, আর যার শত্রু নেই
একমাত্র সেই হয় প্রকৃতি ও পূর্ণিমার দাস।

দৈনিক পূর্বদেশ ঃ বৈশাখ ঃ ১৩৭৭

প্রাচীন বসতি ছেড়ে নতুন বসতি

রবীন্দ্রনাথের পরে আরো একদল
রবীন্দ্রনাথ এসেছিল ঃ
তারপর আরো একদল।
যেমন নদীর পরে নদী,
যেমন ফুলের পরে ফুল,
প্রাচীন দালান ভেঙ্গে নতুন দালান
প্রাচীন বসতি ছেড়ে নতুন বসতি
যে রকম এক রবীন্দ্রকে ছেড়ে পুনরায়
অন্যরবীন্দ্রের দিকে আমরা এগোই।
আর যেতে যেতে আমাদের
আঙ্গুলে আঘাত ঝরে
ঝর ঝর!
আত্মায় আঘাত ঝরে
ঝর ঝর!
তারপর পোশাকে ভাঙ্গন,
তারপর পাতায় ক্রন্দন নিয়ে
আমরাও ঝরে যাই...
আমরাও ঝরে যাই...
আমরাও ঝরে যাই...
ঝর ঝর ঝর।

পূর্বদেশ ঃ মে ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি সোনালী গল্প

যদি আমি চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে ফেলে দেই কয়েকটি রূপোর পয়সা।
যদি আমি বন্ধুদের না বলে কোথাও যাই,
যদি আমি অজ্ঞাত নিবাস নেই পৌষের প্রথম তারিখে
যদি আমি তোমার শিয়রে রাখি আমার নিঃসঙ্গ হাত
যদি আমি তোমার জ্বরের পাশে হই একটি করুণ কমলালেবু
যদি আমি জাহাজ ঘাটায় বসে থাকি একা একা
যদি আমি গান গাইতে গাইতে খুঁজি একটি ময়ূর,
যদি আমি সেঁজুতি বনের নীচে শুয়ে থাকি হাত পা ছড়িয়ে
যদি আমি গ্রামের মেলায় যাই,
যদি আমি সার্কাস পার্টির সাথে কাটাই বসন্তকাল,
যদি আমি উদাসীন কয়েকটি শিশিরে মুখ ধুয়ে ভোরবেলা
যদি আমি চিরুণীতে পেয়ে যাই তোমার কয়েকটি চুল
যদি আমি তোমাকে দেখার স্বপ্ন ঠোঁটে গুজে বেরোই রাস্তায়।

পূর্বদেশ ঃ আগষ্ট ১৯৭০

স্বপ্ন একটি একলা বাড়ি

আমি অই একলা বাড়িতে যাবো, ডাইনে ওর সোনালীসবুজ গাছ
বামে দেখা যায় নীল অপরাজিতার ঝাড়, সামনে শাদা
সম্পূর্ণ নারীর মূর্তি।
আমি অই একলা বাড়িতে যাবো, ডাইনে ওর সুন্দর সাপের ফণা
দরোজায় উড়ছে সবুজ শাড়ি সামনে শিশু সপ্রতিভ ফুল!
আমি অই একলা বাড়িতে যাবো, ডাইনে ওর উড়ছে বেলুন
বামে চলে আসছে রোদ, উচ্চাকাংখা, প্রতিদ্বন্দ্বী টাকা ও ধনুক!

আমি অই একলা বাড়িতে যাবো, আমি অই একলা বাড়িতে যাবো,
আমি অই একলা বাড়িতে যাবো, আমি অই একলা বাড়িতে...

বিচিত্রা ঃ জুন ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসানের কাব্যনাট্য
ওরা কয়েকজন

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৯৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেলওয়ে ওয়েটিং রুম। একদল তরুণ-তরুণী ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। তারা একযোগে কথা বোলছে। তাদের ভীড় বাঁচিয়ে দূরে আর একটি ওদেরই সমবয়েসী লোককে দেখাতে হবে। সে এই নাটকের প্রধান চরিত্র। লোকটি তরুণ-তরুণীদের হাস্যালাপ শুনছে মনোযোগ দিয়ে। তার হাতে সিগ্রেট জ্বলছে ফাঁকে ফাঁকে।

প্রথম তরুণ ঃ একটু পরেই ট্রেন আসবে,
আমার উঠে পড়বো যে যার ট্রেনের কামরায়
রোকেয়া বোলেছে ছুটি কাটাতে হলে যাও
মারীর শৈলাবাসে, কক্সবাজারের বেলাভূমিতে,
সবুজ তৃণের মতো নিটোল বাংলোর সূর্য
সেখানে ভোরের মতো হেসে ওঠে,
প্রকৃতির সব দিকেই সহজ সরল হাওয়া জাগে,
আমরা যাচ্ছি ছুটি উপভোগে যেনো
সাইকেলে পেরিয়ে যাবো দুটি একটি পাহাড়ী মানুষ
রোকেয়া বোলেছে যাও ঝর্ণা দেখতে,-
ঝর্ণার ভিতরে দ্যাখো কি রকম কোমল উচ্ছল নুড়িগুলি,
যেনো সৃষ্টির এক একটি খণ্ড,
হাতে তুলে নিলে বুকে অবধি ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

তরুণী ঃ কিন্তু আমাদের বাবরতো বাড়ী বোলতে অজ্ঞান।
ছুটি হলেই সে চলে যায় নিজের বাড়ীতে
গড়াই নদীর ধারে তরমুজের ক্ষেত,
মৌমাছির মতো পরিশ্রমী মানুষ তার আত্মীয়-স্বজন-
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা, মাঝে মাঝে কি রকম ভালো-
ইজদানী বুঝেছে এ বেঁচে থাকার সঠিক উল্লাসে,
হাওয়াই প্লেনের হাওয়া ওড়ায় টাইয়ের নট,
কখনো কায়রো যায়, কখনো করাচী,
ভালোবাসে আড্ডাখানা, বাতিঘর, উজ্জ্বল আকাশ,
ভালোবাসে দয়ার্দ্র কোমল ঘাস, ইজদানী,
ছুটি নিয়ে আছে হয়তো এই পৃথিবীতে
কায়রোর কফির ভীড়ে, ইজদানীর বহুদিন কোনো চিঠি নেই!

দ্বিতীয় তরুণ ঃ এ শহর ছেড়ে ছুঁড়ে ইজদানী
কেন যে অমন চলে যায়,
এ শহরে আমরা মানুষ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বয়স যত, তত রাস্তা
ততটা দালান আমার চোখের সামনে ততগুণ রয়েছে মানুষ,
সেই কবে এসেছি শহরে,
কি রকম শিমূল তুলোর উড়াউড়ি
দেখেছি ইস্কুলে যেতে,
শেফালী ফুলের মতো হাসতো রোকেয়া
সেই রোকেয়া এখন কনভেন্টে পড়ায়
ফুরফুরে পায়রার সারির মতো উজ্জ্বল শিশুর ঝাঁক
ওড়ে বিদ্যালয়ে,
শস্যকণা ঠোঁটে নিয়ে ঘরে ফেরে হাজার মানুষ-
আর কত স্নিগ্ধ গান, শয্যা, রূপসী মহিলা,
যাই বলো আমি কিন্তু কোথাও যাবো না!

তরুণী ঃ ঘরে বুঝি কেউ আছে? তাই বাইরে টান নেই,
ছুটিতে দেখতে যাবো বনভূমি, ঝর্ণা, নয় হ্রদ,
নয় ছোট্ট পাহাড়
মাইল মাইল সব ধান ক্ষেত,
কত ছোট্ট অপরূপ মানুষের শ্যামলিমা!
হয়তো থামবে ট্রেন পাড়াগায় টি-স্টলে,
'নাম-জানবো না- কত-এ রকম' দেখবো মানুষ!
দুটি চোখ বড় করে তাকাবে নতুন বউ
সে যে কত ভিন্ন দৃশ্য, কত মাধুরীমা!

দ্বিতীয় তরুণ ঃ আমি ভাই শহুরে মানুষ,
ও রকম দু'এক মাইল ফ্রিস্টাইল প্রকৃতির কাছে
ইচ্ছে নেই কখনো যাওয়ার।
আমার তো ভালো লাগে
টকি হাউসের ভীড়, রেস্তোরাঁয় অথৈ গল্পের রেশ,
ভালো লাগে ভোর বেলা যখোন অফিসে যায় কেরাণীরা
ভালো লাগে মৌমাছির মতো এই পরিশ্রমী উদার নগর,
রাতের নিয়নগুলি যে রকম আলো দেয়
শেষ রাতে মসজিদে আযান ওঠে,
সব মিলে শহরের এই দৃশ্য কোনো বনে
কোনো হ্রদে গেলে আমি কখনো পাবো কি?
আমি ভাই শহরই থেকে যাবো,
শহরে মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সময়ে বাইরে ট্রেনের হুইসেল পড়বে। তারা ধড়মড় কোরে উঠে বসবে। কিন্তু একজন জানালায় উঁকি দিয়ে দেখবে এই ট্রেন অন্য ট্রেন। ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দের ভিতরে প্রথম তরুণ আবার বোলে উঠবে...

প্রথম তরুণ ঃ ধেৎ, ভাল্লাগছেনা,
ট্রেন আসতে আর কত দেরী লাগবে!

তরুণী ঃ এত ব্যস্ততায় কিন্তু বহুদূর যাওয়া যায় না
ছুটি কাটাবার আগে জানতে পারি
কে কোথায় যাবে?

প্রথম তরুণ ঃ আমি ভাই চলে যাবো মফস্বলে, ছোট্ট শহরে
সব চেনামুখ, সব আত্মীয়-স্বজন,
না শহর, না গ্রাম, শহর গ্রামের একটি অদ্ভুত মিলন
আমার শৈশবের সেই পাদপীঠ,
আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি সেই মফস্বলে!

দ্বিতীয় তরুণ ঃ (তরুণীকে) আর আপনি?

তরুণী ঃ আমি যাচ্ছি বান্ধবীর ওখানে,
চিঠিতে লিখেছে বেশ আরামদায়ক জায়গাটা,
বিরাট পুকুর আছে, রাজহাঁস।
আমার বান্ধবী,
সারি সারি নারকোল গাছের নীচে
টলমল করে সবুজ সুন্দর ভোর,
সন্ধ্যে বেলা ভরা চাঁদে সেই ভোর
পা দুলিয়ে শিশির কুড়ায়
এলো চুলে সবুজ পাতার মতো
ছিপছিপে বান্ধবীটি,
সেই কোন শৈশবের বন্ধু মেয়েটা।
তার সাথে আমার নামের কোনো মিল নেই তবু,
আমাদের কেউ কেউকে ছাড়া বহুদিন কাটাতে পারি না।
আমি যাচ্ছি তার কাছে– বহুদিন পরে...

এমন সময়ে সেই লোকটি যে এই নাটকের নায়ক, তাদের দিকে সিগ্রেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে তাকাবে। পরে প্রথম আনমনে বোলে উঠবে,

আশ্চর্যতো, আমি ভেবেছিলুম এরা
সবাই ছুটিতে যাচ্ছে এক জায়গায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই দূরে মাইল দশেক গেলে ছিমছাম পাড়াহী নদী,
থাকবার সুবন্দোবস্ত, সব আছে, শয্যা, ঘুম হাসি অবসর
অনেকেই সেখানে পিকনিকে যায়,
কেউ ফিরে এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প লেখে
কারো কবিতায় থাকে কত যে বিরহ,
কিন্তু এরা, এরা সব নিজের নিজের দিকে
চলে যাচ্ছে আশ্চর্যতো!

ঠিক এমন সময় সেই তরুণ-তরুণীদের দল থেকে যে এই শহর ছাড়া অন্য কোথাও যেতে চায় না সেই দ্বিতীয় তরুণটি তার দিকে এগিয়ে এসে বলে উঠবে,

দ্বিতীয় তরুণ ঃ আপনিও কি ছুটিতে যাচ্ছেন নাকি?
পাঞ্জাবীর সবটায় ক্রিজ,
পাজামায় মাত্র যেনো একদিনের রোদ এসে
চলে গেছে!
হাতের আঙ্গুলে কোনো অলসতা নেই,
মনে হচ্ছে কোথাও যাবেন?
প্রেমিক লোকটি ঃ অপরাহ্নে ইস্টিশান ঘরে যাই
আজও এসেছি, কোথাও যাবো না, বসে আছি,
হঠাৎ দেখলুম আপনাদের, তাই বসলুম,
ছুটির দিনের লোক আপনারা,
ভাবছিলুম সবাই বুঝি একদিকে যাবেন
কি রকম হাসিখুমী উজ্জ্বল রোদ্দুর চারিদিকে
যেনো সবদিকে বাঁশী বাজছে আর
আপনাদের সঙ্গে আছে সুনিভৃত আলো মানে
অই তন্বী সুন্দরীটি,
অমন উজ্জ্বল চোখ যার
তাকে ফেলে আপনারা বিভিন্ন দিকে যাবেন? আশ্চর্যতো!
প্রথম তরুণ ঃ আশ্চর্যের কি আছে?
আমি যাবো মপস্বলে।
তরুণী ঃ আর আমি যাবো বান্ধবীর ওখানে।
দ্বিতীয় তরুণ ঃ আর আমি ভাই কোথাও যাবো না,
আমার শহরই ভালো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক একটি দালান উঁচু হয়ে আছে
যেনো ইটের দেওদার গাছ,
এক একটি প্লেনের শীষ
এক একরকম পাখিদের গানে ভরা থাকে
মানুষের কত ভালোবাসা,
মানুষের কত কর্তব্যপ্রিয়তা,
আলোর ভুবন নিয়ে গড়ে ওঠা আমার শহর
আমি শহরেই থেকে যাবো।
আমার শহরই ভালো।
আমি এ শহর ছেড়ে কোথাও যাবো না!

প্রথম তরুণ ঃ আমরাও ফিরে আসবো শহরে
আমাদের ভুবন এখানে।

তরুণী ঃ আমিও আসবো ফিরে
আমার হাতের গড়া শিউলী গাছ
খাঁচায় বাঁধানো টিয়ে পাখি,
আমার ছোট্ট পুষি বিড়াল,
আমারও ভুবন এইখানে,
আমিও আসবো ফিরে...

এমন সময় আবার ট্রেনের হুইসেল বাজবে। তারপর (ফেড ইন)
[আবার আলো জ্বলে উঠবে]
আলো জ্বলে উঠতেই দেখা যাবে ইস্টিশনে অপেক্ষমান। সেই প্রেমিক যুবক বসে আছে একটি ঘরোয়া কামরায়। সন্ধ্যে বেলা পেরিয়ে যাওয়া রাত। কামরায় ধীরে ধীরে সে রকম অন্ধকার দেখাতে হবে। যুবকটিকে এই সময়ে দেখা যাবে জানালার পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে। আলো ক্ষীণ হবে। যুবকের সিগ্রেট থেকে এক সময় আগুন জ্বলবে। আগুন জ্বলতে থাকবে, যেমন রাত্রে জোনাকী জ্বলে আঁধারে। এই সময়ে বাইরে সা করে গতিমান একটি ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ হবে। আবার শব্দ মিলিয়ে যাবে। সিগ্রেটের আগুন জ্বলতেই থাকবে।

শুধু সিগ্রেটের আগুন দেখাতে হবে ক্যামেরায়। আর সব অন্ধকার। আর সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। চুপ চাপ কয়েক মিনিট। হঠাৎ আঙ্গুলের টোকা পড়বে দরোজায়।

ক্যামেরায় যুবকের উঠে আসার ভঙ্গি দেখাতে হবে। আবার অন্ধকার
যুবকের ফিরে আসার দৃশ্য দেখাতে হবে জানালায় আবার দরোজায় শব্দ হবে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক যুবক ঃ নাহ্! সেই ইস্টিশান থেকে ফিরে এসে বসলুম
একটা কিছু ভাববো বলে,
আমার ছুটির অবসরে একটু স্তব্ধতা চাই
সেই কবে কাকে ভালোবেসেছিলাম,
তার আলো হারিয়ে ফেলেছি,
এই শহরেই হয়তো সেই আলো আছে
আমি সেই আলো চাই
আমি সেই তাকে চাই,
এত দ্রুতগতি আলো,
মুহূর্তে দেখার আগে ফের নিভে যায়
অথচ সে আসছে না, অথচ সে আসছে না...
তবে কি...

[আবার দরোজায় শব্দ হবে। যুবক উঠে যাবে দরোজার দিকে। ক্যামেরায় যুবকের যাওয়ার বিষণ্ন ভঙ্গী দেখাতে হবে]

প্রেমিক যুবক ঃ কে? কে ওখানে?

তার ডাকের সাথে সাথেই শব্দ মিলিয়ে যাবে। এমনভাবে মিলিয়ে যাবে, যেনো মনে হয় কাছ থেকে দূরে একটি ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার সে ফিরে অসবে চেয়ারে!

প্রেমিক যুবক ঃ নাহ,
কেউ আসছে না
তবুও, তবুও শব্দ শুনছি,
যে রকম একবার ছুটিতে আমি তার হাসির
শব্দ পেয়েছিলূম,
মনে হচ্ছে সেই-ই আজ আবার
হাসির আলোক ফেলছে দরোজায়
মনে হচ্ছে আজো সে দু'চোখে সূর্যের সমস্ত আলো নিয়ে
বসে আছে কোনো ঝর্ণার রিনঝিন পার্শ্বে
অথবা শহরে তার চোখের সমস্ত আলো ঝরছে প্রকৃতিতে!
আমার ব্যক্তিগত স্বপ্নের উল্লাস
আমার অন্তর্গত সব অন্ধকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পবিত্র সব বেদনার বন্ধু সেই আগন্তুক
মনে হচ্ছে আমি যত কাছে যাই
তত সেও দূরে সরে যায়।
তাঁকে খুঁজলাম আমি ওয়েটিং রুমের সেই
তরুণীর চোখে, পেলাম না,
তাঁকে খুঁজলাম আমি সংসারের সমস্ত ছায়ায়, পেলাম না
তাঁকে খুঁজলাম আমি নদীর ঢেউ-এর শব্দে, পেলাম না,
তাঁকে খুঁজলাম আমি লেলিহান সূর্যোদয়ে, পেলাম না।
আমার ব্যক্তিগত স্বপ্নের উল্লাস
আমার অন্তর্গত সব অন্ধকার
আমার পবিত্র সব বেদনার বন্ধু সেই আগন্তুক
মনে হচ্ছে আমি যত কাছে যাই
তত সেও দূরে সরে যায়।

এমন সময় আবার শব্দ হবে দরোজায়। বাইরে বাতাসের গতি। বারবার আঙুলের টোকা পড়বে দরোজায়। সে বসে থাকবে তবু নিশ্চুপ। স্থির, অনঢ় বসে থাকবে চেয়ারে। আবার শব্দ হবে। অগত্য সে উঠবে। দরোজার কাছে এগুতেই ঘরের বাইরে থেকে এবার মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসবে। এই মানুষটি সেই দ্বিতীয় তরুণ, যে ছুটিতেও শহরের বাইরে কোথাও যায় না। শহর যার একমাত্র প্রিয়।

আগন্তুক ঃ দরোজা খুলুন
দরোজা খুলুন
প্রেমিক যুবক ঃ কে? কে আপনি?

দরোজা খুলতেই দেখা যাবে সেই ওয়েটিং রুমের দ্বিতীয় তরুণটিকে। প্রবল বাতাসে তার চোখ-মুখ কেমন বিপর্যস্থ। তার জামা-কাপড়ে এলোমেলো ভাব।

প্রেমিক যুবক ঃ আপনি?

অল্প বয়স্ক তরুণের চোখের উপরে তখোন ক্যামেরার আলো পড়বে। তার চোখের সমস্তটা জুড়ে বিস্ময়ের ভাব।

সেই তরুণ ঃ রাত্রিবেলা আমাদের এ শহর কেমন বদলে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব বৃক্ষ, দালান, দোকানপাট এক রকম
সব মানুষের মুখ এক রকম।
দেখেছেন চতুর্দিকে এত ঝড় তবু কি শান্ত এই ঘরদোর,
আলো জ্বালি?

প্রেমিক যুবক : আপনি কোথাকার লোক?

তরুণ : এইতো কাছেরই,
উঁচু দেয়ালের শেষ পেরুলেই ল্যাম্পপোসট,
তারপর সরকারী বাংলো, রেস্টহাউস, রোকেয়াদের বাড়ী,
তার পরে আমাদের ঘর,
এই দিক দিয়ে রোকেয়া আর আমি
কত আসা-যাওয়া কোরেছি,
কই আপনার এমন শান্ত একটুকরো,
ভালোবাসারমতো ঘর চোখে পড়েনিতো!

হঠাৎ সেই অল্প বয়স্ক তরুণকে দেখা যাবে বিমর্ষ। আস্তে সে এগিয়ে যাবে যুবকের দিকে। অল্প বয়স্ক তরুণটি জানালার কাছে এগিয়ে আসবে ধীরে ধীরে তার দিকে আলো পড়বে ক্যামেরার। ক্যামেরা আবার প্রেমিক যুবকের দিকে ফিরে আসবে। অন্ধকার থেকে তরুণটি তখোন বোলে উঠবে।

আপনার ঘরের দিকে তাকালেই মনে হয়,
আপনি কেবলমাত্র এ শহরের কোমল স্নেহের মতো
চাঁদ ওঠা দেখতে পান।
আপনার মানুষগুলি সারাক্ষণ শ্রম, শান্তি,
সুস্বাদু খাদ্যের কথা বলাবলি করে,
আপনার নারীরা একে অপরের যৌবনের গুণগান গায়।
আপনার শস্যের ক্ষেতে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন নেই
আপনার সমস্ত লোক হাসিখুশী,
উজ্জ্বল মসজিদ থেকে যেমন নামাজী বের হন
শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র, উদার,
ফলন্ত ধানের ক্ষেত থেকে যেমন কৃষক বাড়ী ফেরেন
সবদিকে উপচে উঠা খুশীর ঝিলিক নিয়ে
আপনি ঠিক সে রকম আনন্দিত কারো আগমন চান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ তরুণটি থেমে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাবে। তারপর আবার ক্যামেরার আলো দূরে রেখে ঈষৎ অন্ধকার থেকে বলতে শুরু কোরবে,

ওহ! যে জন্যে এসেছি,
আপনাকে দেখেই আমি ভেবেছিলুম
আপনি সবা চেনা,
আপনি বেদনার ভাই, আপনি যন্ত্রণার বন্ধু
শহরের সব বিশুদ্ধ আলোর অপেক্ষায় আপনি এই
এক টুকরো শান্ত ঘরে বসে থাকেন রাত্রি-দিন।

প্রেমিক যুবকটি তার কথায় আশ্চর্য হয়। নিজে তার চোখ মুখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে নেয়। এই দৃশ্যটা তীর্যকভাবে দেখাতে হবে। পরে প্রেমিক যুবকটি সেই তরুণের কাছ থেকে সরে এসে চেয়ারে বসবে। ধীরে সব আবার অন্ধকার হয়ে যাবে। সিগ্রেটের আলো কেবল জ্বলে উঠবে সেই অন্ধকারে। আর তখোন প্রেমিক যুবকটি বোলে উঠবে।

প্রেমিক যুবক : আপনি কি সরাসরি ইস্টিশান থেকে এসেছেন?
তরুণ : না।
প্রেমিক যুবক : আপনি একা এত রাতে কি কোরে বুঝলেন
আমি আছি, এই ঘরে সারারাত
আমি জেগে থাকি?
কী কোরে বুঝলেন,
আমি আলো চাই, সেই আলো
যে আলো আপনারও দরকার,
প্রেমিক হৃদয়ের আলো?
আপনিও প্রেমিক?
তরুণ : শহরের আলোর ভুবনে একদিন
রোকেয়া যে আলো দিয়েছিল
সেই আলো আপনার এখানে পাবো,
রোকেয়া শহর ছেড়ে কোথাও যায় না বলে আমিও যাইনা
রোকেয়া শহর এই দালান দোকানপাট
মানুষের নিত্য-শ্রম, মেশিনের জয়োল্লাস
জীবনের অগ্রগতি ভালোবাসে বলে
আমিও শহর ভালোবাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক যুবক ঃ এ শহরে কতঘর, কত মানুষের বেঁচে থাকা অহরহ স্তর
ওয়েটিং রুমের মতো ছাটখাটো অতিথিশালার বন্দোবস্তু,
রাত্রি কাটানোর সুব্যবস্থা,
ঘুম ঢুলে পড়ে রাত শয্যার তুলোয়,
নগরের উপকণ্ঠে মানুষের চাষবাস
শস্যের মতোন স্নিগ্ধ ভবিষ্যৎ রয়ে গেছে আমাদের
এ শহরের সব নদী, সব শয্যা সুবিন্যাস্ত,
আর...

তরুণ ঃ আর কি কি রয়েছে এখানে?

প্রেমিক যুবক ঃ শিশুর শৈশব, যুবকের যৌবন, বৃদ্ধের জ্বরা,
রোগশয্যার যন্ত্রণা, অপ্রেমের দাহ, ভালোবাসার উন্মোচন
রেস্তোরাঁয় পাশাপাশি বন্ধুর বিশ্বাস,
সব সব আছে পরস্পরের যেনো পাশাপাশি!

তরুণ ঃ এখানে কোরাস গেয়ে যাযাবর পাখি আসে,
আলোর শহরে কত উদযাপন
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ বসন্তকাল,

প্রেমিক যুবক ঃ কেউ বলে আমাদের আলো চাই, সুনিশ্চিত আলো

তরুণ ঃ কেউ বলে শুভ্রতার কথা বলো, শান্তি বলো, বলো ভালোবাসা

প্রেমিক যুবক ঃ কেউ বলে নারী তুমি মুহূর্তে উজ্জ্বল
হও, মুহূর্তে উজ্জ্বলা

তরুণ ঃ কেউ বলে, এসো শ্রমে মহীয়ান হই, নাগরিক!

প্রেমিক ঃ কেউ বলে আলো চাই, সুনিশ্চিত আলো!

(ফেড ইন)

পুনর্বার সেই প্রেমিক যুবকের ঘর। অন্ধকার। সিগ্রেটের আলো ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পরিবর্তনের মধ্যে এই ঘরে একটি বিরাট মানুষ সমান আয়না। আলো জ্বলতেই সেই আয়নায় একজন নারী মূর্তিকে দেখাতে হবে। সুযৌবনা, সুচিস্মিতা, লাবণ্যসম্ভব্য। সমস্ত পিছনটাকে আলো করে রেখে দিয়েছে সে তার হাতের বন্ধন। কটিতে পেঁচিয়ে রাখা শাড়ী। কোমরের কোলঘেষে সেই শাড়ী, স্তনের দুটি সোনালী বহির্ভাগ ছুঁয়ে পৌছে গেছে কাঁধে। নারী হেসে উঠবে সেই আয়নার ভিতরে। তাকে শুধু আয়নাতেই দেখাতে হবে। তার হাসির শব্দের সঙ্গে মনে হবে আয়নার কাঁচ ভেঙ্গে যাচ্ছে। আবার অন্ধকার। আবার আলো জ্বলতে আয়নায় নারীর প্রতিচ্ছবি। আবার কাঁচ ভাঙ্গার মতো কোরে নারীর হাসির শব্দ! আবার দৃশ্যান্তর হবে। সেই একই ঘর। এবার সেই লম্বা মানুষ সমান আয়নাটা থাকবে না ঘরে। পরিবর্তে মূর্তি মূর্তি সেই নারীকে

দেখাতে হবে। সেই রকম সুচিস্মিতা, সুযৌবনা, সুচপলা, লাবণ্যসম্ভবা। ধীরে ধীরে আলো জ্বলতেই যুবকের সামনে তাকে দেখে যুবকটি তখনো বোলে উঠবে ঃ

প্রেমিক যুবক ঃ তুমি? তুমি? তুমি কেন ফের এলে?

নারী ঃ তুমি-না আলোর কথা বলাবলি কোরলে এতক্ষণ?
তুমি কোন আলো চাও,
এ পৃথিবী, পৃথিবীর বাড়ীঘর, সন্তান-সন্ততি
এরা কোন আলো চায়?
পৃথিবীতে বহু আলো,
ঘাসের উপরে আলো পড়ে
ঘাস শিশিরের সব সিক্ততাকে ভুলে যায়,
সেই আলো?
নাকি মধ্যরাতে চাঁদ যেই আলো দেয়
যে আলোতে ফুল ফোটে
সমুদ্রের সারাদেহে ঢেউ ওঠে
সেই আলো?
তুমি কোন আলো চাও?
মেয়েরা গোপনে যেই আলো ফেলে
পুরুষের গভীর হৃদয়ে-সেই আলো!
ধার্মিক নিজের শুদ্ধ জীবন-যাপনে
যেই আলো আহরণ করে
সেই আলো?
তুমি কোন আলো চাও?

প্রেমিক যুবক ঃ ফের তুমি? তুমি ফের কেন এলে?
তুমি নেই বলেই তো
আমি দুই চোখ তৃষ্ণার মতোন ধরি পৃথিবীর
মানুষের দিকে,
তুমি নেই বলেই তো,
আমি বুকের গভীরে ঢেউয়ের শব্দ শুনি
আমার শহরের সব অন্ধকার আলো হয়।
তুমি নেই বলেই তো বারবার আলো অভিসার ঘটে,
আমার সকল চোখে-মুখে ধ্বনিত ধৈবত জাগে
আমি বুঝতে পারি আলো, আলো এসেছে....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন আলো তা জানি না, শুধু জানি
ভালোবাসার যেই আলো শুভ্রতার যেই আলো,
শান্তির ভিতরে যেই আলো ফোটে
সেই আলো
তোমার অভাবে যেই নিরুদ্বেগ নিরুচ্চার বিশুদ্ধ ক্রন্দন
সেই ক্রন্দন আমার হোক
একজন ধার্মিক তার বিশ্বাসের প্রবল প্রভাবে
যে রকম কেঁদে ওঠে সে রকম সুতীব্র ক্রন্দন চাই,
একজন অন্ধ তার চোখের আলোর জন্য
যে আলোকছটা চায়
আমি সেই আলো চাই।

নারী ঃ আমি ভোরবেলা দাঁড়িয়েছিলুম বারান্দায়
আর তুমি সূর্যের আলোর নীচে মুখ রেখে বলেছিলে

প্রেমিক ঃ পৃথিবীর যন্ত্রণার উত্তরণ হোক

নারী ঃ আমি জ্বরে ভুগে, হাসপাতালে ছিলুম যখোন
ফেনলে ভরপুর ওয়ার্ড, নার্সের প্রবল ঘোরাফেরা
তুমি বলেছিলে

প্রেমিক ঃ আমরা মৃত্যুর জন্য কেন কাঁদবো
মৃত্যু স্বাভাবিক।

নারী ঃ আমার চোখের নীচে অভিমান
সূর্যের আলোয় ভাসে সমস্ত গোলাপ
আমার আয়নায় তুমি নিঃসহায় নারী দেখে বলেছিলে

প্রেমিক ঃ শুভ মানুষের উত্তরণ হোক!

নারী ঃ আমার আঙ্গুলে লজ্জা থরো থরো একদিন দুপুর বেলা
স্নান শেষে সুবিন্যাস্ত এলোচুলে
ছুয়েছি তোয়ালে
তুমি বলেছিলে

প্রেমিক ঃ শস্যের মতোন তুমি ফলবতী হও!

নারী ঃ একদিন সন্ধ্যেবেলা, কি হলো যে,
ধর্মগ্রন্থ পাঠে গেল মন,
মোমবাতি! মৃদু শিখা, মসজিদের মতো ঠাণ্ডা ঘরদোর
তোমার কথাই মনে হলো

প্রেমিক ঃ সব প্রেমে পবিত্রতা, আবার আসুক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী : মানুষের আকাংখা সোনালী,
মানুষের ভালোবাসা আজোতো সবুজ,
শিশুর গায়ের গন্ধ তাই আজো অনাবিল শস্যের মতোন
প্রেমিকের প্রথম চুম্বনে থাকে প্রকৃতির সব তৃষ্ণা নিবারণী নদী।

প্রেমিক : থাকে হয়তো!

নারী : থাকে?

প্রেমিক : থাকে, তাই আলোর ভিতরে সব রং-এর উৎসার ঘটে
আলোর ভিতরে হয় নবজন্ম নবরূপায়ন,
আর তাই নতুন আলোর জন্য মহাপরুষেরা আসেন
নতমস্তকে
আর তাই শ্রমের স্বাধীন কণ্ঠে উজ্জীবন তোলে নর
স্বেদবিন্দু আলো চায়,
মানুষের উপভোগ আলো চায়,
ভালোবাসা গভীর দীদার নারী
তুমি কি চাওনি সেই আলো?
শ্রমের সুমতি? শস্যের ভাড়ার চাওনি?
আমকাননের ছায়া? আকাশের আহ্লাদিনী নীল?
তুমি কি চাওনি এই স্বেদবিন্দু জমে থাক
আমার কপালে?
তুমি কি চাওনি এই কর্মযোগ, শতযুগ বৎসরের
এই নব-আবিষ্কার?
স্থাপত্যময় এই নগর। বন্দর?

নারী : আর তাই যুগে যুগে তুমি যেনো বলো গান

প্রেমিক : পৃথিবীর যন্ত্রণার উত্তরণ হোক,
শুভ মানুষের উত্তরণ হোক,
আমাদের শান্তি হোক।

নারী : আর তাই তুমি সব বিভ্রম উজিয়ে
আদি মানুষের মতো মিলনের কাফি গাও,
আদমের মতো তুমি এ মাটি কর্ষণ করো
বানাও ফসল শস্য কার্পাসের তুলো
বানাও কাপড় গয়না ঘরবাড়ী প্রেমিকার খোপার সুরভি।

প্রেমিক : আর তাই তুমি আলো নিয়ে ফিরে আসো,
তোমার চোখের নীচে আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার হাসির নীচে আলো
তোমার কণ্ঠের গানে আলো!
তোমার কথায় চাঁদ মধ্যরাতে
আলোর সৌরভ হেনে
সব দ্বিধা দূর করে দেয়।
পুনরায় স্থিত হই আমরা পুরুষ।
কোনকালে অবিশ্বাস ছিল না এখানে
কেউ কারো দ্বন্দ্বে নেই কেউ কাউকে কষ্ট দেই না।
প্রার্থনার সৌম্যপুরুষের হাতে আলো জ্বলে
পুরুষ পুরুষকে বলে শান্তি হোক।

নারী ঃ ভালোবাসা মানে এই পরস্পর শান্তি আর একতাবদ্ধতা,
ভালোবাসা মানেই তো একে অপরের প্রতি সুবিশ্বাসী হওয়া
ভালোবাসা মানেই তো হৃদয়ের ইতিহাস থেকে সব
ঐতিহ্য ধারণ করা,
ভালোবাসা মানেই তো একতার উর্ধ্বে সুসংহত হওয়া।
ভালোবাসা মানেই তো ক্ষণ-বিভ্রমের শেষ।
এর আলোয় কোনো অবিশ্বাসী উত্তেজনা নেই
বিভ্রান্তিও নেই।

প্রেমিক ঃ আর নেই কারো কোনো চিত্তবিকারের পরিণতি,
প্রকৃত আলোর কোনো ক্ষয় নেই।
আলো অনিঃশেষ
আলো শান্তিকামী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসান
গল্প সংগ্রহ

সম্পাদকের উৎসর্গ
আবদুল মান্নান চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সম্পাদনায়
তারিক সুজাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচী

তরু
সমুদ্রের ফেনা
অসহায় এলাকা
হৃদয় যতদূর
অভাবিত
ফাঁদ
এইসব সারমেয়
সন্ধ্যাবেলা
নির্বসনায় মাইল মাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরু

সবাই বোলবে গাছ। বোলবে গাছ কি? কিন্তু গাছ। গাছের আর একটি নাম আছে বৃক্ষ। অর এক নাম তরু। আমি এই পর্যন্ত গাছের ইতিহাস জানি। আমি গাছকে বহুভাবে দেখেছি। কিন্তু গাছকে গাছ বলি। কেউ বৃক্ষ! কেউ তরু! হঠাৎ মনে হলো আমি ভুল কোরছি। অনেক নাম আছে গাছের অনেক রকম গাছ। পৃথিবীর স্থলভাগের চারিপাশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির গাছ আছে। আমি যেমন একটি মানুষ। কিন্তু অনেক রকম মানুষ আছে। অনেক প্রকৃতিতে বিভক্ত। কেউ গাড়ী চড়তে ভালোবাসে। কেউ কৃষি কাজে মগ্ন। কেউ নেকটাই উড়িয়ে দালালী করে। কেউ ফল বিক্রেতা। আর কেউ ভ্রামণিক, যেমন আমি। তোমাকে নওয়াবপুর রেল ক্রসিংএ দেখেছিলাম। তুমি ফলের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। কিন্তু আমি আসলে দেখেছিলাম একটি গাছ, গাছের মধ্যে অনেক ধরনের গুণ থাকে। আমার মাত্র সেদিন অপরূপ একটি দৃষ্টিগুণ কাজ করছিল।

কিন্তু তুমি দেখতে পাওনি। তোমার চুলের কম্পন পর্যন্ত আমি দেখেছিলাম। কিন্তু তুমি বাস্তবে তৎপর ছিলে। সভ্যতায় মগ্ন ছিলে। অনেক লোকোমোটিবের শহরে অনেক দৃষ্টি অনেকের অগোচরে থেকে যায়।

তোমাকে একবার আমি সেই কবে দেখেছি। মনে নেই। কেবল মনে আছে তুমি সাদা শাড়ী পরেছিলে। চোখে অপর্যপ্ত মায়া, তুমি বোলেছিলে আসুন না।

একটি দেয়াল ঘেরা বাড়ী। চারদিকে নরোম কলার বাগান। দু একটি আম গাছ। লাল পিঁপড়ের একটি স্তুপ ছিল কোথাও। আমি দেখে ফেলতেই তুমি বোলেছিলে পিঁপড়ে থাকা ভালো জানেন। সংসারের লক্ষ্মীর আভাষ। তখোন আমি চোখ দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। একবার বৃষ্টি হলে হয়তো আবার ঠিক মনে পড়তো সব। তুমি তো জানো না প্রকৃতি মানুষের মনে কী প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের শরীরে প্রকৃতির কি পরিমাণ প্রভাব!

যেমন বহুদিন পরে তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। ঠিক বলেছি চিনতে পারবে না। মশারী টানানোর মতো ভঙ্গি করে হয়তো একবার তাকাবে যেমন স্ত্রী শোবার আগে স্বামীর দিকে তাকায়! কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমি অনেক বদলে দেছি।

হয়তো তোমার কাছ থেকে নয়। অন্য যে কেউ এখন বলতে পারে, বলবে।

ঃ আপনি কত বদলে গেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঃ আমি বলবো ঃ প্রকৃতির প্রভাব।

অন্য কেউ বোলবে, রাখেন প্রকৃতি। প্রকৃতি না ছাই! প্রকৃতি আমরা চিনি! প্রকৃতি হলো আমাদের শরীর!

শরীর শব্দটা হঠাৎ আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

ঃ তুমি শরীর কথাটাকে বাদ দিয়ে এমন নম্র ভাবে বোলতে।

ঃ আপনি কি ভালোবসেন?

ঃ আমি বলতাম, আমি শরীর ভালোবাসি।

ঃ হয়তো এখন তোমাকে চেনা মনে হবে। এ রকম কোরে হয় তো।

এই চেনার পটভূমি ঃ একদিন বিকেল বেলা তোমাদের বাড়ীতে গেলাম। তোমার স্বামীর সাথে দেখা। কাগজ পড়ছেন। বিশ্ব লেহন কোরছেন। আমি কাগজের খবরে বিশ্বাসী নই। মিথ্যা কথায় ভরা কাগজে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যেমন বিশ্বাস রাখা যায় না সৌহার্দে। কিন্তু তুমি তখোনও বোলবে ঃ অনেক দিন পর এলেন, আসুন।

ঃ কতদিন?

ঃ তা তিন বছর!

ঃ আমি বলি এক হাজার বছর।

ঃ আমি বলি আমাদের সন্ধির পর তো আমাদের সাথে কারোরই দেখা হয়নি!

ঃ আপনি মিথ্যে বলেন। কিন্তু মিথ্যা কত সুন্দর। তুমি একথা হয়তো তখন বোলেও বোলবেনা। বোলবে-

ঃ পরিচয় করিয়ে দেই ইনি জনাব..

আর ইনি আমার স্বামী।

আচ্ছা;

কেমন মিহি ভাবে দিন বদলে যায়। এই সেই দিনের কথা। তোমার কথায় একদিন আমার বাড়ী থেকে চলে এসে আর যাওয়া হলোনা। শূন্য একটি কাঠের বাড়ী। কাঠের দোতলা সিঁড়ি। সেখানে একটি বাস ইস্টিশন আছে। একটি ছোট্ট খাল। দুটি কাঠের পুল। একটি বাজার। একটু এগোলেই সেখানে একটি নামকরা কলেজ। আমি সেখানে থাকি। খুব কোনো একটা অসুবিধা হয়না। পাজামা পরে কলেজে যাই। শার্ট পরে কলেজে যাই। একসঙ্গে অনেকগুলো পোষাক পরে আমাদের উল্লেখযোগ্য জায়গায় কেন যে যেতে হয়। আমার ভিতরে উলঙ্গতা ভালো লাগতো। তোমাকে তখন নিশ্চয় আর ঢেকে রাখা যেতনা। শাড়ী উপরের জিনিষ। আসলে আবরণ হলো মন। তোমাকে তখন একটি দেবীর মতো নগ্ন কোরে নিতাম। সামনে গিয়ে কেন যেন বোলে উঠতাম,

ঃ বিজ্ঞান ক্লাস কয়টায় জানেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঃ তুমি হেসে বলতে ঃ কেন আমি কি রুটিন?

ঃ রুটিন ইতো!

ঃ কিসের?

আমি হেসে বোলতাম মহাকালের; হয়তো কোনো নাটকীয় হতো বলাটা! কিন্তু তুমি শুনে হাসতে।

বিকেলের সোনালী চায়ের কাপে সবুজ চায়ের ধোঁয়ার মতো হঠাৎ চোখের কোনায় তোমার বাষ্প দেখা দিত। তুমি হাসতে না গুম মেরে থাকতে না কান্না চেপে রাখতে!

ঃ আপনি কিচ্ছু বোঝেন না?

ঃ কী বিজ্ঞান?

ঃ ইস্! কি বোলছি! কী বলে!

ঃ ওহ্!

আমি বুঝে নিতাম ঠিকই। কিন্তু তোমার কথাগুলিই অন্য রকম ছিল। ভালো লাগতো। শুনে নিতাম। তোমার কথাগুলি আমি খুব বেশি ভাবে শুনতে চাইতাম।

এক একদিন জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ এরকম মনে হতো। যেমন দরোজা জানালা সব খোলা। বাইরে লাল সুরকির রাস্তা। একটি হিন্দু বাড়ীর পাঁচিল। সুন্দর দুটি মেয়ে আছে বাড়ীতে। জ্যোৎস্না রাতে সারসের মতো ছাদের উপর উড়তো তাদের শাড়ী। চুল বাধতো তোমার মতো। আমের বোলের গন্ধে আমার রক্ত দেখি ভীষণ অনুভূতিশীল। একদিন তুমি টেবিলের ধুলো মুছতে গিয়ে আঙ্গুল দিয়ে লিখেছিলে ঃ

অনুভূতি ঃ অনু

তোমার নাম। তোমাকে হঠাৎ ঠোনা দিয়েছিলাম। এই প্রথম। এরকম কোরে চিবুকে ঠোনা দিয়ে আমি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে তাকিয়ে আমাকে হতভম্ব কোরে দিয়েছিলে।

ঃ তা হলে কী এই?

ঃ কি?

আমি কথাটা অন্য ভাবে ঘুরিয়ে নিলাম। বোলতে চেয়েছিলাম অন্য কিছু। বোললাম তুমি ধুলোর অনু?

ঃ না, রক্তের।

ঃ আমার রক্ত ভীষণ কালো।

ঃ আমি কালো জিনিস খুব ভালোবাসি। খু-উ-ব? এমন ভাবে ঘাড় বাকিয়ে বোললে যে হঠাৎ আমার জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে কখন কী বলি? তুমি একবার বিকেলে রিকশায় কোথাও যাচ্ছিলে। জেলা শহরে সব দেখা যায়। তা ছাড়া এরকম সুন্দর জায়গায় সৌন্দর্যের আলাদা প্রকরণ। আলাদা ব্যবহার। তোমার সব মনে পড়ে?

সিঁড়ি দিয়ে নাবছিলে
তুমি আমার হাত ধরেছিলে।
আমি তোমাকে কোনো দিন ভুলবোনা
আমি তোমাকে কোনো দিন ভুলবোনা।
দেখি দেখি তোমার আঙ্গুল।
ঃ কেমন?
ঃ খুব সুন্দর।
তোমার পা দুটে দেখি।
তোমার খরগোসের মতো পা। হাতে তুলে নিলাম। তুমি আমার।
খরগোশ। তুমি আমার শয়তান। হঠাৎ বোলে উঠলে দুষ্টু কোথাকার।

যাহ! কোনো কিছু তো ঘটেনি। অন্ধকার সিঁড়ি তোমাদের বাড়ীতে কেউ নেই। বাইরে জ্যোৎস্না সারসের গলারমতো ধবধবে এক চিলতে জ্যোৎস্না উড়ছিল রেলিং এর ধার ঘেসে। তুমি আমাকে বাইরে ইজিচেয়ার এনে দিলে। ঘড়িতে তাকালে। বোললে সময় কত ছোট্ট। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। মানুষের সময় এত ছোট্ট এত সংক্ষিপ্ত কেন?

ঃ আমি উত্তরে কী বোলেছিলাম মনে নেই। তবে তোমাকে বোলেছিলাম। সৌন্দর্য আর সময় এ দুটি ভীষণ প্রতারক! তুমি তখন আমার আঙ্গুল ঝেঁকে দিয়েছিলে। চলো বাইরে কোথাও যাই। কোথায়? পুকুর ঘাটে। তোমাদের বাড়ীর সুন্দর পুকুর আছে। পাশে আবার কৃষ্ণচূড়ার গাছ। চৈত্রের জ্যোৎস্না। কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর শুয়ে আছে রোদের মতো।

ঃ তুমি আমাকে একটি ফুল দেখিয়ে দিলে,
ঃ পরীর বুকের কোন জায়গাটার মতো ঐ ফুলটা?
ঃ তুমি বুকের কাপড় আঁটসাট কোরলে।
তৎপর তাকিয়ে বোললে দিন দিন এসব কী হচ্ছে!
আমি বুঝিনা, না? এই এদিকে এসো তো, দেখি,
তুমি আমার চিবুক তুলে ধরে হঠাৎ চুমু খেলে ইস দুধের গন্ধ যায়নি! দুষ্টু!

এখন আমার এ অবস্থা। দুষ্টু, তোমার কথাটা এখন আমার কাছে অন্যরকম। কোনো নির্দোষ শব্দকে আর নির্দোষ ভাবে রাখতে পারিনা। অনেক নারীর সংস্পর্শে এসে এই হয়েছে। তোমার মতো কোথায় পাই। তোমাদের বাড়ীর মতো ওরকম নির্জন বাড়ী পৃথিবীর আর কোথায় আছে? তোমার চিবুকের মতো এমন সুন্দর চিবুক? তোমার পায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো অমন সুন্দর পা। তুমি খরগোশের চেহারা ভালোবাসতে। তোমাকে আমি একটি কচি খরগোশের বাচ্চা কিনে দিয়েছিলাম। তোমার টেবিল ঘড়ির মতো নীল ডায়ালের তারা দুলছিল আকাশে। তখন তুমি আবার খরগোশটাকে আমার কাছে দিয়ে বোলেছিলে দিলাম প্রত্যুপহার। একে যত্নে রেখো। আবার কী ভাবে না কি ঘটে যায়। যে সাহস! তুমি একে যত্নে রেখো।

তোমার বুকের কাপড়ে তখোন আমার সারা হাত মুখ ঢেকে গিয়েছিল।

তুমি আমাকে একবার তোমার এ্যালবাম দেখিয়েছিলে। একটি ছবি আমার খুব ভালো লেগেছিল। যেটাকে তুমি সবুজ খই বাবলার নীচে বাবলা কুড়োচ্ছো। সাদা সাদা ফ্রকপরা। কপালে লাল টিপ। তোমার হাতগুলি তখোন একটু লাজুক ধরনের ছিল। ফটোতে তাই মনে হলো। তুমি উবু হয়ে আছো। কেবল বয়স হচ্ছে। তার রেশ বেশ স্পষ্ট!

আমি তোমার ওখানটায় আঙ্গুল রেখে হঠাৎ তোমার বুকের দিকে তাকালাম। হঠাৎ জিভ থেকে বেরিয়ে গেল প্রকৃতির কী শক্তি! সব বদলে দিতে পারে! সব বদলে যায়।

আমার আঙ্গুল আর উঠছেনা দেখে তুমি আমার আঙ্গুল উঠতে গিয়ে হঠাৎ তোমার ওষ্ঠে আঘাত পেলে ঃ দস্যু! তুমি কৃত্রিম রোষে ঘড়ি নিয়ে নাড়া চাড়া কোরলে।

ঃ এরকম তোমার কাছে থাকতে চাই আজীবন! আমি তখোন সবেমাত্র কবিতা পড়া শিখেছি। অনেক দিনের কথা।

ঃ তুমি আমার হাত উঠিয়ে বোললে, জাহাপনা এবার উঠুন। কেমন হয়ে যায় সব। এমন একদিন আসবে। যখোন আমাদের সবাই এক কোঠায় এসে দাঁড়াবে। তুমি শিমুল গাছকে বোলতে শিউলী। শিউলীকে শিমুল। কারণ জেনেছিলাম কিছুদিন পরে। বোলেছিলে ক্ষণস্থায়ীকে কিছুদিন স্থায়ী করা আমার স্বভাব।

ঃ আমার তখনো স্বস্তি লেগেছিল।

কেনা জানে, আমাদের সংসারে ক্ষণস্থায়ী ধর্মী লোকই বেশী?

একদিন তোমার ওখানে গিয়ে উঠবো আবার। আমাদের তো অনেক দিন কেটে গেল। এখন আর ওসবের বালাই থাকবে কি? কিন্তু থেকে যায়। কাগজে লেখার মতো স্বচ্ছ, অঙ্গারের মতো রক্তে একটা কিছু আমাদের বাস করে। শত বার বয়স আমাদের বাড় ক। পৃথিবীতে আরো নগরের পত্তন হোক। আরো পেশা বৃদ্ধি পাক। আরো চাকুরীজীবীদের ভীড় হোক। টাইপরাইটার। ব্যাঙ্ক। বড় বড় দালান। সভ্যতা। সব কিছুতে ঢেকে দিয়ে যাক পৃথিবী। ভূগর্ভের ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটে যাক। বাড়ী বসত নির্মিত হোক। বোমার বিস্ফোরণ চলুক। বিভিন্ন পরীক্ষা নীরিক্ষা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। সাহিত্যের নুতন আঙ্গিক। দুঃখ দুর্দশার মোচন উন্মোচন। যতই কিছু হোকনা কেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই আমাদের দেশের মানুষের খাদ্যের রুচি পাল্টে যাক। শযন ব্যবস্থা অন্য হোক। একই নিয়মে উঠুক বসুক ছোট থেকে বড় ব্যক্তি। কিন্তু তবু রক্তের কোনো পরিবর্তন হবেনা। রক্তে আমাদের সেই সুন্দর সর্বনাশ থাকবে। মনে পড়বে। যেমন মনে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে তুমিও কি মনে করোনা? ধরো সস্প্যান তুলে রাখছো আলমিরায়। মশারী খাটাচ্ছো। সুন্দর সবুজ চাদরে ঢাকা পরিপাটি শয্যা। মিহি পর্দা। ফুটফুটে দিন বাইরে। সকালে একক রোদ্দুরে বসে তুমি আর তোমার স্বামী চা খাচ্ছো। ফ্লেভারে ভরে উঠছে আঙ্গিনা। দু একটি তামাক পাতার গন্ধ। তোমার স্বামী ভার্জিনিয়া টোবাকো খান। কৌটা ভরা। নিজে সিগ্রেট তৈরী করেন। মাঝে মাঝে পাইপ টানেন। ইনসিওরেন্সের বড় দালাল। অনেক টাকা। তবু রক্তের মধ্যে সুন্দর সর্বনাশ উড়িয়ে নিয়ে যায় নাকি সুন্দর মিহি পর্দা? টেরেলিনের সবুজ শার্ট? সিল্কের মশারী? মাংসের চৌকিতে আমি আজকাল শুয়ে থাকি। সেদিন একজন সদ্য বিবাহিত পুরুষ হঠাৎ বোলে ফেলেছিলেন। তোমার স্বামীটিও কি তাই?

আমার অযথা সময় নষ্ট। আমি একটি গাছকে গাছ বোলতে গিয়ে হঠাৎ তরু বোলে উঠি। বৃক্ষ নয় গাছ নয়, কেবল তরু। মানুষের ভিতর অনেক শুচিবাইগ্রস্থতা থাকে। আমার একম শুচিবাইগ্রস্থতা রয়েছে ছোট বেলা থেকে। মাকে ভালোবাসার প্রয়োজনএদখি সবাই ভালোবাসে। আমার মাকে কোনোদিন ভালোবাসা হয়ে উঠলোনা। পিতাকে খুন করার অবদমিত বাসনা একব্বার ছিল। এখন ভদ্রলোকের প্রতি আমার দয়া হয়ে গেছে। কারণ আমি তার কোনো উপকারেই এলামনা বোলে।

একটি পরিবারের কত রকম সমস্যা। তার ছিটে ফোঁটা আমার এক একটি ব্যক্তি সত্তার মধ্যে এখনো বিদ্যমান; মনে আছে তোমার? না হলে শোনো আমার একটি বোন আছে। সুন্দর নিজের বোন বলে নয়। যে কোনো লোকের হলে আমি ঐ কথাই বলতাম। ভালো গলা। হারমোনিয়ামে আষাঢ় শ্রাবণ মানেনাতো মন গেয়েছিল এক শ্রাবণ রাতে। আমি তাকে আমার কাছে আসতে দেইনি আর। সংক্রমিত হয়ে গিয়েছিলাম বলে। সংক্রমন বড় মারাত্মক রোগ। যার দ্বারা সংক্রমিত হয় তাকে আর সহ্য হয়না পরে। সে এখন আরো সুন্দরী হয়ে উঠছে। খবর এসেছে। গ্রামের বাড়ীতে কী পড়াশুনা হয়? দু একটা চিঠিও আমাকে লিখেছে। দরিদ্রের যে অভ্যাস। তাই ও এখন থেকে ধারণ কোরে নিয়েছে। প্রতি চিঠিতে সাংসারিক ফিরিস্তি বর্ণনা। দাদা তোমাকে কত আশা করিয়া.. আমার প্রতি তুমি একবারও ফিরিয়া তাকাওনা। তুমি কি আমার সেই গলার চেনটা বিক্রি করিয়া দিয়াছ? মা তোমার কথা বলিয়া কাঁদেন। তিনি ভীষণ অসুখী হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের সংসারে কত অভাব। দাদা তুমি কি বুঝিয়াও বোঝনা, ইত্যাদি ধরনের লিখন ভর্তি, কয়েকটি পত্র তার, এখনো আমার খয়েরী ডায়েরীতে যথারীতি রক্ষিত আছে। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও তেমন। কোনো কাজে আমি স্থাপিত নেই আর। কোনো সত্য মিথ্যায়। আমি যে কোনো সময়ে যে কোন প্রকার ঘটনাকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছি। মানুষের মনস্তত্ত্ব একে কী বলে আমার জানা নেই। তুমি একবার জ্যোৎস্নায় একটি বিড়াল দেখে হঠাৎ হো হো কোরে হেসে উঠছিলে আমি বোলেছিলাম কী হাসলে ক্যানো?

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বোলেছিলে এমনি, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল তুমি আরো কিছু একটা বোলেও আর বোললেনা। পরে কোনো এক বইয়ে জেনেছিলাম মানসিক অবদমনের কথাটা এবং বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিসে মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা। তোমার তখন যৌন বোধ জেগেছিল। তুমি তা লুকিয়ে গিয়েছিলে।

আমিও অনেক কিছু অমন লুকিয়ে যাই। খামাখাই কোনো কার্যকরণ সূত্র নেই। এমনি। ইচ্ছে হলো। হঠাৎ হয়তো একটি প্রচণ্ড রকমের মিথ্যা কথা বোলে ফেললাম। কোনো মানে হয়না যদিও। তবু অনেক কিছুরই তো মানে হয় না। আমার পরিবারবর্গের দারুণ দারিদ্রের কথা এই যে তোমাকে বোললাম। এর মানে হয়? বন্ধুকে একবার বোলেছিলাম মা অনেক আগে মারা গেছেন। তখন আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়নি। কারণ একটি কথা তখনো বার বার মনে এসেছিল, অনুপস্থিতি। এখান থেকে একশো মাইল তার দক্ষিণে একশো মাইল। তারপর পূর্ব পশ্চিমে এগিয়ে একটি নদী। একটি ইস্টিশন। সেখানে লঞ্চ ভেড়ে। সেখান থেকে অল্প কিছু দূর। একটি বাদাম গাছের তলায় একটি কবর। তারপর দু একটি ঘর এগিয়ে একটি সুন্দর স্বপ্নীল ঘর। টিন শেড দেয়া। বাগান চারিদিকে। আমগাছ রয়েছে গোটা কতক। টিউবওয়েল। ফিলিপস রেডিওতে কোথাকার খবর শোনা যায়। সেখানে হয়তো এ মুহূর্তে মা আয়না দেখছেন। এত বয়সের উত্তরাধিকারিণী। আমার মা। সুন্দরী এখনো। সোনার ঘড়ি সোনার চেন ক্ষয়ে যায় ব্যবহারে। কিন্তু রূপ থেকে যায়। ঘর্ষণে ব্যবহারে ফুরায় না। মা আছেন। তেমন রূপে আর বাকী ঘর্ষণে যা ফুরিয়েছে। এখনো রয়েছে অনেক। তোমার মতোন কোঁকড়া নয় তার চুল। লম্বা। এখনো খোপা করলে দু মুঠোয় ভরা যাবে না। তোমার গ্রীবার মতো সাদা গ্রীবা। নাক। আমাকে তো দেখেছ? এরকম চোখ আমার মতো! পা, রং গড়ন আমার মতো। অনেকে বলে মার চেহারা পেলে সন্তান ভাগ্যবান হয়। কথাটা সত্যি। তুমি শুনে হাসবে। কিন্তু কিচ্ছু করি না। চাকরী নেই। পড়া ছেড়ে দিলাম। কোনো পার্থিব কার্যে আমার হাত পাকা হলোনা। কিন্তু তাতে কি। আমি কত ভাগ্যবান। তুমি ভেবে দেখোনি। আমি গাছকে কত সুন্দর ভাবে চেয়ে দেখি। একটি ফুল। এক রকম প্রজাতি আছে তাদের ঘ্রাণশক্তি ভীষণ প্রখর। তারা ফুলের গন্ধ চিনে তারপর সেখানে বসে। আমার ইন্দ্রিয়ের শক্তি তেমন প্রজাপতির মতো। আমি কত ভাগ্যবান। আমি তোমার সাথে তোমার নিজস্ব পাপড়িতে ঠিক গন্ধ বর্ণ চিনে বসতে পেরেছিলাম একদিন।

ঢাকা শহরের আয়তন তুমি জানো? ভূগোলের আয়তন? একটি বৃক্ষের ব্যাস কত?

তুমি একবার কাছে এসেছিলে। তোমার কোথায় কোন তিল আছে আমি এখনো বোলে দিতে পারি। তোমার সেই তিলটি কী নরোম আর লাল! আমি বোলতাম আমার আর পাথরের অভাব হবে না।

ঃ কেমন

ঃ পাথরের অভাব হবে না বলছি?

ঃ কি পাথর? এবং কিসের জন্যই বা?

তুমি বুঝতে পারছিলেনা। আমি বোললুম। অনেকেই তো কত দামী দামী পাথরের অঙ্গুরি হাতে নেয়। তিব্বত হিমালয়ের পাদদেশ থেকে পাথর আনিয়ে নেয়। লাল নীল বর্ণের। দামী পাথর। আংটি পরে। আমি দেখো সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গুরি পরবো। সবচেয়ে মূল্যবান পাথরের। তুমি তবুও বুঝতে পারছিলেনা। তোমার রাগ হচ্ছিল। আঙ্গুল ঝাঁকাচ্ছিলে। তোমার বুকের কাপড়ের নিচে সরে আসছিল ছায়া। ব্লাউজের উপর থেকে লজ্জা সরে গিয়েছিল; তুমি রাগত স্বরে বোলে উঠেছিলে রাখো তোমার হেঁয়ালি।

আমি আস্তে তোমার বুকের তিলটার উপর আঙ্গুল রেখে বোললাম ঃ এই, এই আমার তিব্বত এই আমার রক্তিম পাথর। এই আমার মহামূল্যবান অঙ্গুরি।

তুমি তাড়াতাড়ি ঢেকে দিয়েছিলে। দিন দিন কী হচ্ছো তুমি। কপট ভাষণ কোরে আবার স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিলে!

তুমি অনেক জায়গায়ই তো যাওনি? একবার সিনেমায় গ্যান্ডোলার সার দেখে ভাসমান নদীর উপর বাজার দেখে হংকং এর উপর তোমার নজর পড়ে গিয়েছিল। তুমি আমার নাকটা বোচা করে দিতে শুরু কোরলে। উঃ কী পাগলামিতেই না দিন কেটেছে! এখন অনেক বছর হয়ে গেল। এখন যদি যাই। আমার তো সেই গোপন সংক্রমণগুলি আর নেই। ক্ষয় হয়ে গেছে নিত্য ব্যবহারে। অথচ নারী শরীরের কত অক্ষত গোপন রহস্য। কিন্তু কী আশ্চর্য! শুধু বাড়ে আর বাড়ে। এখন বুঝি একটা লোক একটা মেয়ে বিয়ে করে কেন অন্য নারী গমন না কোরেও সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

একবার দেখা হতে যদি। আমাদের এ নগর মহানগর হবে একদিন। অনেক রকমের দালান স্থাপিত হবে। অনেক আত্মহত্যা। অনেক সাইকিয়াট্রিস্ট বাড়বে। মোড়ে মোড়ে লন্ড্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। মাঝে মাঝে এক একবার আমার মনে হয় আমাদের সভ্যতা মানেই লন্ড্রী আর সেলুন আর ওষুধের দোকান কারণ যেখানেই যাই আর কিছু চোখে না পড় ক ও তিনটি চিনিস চোখে পড়বেই পড়বে। যাকগে ভালো হলো, আবার যদি দেখা হয়। তোমার সুন্দর বাড়ীতে। অবশ্য বাড়ীতে আমি কোনোদিন যেতে পারবোনা। আমার কুকুর দেখলে সঙ্গমের কথা মনে পড়ে যায়। মাঝে মাঝে টাকা থাকেনা। তখোন সিগ্রেট বাক্সের উপর খুব যত্নসহকারে খানকিপাড়া লিখে বাসনা নিবৃত্তি করি। তুমি হঠাৎ কোরে ভাববে যে লোক তরু শব্দের মতো সুন্দর কোমল, স্নিগ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ ভালোবাসে সে ওরকম যথেচ্ছাচারী কর্কশ দুরগন্ধযুক্ত শব্দটিকে কি কোরে লিখতে পারে। আমারও তাই মনে হয়। অথচ আশ্চর্য, আমি লিখতে বা কোরতে বসলে আর দ্বিধা করি না। মানুষের গোপনে কত অতিক্রমণ ঘটে যায়। সে বুঝতে পারে না। সে কী কোরছে। প্রভু যীশু খালি খালি কী আর বোলেছিলেন! থাক কথাটা বড় ব্যবহার দুষ্ট। তুমি অনেক কিছুই ইশারা দিলেই বুঝতে; এটা বুঝে নিও। একবার কি আমাদের দেখা হবে না? এ শহর আরো কত বড় শহর হবে। এ্যারোড্রাম। সুন্দর সভ্যতার শো শো আওয়াজ শুনছি আমি। চারিদিকে দেয়ালে দেয়ালে কত বিপ্লবের সুন্দর পোস্টার। গাছ। বৃক্ষ। আত্মহত্যা। কবি হলে ভালো ভালো লিখে নিতে পারতাম সব। ছেঁকে নিতে পারতাম। বোধ ও বোধ। কত রকম ভাবে জীবনযাপন করে। এ নিয়ে কত গল্প লেখা হয়। কত গল্পকার আসে আর ছিঁটে ফোঁটা অভিজ্ঞতা ঢেলে দেয়। ঢেলে দেয় কেন বলি তারা দলে দণ্ডিত হয়। তুমি কতবার আমাকে এমন ধারায় দণ্ডিত কোরেছ এখন কী আর তা মনে আছে।

মনে আছে কেবল জোৎস্না! মনে আছে কেবল লাল দালান। মনে আছে কেবল আমের বোলের গন্ধ। কোকিল আমাদের বিশ্ব সংসার থেকে যেনো কোথাও পালিয়ে গেছে। তুমি একদিন কোকিলের স্বর নকল কোরে শুনিয়েছিলে। অবিকল সে রকম। তখন হঠাৎ ঘরে বসন্ত এসেছিল। যদিও ছিল সেটা শীতকাল। তবুও কেন জানি বসন্ত এসে গিয়েছিল। আমি তোমার চোখের উপর চোখ রেখে বোলেছিলাম এমন কাউকে পেলে আজীবন কত কোকিল ডাকে! আর, আর কত বসন্ত আসে।

তুমি বোলেছিলে মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার! এটা তো শীতকাল। গলায় মাফলার জড়িয়েও টের পাওনা।

তোমার গায়ে সাদা স্কার্ফ! তুমি সাদা স্কার্ফ ভালোবাসো। আমি বোললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ শীতকাল।

কিন্তু তুমিও তো জানতে আমি কী বুঝাতে চেয়েছিলাম! বাস্তবের নামে কত হেয়ালীই যে তুমি কোরেছ!

আজ যদি দেখা হয়। আমি তো গল্প লিখতে পারিনে। অনেকেই দেখি গল্পের প্রারম্ভে একটি ট্রেন ইস্টেশন দেয়। কতগুলি ভীড়। তারপর নায়ক হয়তো কোথাও চলে যায় সমুদ্রে না হলে কাছাকাছি কোথাও। আমার আবার ও সব ধাতে সয়না। আমি একবারই বোধ হয় সমুদ্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে অন্য কারণে। তোমার জন্য। আমার অসুখ হয়েছিল। হাওয়া বদলের জন্যে বোলেছিলে। নগদ টাকা দিয়েছিলে। আমি তোমার কপালের ভ্রু, মাথায় ছুঁয়ে তারপর একবার এক হাস্যমুখী পূর্ণিমায় কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। আর একবার একটি ছোট খাটো বনের মতোন জায়গায়। তোমার সঙ্গে। তাও পিকনিক কোরতে। আমাদের মনে আছে একটি পুরো মুরগীর রোস্ট খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল? কী সুগন্ধ ছিল সেদিনের মাংসে। তুমি মাংসে কামড় দিতে গিয়ে হঠাৎ বোলেছিলে না তুমিই খাও! একটু পরে কলা রুটি খেয়ে নেবো; ভালোলগছে না।

আমি বুঝেছিলাম তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। এক ধরনের মেয়ে আছে নাকি যারা নির্জনে একলা পুরুষের সামনে মাংস খেতে পারে না। তুমি বোধ হয় সেরকমের। কিন্তু হয়তো তাও নয়। তুমি আমাকে একা নির্জনে পেয়ে মাংস খাওয়ার নামে অন্যকিছু ইশারা কোরেছিলে। আমি বুঝতে পারিনি। না হলে ফিরে আসার পথে এ রকম বোকা শব্দটি একশো বার তোমাকে বানান কোরতে হবে...এ রকম ভিক্টোরিয়া মার্কা আদেশ কেউ দেয় নাকি?

আমি এখন আর ডায়েরী লিখিনা। কোনোদিন লিখতাম না। তবে কয়েক দিন একটি পাতায় তোমার পরিচয় পত্রটা লিখে রেখেছিলাম। আমাদের এই ঢাকা। আমরা যেখানে থাকি। এই নগর কত বদলাবে। আমাদের মতো। তুমি যে রাস্তা দিয়ে অনেক দূর হাঁটতে। তোমার যে গাছটা ভালোলাগতো! তুমি হয়তো দেখবে অনেক বদলে গেছে আমাদের সংসার। আমাদের সম্ভাষণ, আমাদের সমস্যা। কত বড় দোতলা বাস এসে গেছে ইতিমধ্যে। মেয়েরা সব চুল খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বাসের অপেক্ষায়। কত মেয়ে পুরুষের ভীড়। জীবন যাপন দ্রুত চলছে। হৃদয় লয় পাচ্ছে। রোদে পোড়া ভালোবাসার এখন কতটুকুই বা আর জ্যোৎস্নার প্রয়োজন। এখন আমের বোল গন্ধ দেয় না। সেটা প্রয়োজন। আম ফলে প্রয়োজনের আম। যাই হয় প্রয়োজনের হয় সব কিছু। ভবিষ্যতে আমি হয়তো যে বাসায় থাকবো। তারই পাশে এক ভদ্র মহিলা। ধরো এমনও তো হতে পারে অবিবাহিতা, কোনোদিন বিয়ে করবেন না। কিন্তু অনেকে আবার বিয়ে না করেও বিবাহিত রাত্রি যাপন করে শুনেছি। এ রকম নারী পুরুষ এখনও তো আছে লোকালয়ে! সে রকম হয়তো হতে পারে মহিলাটি! ঠুকঠাক আওয়াজ বাড়বে তারপর মধ্যরাতে। কিন্তু হয়তো আমারই ভুল। একদিন হয়তো আবিষ্কার কোরলাম। তিনি শিল্পী। মূর্তি গড়েন কাঠের। নিঃসঙ্গ নির্জন। এ রকম একটি নগর যদি হয় এই ঢাকা। প্যারিসে কত ক্যাফে রেস্তোরাঁ। আড্ডা। আমাদের এ আর হয়ে উঠছেনা। কবে হবে? অপেক্ষায় আছি। সে রকম মানুষের ভীড়। উচ্ছল উজ্জ্বল মানুষ। যুক্তিসম্মত। ম্যাটেরিয়ালিস্ট। প্রতি রবিবারে সেট কোরে বের হয়ে গেল ফ্রেন্ডদের সাথে। আড্ডা দেয়। কাজে যায়। এ রকম একবার যদি আমার এই নগরের চেহারা দেখতে হয়। তখন আমি তোমাকে একটি রেস্তোরাঁয় আবিষ্কার কোরবো। তুমি বসে আছো। আমারও তখনো বয়স হয়ে গেছে। চিরকাল স্বপ্নেরপুষ্টি ছাড়া শরীরে আমার আর কিছু নেই। দেখতে পেলে, বসে আছি। আমি তোমাকে দেখতে পেলাম। অনেক লোকজন।

কে কার খেয়াল রাখে? সবাই লাঞ্চের পিরিয়ডে লাঞ্চ সেরে নেয় রেস্তোরাঁয়। আড্ডা দেয়, বাড়ীতে আর মন বসে না। মানুষ বড় নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে তখোন। মানুষের বাড়ীতে

আর মন বসবে না। রাজনৈতিক আলাপ চালাবে। দন্তসুলের, হৃদরোগের আলাপ চালাবে। বোলবে, কতদিন ভোরে উঠলে স্বাস্থ্য হয়? তবু কিছুতেই কিছু হয় না। এক ভাই অন্য ভাইয়ের খোঁজ না নিলে যেমন সম্পত্তির অবস্থা, কিছুতেই কিছু হয় না। সব পাল্টে গেলেও সেই যে গাছ। গাছ তেমন থাকবে। আমি তখোন হয়তো গাছকে তরু বোলবো। তরু শব্দটি তখোন একমাত্র আমার মূলধন। আমার একটি নীল নোটবুক থাকবে। যাতে আমি কোনোদিন কোনো কিছু লিখিনি। তোমাকে দেখবো। মনোময় ভঙ্গিতে তুমি তোমার এক পুরুষের সাথে বসে আছো!

নারীর চেহারা থেকে তোমার উত্তরণ ঘটেছে। নির্বিকার সুন্দরের অধিষ্ঠাত্রীতে। তোমাকে সুন্দর বোলে ডেকে উঠবো। কিন্তু তোমার সাথে পুরুষ। তা ছাড়া বয়স কত হলো? ষাট? সত্তর? আশি? হাজার? কত হলো? কিন্তু বয়স কি? অনুভূতি কি? ভালোবাসা কি? জীবন কি? মানুষ তার প্রয়োজনের সংসারে আপনাপন বিকৃতি ও দর্শন নিয়ে সুখী। আমি সেই যে একবার গাছকে তরু বোলেছিলাম। একমাত্র সেই তরুই জেনে নেবে আমাদের সবকিছু। আর আমরা জানি আমরা শুধু নিমিত্ত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনার অবয়ব এ্যাখোন বিশ্বাসহীন আঁধারে গলে গলে একেবারে আঁধার হয়ে গেল, সীমাহীন ভয়াবহ আঁধার!

কবরের খোলের মতো হাল্কা, বিপদগ্রস্ত আমিনা। তার ঘনবয়ব গোপনে, তার পরিপূর্ণ মুখে ঝুর ঝুর কোরে অভিশাপ ঝরছে আর সাথে সাথে ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে তার ললিত বয়স, ব্যঞ্জনাময় স্বপ্ন। অনায়ত্ত আমিনা তার আঁধারের গলায় মুখ লুকিয়ে কাঁদলো– বালিশের আগুনে একটা একটা করে চুল, চুলের সুগন্ধ পুড়ে যেতেই তার শুয়ে থাকা প্রোফাইল, গ্রীবার মৃণাল, ঠোঁট গলে যেতে জানালা গলিয়ে অকস্মাৎ মেঝেতে ছটফট কোরলো বুনো হাঁসের দুটি রজত পাখা।

তরল শাদায়, পাল ছেঁড়া, ভাঙ্গা, নাবিকহীন নিজজ্জিত নৌকার মতো অথৈ বিনাশে যেন ডুবে যাচ্ছে সে, এমন মনে হলো আমিনার। ও পাশে, জ্যোৎস্নার ঠাণ্ডায় দেহ ভিজিয়ে তার ভাই তার ছোটবোন; তারা জানছেনা আমিনা এ্যাখোন দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে– তাদের আমিনা আঁধার হয়ে যাচ্ছে, একটা ভবিষ্যৎ, বালিশের অবিশ্বাস্য আগুনের মতো হলুদ দাঁতে তার আপাদমস্তক চিবিয়ে অন্তসারহীন করে রেখে যাচ্ছে। তার ভাইয়া ওপাশে তখোন শাহনেওয়ারেজ পরোক্ষ গলায় হাত ডুবিয়ে দিচ্ছে, ঠাণ্ডা আঙ্গুলে তার হাতদুটো একত্র কোরে শাহনেওয়াজের সিমসাম পাপড়ি খুলছে। কাল ভাইয়া অধিক রাতে এক নিষিদ্ধ মেয়েমানুষের দুষিত শক্তিতে ইন্দ্রিয় রেখে আজ আবার শাহনেওয়াজকে নিয়ে তৎপর। আমিনা দেখেছে, তার ভাইয়া তার কাছে কিছুই লুকোয়না। আমিনার কাছে ওর ভাইয়া সব বলে। নিষিদ্ধ শক্তির গন্ধ, প্রেমানুগ শাহনেওয়াজ, কবিতা 'চাকরি ভাল্লাগেনা'র সব কথা বলে আমিনার কাছে। কিন্তু আমিনা কিছু বোলতে পারে না বলেই ওর এ্যামোন ডুবে যাওয়া। পুড়ে যাওয়া। খুলে খুলে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া। কিন্তু না, বোলবে, একদিন সব ও ভাইয়ার কাছে। তার আর একটা জন্মের দরকার। না বোললে, নিঃশেষ করে না দিতে পারলে, পুনর্জন্ম হবে না ওর।

২

ভোরে ঘুম কামড়ে থাকায় সারা দেহ থেকে শাড়ীটা গুছিয়ে নিতেই ব্লাউজের তলাটা তার সুড় সুড় কোরে উঠলো। একটা অবতমান রোষ তাকে কামড়াচ্ছে বলে, তার মনে হলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যদি বর্ষার দোলা ঢেউয়ের ওপর একজনের হাতে বাওয়া নৌকায় শুয়ে শুয়ে সারাটা রাত কাটাতে পারতো। ভোরবেলায় ঘুম জড়িয়ে থাকলে তার মনে হয়- এ বাড়ী থেকে পালিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর, যেখানে শাল পাতার গান, নুড়ির চুমো খাওয়া সন্নিধান আর বুনো ঝরণার অনচ্ছ নাচ- আর পারিপার্শ্বিক- একটা বাংলো শান্তিময়, দুটো পাশাপাশি পাখীর মতো জানালা-কাটা ছায়া যার ওপর এসে বসে; ঠিক অমোন একটা বাংলোয় সারা বিকেল ধরে, সারা দুপুর ধরে সে যদি ঘুমোতে পারতো!... কিন্তু সে পারেনা বলেই তার যন্ত্রণা, সে ভাইয়ের মতো সবকিছু খুলে বলতে পারেনা বলেই তার ডুবে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া।

ঘুমের মধ্যে তাই তার শয্যা, তার সিঁথি, তার বুক, তার 'যৌবন-কোমল' জায়গা, তার 'নিজেরও-ইচ্ছে-করেনা দেখতে'র' টলটলে লজ্জা কেমন ঘাস, প্রাজপতি, নদীর ঢেউ আর নদীতে বাঁধা ছোট ছোট নৌকা হয়ে যায়। আর এই বিভিন্ন সম্পদ নিয়ে সে অবিকল একটা সরোবর- যার ওপর দিয়ে তার আনন্দের বাতাস, তার নিরানন্দের ঘূর্ণি চাঁদের দেহকে টুকরো টুকরো করে গলিয়ে দেয়।

একদিন জ্যোৎস্নারাতে তাই-ই হয়েছিল, কিন্তু সেদিন বুঝতে পারেনি আমিনা। ভাই বাড়ীতে ছিলনা সেদিন ছোট বোন পড়ার টেবিলে মাথাটা সোপর্দ কোরে দিয়ে ঘুমে মগ্ন যখোন, তখোন সে বাইরের রান্নাঘরের ওদিকে, যেখানে একটা নীলমণি লতা আর কামিনীর ঝোপ পরস্পর নেশা, তার পাশে একটা বড় ধরনের দেবদারু গাছ-সেখানে দাঁড়িয়ে অবিকল সে যখোন অতীতে নিমজ্জিত, তখোন কেন যেন মনে হলো তার- তার সামনে, তার পশ্চাতে একটা রূপালী সরোবর ঢল ঢল জল নিয়ে থৈ থৈ কোরছে। আর নীলমণি লতা, কামিনী ঝোপ আর দেবদারু গাছের পাতা শ্বেত হংসের মতো পাখা ঝাপটাচ্ছে স্বপ্ন ভিতরের দোকান ঘরের সুগন্ধ মাখবে বলে। আমিনার দেহ থেকে ক্যামোন একটা হাল্কা ব্যর্থতা ঐ রূপালী সরোবরে চারিয়ে যাওয়ায় তার মনে হলো, এ্যাখোন ঘরে ফিরে যাওয়া দরকার। ঘরে ফিরে এসেই দ্যাখে, ভাই; ভাইয়ের বন্ধু। তাদের চোখের আঁধার ক্যামোন চিতা বাঘের মতো জ্বলছে।

সেদিন ভাই আর তার বন্ধু খুব বেশী মদ খেয়েছিল- খুব বেশী। ভাইয়ের ঘর বন্ধ কোরে, দু'বন্ধু পরস্পর গ্লাসের পর গ্লাস টেনে টেনে নিজেরা যখোন অভ্যন্তরগামী, হৃদয়গ্রস্থ, তখোন তারা শাহেদের শিল্প, ভাইয়ের কবিতা নিয়ে সমালোচনা করছিল পরস্পর।

ঃ শাহেদের খুব প্যাশোনেট হাত ছিল। ওয়াটার কালালের যে আঁচড়-আমার মনে হয় ও 'কনস্টেবলে'র আঙ্গিক নিয়ে আঁকে। কিন্তু ও আর ছবি আঁকবেনা, ও ছেড়ে দেবে। ওর কবিতা ও পুড়িয়ে দিয়েছে। কবিতা-ছবি-শিল্প, এতে নাকি কিচ্ছু হবে না। ও ফিরে যাবে বলেছে। গাঁয়ে ফিরে মাকে নিয়ে থাকবে। পুকুরের মাছ, জমির ধান চাষ কোরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নাকি বেশ কেটে যাবে। ও সব সময় বলে আজকাল, আমি শান্তি চাই, বুঝলে, আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। না অর্থ, না যশ; ও গুলো জবাই করা পশুর রক্ত! ও রক্তে আমার পিপাসা মিটবেনা।

ঃ ও একটা মেয়েকে ভালোবাসতো।

ঃ কিন্তু ওকে কোনোদিন ন্যুড কোরে একটি ছবি আঁকতে পারেনি বলে ওর দুঃখ।

মারিয়া ন্যুড হোতে জানতো। মারিয়ার বাবা তাকে দিয়ে টাকা কামাতো। মেয়েটা শাহেদকে অনেক দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শাহেদ মারিয়াকে ভালোবাসতে পারেনি। শাহেদ মারিয়াকে ছুঁয়েও দ্যাখেনি। শাহেদ ওর একটা ছবি এঁকেছিল। ন্যুড। ক্যামোন শ্যাওলা দিয়ে ঢাকা একটা ন্যুড। আর পাশে দুটো খরগোশ। মারিয়ার ন্যুড ব্রেস্ট, ন্যুড থাই আঁকতে গিয়ে শাহেদ একটু উষ্ণ হয়নি, বুঝলে! কিন্তু মারিয়া, ওকে খুব ভালোবাসতো। ওর জন্যে করাচী থেকে এক সেট সুন্দর পোশাকও নিয়ে এসেছিল মারিয়া। বোলতে শুনেছি তাকে, 'শাহেদ খুব বড়দরের শিল্পী বুঝলেন। ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। ও মদ খেয়ে ওর প্রতিভা নষ্ট কোরে দিচ্ছে। ও প্রেরণাহীন হয়ে যাচ্ছে।'

ঃ মারিয়া জানতো ও একটা মেয়েকে ভালোবাসে।

ঃ আমি বলিনি মারিয়াকে, ও একটা ভার্সিটি-মেয়েকে ভালোবাস।

ঃ একটা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েকে ভালোবাসে শাহেদ। আমি ওকে বোলেছি; শাহেদ চলে যাবে। শাহেদ বাড়ীতে গিয়ে ওর মাকে নিয়ে থাকবে। একটা পায়ে মাড়ানো ঘাস যেন, এ্যামোন মাথা নুয়ে এসেছিল মারিয়ার। মেয়েটা! একটা প্রতিভার বিকাশের জন্যে যে আপাদমস্তক, আহৃদয়বুদ্ধি ছিন্ন কোরে খুলে দেখাতে পারে তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হলো। মারিয়ার জন্যে আমার মায়া হয়। ও এ্যাখোন কোথায় আছে জানিস?

ঃ লাহোরে?

ঃ হ্যাঁ। ওর বাবা একটা ব্রুট। ওর বাবা ওকে দিয়ে টাকা কামায়। ওর বাবা একটা পশু।

ঃ শাহেদের কাছে যাওয়া দরকার। শাহেদ একটা 'লোরকা'। শাহেদ একটা বিষণ্ন আত্মা। ও আর কবিতা লিখবেনা।

ঃ ও আর ছবি আঁকবেনা।

ঃ ওর একটা ছবির জন্য আমি সারারাত ঘুমুইনি জানিস। সেই যেখানে সমুদ্রে জাহাজগুলো ছেড়ে যাচ্ছে আর একজন বৃদ্ধ লোক, হাতে যার দুটো শ্বেতকপোত, ঝুঁকে পড়েছে, যেন মনে হচ্ছে জাহাজের ঠিক সময়ে বৃদ্ধটা আসতে পারেনি বলে ওর এ্যামোন ঝুঁকে পড়া, সারা পোষাকে নে একটা সিনসিয়ারিটি অব এ্যাঙ্গুইস। বৃদ্ধের চারপাশে আকাশের ওপর মেঘ-সামনে সমুদ্রের ভীষণ ঢেউ আর জাহাজটা তার ওপর দিয়ে দুলে দুলে চলে যাচ্ছে। বন্দরে কোনো লোক নেই, সেই বৃদ্ধ শুধু একা, শুধু একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহনেওয়াজের গান দিয়ে লেখা ভাইয়ের কবিতাটি আমিনাকে কতো দিন শুনিয়েছে। তার ভাইয়া নাকি আর কবিতা লিখবেনা। ভাইয়া আর কোনোদিন ওর বন্ধুকে নিয়ে আসবে না। ভাইয়া আর কোনোদিন কোনো কথা তাকে খুলে বলবে না। মারিয়া একটা সুইট মেয়ে। শব্জীর গন্ধ-ভরা মেয়ে মারিয়া। কি প্যাশোনেট ছিল মেয়েটা- শিল্পের ওপর, হৃদয়ের ওপর। কিন্তু মারিয়া এ্যাখোন খুব কষ্ট কোরছে লাহোরে। ওর বাবা একটা ব্রুট। মারিয়া তুমি ভালো থাকো! তোমার কল্যাণ হোক। মারিয়া কি কোনোদিন সন্ধ্যায় একা একা শাহেদের জন্যে কাঁদবে? বাবাকে মারিয়া কোনোদিন কিছু বলেনি। তার বাবা। ধীরে ধীরে বয়েসের ভারে নুয়ে পড়া তার বাবা। মরে যাবে একদিন। বাবার জন্যে মারিয়ার খুব কষ্ট। শাহেদের জন্যে কষ্ট।- মারিয়ার মতো মেয়ে জীবনভর কষ্ট বয়ে বেড়ায়। ওর মতো প্যাশোনেট মেয়ে যা খোঁজে তা পায় না। এইসব ভাবতেই আমিনার মনে হলো, তার আবার পুনর্জন্ম হোচ্ছে। তার আঁধার ফিরে যাচ্ছে। তার সরোবর তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে না। তার যন্ত্রণা তাকে খুলে খুলে অনায়ত্ত কাঁটায় গাঁথছে না আর।

স্মরণশক্তি আর পশ্চাদজীবনের তন্ময়তা যখোন প্রখর হোয়ে ওঠে, আমিনার তখোন ভীষণ ইচ্ছে হয়, মারিয়ার মতো যদি সে কাউকে ভালোবাসতে পারতো-ভালোবেসে ভীষণ যন্ত্রণা পেতো, আর জীবনকে উপলব্ধি কোরতে পারতো।

ভাইয়া সে রাতে বোলেছিল, আমাদের এখানে ওসবের কদর নেই। শুধু কবিতায় জীবন চলে না শুধ শিল্প নিয়ে জীবনের অর্থ হোচ্ছে তলাফুটো-নৌকো। সুতরাং অন্য কাজ করা চাই অর্থরোচক, স্বার্থসিদ্ধ কাজ।

সুজিতকে বোলেছিল ভাইয়া, এ্যাখোন তোর কাজে নামা উচিত। ঠকানোর কৌশল আয়ত্ত করা উচিত। দেখিস না সব অপর্চুনিস্টরা ক্যামোন আঙ্গুল নাচিয়ে একের পর এক উঠে যাচ্ছে। দেখিস না সব হার্টলেস ব্রুটদের এ্যাখোন কত কদর।

ঃ আমি কালো ঘোড়ার পেছনে ছোটাটাকে আরো হার্টলেস মনে করি। আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ঃ কি?

ঃ কবিতা লেখা।

ঃ কেন?

ঃ আমার আরো অনেক কিছু করার আছে। আমি আরো অনেক কিছু কোরতে পারি। গাঁয়ে ফিরে চমৎকার একটা মাস্টারী তো জুটবে। ওখানে গিয়ে ছেলেদের ভেতর কবিতা চারিয়ে দেবো। বলবো, ভালোবাসতে না শিখলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না। শেখাবো, ফুলের চাষ না কোরলে ফলও বেশী কোরে ফলে না।

ঃ একে একে তোরা সবাই চলে যাবি। শাহেদ, তুই। বেশ। বেশ। যা। চলে যা। তারপর ভাইয়া ক্যামোন ঠাণ্ডা বাতাসের মতো কমনীয় নিঃশ্বাস টেনে কিছুক্ষণ নৈশব্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর আবার বোলেছিল, আমাদের দেশে শেষকালে তাই-ই হয়। হোতে হয়। আমরা বড় কিছু আশা কোরতে পারি না। আমরা প্রথমে সমুদ্রের মতো বিশাল, তারপর নদী, তারপর খাল, তারপর পুকুর, তারপর শেষাবধি কুয়োয় জীবনকে বিছিয়ে দিই শামুকের মতো। আমাদের তাই কিছু হয় না। কিছু কোরতে পারিনা আমরা।

৪

শাহেদের গ্রামে ফিরে যাওয়া হলো না আর। অরণ্যময় একটা তাড়না তাকে যেতে দিল না। শাহেদ আজকাল ছবি আঁকে না। কবিতা লেখে না। শাহেদ একেবারে ইনএ্যাকটিভ, ইনআর্ট হয়ে গেছে প্রেরণার ব্যাপারে। হাসানের সাথে একদিন লঞ্চ-ঘাটে দেখা। খুব মনে হোয়েছিল। সদরঘাটের দোকানগুলো ছোট বউদের মতো নমনীয়।

নিষ্প্রভ আলোছায়ায় নদীর ওপর আইডব্লুটির জাহাজ, মালভর্তি বড় বড় নৌকো, পাল খাটানো নাও দেখেছিল শাহেদ টারমিনালের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। ওর বাড়ী থেকে সাড়ে এগারোটার লঞ্চে আত্মীয় আসবে। ওর বাড়ী থেকে ওর আত্মীয় মায়ের মুখের কথা নিয়ে আসবে। লঞ্চ এলেও আত্মীয়ের দেখা না পাওয়ায় শাহেদের হাতের মুঠোয় তখন টারমিনাল আইডব্লুটির জাহাজ, পাল খাটানো নাও অনায়ত্ত মেঘ হোয়ে গেল– শাহেদ দেখছিল, টারমিনালের পাশ-ফেরা জলে তারাগুলো পাতি হাঁসের মতো ক্যামোন ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছে– আর মেঘগুলো জল ছিটানো বালকের মতো ব্যাকস্ট্রোকের ভঙ্গিতে ভেসে যাচ্ছে জলের ওপর দিয়ে।

সে রাতে ওরা সুজিতের বাড়ীতে গিয়েছিল। যেতে যেতে মায়ের কথা মনে পড়ায় শাহেদের গলা থেকে সূর্যাস্তের মতো অভিভূতি পাকস্থলীতে ডুবে যেতেই মনে পড়ে গ্যালো, শিমু ফুফু একটা লোকের জন্য কোরআন শরীফ পড়ে কাঁদতো। সেই লোকটা শিমু ফুফুকে বিয়ে কোরে আর একটা বিয়ে কোরেছিল। লোকটা শিমু ফুফুকে আর কোনোদিন নিতে আসেনি।

সেভেন ক্লাসে পড়ে তারপর ফুফু বাড়ী বসে শুধু চিলে-বাচ্চা-নেওয়া ডোমেস্টিক মুরগীর মতো অস্থিরভাবে এ-ঘর ও-ঘর কোরতো। আর মাঝে মধ্যে মায়ের রান্না-বান্নায় একটু আধটু সাহায্য।

গোয়ালঘরের পাশে আমতলায় শুয়ে তখোন সে খুব ছোট, দেখতো, হাই স্কুলের ছেলেরা পুকুরে আশ্যাওড়া মাড়াতে মাড়াতে চলে যেতেই উত্তরোত্তর ত্রস্ত হয়ে ফুফু বোলতো, 'যা না, পুকুরের হাঁসগুলো তাড়িয়ে দিয়ে আয়। দুপুর হলে ওদের জন্যে আর গোসল হোয়ে ওটে না জলগুলো একেবারে ঘোলা করে দিয়ে যায়।'

দরিদ্রাভ তরলতায় গাছপালাগুলো সোনালী আঁশ ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে দিয়েছে তখোন তাদের পুকুরে। কিন্তু ও আর হাঁসুগলো তাড়াতে পারতো না। মনে হতো, ওরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুফুর মতো কষ্ট পাচ্ছে। তাড়িয়ে দিলে ওরা অন্য কোথাও যেতে পারবে না। দেখতো শাহেদ চোখ মেলে, মাঠের ওধারে কোনোকিছু দেখা যাচ্ছে না। সড়ক বেয়ে দু'একটা গরুর মন্থর গতি ছাড়া। চাদ্দিকটায় সপ্রতিভ রোদ। আর ওর রূপালী পোষাকে মাথা গলিয়ে দিয়ে কালো গোড়ার মতো মেঘগুলো খুর দিয়ে য্যানো আকাশকে ভেঙে ফেলেছে, বুঝি এই-ই ভেঙে পড়বে, এ্যামোন ভাবতে ভাবতে ও তারপর চলে যেতো ডাঙ্গার দিকে। ধানের ওপর লম্বা হাত পা মেলে দিয়ে যেখানে হাল্কা গাঢ়ো বাতাস ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এই সুযোগ বেল গাছতলায় কয়েকটা ছেলে গরুর ভাঙ্গা চোয়াল, ঝিনুক, কড়ি, তেঁতুলের বিচি দিয়ে হাট বসিয়েছে। এসব মনে পড়তেই হাসানকে বললো শাহেদ, 'আমি যদি সাত বছর বয়সে মরে যেতে পারতাম।'

ঃ সাত বছরতো অনেক সময়।

পরস্পর কথা বোলতে বোলতে পশারিনী অতীত সরিয়ে সরিয়ে তারা যখোন সুজিতের ঘরে পৌঁছলো, দ্যাখে ঘরে তালা ঝুলছে। সুজিত চলে গেছে। সুজিত খুব ভালো কবিত লিখতে পারতো। ওর একটা গল্পের সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গ্যালো হাসানের। যেখানে সেই সমুদ্র ঝড় আর একটা যুবতী। দেখছে ঝড় এগিয়ে আসছে; কিন্তু তার কোনো খেয়াল নেই, অবিকল উর্বশীর মতো দেহ নিয়ে নির্বিকার সে, কিন্তু ঢেউয়ের ছোবল আসতে আসতে তার কাছে এসেই কি অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে গ্যালো। ঢেউ থেকে যাওয়ার বর্ণনাটা তার মনে পড়লেই চোখের সামনে, কানের ভেতর অবিকল য্যানো ত্যামোন কিছু অনুভব করে হাসান।

সুজিতকে না পেয়ে অগত্য ওরা গুলিস্তানের মোড় দিয়ে রেলওয়ে হাসপাতাল বায়ে ফেলে এলে শাহেদ তার ডেরায় ফিরে গ্যালো। হাসান গাঁয়ের কবরগাহ দিয়ে হাঁটছে, এ্যামোন অভিভূত পদে হাঁটতে হাঁটতে যখোন বাড়ী ফিরলো, দেখলো, আমিনা- যার দেহ থেকে পা পর্যন্ত আল্লা, জানালার 'খোলা' দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাকে। একটা আমিষ বিচ্ছুরণ বেরুচ্ছে তার গা থেকে। ঘরে বাতি জ্বালানো বলে বুকের দুভাগের মধ্যখানটায় পাহাড়ের পাদদেশের আঙ্গুর বাগানের মতো একটা কালো তিল দেখা যাচ্ছে।

আমিনা অনেক বড় হয়ে গ্যাছে। আমিনার বুকের মধ্যে অপর্যাপ্ত শ্যাওলা ও মাছ। জানালাটা ভেজিয়ে দিয়ে 'ও বড় নিঃসঙ্গ' ধরনের স্বগোতোক্তি করে ঘরে ঢুকতেই দ্যাখে, সামনের চৌকাঠে একটা বিড়াল ঘুমানো, খাটো খাটো ছায়া ঝুলছে খিমকীর পাশের জায়গাটায়। আর একটা অবিভক্ত মেঘ খুলে ফেলে চাঁদ আপেল-চুরি-করা বালকের মতো দৌড় চ্ছে ভীষণ।

হাসানের ঘুম হবে না আজ। হাসান অনেকদিন ঘুমায় না। কবিতা লেখে না। চাকরি 'ভাল্লাগে না' বলে সংবাদ পত্রে কাজ নিয়েছে। চাকরিতে তার মতো লোক শান্তি পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। বাংলাদেশের চাকরি মানে ইচ্ছের বিরুদ্ধে দৌড়ানো। শাহনেওয়াজের গানের ওপর লেখা সেই কবিতাটা, যা ভেবেছিল শাহনেওয়াজকে পাঠাবে, কিন্তু না, তার কোনোকিছু হবে না। সে ভুলে গ্যাছে শাহনেওয়াজের গান, নিজের লেখা কবিতা। হাসপাতালের মোড়ে এসে যেদিন সে কাফন দিয়ে ঢাকা একজন যুবতীকে দেখতে পেয়েছিল, সেদিনই বিস্মৃতি এসে তাকে এই কবিতা, গান, ভালোবাসা থেকে অপহরণ কোরে নিয়ে গ্যাছে। সে বুঝেছে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ঠিকই করেছে সুজিত, মানুষের জন্য করার হলে, এই 'এখানে-থাকা-ভালো-নয়' গোছের শহরে ক্যানো? গাঁয়ে ফিরে যেতে পারে না সে? সুজিত নাকি জীবনের শাদা অংশের ভূ-ভাগকে সবুজ ঘাস দিয়ে ঢাকার কৌশল শেখাচ্ছে ছেলেদের! সেই আমাদের কবি, গল্পকার সুজিত; এ্যাখোন মাস্টার!

৫

কাল চিঠি এসেছে মারিয়ার। তার বাবা মারা গ্যাছে। বাবার ক্যানসার হয়েছিল। ব্রেন ক্যানসার।

এক বান্ধবীর আশ্রয়ে আছে আপাতত। তারপর চলে যাবে করাচী। ওখানে এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি হয়ে গ্যাছে ওর।

লিখেছে, 'জানেন, বাবা মারা যাবার পর আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হোয়ে গেছি। শাহেদের কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট হয় আমার। বান্ধবী না থাকলে পাগোল হোয়ে যেতাম। বাবা শেষদিন পর্যন্তও আমাকে তো নিষিদ্ধ চোয়ালে চুবিয়ে দিয়েছেন। আমার দুঃখ হয়নি তবুও বাবা বুড়ো মানুষ! বাবাকে আমি ভালোবাসতুম। বাবা চলে গ্যাছেন বলে এ্যাকোন বাবাকে আর নিষ্ঠুর মনে কোরতে পারছি না। শাহেদ য্যানো ছবি আঁকে।'

চিঠিঠা পড়ে আমিনার মনে হয়েছিল, মারিয়া একটা অসম্ভব ধরনের মেয়ে। অসাধারণ মেয়ে। ওর মতো সবাই হয় না।

শাহনেওয়াজের গান বাজছে ওদিকে রেডিওতে। ভাইয়াকে বললো আমিনা, 'শাহনেওয়াজের গান, ভাইয়া!' হাসানকে তখোন কে য্যানো একটা নদীর তীরে নিয়ে গ্যালো। যেখানে সদ্যবিবাহিতা বউরা কাপড় ভাসিয়ে হাঁসের মতো হাতকে মেলে দিতেই অদ্ভুত গুঞ্জন উঠছে জলের, জল থেকে তাদের ভিজে বসনের।

হাসান চুপ থাকায় আবার বললো আমিনা, 'শাহনেওয়াজের গান, শুনলে?'

ঃ হ্যাঁ।

ঃ খুব ভালো গান, না?

ঃ খুব সুন্দর গান, না?

ঃ নদীর মতো!

ঃ শেষ রাত্রের ঢেউয়ের মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঃ হ্যাঁ, ঠিক ঢেউয়ের মতো।

ঃ তুমি ওকে বোলতে পারো না কিছু। আমি হোলে বোলতাম।

এইসব বোলেই আমিনা মৎসাধারে রাখা মৎসের মতো পিচ্ছিলভাবে ছড়িয়ে গ্যালো লজ্জান্তবর্তী শ্যাওলায়। হাসানের চোখ এড়ালো না কিছু! বোললো সে, অনেক কিছু বলা হয় না; য্যামোন তুই। তুই য্যামোন কিছুই বোলতে পারিস না, ঠিক ত্যামোন। মানুষ অনেক কিছু খুলে দিলেও, বোলতে পারে না। তারপর মনে মনে বোললো হাসান, 'আমার ঘুমের দরকার। আমি ভালোবাসতে চাই না। কিছু হবে না আমাকে দিয়ে। কন্ট্রাক্টরি কোরছি শুধু তোদের জন্য। তুই কতো বড় হয়েছিস। মিনু এ্যাখোনো কত ছোট। সব আমাকে ভাবতে হয়।'

মারিয়ার জীবনই ভালো। মারিয়া জীবনকে ক্যামোন নিঃশব্দে ক্ষয় কোরে দিচ্ছে। ও করাচীতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি নেবে। ওর জীবনে অনেক কষ্ট। সবাই কষ্ট পাচ্ছে। জীবনে কেউ সুখ পায় না। সেদিন একটা লোক দালানের উঁচু থেকে পড়ে মরে গ্যাছে। ওর মৃত্যু, ওর স্ত্রী, ছেলেমেয়ের মৃত্যু! কী হবে জীবনে? কী হ? কী হোলো ওর? মারিয়া একা। মারিয়ার কেউ নেই ওদেরও কেউ নেই। আমার টাকাগুলো সেদিন ওদের দিয়ে দিয়েছি। আমি মেয়েমানুষ, মদ, রেস্তোরাঁ সব ছেড়ে দিয়েছি। আমি কবিতা লিখতে পারি না আর।

'তুই, মিনু- তোদের নিয়ে আমার দায়িত্ব অনেক। আমার ভালোবাসায় তাদের ক্ষতি হবে। তোর-মিনুর জন্যে আমার অনেক কিছু করা দরকার।'

ভাইয়ের নীরবতায় আমিনার মনে হোলো, যেন, তার গা থেকে পরাগ ঝরার মতো সব অতীত খসে যাচ্ছে। জানে আমিনা, তার ভাই, তাদের নিয়ে খুব কষ্ট কোরছে। জানে সে, ভাই না থাকলে তারা অন্য কোথাও ঠাঁই পেতো না। বাড়ীতে তাদের কেউ নেই। একমাত্র বাবার হাতের চিহ্ন সেই চৌকো দেয়াল করা ঘর আর বর্গা। দেওয়া ক'বিঘে জমি ছাড়া। তার ছোট বেলায় সে যখোন ছোট, অনেক স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু স্বপ্ন কখোনো সত্যি হয় না। হোতে পারে না। মারিয়ার মতো মেয়ে শিল্পীদের মডেল হবার স্বপ্ন দেখতো। আনন্দের চাইতে ভারী সুন্দর-ন্যুড হোয়ে শাহেদের তুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়ে এ্যাখোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সেলসওম্যান!

৬

রাত্রে আঁধারকে জখম করা জ্যোৎস্নার সাদা বল্লম যখোন চাঁদের হাতে তীর্যক ভাবে ধরা, তখোন হাসান ঘরে এলো। ভাবলো, সে আজ রাতে একটা কবিতা লিখবে, যেখানে উপমা হবে একটা অরণ্য আর যার ভেতর দিয়ে একদল শিকারী, শিকারের সন্ধানে ঢুকতেই যারা বাঘের থাবায় প্রাণ হারালো। ঠিক এ্যামোন ধরনের বক্তব্য থাকবে তার কবিতায়।

ঘরে ঢুকেই দ্যাখে সে, টেবিলে ঝি-এর রাখা টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত। শীতের আঙ্গুলের দাগ তাতে। মিনু যেহেতু হাসানের কাছে শোয়, দেখলো সে, মিনুর গতর থেকে লেপটা বাতাসে উল্টে গিয়ে তার মুখে কেউ ঠাণ্ডা চাবুক মারছে। আস্তে লেপটা ছুঁড়ে দিল সে মিনুর ওপর। ভাবলো, একজন গানের মাস্টার রেখে দেবে মিনুর জন্যে।

আমিনার ঘরে ঢুকে অবশেষে তার কবিতা ভুলে গিয়ে সে দেখলো; লম্বা তনুর অবশিষ্ট বাহুতে একটা শ্বেত হংস পাখা ঝাপটাচ্ছে। আর মাথা থেকে ঢেউ খেলানো বুকের হৃদয়-রোচক হরণ কোরে আমিনার উরু অবদি একটা তরল লণ্ঠন ওপাশের আমগাছ থেকে নেমে, ক্যামোন নমনীয় একটা অনাদৃত ভঙ্গীতে 'ওর একজন সঙ্গী দরকার' লিখে টেবিলের খোলা ড্রয়ারে নিঃসঙ্গ শ্বেত পেন্সিলটা রেখে তারপর আমিনার চুল বিছানো চেয়ারে বসে পড়ছে। যেন কিছুটা নির্বিকার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায় এলাকা

পেনশন পাবার পর এই প্রথম তাঁর মনে হলো তিনি সত্যিই সব কাজ থেকে পেনশন পেয়ে গেছেন। তিনি সত্যি সত্যি অবসরপ্রাপ্ত! সংসারের কোথাও কোনো কাজে তিনি আর অপরিহার্য নন! ছেলেমেয়েগুলো আস্তে আস্তে তাঁর চোখের সামনে বড় হয়ে গেছে। ওরাই এখন সবকিছু চালায়। আগে পেনশনের টাকা আনতে শহরে যেতেন; এখন তাও বন্ধ। মেজো ছেলে সংসার তদারক করে। ও-ই শহরে যায়। পেনশন উঠিয়ে নিয়ে আসে। মাস গেলে মাত্র একশ'টি তুচ্ছ টাকা! আগে বড় ছেলের দেয়া এক সেট পাজামা পাঞ্জাবী ন্যাপথলিন দেয়া পুরনো চামড়ার স্যুটকেস থেকে সযত্ন সতর্কতার সাথে বের করে, যখোন পেনশন উঠাবার জন্য শহরে যেতেন, তখোন মনে হতো, এখনোও তিনি অপরিহার্য। তাঁর দায়ভাগ কমেনি। স্ত্রী আমেনা তখোন ভোরবেলা উঠে ঘরদোর ঝাট দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসতেন। সচরাচর যা হয় না, সেই দিনটিতে তাই হতো। সকাল বেলাই নতুন পাতিলে দুটো কাঁচাকলা সিদ্ধ বসিয়ে, উঠোনের মরিচ গাছ থেকে দুতিনটে মরিচ তুলে ভাত রেঁধে দিতেন– গরম ভাতের ফেনার সুগন্ধের মধ্যে মাসের সেই একটি দিন স্ত্রীর চিকন মায়াবী গলা শুনা যেতো। যুবতী থাকাকালীন যে মমতা এবং প্রেমের সাথে তিনি তাঁকে 'ভাত খেতে' এসো বলে ডাকতেন– সেই রকম অবিকল কণ্ঠের নকল সুরটি তার কানে পৌছলে তিনি পুরনো দিনের সেই বসন্তভরা দিনে ফিরে যেতেন, ভাবতেন- আমি এখনো আছি। বেঁচে আছি। যে রকম বেঁচে থাকলে মানুষ সুখ-দুঃখের মধ্যে কাঁদতে পারে, হাসতে পারে- সে রকম। কিন্তু গত এক বছর হলো স্ত্রীর সেই কণ্ঠের উদ্বৃত্ত যুবতী স্বভাব কেন যেনো হারিয়ে গেছে। বরং ঘরের এক দিকের বারান্দায় টিন-টলির অভাবে যে থাকার জায়গা ক্রমশঃ কমে আসছে, তার একটা খনখনে অভিযোগ সকাল-দুপুর বিকেলে তিনি শুনতে পান। স্বভাবতঃই স্ত্রীর সামনে ভীরু তিনি। তাই প্রতিবাদ করেন না। বরং একটা অক্ষমতার দুঃখ তার ক্রমক্ষীণায়মাণ সংরক্ষিত দায়িত্বের উপর অন্ধকারের হাহাকার বুলিয়ে যায়। বুঝতে পারেন, যৌবনের আকাঙ্ক্ষার অনেক জায়গায় তিনি পরাজিত। তাঁর জয়ী হবার সময় বা সামর্থ আর কেউ ফিরিয়ে দেবে না।

বরং সন্তানরা তার একটু একটু বেঁচে থাকার অবসর হরণ করে নিচ্ছে। তার অপরিহার্য উপস্থিতিতে এখন তার নিজস্ব উত্তরাধিকারীদের অনাধিকার প্রবেশ ঘটেছে। তারাই এখন সবকিছুর মালিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর জন্য অবশ্য তিনি একা একা গোপনে অযৌক্তিকভাবে ক্ষুণ্ন হন। কিন্তু চাপা স্বভাবের এই পুরুষটির এখানেও পরাজয়ের আভাস ফুটে ওঠে। তিনি জোর গলায় চীৎকার করে তাঁর সন্তানদের কাউকে অভিযোগ করে বলতে পারেন না যে, তিনি এখনো শক্ত সামর্থ্য। দরকার হলে নদীর তলা থেকে ডুব দিয়ে কাদা তুলে আনতে পারেন। যৌবনের সেই উষ্ণ অহঙ্কারে সঙ্গে এখনো পাল্লা দিয়ে তিনি চাই কি প্রমত্ত পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে আবার কুলে উঠে বাড়ী ফিরে আসতে পারেন। গভীর রাতের ঝড়ো হাওয়ায় একা বাড়ী ফিরে দরোজায় এখনো তিনি টোকা দিয়ে বলতে পারেন-আমেনা, দরোজা খোলো আমি এসেছি।

কিন্তু সেইসব সামর্থের কথা নিজের চাপা স্বভাবের তলায় পুরনো বাক্সের মধ্যে তুলে রাখা নতুন রুমালের মতো ঢাকা পড়ে যায়। এই সময় তার একমাত্র সঙ্গী নিজের কাছের নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাস। যা একমাত্র তার নাসারন্ধ্রের অগ্রভাগ স্পর্শ করেই আবার নিজের ভিতর নিভে আসে।

স্বভাবতঃই এই কারণে তিনি নিজেকে সরল এবং নিজের কাছে অপরিহার্য করে রাখার জন্য সবার চোখের আড়ালে ঘরে সীমানার প্রান্তে রতি এক ফালি বাগানের ভেতর রাত না ফুরোতে ঢুকে পড়েন। এই গাছটির পাতা ঠিক করে দেন। ওই চারা গাছটির লতানো শরীরে জমে ওঠা দু'একটা পিঁপড়ে কি রাতের উড়ন্ত বাঁদুড়ের ফেলে যাওয়া বিষ্ঠার অংশ পরম মমতায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরে সকাল ফুটতে না ফুটতেই বাড়ীর উত্তর ভিটের এক ফালি জমিতে বুনে দেয়া শাকসজী ও ক্ষেতে মাটির কলস ভরা জল নিয়ে ঢোকেন। পাছে আবার কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি নিষ্ঠাবান কৃষাণের মতো হাত উঁচু করে অঞ্জলীতে জল ঢেলে দিয়ে উঠন্ত শজির মূলে ঝারির জলের মতো পাতলা করে জল ছিটিয়ে অতি দ্রুত ঘরে ফিরে আসেন। আগে ধর্মের দিকে বড় একটা মনোযোগ ছিল না। এখন সময় কাটানোর তাগিদেই হোক অথবা নিজের বদ্ধমূল কিছু কিছু জীবনগত পাপক্ষয়ের ভ্রান্ত বাসনায় হোক ঘরের বারান্দার এক কোণে যত্নে টাঙ্গানো শীতলপাটির জায়নামাজটা বিছিয়ে চিরকালের উপাসনাকারীর মতো পৃথিবীর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। সুর করে এলাহান করে সুরা আবৃত্তিতে একদা শৈশবে তার পরিবার তথা তার পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। বহুদিনের অনভ্যাসে সেই সুললিত ছন্দের সঙ্গীত থেকে এখনো কেন যেন তাঁকে বঞ্চিত করেনি। আগে কেউ ভোরে উঠতো না। কিন্তু এখন তাঁর নামাজ আদায়ের কেতাদুরস্ত অভ্যাস এবং অভিনিবেশের মধ্য দিয়ে বাড়ীর অন্য আর সবাই সকাল বেলায় সূর্য দেখতে দেখতে বিছানা থেকে উঠে যে যার কাজে লেগে পড়ে। এই ভোরে ওঠার লিস্টে অবশ্য তার বড় ছেলেটি বাদ কেননা সে বাড়ীতে থাকে না। মেজো ছেলেটি ইন্টারমিডিয়েট পাসকরে কি এক অজ্ঞাত কারণে বাড়ীতেই রয়ে গেছে। তার একমাত্র মেয়ে, মার হারানো যৌবন নিজের শরীরে সঞ্চয় করে পরম কৃপণের মতো একটু একটু নারী হচ্ছে। তিনি অনুভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন তাঁর স্ত্রীর সকল সঙ্গোপন স্বভাবের ছায়া তাঁর ঐ একমাত্র মেয়ের মুখের ছায়ায়। এতে তার আনন্দই হয়। একটি নারীর হারানো সুষমা আর একটি নারীর নিভৃত স্বভাবের মধ্যে ফিরে আসছে, এই ব্যাপারটির মধ্যে চিরকালের কোন রহস্য লুকানো তিনি অবশ্য জানেন না। কিন্তু তার জন্য তার মন উদ্বিগ্ন হয় না। বরং এই অনুভূতি তাকে তার যৌবনের দিকে ফিরিয়ে দেয় তিনি মানশ্চক্ষে দেখতে পান, কোলকাতার চাকরি জীবনের প্রথম পাদে, শুকিয়া স্ট্রীটের একটি দু'কামরা অলা দালানের ভিতর একটি নিরাভরণ চৌকির ধবধবে সাদা চাদরের উপর গ্রামীণ সম্ভ্রান্ত বংশের যুবতী একটি কন্যাকে। যার শরীরে বিবাহের অলংকার ঝলমল করছে। যার উচ্চতা নাতিদীর্ঘ। পেলব শরীরের শয়নভঙ্গিটি সাদা চাদরে শুভ্রতার ভিতর একেবারেই যেন মানিয়ে গেছে। কানে একছড়া ওয়াসেল মোল্লার দোকানের হাল্কা দুল। লজ্জা মাখানো চিবুকে তার স্বর্ণাভা দুলে দুলে উঠতেই সারা ঘরে একটা অপার্থিব সূর্যাস্ত নেমে এসেছে। সেই যুবতীট তার স্ত্রী আমেনা। মধ্যরাতে যার প্রায়ই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখা অভ্যাস ছিল। যে যুবতী শরীওে সাংঘাতিক সন্ন্যাসভাবের জন্য একটা গোধূলির অলৌকিক স্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত থাকতো। যার স্বভাবের মধ্যে যতটা না প্রগলভতা, তার চেয়ে ব্যর্থ প্রেমিকার বেদনা বোধের প্রশান্তি সর্বদা অনস্পর্শ দূরত্বের রহস্য অংকিত থাকতো। এবং যার ফলে বিবাহের প্রথম রাত থেকে তিনি একটু একটু তাঁর স্ত্রীর নিজস্ব শুভ্রতার কাছে সাংঘাতিকভাবে সমর্পিত হয়েছিলেন।

পৌরুষের প্রবল ভোগজনোচিত জ্বরাবোধ তাই তাকে কখনো স্পর্শ না করলেও এবং বিবাহের পর থেকেই নিজের স্বভাবের কিছু কিছু উৎকেন্দ্রিক উগ্রতা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারলেও, সংসারের ভিতরের কোনো কোনো অংশের বৈরাগ্য তাকে যে বিষণ্নতার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে গেছিলো সেই বিষণ্নতার বন্ধন থেকে অদ্যাবধি তিনি মুক্তিতো পানইনি বরং সংসারের আরো গভীরে তার এই বিষণ্ন স্বভাবের শিকড় শাখা-প্রশাখা মেলে দিতেই ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে থেকে মনের দিক থেকে আলাদা হয়ে যেতে থাকেন। আজীবন অন্তর্মুখীন চারিত্রটি তাঁর আরো অন্তর্মূখীন হয়ে পড়ায় তিনি একেবারেই চাপা স্বভাবের পুরুষেরা যেভাবে সংসারের ভিতর থেকে সন্ন্যাসবৃত্তি পালন করে ঠিক তেমন করেই সংসারের চাকা চালিয়ে যেতে থাকেন।

ফলে কোনো পার্থিব উন্নতি তার দ্বারা এ যাবৎ হয়নি। তার সহকর্মরা ইতিমধ্যেই অনেকেই কীর্তিমান পুরুষের খ্যাতিতে অধিষ্ঠিত। কেউ কেউ শহরে জায়গা জমি কিনে বর্তমানে রাজার হালে আছে। কেউ কেউ বাড়ীতে দালানকোঠা নির্মাণ করে, পূর্বপুরুষের জমিজমার খাতে আরো জমিজমার বৃদ্ধি ঘটিয়ে মোটামুটি সচ্ছল এবং ধনী।

শুধু তিনিই কিছু করতে পারেননি। এর জন্য স্ত্রী আমেনার অনেক দুর্বাক্য তাঁকে মাঝে মাঝে সহ্য করতে হয়। ফলে সংসারের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব উঠলেই, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা উঠলেই, মেয়ের বয়সের উল্লেখ করে তার বিবাহের কথা উঠলেই তিনি

তড়িঘড়ি সেখান থেকে উঠে পড়ে আমেনার দুঃখিত গলার অভিযোগ থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তবে বাঁচেন।

আর তাছাড়া ছেলেমেয়েরা সবাই এখন যার যার যৌবনের উত্তাপকে স্পর্শ করেছে। তাদের সামনে স্ত্রীর দুঃখিত অভিযোগ বড় কুৎসিত মনে হয়। যৌবনের বাসন্তী রাত্রিতে যে যুবতীটি এত সুষমাময়ী ছিল, নির্লোভাতূরা নিঃশর্ত ভাবে নেপথ্যচারিণী, সেই যুবতীটি, মাত্র তিনটি সন্তানের মাতা হওয়ার পর এ রকম ঘোর সংসারী হয়ে উঠবে, এটাও তার কাছে কি রকম যেন বেখাপ্পা লাগে। জীবনের কোনো অংকের সাথে নারীর এই লোভ-নির্লোভের অংক তিনি মেলাতে পারেন না। ফলে পরাজয়ের বেদনায় তিনি নিজেকে বড় হীন, অক্ষম ভাবতে শুরু করেন। এই ভাবনা তাঁকে ঘটনাস্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করে।

এক সময় ছিল, স্ত্রী আমেনা তার পৃথক বিছানা সন্ধ্যেবেলা গড়ে রাখতেন। মশারী খাটিয়ে দিতেন। গ্রামের ঘন গাছগাছালির ছায়ায় রাত্রিকে আরো ঘন-গভীর করে তুলতে তিনি মাঝে মাঝে সেই পৃথক বিছানায় এসে তার শয্যাসঙ্গিণীও হতেন। অপরাহ্নের দুটি মানুষ-দুটি পুরুষ ও রমণীর পাশাপাশি এভাবে শুয়ে থাকার ভিতর তাদের দুপুর বেলার সেই দুটি যুবক-যুবতী মাঝে মাঝে যে সেজেগুজে রাত্রিকে রমণীয় করে তুলতো না, তাও নয়। মাঝে মাঝে এ রকমও ঘটেছে।

দক্ষিণের জানালার মৃদুমন্দ হাওয়ায় মশারীর ভিতর তাদের বিগত দিনগুলোর ভোগ-উপভোগের স্মৃতি তখোন একটু একটু উষ্ণতায় তাদের সংসারের টানাপোড়েনের স্থিতিকে কোথায় হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। মনে হয়েছে তার সহকর্মীদের কীর্তিমান হাটে তিনি না যেতে পারলেও মধ্যিখানের একটি পথের পাশের এই নিরিবিলি সঙ্গসুখ থেকে তিনি তো বঞ্চিত হননি। ভাগ্যের প্রতি তখন তিনি আর কুপিত অবস্থা টের পাননি। ভেবেছেন, বেঁচে থাকার সব আয়ুর সীমার মধ্যে এই মুহূর্তের এই প্রাপ্তিই তার সবকিছু। বাড়ী, জমি, ধান সম্পত্তির সচ্ছলতা তার কাছে তুচ্ছ। দারিদ্র তার কিচ্ছু না।

কিন্তু ক্রমে দিন ফুরাতেই এখন টের পাচ্ছেন, সবাই তাকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। স্ত্রী এখন পরম আরামে বাতের ব্যথায় কাতরে অন্য বিছানায় তার সদ্য যুবতী মেয়েটিকে সখীর মতো জড়িয়ে নিদ্রা যায়। মেজো ছেলে বাড়ীতে ঘুমোয় না মাঝে মাঝে। গ্রামের কিছু উঠতি বয়সের ছেলে ছোকরাদের দলপতি সেজে সে মাঝে মাঝে সমাজ সমিতি রক্ষা করার নামে গ্রামের গুরুজনদের বিরুদ্ধে সারারাত শলাপরামর্শ করে। একটি গোপন সংস্থার সাথে ইদানিং নাকি সে জড়িত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে কোথা থেকে চেনা-অচেনা কি সব ছেলেদের ঘরে ডেকে এনে রাত্রির আশ্রয় দেয়। তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র-নতুন বন্দুকের নলের চকচকে সঙ্গীন দেখে তিনি কিছু বলেন না। মনে মনে শুধু দেশের রাজনীতিকে শাপ-শাপান্ত করেন। আবার অর্ধাহারে-অনাহারে উৎপীড়িত দেশবাসীর সকরুণ চেহারা মাঝে মাঝে যেন তার বার্ধক্যের পেশীতে যৌবনের সবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুৎ সঞ্চার করে তোলে। তিনি তাদের অস্ত্রের ধার নিজ হাতে স্পর্শ করে যেন তাদেরকে অলৌকিকভাবে দেশোদ্ধারের শপথ করান– যখন রাত্রি বাড়ে তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বাড়ীর পোষা কুকুর তার বিছানার পাশে শুয়ে থাকে- তিনি জেগে সেই কুকুরটির গায়ে হাত বুলিয়ে মমতায় তার সাথে এমন ভাবে কথা বলেন, যাতে কেউ টের না পায় যে তিনি জাগ্রত। কুকুরটি তার আদুরে চোখ বুঁজে আবার হাই তোলে। পাশ ফিরে শোয়। তিনি গলায় হাত বুলাতে বুলাতে, এক সময় কুকুরটি যখন নিদ্রায় কাতর হয়ে পড়ে তখোন আবার বালিশে হেলান দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন।

মাঝে মাঝে স্ত্রীর ঘুমঘোরে বাতের ব্যথার কাতরানি শুনে তিনি পার্টিশানের ওপার থেকে নদী পারের মানুষের মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলে ওঠেন সান্ত্বনায়– আমেনা, ও আমেনা- কি, বাতের ব্যথাটা আবার বাড়লো নাকি? আমেনা শুনতে পান না। তিনি প্রত্যুত্তর না পেয়ে আবার পাশ ফিরে শুয়ে থাকেন তার রাত্রিতে ঘুম আর অসে না। এই রকম জাগরণ এবং তন্দ্রা তাকে প্রতি রাকে ক্লান্ত করে তোলে। তবুও ভোর হবার আগেই তার প্রকৃতি পরিচর্যার কাজে ছেদ পড়ে না। নামাজ আদায় করতে তিনি এখন রীতিমত উৎসাহী।

শুধু যা অভাব তা হলো কেউ তাকে আর আগের মতো অপরিহার্য ভেবে কোনোকিছু বায়না তোলে না। এমন কি যে বয়সে মেয়েরা বাবার কাছে সাধ সাধনার অলংকার দাবী করে সেই বয়সে সে তার মেয়েটিও যেন নিশ্চিন্তভাবে নির্বাক। পৃথিবীতে কোনো পার্থিব উপকরণ যেন এই মেয়েটির চাহিদায় আসতে ভয় পায়! শহর থেকে মাঝে মাঝে পত্রসহযোগে কিছু সস্নেহ উপদেশ, তাতেই যেন সে আপনাতে আপনি পূর্ণ এবং বিকশিত। এবং আশ্চর্যের বিষয়– যতদিন যাচ্ছে, এই কৃপণ প্রাপ্তির মধ্যে সে ততই সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠছে। উর্বর মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা দু'একটি চন্দ্রমল্লাকের গাছ যে কম শ্যামলিমা ধারণ করে সে রকম তার শরীরে শোভা, কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। যতটুকু থাকলে চাঁদ জ্যোৎস্নাপ্রদায়ী, ঠিক ততটুকু থেকে সেও সুষমাময়ী।

মেয়ের এই অনৈশ্বর্যের ঐশ্বর্যে সে অবশ্য তৃপ্ত। বর্তমান বিবাহের বাজারে তাঁর মেয়েটি যে একেবারে অপাংক্তেয় নয়– এটাও তাকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসের মালিক করে তোলে। অন্ততঃ কালো-কুচ্ছিৎ মেয়ে সম্প্রদান করার পিছনে যে ব্যয় বাহুল্য, সেইটি যে হবে না, তর জন্য তিনি আনন্দিত।

মোটামুটি তাঁর সংসারে দায় দায়িত্ব বলতে এই। কিন্তু স্ত্রীটি যেহেতু ঐতিহাসিভাবে তাঁর কাছে আর কোনো দাবী নিয়ে আসে না এমনকি আগের মতো তার অক্ষমতার জন্যে তাকে তিরস্কারটি পর্যন্ত করে না– মুরগী প্রতিপালনের জন্য একটি খোঁয়াড়ের দরকার– বহুদিন হলো তার স্ত্রী তার সামনে তার মেজো ছেলেকে এই আর্জি তুলে ধমক দিচ্ছে তিনি শুনতে পাচ্ছেন, অথচ একটিবারও তাকে এর জন্য কিচ্ছুটি বলছে না এবং রান্নাঘরের খড়ের আগুনে যে সে ভাত রাঁধতে গিয়ে যারপর নাই কষ্ট পাচ্ছে, কিছু কাঠের

দরকার- তা-টি পর্যন্তও যখন মেজো ছেলের দায়িত্বে আমিনা ফেলে দিচ্ছে, তখন তিনি নিজেকে বড়ই অপাংক্তেয় মনে করেন। পোষা কুকুরটি এই সময় তার পায়ের কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় তখন মনে হয় কুকুরটিও যদি তাকে কিছু বলতো। কিন্তু জীবজগতের ভাষা সবটা শেখার ক্ষমতা তো মানুষের নেই। এই অবস্থায় তিনি সংসারের আঙিনা থেকে সরে আসেন। আবার পূর্ববৎ নিজের অতীতে ফিরে যান- বিষণ্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে।

এবং তখোন তিনি জোরে অস্বাভাবিকভাবে পাগলের মতো চীৎকার করে-তারস্বরে সমস্ত আকাশ ফাটিয়ে বলে ওঠেন– আমেনা- আমি কি কিছু খাবো না? আমার ক্ষিদের দিকে দেখছি তোমরা একটুও তাকাও না। তোমাদের হলো কি? বেলা কম হলো নাকি। আমেনা, ও আমেনা. শুনছো।

আমেনার নিশ্চুপ অবস্থার মধ্যে তখোন মেজো ছেলেটা যখোন তার চোখের সামনে দিয়ে বাইরে যেতে উদ্যত হয়-তখোন আরো জোরে চীৎকার, ওরা কারা? বলে দিচ্ছি আমার বাড়ীতে ওসব বিপ্লবীদের আড্ডা দেয়া চলবে না। বুঝেছ? আমি কাউকে গোল্লায় যাওয়ার জন্য বাড়ীতে জায়গা দেইনি। রাজনীতি টাজনীতি যাদের পয়সা আছে তারা করুক। আর কোনোদিন যেন না শুনি এ বাড়ীতে কেউ অস্ত্র নিয়ে কানাঘুষা করছে। শুনতে পেলে পিঠের ছাল বাকল শুদ্ধ আমি তুলে নেবো– বলে রাখলাম। বুঝেছ? কি, কথা কানে গেল? কথাটা কি শুনতে পেয়েছ? এই যে বলি, ব্যাপারটার মাথামুণ্ড কি ভিতরে ঢুকলো না আবার... আর বলতে পারে না, বুকের ভিতর চিলিক দিয়ে একটা চিনচিনে ব্যথা তাঁকে থামিয়ে দেয়। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বিছানায় গিয়ে সোজা শুয়ে পড়ে বড় ক্লান্তি অনুভব করেন। তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে। ভিতর থেকে আমিনার কণ্ঠ সেই সময় তাঁকে প্রথমবারের মতো শাসনের অনুভূতি দিলে তিনি একটু নিশ্চিন্ত অনুভব করেন। তার মনে আবার নিরীহ শিশুর অভিমান জমে উঠতেই তিন মুখ বালিশে গুঁজে দিয়ে একটি অবদমিত পরাজয়ের কান্না বুকের ভিতর ঘুরিয়ে একেবারে নাভীর নীচে ঠেলে দেন। কারণ এই বয়সে তিনি জানেন, সব অশ্রু, রক্তের উদ্বৃত অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। তা চোখে নামলে চোখ বড় বিশ্রী দেখায়। মুখ কুৎসিত হয়ে ওঠে। মন কিছুতেই আর মানুষের মতো কোনো মমতায় সাড়া দিতে চায় না। স্ত্রীর শাসনের মধ্যে তিনি ফের অন্দরে প্রবেশ করে দেখতে পান, তার জন্য ভাতের থালায় খাদ্য শোভা পাচ্ছে। সরল শিশুর মতো তিনি ক্ষুধার্ত ভঙ্গীতে স্ত্রীর সামনে সেই ভাত খান আর গপ গপ করে স্ত্রীর গত রাত্রির রান্নার প্রশংসা করেন এই বিশ্বাসে-হয়তো আমেনা তাকে তার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়ার কথা বলবে। নিয়মিত খেতে বলবে। না খেলে এই বয়সে শরীর রক্ষা যে সত্যিই কঠিন, সেই কথাটিও মায়ের মতো তাকে শুনিয়ে দেবে। এ বয়স আসে, যখোন মানুষ স্ত্রীর ভিতরও নিজের হারানো মায়ের মাতৃত্বের ভঙ্গীটর জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে সেই বয়সে তিনি তো পৌছে গেছেন- অগত্য আমিনার ভিতর যুগপৎ

স্ত্রী এবং হারানো মায়ের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে তিনি যখোন ব্যর্থ হলেন তকোন থালার শেষ ভাত গোগ্রাসে গিলে তিনি নিজেই কলস থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে যতটুকু পারলেন, জল খেলেন। স্ত্রীকে শুনিয়ে বললেন, তিনি বাজারে যাচ্ছেন, আসতে রাত হবে। অগত্য দুপুরের ভাত যেনো তার জন্য না রাঁধা হয়। স্ত্রী কোনো কথা বললেন না- নির্বাক নিশ্চুপ এই স্ত্রীলোকটির দিকে তখোন প্রবল ঘৃণায় তাকিয়ে তিনি সোজা বাড়ীর বাইরে চলে যান। বাজারে এসে মনে হলো- তাঁর আপন গৃহাঙ্গনটিতে ধীরে ধীরে একটি 'প্রবেশ নিষেধ' তার জন্য কেউ যেনো চকখড়িতে ইতিমধ্যেই লিখতে শুরু করে দিয়েছে।

বাজারে এসে তাই তিনি যেখানেই পারলেন নিজের কর্তৃত্ব ক্ষমতার বাহুল্য ঘটিয়ে এর ঝগড়া মিটিয়ে ওর দোকানের দেনাদারদের মধ্যে পুরনো মনোমালিণ্যের ছেদ ঘটিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। একটি দোকানের চালার উপর এই সময় নদীর ওপারের কিংবা হয়তো ভীন্ গ্রামের কিছু সাদা কবুতর দেখতে পেয়ে নিজের অজ্ঞাতে হাত দিয়ে আয় আয় করে ডাকতে আরম্ভ করলেন। তার এই আচরণ বাজারে সমবেত তার জ্ঞাতি ভাই ভ্রাতাদের কাছে অপরিচিত। অকস্মাৎ এই পৌঢ় পুরুষটির প্রগলভতার কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কেউ ভাবলো শেষ বয়সের এক ধরনের ছেলেমি- কেউ মনে মনে আঁচ করলো হয়তো বহুদিন পর গত রাতে তিনি স্ত্রীসঙ্গ উপভোগ করেছেন- প্রদীপের নিভে যাওয়ার আগে যে রকম হঠাৎ শিখা উদীপ্ত হয় হয়তো গত রাতে হঠাৎ উদ্দীপ্ত যৌবনের উপভোগকালীন আনন্দের রেশ তাঁর এই কবুতর ডাকার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

কবুতরগুলো তার হাতের তালিতে ছত্রখান হয়ে পাখসাটে আকাশের নীলিমা স্পর্শ করতেই কি জানি কেন তিনিও যেন আজ হঠাৎ তাঁর যৌবনের কিছু উদ্ধৃত বাসনায় নিজেকে নিজের পড়ন্ত পৌরুষ ফিরিয়ে দিয়ে ভাবলেন, "আজ রাতে হবে"।

এজন্য তাঁর চিরকালের অভ্যাসমতো দোকান থেকে কিছু তালমিছরী কিনলেন। কিছু গুয়ামৌরী। একটি সুন্দর দেশলাই প্রজাপতি মার্কা। বহুদিন সিগ্রেট খান না। হঠাৎ মনে হলো বাকীতে এক প্যাকেট ভালো সিগ্রেট কিনবেন। কিনলেও তাই। মফস্বলে কচিৎ কদাচিৎ ক্যাপস্টান আসে। তাঁর ভাগ্য ভালো এক দোকানে তিন ঐ ব্রান্ডের একটি প্যাকেট পেয়ে গেলেন। বাজারের এল, এম, এফ ডাক্তারটি শহর থেকে এই ব্রান্ড কিনিয়ে আনেন। ভাগ্যিস তিনি আজ এখানে নেই। নিজেই শহরে গেছেন। সুতরাং দোকানের থেকে প্যাকেটটি পেতে তার বেগ পেতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাল্কা অঙ্গরাগ- যৌবন বয়সে এমন কি মধ্যবর্তী বয়স পর্যন্ত স্ত্রীর রাত্রির সহচর্যের জন্য তিনি যা যা ব্যবহার করতেন অথবা যা যা তাঁর অভ্যাস ছিল, সব তিনি জোগাড় করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। বহুদিন পর তাঁর এই বিলাসী দ্রব্য সংগ্রহের ঘটা দেখে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পরলো না। তবে অনেকে মনে করলো হয়তো তাঁর যুবতী মেয়েটির

বিবাহের কোনো সম্বন্ধ এসেছে– তাদের জন্য হয়তোবা এই বিলাস দ্রব্য যা হোক, মোটামুটি যা পেলেন, তাই হাতে করে নিয়ে তিনি যখোন বাড়ীতে উপস্থিত তখোন অপরাহ্ন। ঘরের দরোজায় টোকা দিতে তার মেয়েটি বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কোথায়। 'ঘুমুচ্ছে' শুনে তিনি অস্ফুট কণ্ঠে সায় দিলেন ঃ ঘুমোক।

তিনিও রাত জাগরণে জন্য কোনো কিছু খেলেন না। ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুম ভাঙ্গতেই সন্ধ্যে। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় অবশেষে তিনি জেগে আমিনার সেই নাতিদীর্ঘ শরীরের ছায়া দেখতে পেলেন ঘরের বারান্দায়। 'শোনো' স্বামীর মৃদুকণ্ঠে আমিনার কোথায় যেনো একটা দুঃখ জমে উঠলো। বহুদিন কাছে বসেন না। বহুদিন ভুলেও জিজ্ঞেস করেন না– কেমন আছো। শরর পড়ে গেলে পুরষ স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের চাইতে অসহায় হয়ে যায়। এই প্রথম তিনি তাঁর স্বামীর পড়ন্ত বয়সের সেই অসহায়তা দেখে মৃদু ধীর গলায় প্রত্যুত্তর করলেন– বলো।

কিন্তু চাপা স্বভাবের ভদ্র লোকটি এবারও তাঁর উদ্দেশ্য স্ত্রীর কাছে বলতে পারলেন না- বিছানায় এক প্রান্তে রাখা বিলাস দ্রব্য দেখিয়ে তিনি স্ত্রীকে অতীতের স্মরণযোগ্য রাত্রি বেলার কথা মনে করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমিনা যেনো কিছুই বুঝলো না বারান্দার দোলানো পর্দার এক প্রান্তে তার শেষ যৌবনের রেশ লাগা হাতের দ্রুত সঞ্চালন আরো দ্রুত হতে লাগলো– তার চোখ কেঁপে উঠলো মেঘ থেকে জেগে ওঠা জ্যোৎস্না রাতের দূরাভাবিত দুটি তারকার মতো- তিনি বুঝতে পারলেন আমিনার সেই শরীরের সৌরভের কোথায় যেনো সংসারের বহু বিস্ফোরণ লেগে একটা চরম ভ্যাপসা গন্ধের জন্ম হয়েছে– যা কাছে গেলে এবং একেবারে স্পর্শের মধ্যে আনলে আরো তীব্রভাবে তাঁকে জ্বালাবে।

ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পারলেন তারা দু'জনেই নিঃশেষিত। ফুরিয়ে গেছেন। তার চোখে এই প্রথম এক বিন্দু জল দেখা গেল। আমিনা সেখানে আর দাঁড়ালেন না। পিছনের সংগৃহীত বিলাসদ্রব্যের মধ্যে আমিনার অপসৃয়মাণ ছায়া দেখে তার মনে হলো- আসলে তাঁর স্ত্রী তাঁর চাইতেও ক্লান্ত। তার চাইতেও একা। এই নেপথ্যাচারিণীর জন্য হঠাৎ কোথায় যেন তিনি দুঃখ অনুভব করলেন। সংসারের সমস্ত জয়-পরাজয়ের রহস্যের তিনি কোনো কূলকিনারা করে উঠতে পারলেন না।

সংসারের এই জয়-পরাজয়ের রহস্যের দুর্বোধ্যতা তাকে আরো কিছুটা অপাংক্তেয় করে তুলতে লাগলো যেনো। তদুপরি তার স্ত্রীর এই সঙ্গোপন সহনশীলতা এবং একাকিত্বের খবর, এতদিন যে তিনি জানতে পারেননি তার জন্যও নিজের কাছে নিজে কম ধাক্কা খেলেন না। ফলে শরীর এবং মনের একটি দ্রুতসংহার এই মুহূর্তে তিনি টের পেলেন। কয়েক মাস আগে পৃষ্ঠব্রনের সাংঘাতিক যন্ত্রণায় পাগলের মতো মাঠঘাট ছুটে বেড়িয়েছেন। ঘুমোতে পারেননি, খেতে পারেননি। সেই যন্ত্রণার কবল থেকে এখনো তিনি মুক্ত নন। যন্ত্রণা কাতরতা আর জীবনব্যাপী পরাজয়ের মধ্যে অকস্মাৎ এই সন্ধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলার শেষ মুহূর্তের অন্ধকারে তীব্র-তীক্ষ্ণভাবে কে যেনো সেই পৃষ্ঠব্রনের ক্ষতচিহ্নের ভিতর বসে সোজা তার হৃদপিণ্ডের পশম ধরে টান দিতে লাগলো। ফলে শেষবারের মতো তাঁর সংগৃহীত সম্ভোগ দ্রব্যাদির মধ্যে ঘরের ভিতরে হ্যারিকেনের লাল কেরোসিনের অল্প-প্রাণ আলোর শিখা এই একটি প্রবল বাতাস পেয়ে উঠতেই তিনি বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন। মেঘ থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসার মত তার সমস্ত শিরাতন্ত্রী পুড়ে একটি দমবন্ধ নিঃশ্বাসের সে কি তীব্র উদগমনের প্রচেষ্টা। ধীরে ধীরে এতদিনের সাধের জমানো সংসার তার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি জোরে তাঁর মেয়েকে ডাক দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ নিঃসৃত 'রানু' শব্দটি খুব আস্তে বেরিয়ে বেশীদূর আর অগ্রসর হতে পারলো না। কেবল পোষা কুকুরটি মনিবের এতদিনের চেনা গলার দুর্বলস্বরে ছুটে এসে দেখলো, তার প্রিয়জন বাম কাত হয়ে খালি পাটির তক্তপোষের উপর শুয়ে আছে। মাথার বালিশ পড়ে গেছে। ভিতর থেকে হ্যারিকেনের অল্প-প্রাণ আলোর শিখায় বৃদ্ধ লোকটিকে মনে হচ্ছে অগোছালো ঘুমে কাতর। কিন্তু কুকুরটি কেন যেনো সবকিছু বুঝতে পেরে আস্তে তার তক্তপোষে ওঠে উবু হয়ে মনিবের ঠাণ্ডা নিস্তাপ শরীরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে জল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয় যতদূর

কোনো কিছুই সত্য নয়, কোনো কিছুই মিথ্যা নয় তাই সত্য ও মিথ্যার সঙ্গে স্বাভাবিকতার সংসর্গটাকেই সে জীবনের জীবিত গ্রন্থ বলে বেছে নিয়েছে এবং একা একা থাকা তাই তার তুমুল দর্শনে কুলিয়ে গেছে। গ্রীষ্মের বারান্দায় বসে ঘন মেঘের মতো একা একা থাকতে তাই তার কোনো ক্রমেই অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কিন্তু নিজেকে নিশ্চিতের নম্রতায় বাঁধা সে আর এক অভিভূত পথ। বরং যেখানে জাগতিক সম্বন্ধ, সময়ের সঙ্গে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের ব্যবহার বিরাজমান; সেখানে সম্মিলিত হয়েছে যারা; তাদের প্রতি তাই আজ তার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে হৃদয়ের যতদূর যোগসূত্র থাকা উচিত ততটুকু কেন যে হয়নি এটাই তার বিস্ময়াভুক্তি এখন। ভেবেছিল কোনো বন্ধন যখোন নেই কোথায়ও চলে যাবে। এবং এ নিয়ে তার কল্পনার সীমাটা একটু বাড়ন্তই ছিল। জীবনের যখোন যৌবন তখোন সে বৃদ্ধত্বকে ভালোবেসে কষ্ট পায়নি। নক্ষত্রের মধ্যে নীরবতাকে বরং মনে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত স্থাপনের চেয়ে, পরিণত মানুষের পরিশ্রমের চেয়ে, কৃতিত্বের চেয়ে বিশাল। সকাল বেলা একটি শিশিরের সঙ্গে সূর্যের যে ক্ষীণ সম্পর্ক সেই সম্পর্কের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যাঞ্জনা তাকেই তার মনে হয়েছে সত্য। আর সংসারের স্থূলতা, স্বামী স্ত্রী বিরচিত কাপ-পিরিচের, উনুনের, শয্যার, সন্তাপের এবং একই সঙ্গে সন্দেহের যে একটি জগত আছে আমাদের সময়ের আশেপাশে তাকে সে মনে মনে ঘৃণা কোরলেও প্রকাশ করেনি। এমনকি সিনেমার সেলুলয়েডের মধ্যে হাঁটাচলা নায়কের মতো এই নিয়ে নায়িকাকে গল্পও শোনায়নি। বলা চলে, সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়েও একেবারে সাধারণ সাধারণ হয়েও একেবারে স্বতন্ত্র। কোনোক্রমে পিতৃত্বের রক্ত বংশের বিবদমান সম্পত্তি হিসেবে তার স্বাস্থ্যকে সে সম্পূর্ণ কোরে রাখতে পারতো হয়তো। কিন্তু রাত্রিজাগা তার নিদ্রার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যত না ঘুম তার চেয়ে ঘুমের পাশে বসে জেগে থাকাই তার স্বভাব। মোটামুটি বলা চলে. সে বলীয়ানও নয়– যেমন বলীয়ান ছিল তার শৈশবের সে এবং বৃদ্ধও নয় যেমন বৃদ্ধ হলে লোকে বলতো 'বয়স হয়েছে'। বিদ্যার্জনের আলোকিত যে পথ তাকে সে হেঁটে নিশ্চিন্তে পেরিয়েছে কামরা আর করিডোর। এখন আর কোনো স্থান অবশিষ্ট নেই স্বদেশে। সবুজ ধান গাছের মতো কেবল সামনে পড়ে আছে পরিণতি। যে কোনো সময়ে ইচ্ছে কোরলে সে একটি চাকুরি জুড়িয়ে নিতে পারে কিন্তু চাকরের শোভন দরখাস্ত তার হাতে এলেও নিজ হস্তে লেখা হয় না। অগত্যা শিমুল ফুলের সঙ্গে স্বপ্নের একটা সন্ধি নয়তো স্বপ্নের সঙ্গে স্মৃতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বিয়ে দেয়া চুক্তির খসড়াপত্র লেখালেখি কোরে ভাবলো "আমি ইমান, নিশ্চয়ই রাজনীতির নিহত কৌশলগুলি অবলম্বন কোরে আমার ভিতরের ইমানের স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তমান আলো জ্বালতে পারি।"

"আমার শৈশবের সন্ধ্যাগুলি ছিল সারসরে সঙ্গে সদ্ব্যবহার। আমার যৌবনের সন্ধ্যাগুলিকে আমি সমস্যার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কোরবো। আমি-এককালে নির্জন ঘরদোর, ইস্কুল বাড়ী, নিরিবিলি- গাছপালা ঘিরে বসে থাকতাম।

এখন পল্টনের পরিধির মতো পরিচয় বিস্তৃত মানুষের মধ্যে মহৎ যাবতীয় উপাদান খুঁজে বক্তৃতা করায় আমার অসুবিধে হবে না। এবং আমি ডায়রীর দিন যাপনের অংশে যে সব স্মৃতি চিত্র সংগ্রহ কোরেছি, মিলিটারী পুলিশের পরিণতি এবং মহিলাদের সাময়িক সরগরমী স্মৃতি নিয়ে, তাতে মনে হয় একটি গল্প লেখা যাবে।"

কিন্তু ইমান কোনোদিন কান্নাকে ছুঁয়ে দেখেনি। সে যদিও অশ্রু শব্দটাকে ভালোবাসে এবং কারো কবিতায় বার বার অশ্রুর কথা উল্লেখিত হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রৌদ্রের মধ্যে যেমন পাখি পাখা পাল্টায় ওরকম শব্দগুলো পাল্টিয়ে-পাল্টিয়ে পড়লেও নিশ্চিত মনে হয়েছে তার অশ্রুর মধ্যে একটি অন্ধকারের চুমু না পড়লে অশ্রু কান্না হয়ে ওঠে না। অশ্রু ও কান্নার মধ্যে তফাৎ অনেক। এবং ভালোবাসলেই কেবল অশ্রুও হওয়া যায়। শিশুরা কাঁদে কিন্তু ভালোবাসা অশ্রুও হয়। শিশু ও ভালোবাসার মধ্যে যা সম্পর্ক তা ঐ কান্না ও অশ্রুর। একই অর্থবাচক। কিন্তু পৃথক। আগুনে ও চিতায় যেমন। কিন্তু যখোন সময়ের ঘরে একটি সূচ পড়ে নক্ষত্র জ্বলে ওঠে, আলো পতঙ্গের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ইমানের আকাশে ভিড় করে তখোন সে স্মৃতি মুখাপেক্ষী হয়। একবার যখোন যাবতীয় সংশ্রব থেকে সে নিজেকে স্বেচ্ছায় বহিষ্কার কোরেছিল। সময়ের সঙ্গে আর পেরে উঠছিল না নির্বাসনে। তখোন এক বন্ধুর সাথে পার্বত্যাঞ্চল ভ্রমণের সৌভাগ্য হয়েছিল তার এবং সমুদ্র দর্শনেরও। কিন্তু পর্বত আর সমুদ্রের মধ্যে কি জলের ও স্থলের সাময়িকী প্রকাশিত হতে দেখে প্রেমিক ও প্রেমিকারা, কবি এবং সাহিত্যিক সেসব দেখে আর ভেবে উঠতে পারলো না। বরং উঁচু নীচু খাড়ি, লাল ধুলো রাঙ্গা পথ একাকী অস্ত-সূর্যে দুইজনের বেশী লোকের একটিও পথ না থাকা অঞ্চল, তার মনে হয়েছিল বিরস। কেবল, কালো গোড়ালীতে ভরপুর মাংসের এক যুবতী পুস্করিণীর পাড়ে হাঁসের মতো বসে, পাখা থেকে যখোন শব্দ আসছিল ওজু করার এবং যুবতীটি আশ্চর্য একটি বয়সের গ্রহণযোগ্য বলেই সে ঐটুকুই সৌন্দর্য পাহাড় পল্লব থেকে চয়ন কোরেছিল। যুবতীটির হাতে ছিল এক গাছি অস্ত-সূর্যের কিরণ। চোখের উপর দিয়ে শেষ বিকেলের বাতাস, মালা বুনে যাচ্ছিল সবুজ শিহরণের। শাড়ী কোমর অবধি জলের ভঙ্গির মধ্যে যেমন ঘাসগুচ্ছ মাঝে মাঝে বিল অঞ্চলে বেড়ে ওঠে তেমন উঠে তারপর আবার দুই ভাগে স্রোতের বিপরীতে ভাগ হয়ে বুক পর্যন্ত একটি বঙ্কিম ঢেউ চালিয়ে গ্রীবায় একটি জলের মরু উপকূল ঘিরে বয়ে যাচ্ছিল। শাড়ীটির পিছনে পটক্ষেপ বলতে কয়েকিট শালিক বসে থাকা ঘাসের টিপি।

অর্থাৎ সে যেখানে বসেছিল তার পিছনেই বনভূমির এর প্রান্ত এসে ঢেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে গার্হস্থ্য ঘরের নিকানো আঙ্গিনার ডোয়ার মতো। ইমান বার বার তাকিয়েছিল। কিন্তু তাকিয়ে থাকতেও তার স্বভাব দুর্বল হচ্ছিল। আর দুর্বলতাটাকে সে মনে করে নৈরাশ্যের জনক। এবং একবার কোনো এক বিরচিত ব্যথার মধ্যে সে বুঝেছিল নৈরাশ্য কি ভয়াবহ। তাই যেখানেই সে ঐ শব্দটিকে, অনুভূতিটাকে খুঁজে পায় সেখানে সে আর একদণ্ড স্থাপিত হতে পারে না। অগত্যা বলেছিল বন্ধুটাকে– "পাহাড়ের মধ্যে পাথর ছাড়া তো আমি কিছু দেখতে পাইনে, পিকনিকে মেয়ে মানুষের হাতের রান্না বরং খাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ে এসে পৃথিবী দেখা– ন্যাক্কারজনক!"

সমুদ্রের কাছে শঙ্খ আছে। ভালো। কিন্তু শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের বিপদ আছে, এরকম কথা কয়জন কবি লিখেছেন?

কিন্তু বন্ধুটি নিরুত্তর। তার নিরুত্তর সাহচার্যে বরং ইমান খুশী হয়েছিল। সে শাসনের মধ্যে কোনো অনুশাসনের আভাস সইতে পারে না। এবং বাক্যের মধ্যে প্রতিবাক্য। একা একা কথা বলার সুখ। একা একা হাঁটার সুখ। একা একা প্রেমের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া সবচেয়ে সত্য এবং সবচেয়ে নিরাপদ বরং যেখানেই দুই পক্ষ বিরাজমান সেখানে পরিণতি হয়তো আসে, কিন্তু প্রবাহ কোনো গোলমালের ধার ধারে না বলেই বয়ে চলেতো বয়েই চলে। এবং ইমানের এই সহজাত স্বভাবের জন্যেই তার প্রিয় হয়েছে সমান্তরাল রেলরেখা।

বিশাল রাত্রির মধ্যে হঠাৎ লণ্ঠন ঘুরিয়ে যেমন চৌকিদার কথা বলে, ঈষৎ আশ্চর্যে প্রোথিত ভয় ও ভীতিতে এরকম রাত্রির মধ্যে ইমাম তাই বার বার বিশাল অন্ধকারের বাণিজ্য কোরেছে। সংসারে সীমানায় পৌঁছায়নি। সংসারের সম্বন্ধেও তার কোনো সাহচর্য নেই। কেবল থাকা এবং থাকতে হয় বলেই সে সংসারকে 'সহিত' কোরেছে। যার জন্য বিরোধী উপাদান তার কাছে এসে বীজাণু গমন করেনি, কুঁকড়ে শুকিয়ে গিয়েছে। সামান্য সে সচকিত হয়নি। সচকিতের মতো সামান্যকে দেখে আঁতকে ওঠেনি। বন্ধুটি যখোন কথা বলছিল না তখোন সে নিজের নাকের ডগায়-মাটির মতো ম্লান সূর্যাস্তকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই প্রথম বারের মতো পিতার সদ্ব্যবহারের মতো উচ্চারণ কোরেছিল–"তাহলে কি ঔদাসীন্যের মধ্যে উচ্চরোল থাকলেই ঘিচিয়ে আসে মানুষ।"

এইবার বন্ধুটি মুখ খুলেছিল–"কেমন?"

বলছিলাম কেমন সহজেই সব সমাধান হয়। অথচ সমাধান কোরতে গেলে কত সমস্যার জন্মদাতা হতে হয়।

"হেয়ালী করছো?"

"না।"

ইমান নিজেকে লম্বমান অস্ত-সূর্যের মধ্যে নিক্ষেপ কোরে প্রথম 'প্রেম' কথাটি উচ্চারণ কোরলে; আর তার বন্ধু, বিবাদমান ক'টি কথার কপালে আঙ্গুলের টোকা লাগলে সূর্য অস্ত গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাহাড় এবং সমুদ্রের সঙ্গে সহজীবী হওয়া সে কি আশ্চর্যের ব্যাপার ইমান সেদিনই বুঝেছিল। কক্‌সবাজার থেকে পটিয়া। পটিয়া থেকে ফের আবার চট্টগ্রামে ফিরে এসেছিল তারা। ইমানের পকেটে একটি ফটোগ্রাফ ছিল। বন্ধুটি তা দেখতে চাইলে শৈশব এসে আলো জ্বালায়। তখোন সমুদ্রের বালিয়াড়ীর কথা মনে পড়েছিল তার। ছাতার মধ্যে চুপে বসে থাকা রৌদ্রের মধ্যে যেমন গ্রীষ্মের ঘাম ওড়ে তেমন বাষ্পীভূত তার বুক– শৈশব থেকে সম্পর্ক ঘুচে যাওয়ার পর যৌবনের যেখানে শুরু সেখান থেকে ভিন্নতর অস্তিত্বে বসবাস করা– কিন্তু কাউকে সে বলতে পারে না, তোমরা যা ভাবো তা সবই মিথ্যে। কোথাও কোনো সত্য নেই। অথবা সত্য ও মিথ্যা দুটি যমজ, পাশাপাশি পৃথিবীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনা ভূমিকা জীবনে বড় একটা বর্তায়না। আমরা কেবল ক্ষণিকের সন্তান। যেখানেই যাই একটি প্রবাহ বই তো কিছু নই। কোনো কিছুতেই ক্লান্ত করানো যাবে না, কোনো কিছুকে করুণায়ও টেনে আসা যাবে না। আমরা কোনেদিকে তাই মুখ ফিরাবো না বলেই মুখ ফিরিয়ে নেই। হঠাৎ ইমান বলেছিল শৈশব যেখানে খোলা সেখানে যৌবনের শুরু, আর যৌবনের অন্তিমে বার্ধক্য। কিন্তু কি আশ্চর্য মিল থেকে যায়। স্মৃতিতে গ্রথিত হয়ে, স্বপ্নের পুঞ্জে পরিবর্তিত হয়ে শৈশব যৌবন আর বার্ধক্য ঘুরে ফিরে একই। কেবল চেনা জানার পরিধি এবং ব্যাস বাড়িয়ে দেওয়া। যাক চেনা জানাই বা কি, সবই তো প্রথম উচ্চারণ। মানুষ তার কতগুলি মৌলিক শিহরণ ভেদ কোরে হয়তো স্বপ্নলোক পেতে পারে; কিন্তু সীমার সঙ্গে সময়ের যে যোগসূত্র তাকে কি কোরে অবহেলা কোরে ভাঙ্গবে সংসার?

আজকাল তাই কোনো কিছুই মনে হয় না তার। বন্ধুরা যে যার যাবতীয় অংশে পৃথক পৃথক পৃষ্ঠার মতো পাল্টে গেছে। নিষ্ক্রমনযোগ্য নির্জনতা কোথাও নেই। সীমার বাইরে বহুদূর গেলে নাকি সবুজের সঙ্গে সন্ধি করা যায়। বাসে বসে একবার সে নয়ারহাট গিয়েছিল। পথে সাভারের একটি মিষ্টি দোকানে যাত্রার দলের খঞ্জনী আর জিনিসপত্র বাধাছাদা অবস্থার মধ্যে সে জীবনের ঐ যাত্রার নেশার মতো মনে করেছিল তাকে। আর যাত্রী 'যে কোনো জায়গায় যাত্রী হওয়া যে কেমন আলোর মতো হাল্কা অথচ অবিনশ্বরতার বিপরীত নশ্বরতা' তা সে কিছু দূর যেতেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তবু ভালো লেগেছিল। ডায়ারী ফার্মের উঁচু সবুজ ঝোঁপঝাড়ওয়ালা মসৃন মেটাল্‌ড রাস্তার সমান্তরাল গ্রীবাভঙ্গী। দু'পাশে কাঁঠাল গাছের সারি। ঝোঁপঝাড়ে দুলে ওঠা ফড়িং কি ফিঙ্গে। পেঁপে বাগান। মুলো ক্ষেতের মধ্যে জল ঢালছে কেউ। সব্জীর গায়ে জল নিংড়িয়ে সহজ কোরে দিচ্ছে তার বৃদ্ধি। টমাটোর মতো লাল গালের রৌদ্দুর ভেঙ্গে একটি কৃষাণী চলেছে মেষ বালিকার মতো। মেরী বোধহয়– এ রকম ভঙ্গীতে মাঠে যেতেন। ঠিক ঐ যুবতী কৃষাণীর মতো। অমন ঐ একই ভঙ্গীতে। মেরীর সময়ে পৃথিবীর কোথাও পার্থিবতা পরাস্ত হয়নি। কিন্তু আমাদের সবাই পার্থিবে অপার্থিবতা খুঁজতে গিয়ে পরাস্ত। একটা রেডিও বাজছিল বাসের ভিতর। বেহালা বিবাদ করছিল বেদনার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রেডিওর মধ্যে। একটি প্রেমিকা ছিল সে সাত মাইল দূরে যাবে। সেতু পার হবে। ইমান মেয়েটাকে প্রেমিকা বলেই কল্পনা কোরেছিল। কারণ মেয়েটার কপালে যদিও সিঁদুর ছিল কিন্তু মুখটা ছিল বিষণ্ন। হাতে ছিল শাখা, কিন্তু স্বপ্নের মতো গড়িয়ে পড়ছিল তার আঙ্গুল। আঁচলের চাবিগুলি চাতকের মতো বেজে বেজে উঠছিল সেই আঙ্গুলের স্বপ্নের ঘর্ষণে। তার গ্রীবায় তিনটি কালো তিল ছিল পাশাপাশি। ঠোঁটের নীচে দূরতম নিসর্গের নক্ষত্রের মতো গোল আর একটি তিল। তার খোঁপায় কোনো ফুল ছিল না। গলায় কোনো মালা। কেবল হাওয়া দিয়ে ভরা মালা গাঁথা হচ্ছিল তার গলায় গ্রীবায়– শরীরের সব জায়গায়। ইমান ভাবছিল বাসের কোথাও কোনো ঠাঁই নেই। একটি নারী চলেছেন একটি বাসে। আর বাসটি কোথাও থামবে না। আর সাত মাইল সাতটি পৃথিবীর সমান। আর ঐ নারী যাকে ইমান চেনে না– সিঁদুর কপালে, কান্নার বিষণ্নতা কাকণে, কিন্তু- কাকণে কান্না বলেই সে আলোর মধ্যে অশ্রু খুঁজবার চেষ্টা করছিল। ইমানের কত স্মৃতির মধ্যে হেঁটে আসতে হয়েছে। সে কত প্রকৃতি দেখেছে। মন্দির। জল দেখেছে। নদী দেখেছে। নারীর সঙ্গে সাহচর্য তার কম হয়নি। বন্ধুদের স্ত্রীর সব আলোকিত কোটায় তার যাতায়াত। কিন্তু কোনো কালেও বুঝি ভালোবাসার মতো ভীরু অথচ সংক্ষেপ কোনো সিদ্ধান্তে সে যায়নি। আজ সে যেতে গিয়েও বুঝি তাই যেতে পারবে না। কারণ কান্না বাজছিল তার কারণে। আর কপালে সিঁদুর। সংসারের গার্হস্থ্যলীগত বউ কতদূর থেকে এসেছে। সংসারের সময়ের সব সদ্ব্যবহার থেকে চয়ন কোরে কে একে নিয়েছে। সংসারের ভূবনে সবাই আলাদা। অথচ এই একাকী একটি বাসে তাকে মনে হচ্ছিল তার আপন স্বভাব। তাই ইমান ভাবলো সেই বুঝি প্রেমের প্রেমিকা। সাত মাইল দূরে কোথাও যাবে। কিন্তু যাত্রার দলের সেই মালপত্তর, সখা সখিদের মনে পড়ে গেল তার। যাত্রীর সঙ্গে ক্ষণিক একটি যোগাযোগ। অথচ যাত্রার দল নেই এখানে। ভালোবাসার কপালে সে তাই কপাল নীচু কোরে ভালাবাসার চোখে চুমু খেলো। কিন্তু সংসারের সীমান্তে এসে কড়া পাহারার সব সশস্ত্র সমস্যাকে দেখে আবার ইমান ফিরে এলো তার নিজস্ব স্বভাবে।

অর্থাৎ কোথাও সে যেতে পারলো না। সহজ স্বভাবের কোনো স্থান তার জন্য খালি পড়ে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবিত

পূর্ণিমা ছিল গত রাতে। শেষ পূর্ণিমা। তাই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলুম ক'জন। আমাদের সঙ্গীরা কেউ বিষণ্ন ছিল না। একজন মাত্র ক্ষণিকের জন্য একটা পাখির গান শুনতে চেয়েছিল আমরা তাকে উপহাস কোরেছিলাম। পাখির গানের জন্য নয়, তার বলার ধরনের জন্য। রাস্তার পাশের স্বর্ণচাপা গাছটা দেখে আমাদের মধ্যে আর একজন কয়েকটি ফুল দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি তাদের কারোর দিকে মনোনিবেশ কোরতে পারিনি। কারণ, পূর্ণিমা ছিল গত রাতে। কিন্তু সেই পূর্ণিমায় কেন ঘুম আসছিল না এই ভেবে আমি সন্ত্রস্ত ছিলুম।

একে একে এক সময় সবাই উঠে গিয়েছিল। শুধু যায়নি একজন। আমি অনুভব কোরতে পারছিলুম যে, একজন যায়নি এখনো। কিন্তু কে সে, তাকে না চিনতে পারায় আমি স্বর্ণচাপার দিকে তাকিয়ে দেখলুম একটি পাখি।

পূর্ণিমায় পাখির গান খুব মনোরম। এই কথা বলায় আমরা সেই বন্ধুটিকে উপহাস কোরলুম আবার। কিন্তু এক সময় এসব থেকে সবাই নিক্রান্ত হলো। আর আমি ঘরে ঢুকে জানালা খুলে দিলুম। এক ফোঁটা পূর্ণিমা এসে ঢুকেছে চাঁদের ভাঁজে। আমার ভয়। আমি সারারাত ঘুমাতে পারবো না। কিন্তু শ্রান্তি সব সমস্যাকে হরণ করে। আমি এক সময় ঘুমিয়ে গেলাম।

পরদিন যখোন উঠি, তখোন একটি পাখির শব্দে আমার চেতনা হলো, আমি কালকে একজনকে উপহাস কোরেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে কিছু বলেনি। সে একটি গান গেয়েছিল। যেটা আমার প্রিয়। সেটা আমি একা হলেই গাইতে চেষ্টা করি। ধীরে ধীরে আমার চারিদিকে মানুষের কণ্ঠ প্রসারিত হলো। জীবন ক্রমাগত দীর্ঘতর। কে একজন রাস্তা দিয়ে যায় আর হাসে। একজনের হাতে সাংসারিক বন্ধন। ছাতা মাথায় কোরে একজন চলেছে কাজে।

আমার ঘরের চারিদিকে রোদ উঠেছে। কল ঘরে পানির শব্দ। দক্ষিণের জানালায় তখোন একটি তরুণীকে দেখা গেল। তার কোমরে নীল রং-এর ব্যাগ ঝোলানো। সাদা শাড়ী পরণে। ইস্কুল-মিস্ট্রেসের মতো। কিংবা হতে পারে, পাশের কোনো ইস্কুলের শিক্ষকতা করে। নতুন পাশ কোরে বেরিয়েছে। হয়তো বা মিস্ট্রেসই। কিন্তু থাক। মেয়েটি যাই হোক, আমার কোনো কিছু যায় আসে না। আজকাল কে কার খবর রাখে। আগ্রহ করে এত প্রবল! দিনকালের চিহ্ন আর জীবনের ক্ষত পুষছি চামড়ার তলায়। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে নামিয়ে আনলুম আপন দরকারে। হকার কাগজ দিয়ে গেছে। একটি সংবাদে চক্ষু স্থির। ছবিটা ভীষণ নির্মম। আত্মহত্যার ছবি; না দুর্ঘটনার বুঝতে পারছিলুম না। ভালো করে পড়ে দেখি খুন। কে বা কারা তাকে খুন কোরে ফেলে চলে গিয়েছে। মুখের বা পাশে ছুরির গভীর ক্ষত। গলায় আঘাতের চিহ্ন। চোখের একদিকে মণি কাটা। ভীষণ নির্মম ছবিটা। তাকাতে পারছিলাম না। আর কোনো সংবাদ পাঠে মন তাই সায় দিলনা। তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেলাম। কলের পানি পড়ছে। পানির অজস্র ধারায় এক মুহূর্তে ভুলতে পারলুম ব্যাপারটা। কিন্তু ঘরে ঢুকেই আবার চোখে পড়লো। তখোন আমি গত রাতের পূর্ণিমাকে কাছে টানতে চাইলে একটি কাক এসে সামনের একটি দাঁড়িয়ে থাকা গাছের ছায়া ঠুকরে দিল।

বুঝতে পারলুম এ মুহূর্তে কিছু খাওয়া দরকার। খিদে পেয়েছে। কিন্তু রুটি কাটার ছুরি নিয়ে রুটি কাটতে গেছি। কোনোদিন এরকম হয় না। বরং এটা হওয়া অসম্ভবও। আমি ভাবতে পারলাম না। আমার হাতের আঙ্গুলে তখন রক্ত। অনেকখানি কেটে গেছে। ঘরে ডেটল ছিল। তাই বেঁচে গেলুম।

কিন্তু ভয় আমাকে এতক্ষণে পেয়ে বসেছে। গতরাত থেকে ভয়। পূর্ণিমার গা থেকে যেনো একটি ভয়ের সূতো ক্রমাগত বেরিয়ে এসে আমাকে গতরাতেই বেঁধে ফেলেছে। এখন আমি কোথায় যাই। মনে হলো ঘরে আর থাকা উচিত নয়। কারণ, এ ঘরেই যতসব ঘটনা ঘটে গেছে কাল থেকে। আমি অগত্য বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তায় কারো সাথে দেখা হলো না।

রাস্তায় অনেক সময় অনেকের সাথে দেখা হয়, কিন্তু আজ কাউকে দেখতে না পেয়ে নিজেকে অন্য রকম মনে হলো। একটি বাস আসছে। সাইকেলের উপর একটি কিশোর। কিন্তু কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই আমার। নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই।

ভাবলাম, অনেক দিন অনেক জায়গায় যাই না। প্রিয় জায়গাগুলি ধীরে ধীরে বিস্মৃত হতে চলেছে। আমি একটি রিক্‌সা ডাকলাম।

ক্রমাগত আমার চোখের সামনে তখোন কয়েকটি রেস্তোরাঁ ভেসে উঠলো। আর ক্রমাগত আমি তাঁর নাম আউড়ে গেলাম। এক একটি রেস্তোরাঁর সাথে এক একটি স্মৃতি বাধা। চিন্তা করলুম, আমি কোনোটাই আজ বাদ রাখবো না। হাতে অনেক সময়। কোনো কাজ নেই। সুতরাং একম একটা পরিদর্শন মন্দ নয়।

এক রেস্তোরাঁয় ঢুকে একজনের সাথে দেখা হলো। তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না। আমি লম্বা আয়নায় মুখের কুঞ্চন দেখছিলাম। আমি স্মৃতির কাছাকাছি এসে যাওয়ার আর একটি রেস্তোরাঁর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় অনেক লোকজন। একটি রিক্‌সায় দু'টি যুবতী যাচ্ছে। নিটোল ভরা স্বাস্থ্য। সুখী আঙ্গুলের উপর রিক্‌সার হুডের ছায়া। ভিখারীর দল সেই রিক্‌সায় গা ঘেঁষে। তাদের হাতে পয়সার থালা। এক জায়গায় দেখলুম রুমাল বিক্রেতা। সারি সারি সাদা রঙিন রুমাল উড়ছে সূতোয় বাঁধা পায়রার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো। একজন দর করছিলেন। কিন্তু অনেক দাম। ইতিমধ্যে যে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলাম এটা আমার এক সময়ের প্রিয়। এগিয়ে গিয়ে সেই চেনা টেবিলায় বসে দেখি, একদিন ব্লু পেন্সিলে একটি প্রেমিকের নাম যেভাবে লিখে রেখে গিয়েছিলাম, সে ঠিক তেমন আছে। মুছে যায়নি। নিশ্চিত একটি স্মৃতি কত অকাতরে এখানে গা উঁচু কোরে বেঁচে আছে, আর আমি, আমার মন হলো তখোন, অথচ আমি কত কিছুকে মুছে নিয়েছি। একটি লোকের দীর্ঘশ্বাস তখোন আমার গা ছুঁয়ে গেল। আমি ডাকলুম ঃ বেয়ারা, বেয়ারা! সেই চিকন বিষণ্ন মুখের চেহারাটা নেই। আর একজন মোটাসোটা এসে টেবিলের কাছে ঘেঁষে থাকলো। আমি জানতে চেয়েছিলাম একটা কথা। কিন্তু পরিবর্তে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে হলো।

দেয়ালো কারো ছবি নেই এই রেস্তোরাঁয়; একমাত্র ইরানের রাজা আর রাণী ছাড়া। দূর দেশের ইরান। আমার কেমন মরুভূমির কথা মনে পড়ে গেল। হয়তো এইজন্য যে, আমি এসেছিলাম স্মৃতি সংগ্রহ কোরতে, কিন্তু তা হলো না।

তবে কি মানুষের একবারই স্মৃতি সংগৃহীত হয়? যখোন সে অচেতন থাকে? কিন্তু আমার ভিতর তো গতরাত থেকেই এক রকম অস্থির সচেতনতা। তাই আজ থেকে থেকে সর্বনাশের চিহ্ন দেখছি। রাস্তায় যখোন নামলাম তখন সামনের কাউন্টারে লোক নেই। ওদিকে একটি চায়ের দোকানে মাত্র যুদ্ধের বাজনা বাজছে। পানের দোকানে সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে একদল যুবক এসে দাঁড়ালো। আবার যেপথ দিয়ে এসেছিলাম, ঠিক সেপথে যেতে এই রুমাল বিক্রেতাকে চোখে পড়লো। চারদিকে পুরনো দালান, ব্যস্ত সময়, রাস্তায় কেবল মানুষের প্রবাহ। ছাতার দোকানে কয়েকজন বসে ছাতা কিনছে। আমি অনুমান কোরলাম আষাঢ় মাস আগত। এক সময় রাস্তা কিছুটা ফাঁকা হলো। মসজিদে আজান শোনা গেল। এক সময় সিনেমার শো ভাঙ্গলো। ঘূর্ণি হাওয়ার মতো পাঁক খেতে খেতে মানুষের শব্দ শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমি কোথাও না গিয়ে ঠায় সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ নয়। আবার কেউ যেনো গা চাড়া দিয়ে উঠলো। সকালের খুনের ব্যাপারটা মনের ভিতর গাঁথা। আবার তারপরে হাতের কাটাটাও মনে এলো। রেস্তোরাঁ ঘুরে স্মৃতিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তবু কিছুতেই কিছু হলো না। আমি দ্রুত পা চালিয়ে দিতে একজনের গায়ে ধাক্কা লাগলো। তিনি কিছু বললেন না। খুব খারাপ লাগলো বরং লোকটার কিছু গালাগাল দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু... পরিবর্তে আমি তাকে মনে মনে গালি দিতে দিতে রাস্তা পেরুই আর দেখি লোকটা কাছে আসে কিনা। কিন্তু সে আসে না। দূরে কোথায় যেন সরে যায়। গতকাল রাজীব বলেছিলেন, আমি ঐ দোকানে থাকবো। কিন্তু রাজীবের সাথে সে দোকানে দেখা করায় লাভ নেই। অগত্য কি করি। একটি পাঠাগার রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেখানে গিয়ে সেই মেয়েটার সাথে দেখা হলো। রোজ রাত পর্যন্ত কী এতসব পড়ে। অন্যদিন হলে খুব বিরক্তি লাগতো। আর শরীর খুব খারাপ। মুখের দাঁতের একটা নেই। চোখের কোণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালি লেগে থাকা একটা ভাব। মোটের উপর মেয়েটির চেহারা কুৎসিত। আজ তাকে কেন যেন কুৎসিত বলা গেল না, এক এক সময় সমস্ত কুৎসিত এত সুন্দর হয়ে উঠে কেন বুঝা যায় না। তবু এরকম হয়। মেয়েটিকে আজ পাড়াগাঁর লিচু গাছের উপরের নরোম কোমল মেঘলা-সবুজের মতো পবিত্র এবং সুন্দর মনে হলো। অনেকক্ষণ তাকিয়েও মেয়েটা যখোন আপত্তি করলো না তখোন আবার খারাপ লাগলো। অগত্য উঠতে হলো। ভাবলাম প্রতিদিন রাতের বেলায় যেখানে আমি সেখানে এসে অবশেষে মুক্তি।

কিন্তু এসে দেখি টেবিল ফাঁকা। কোনো রাজনীতিপ্রিয় কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। রাজনীতি নিয়ে কোনো তর্কের আসর নেই। ভালো করে কান দিয়ে শুনলাম কিন্তু কোনো কিছু ভালো মনে হলো না। এক সময় ফাঁকা চেয়ারগুলিও একে একে পূর্ণ হয়ে গেল। আর মোমবাতির মতো ঘনিষ্ঠ সব মানুষে আলোকিত হয়ে গেল আমাদের টেবিল।

সঞ্জীব বললো, পুর্ণিমায় কাল ঘুমোতে পারিনি। রাহাত অন্য কথায় কান দিয়ে শুধালেন- ও ছবিটা ভালো হয়নি। এদেশের সিনেমা পরিচালকগুলো একেবার রদ্দি। মাথায় যদি কিছু থাকতো। আমি কোনো কথায় সায় না দিয়ে অন্য টেবিলে একটু নির্জনতা খুঁজলাম। কিন্তু আমরা আসলে তলে তলে ব্যস্ত, তাই কোথাও নির্জনতা খোঁজা বাতুলতা। ক্রমে ক্রমে আবার টেবিল ঘন হয়ে উঠলো। আলাপ সালাপে সময় যায় আর আমার আজকের দিন চূর্ণ চূর্ণ কোরে পড়তে থাকে। রুমাল উড়ে হাওয়ায়। দু'একটি তরুণী খিল কিল কোরে হেসে উঠে। গতরাতের পূর্ণিমায় একটি পাখির শীষ ভালো লাগতে গিয়ে কেন আবার ভালো লাগেনি মনে পড়ে। পাশের বাসার সেই বুড়ো ভদ্দরলোক কাল তাঁর পোষা কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিলেন মনে পড়ছে। একজন ভিখারী গতরাত্রে তার বাসায় এসেছিল। ভিখারী তো নয়, একটি পূর্ণ বয়স্কা। ভিখারিণী। কি জন্য? কি জন্য?

– এই যে, কথা বলছো না যে? হঠাৎ চোখে তাকাই। দেখি রাজীব এসেছেন তার সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক।

– এনাকে চেনো না? ইনি জনাব...তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন। আজকেই যেনো কোনো এক পত্রিকায় ভদ্রলোকের তো একটি লেখা দেখেছিলাম? একবার ভাবি, বলি। কিন্তু তাঁর দেহের পোশাক বহু মূল্যবান। চুল শ্যাম্পু করা। শরীর থেকে সুগন্ধ বেরুচ্ছিল। পোশাকের ব্যবধানে কথার আর সেতু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্য তিনিই বোলতে শুরু কোরলেন, অনেকদিন রুমাল কিনিনি, আজ একটি কিনলুম। ভীষণ দাম হয়ে গেছে রুমালের। ঐ কাপড়ের ঐ সেই ছোট ফিনফিনে মশারী-মার্কা কাপড়ের রুমালগুলো আর পাওয়া যায় না। রাজীব বললেন, আজ কম হলেও ডজন খানেক দোকানে ঢুকলাম। একটা ডিয়ার পেন্সিল কেনো জানি কেনার সখ হলো। কিন্তু সেই রং-এর আর পেলাম না বলে কেনা হলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

– কোন রং-এর? আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। কলাপাতা রং-এর?

কলাপাতা রং-এর পেন্সিল কিনেছি ছোটবেলায়। হঠাৎ কেমন নস্টালজিয়া বোধ হলো, সারা মনে একটা কম্পন। কিন্তু বেমালুম সব ভুলে যেতে চাইলাম। আর তখোন কথা শুনলাম– রাজীব বলছে, আপনি কাল দেখা করবেন কিন্তু।

রাজীব কথাগুলো বোলতেই ভদ্দরলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যাওয়ার আগে হঠাৎ কেন জানি আবার একটু না বসে পারলেন না। কথা চললো। ঝিনুকের খোল দিয়ে বানানো একটা অ্যাশট্রের দাম কত জানতে চাইলেন তিনি। আমার দরটা জানা ছিল, বোলে দিলাম। তার কথা বলার ভঙ্গিতে একটা অপরিস্ফুট আচ্ছন্নতা। আমি তাকে জিজ্ঞেস কোরলাম আপনি কি খুব ক্লান্ত?-না? গলার কণ্ঠস্বর তার যেনো আটকে গেল। তিনি চলে যেতে আমরা আবার যে যার কথায় ফিরে এলাম।

রাজীবকে বোললাম, কাল একবার আমার ওখানে এমন সময় কি একটা শব্দ, শোরগোল শোনা গেল। 'এ্যাকসিডেন্ট' শব্দটা কানে এলো। কে একজন চিৎকার করছে 'ধরো' 'ধরো'। আমরা সন্ত্রস্ত। বিশেষতঃ আমি। কাল রাত থেকে ঘরের ভিতর বন্দী আমি। সকাল থেকে ভালো যাচ্ছে না। মৃত্যু না অপরাধবোধ আমাকে ক্রমাগত নীরব করে দিচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

আমি চেয়ারটায় গা হেলান দিয়ে বসে থাকলাম। পরক্ষণে রাজীব এলেন। আরো কয়েকজন। সঞ্জীবের হাত রক্তে ছাপা। কি ব্যাপার? মুহূর্তেই একটি রক্তাক্ত শব চোখের সামনে এসে পড়লো। একি! শবটা তো সেই ভদ্দরলোকের! অথচ উনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। কেবল কণ্ঠস্বরে বিষণ্নতা ছিল। কিন্তু বাসনা ছিল প্রবল। উনি অ্যাশট্রের দাম জিজ্ঞেস করায় আমি দামটা বোলে দিয়েছিলাম। ঐ তার শেষ প্রশ্ন। আর কোনো কথা বলেননি। একজন বাললো, উনি ইচ্ছে কোরে বাসের পাদানীতে পা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর একজন বললো, বাস থামাতে বলা হয়েছিল।

এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম। ভদ্রলোকের বাসনার মধ্যে কোনো বিষণ্নতা ছিল না। ছিল তার গলায় শুধু দুঃখের অধিকার। তবু ভদ্রলোক যেন আত্মহত্যা কোরলেন? কেন আত্মহত্যা কোরলেন?

নিশ্চিত আশ্রয় থেকে যে লোক বঞ্চিত থাকে, তার স্বভাবে একটি অনিশ্চিয়তা আপনা আপনি বেড়ে ওঠে। এবং বাইরে থেকেও তার এই পরির্তনের ধারা আপনা আপনি ধরা পড়ে। আনোয়ারের নিজের দিক থেকে তার স্বভাবের এই পরিবর্তন এবং চরিত্রের খাপছাড়া অবস্থা ধরা না পড়লেও যারা তাকে কৈশোরে চিনতো তারা নিশ্চিতই আশ্চর্য হবেন এই ভেবে যে, তারা আর সেই ছিমছাম, দাগ মেপে ওষুধ খাওয়া, ঘড়ি দেখে রুটিন মেনে জীবন যাপন করা কিশোরটিকে দেখা পাবে না। পরিবর্তে দেখবে একটি ঔদ্ধত, উচ্চ নাসিকা সম্পন্ন যুবক যে ইদানিং কোনো নিয়ম মানে না, দেরী কোরে ঘুম থেকে ওঠা যার বিলাস এবং যে ইদানিং সম্বোধনে কথায় এবং আলাপে অযথা খিস্তি খেউড় না আউড়ে সুখ পায় না।

আনোয়ারের এই দ্রুত স্বভাব বদলের পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। তা হলো এই, ছোটবেলা যে নরোম পরিবেশে সে বেড়ে উঠেছিল, এবং যে প্রকৃতির প্রভাবে সে প্রভাবান্বিত ছিল সেটা নিতান্তই বাংলাদেশের আদি ও আসল এবং অকৃত্রিম প্রকৃতি, পাড়াগা যার নাম। সভ্যতার এক-চতুর্থাংশ যেখানে আজো পর্যন্ত পৌছায়নি। প্রতিদিন সকলের অযাচিত আদর ও যত্ন এবং তদনুরূপ সোজা সরল লোকদের দৃষ্টির মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে যখন সে শহরে এসে উপস্থিত হলো এবং আত্মীয় স্বজনের কেউ উচ্চ পদস্থ চাকুরীজীবী না হওয়ায় সংগত কারণেই যখন তাকে মেসে এসে উঠতে হলো, তখন মেসে বিভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের সংস্পর্শে এবং শহরের নানা জাতীয় আবহাওয়ায় সে দ্রুত বদলে যেতে থাকলো। বদলে যাওয়ার জন্যে অবশ্য প্রচুর সমর্থনের দরকার। এবং সে সমর্থন আসে প্রচুর টাকা থেকে। বাড়ী থেকে প্রচুর টাকা আসতো তাই অভাব হতো না। অশিক্ষিত মাতা পিতা মনে কোরতেন ছেলে যেহেতু শহরে থাকে, এবং উচ্চশিক্ষার্থে যেহেতু সে শহরে রয়েছে সুতরাং তার টাকার প্রচুর দরকার। এই সরল ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তারা জমিজামা বন্ধক দিতেও কার্পণ্য করেননি মাঝে মাঝে। বাংলাদেশের জমি। তাতে ফসর ফলানোটা ভীষণ কিছু ব্যাপার নয়। বরং প্রায় বছরে ফসলের অপ্রাচুর্যতা, সমাজের ভিতর ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের বীজ রোপন করলেও আনোয়ারদের সে ভাবনা ছিল না। ফসল না হলেও ছিল অগাধ পরিমাণ জমি। গ্রামের চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছে এরকম লোভনীয় জমি বন্ধকের তাই কোনো অসুবিধা হতো না। যাই হোক, বাড়ী থেকে এরকম সাহায্যের উদ্বৃত্ত টাকায় যতটা না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পড়াশুনার স্বাস্থ্য ভালো হলো, তার চেয়ে পরিবর্তমান স্বভাবের স্বাস্থ্য দিন দিন বেড়ে যেতে থাকলো। মেসের লোকজন যেনো মাঠ ভরা মৌচাকের সাক্ষাত পেলো।

এক একদিন এক এক রকম তাগিদ আসে। বাকি সব লোকের পাল্লায় পড়ে এক একদিন সে এক এক মনোরম গর্তে পা রাখে আর অকারণ একটা পুরুষ ভাবনায় নিজেকে ধন্য মনে করে। আর তাছাড়া সন্দিজলে একটি ঝামেলাও রয়েছে। মানুষের ভিতরের সমস্ত ভাবনা তখোন এক জায়গায় জড়ো হয়ে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। বর্শি আলগা দিলে তারা এক যোগে তাকে নিশ্চিত পতনের দিকে হিড় হিড় কোরে টেনে নিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। আনোয়ার তার সে ভাবনায় বর্শি আলগা কোরে দিতে এমন সব জাগতিক ভেল্কী-বাজী তাকে অনিশ্চিত আনন্দ ও ফর্নজীবী মোহে মাত কোরে দিল যে সে আর সেই আনন্দ ও মোহের হাত থেকে রেহাই পেলো না। বিভিন্ন বদঅভ্যাসে আক্রান্ত হলো। বিভিন্ন দুঃস্বভাবে। ধীরে ধীরে হটকারীতায় সে সিদ্ধকাম হয়ে উঠলো। এবং মেসের যে সব লোক এতদিন টেক্কা দিয়ে এসেছে তাদের উপর সে গা চালিয়ে যেতে লাগলো ক্রমে-ক্রমে আর ফলে।

ফলে এক একটি দিন আসে আর তার স্বভাবের হঠকারীরা মেসের লোকদের কাছে অন্যরকম ভাবে পর্যবসিত হয়ে ওঠে।

এবং শেষখলে হলো কী মেস একসময় ছেড়ে দিতে হলো। যারা এতদিন বন্ধু ছিল তারা বলতে শুরু করলো আজই ব্যবস্থা করুন। বাইরে থাকার জায়গা নিশ্চিত জুটে যাবে। আপনার চারিদিকে এত বন্ধু-বান্ধব উচ্চারণের ঝামেলা না রেখেই বলা যায়, তারা যখোন বন্ধু-বান্ধব। উচ্চারণ করতে তখনো জিহ্বার ব্যাকরণট যেনো বেশী রকম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। অর্থাৎ তারা ব্যাঙ্গ করতে আরম্ভ কোরলো।

অগত্য শহর জীবনের এ কয় বছর যে ক'টি বাড়ীর সাথে সে পরিচিত হয়েছে, সে হঠাৎ সেসব বাড়ীর কথা চিন্তা করলো। কিন্তু বারবার কতকগুলি বয়স্কা মেয়েলোক ও কুৎসিত পুরুষ ছাড়া আর কিছুই সে মনে কোরতে পারলো না। তবুও শহরে তাকে থাকতে হবে এবং সেই অনুপাতে সে কোনো রকমে একটা ব্যবস্থা কোরে নিল একটি সস্তা হোটেলে। সিট ভাড়া দৈনিক তিন টাকা। স্নান ফ্রি। কিন্তু থাকতেই শুধু তিন টাকা। খাদ্যের ব্যাপারে অন্য ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি সময়ে হোটেলের নিয়ম- নগদ পয়সা দিয়ে তবে খেয়ে নিতে হয়। আর এদিকে হয়েছে কি, ব্যক্তিগত স্বভাবের জোরে এমন অবস্থা হয়েছে আনোয়ারের যে, ভালো জায়গা, ভালো খাওয়া, ভালো পোশাক না হলে মনটা তার ছোট হয়ে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কেবল মনে হতে থাকে রক্তের ভেতর অসুখ। কেবল মনে হতে থাকে আর কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। অথচ আবার ডাক্তারকেও সহ্য হয় না। ঔষুধ তো সে একদমই বরদাশত কোরতে পারে না। অগত্য এই হলো, এক আপাতঃ ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাকে বহু কষ্টে অগ্রিম দুই শত টাকা ধার কোরতে হলো। এ দুর্দিনে দুই শত টাকা কেউ ধার দিতে চান না। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোক যেহেতু তাদের পাশের গ্রামের। নতুন কন্ট্রাক্টরী কোরে ইদানিং বেশ টাকা-পয়সার মালিক হয়েছে, আর যেহেতু সে আনোয়ারদের পারিবারিক অর্থ সচ্ছলতার কথা জানে, সুতরাং চাওয়া মাত্রই সে তাকে টাকাটা দিয়ে দিল এই ভেবে যে, যদিও টাকাটা তার কাছ থেকে না পাওয়া যায়, তবু টাকটা খোয়া যাবে না, কারণ আনোয়ারের পরিবারের একটি দিক দিয়ে সুনাম আছে, সেটা হলো, কারো ঋণের বোঝা তারা বেশীদিন কাঁধে বয়ে বেড়াতে অপ্রস্তুত।

কন্ট্রাক্টরের দুই শত টাকায় বেশ চললো ক'দিন। ফুরফুরে শহরের সঙ্গে খাপ খায় ফুরফুরে টাকা। এ টাকাটা খরচ না হতেই বাড়ীতে চিঠি লিখলো ঃ বাবা, টাকা পাঠাও। তোমার কাছে বলিতে লজ্জা হইতেছে না, এতদিন যে টাকা পাঠাইতে, তাহা অন্য সব দিকে খরচ হইয়া পড়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা পরিশোধ করিতে পারি নাই। একসঙ্গে দুই শত টাকা এখন পরিশোধ না করিলে পরীক্ষা দেওয়া যাইবে না। সুতরাং কোনো কিছু না ভাবিয়া আমার পরীক্ষার দিকে নজর রাখিয়া টাকাটা পাঠাইতে দ্বিধা করিও না। আগামী সাত তারিখের ভিতর যেনো টাকা পাই।

সে বাড়ীতে চিঠিপত্র লিখার সময় সাধু ভাষা ব্যবহার করে। কারণ বাড়ীর কাছে যে ডাকঘর তার পোস্ট মাস্টার একজন হিন্দু। তিনি এ যাবৎ তার কাছে তার বাবার হয়ে যে চিঠি লিখেছেন, তার সবই কট্টর সংস্কৃতি মেশা সাধু ভাষায় লেখা। সুতরাং ঐ ভাষাতেই সে চিঠিপত্র না লিখে পাবে না। কারণ বাবার চিঠিপত্র যেমন মাস্টার মশায় লিখে দেন, তেমন তাকে বিদেশের চিঠিপত্র পড়েও শোনান। দরকার হলে বুঝিয়েও দেন। আর আনোয়ার এই ভেবে নিয়েছে, যে লোক সাধু ভাষায় চিঠি লিখতে অভ্যস্ত সেও নিশ্চয় সাধুভাষার চিঠি কামনা করে। তাই কোনো জরুরী দরকার পড়লেই সে লিখতে আরম্ভ করে... বাবা আমাকে... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার এই সাধু ভাষার চিঠিতে বেশ দ্রুত কাজ দিল। সাত তারিখের আগেই তার কথিত ঠিকানায় টাকা এসে হাজির হলো। আনোয়ার আশা করেছিল টাকার সঙ্গে টাকার মতো চকচকে একটা উপদেশ বাণী ও চিঠি আসবে। কিন্তু মানি ওয়ার্ডার ফর্মে যা লেখা তার মানে কোরলে এই দাঁড়ায় যে, বাবা কেমন আছো? বেতন সত্বর পরিশোধ করিবে। কিন্তু আনোয়ার টাকা পেয়ে আর ছাত্রত্বের কোনো উপাদান তার স্বভাবে খুঁজে পেলো না। বরং যে কন্ট্রাক্টর তাকে গত পহেলা তারিখ দুই শত টাকা ধার দিয়েছিল তার সম্বন্ধে যেসব চরিত্রের দুর্নাম শুনে এসেছে সব চেনা একসঙ্গে এসে তাকে বাহবা দিতে লাগলো।

বড় শহরের বিশেষ করে যে শহর বড় হতে চলেছে, তার তলে তলে একটি বিরাট অন্ধকার রাজ্য গড়ে ওঠে। আনোয়ার মেসে থাকতে তার অনেক জায়গার সঙ্গে পরিচয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ স্বাস্থ্য ও মন ভালো থাকায়, বারে ঢুকে এক বোতল জিন নিয়ে সে হোটেলে ফিরে এলো। সিনেমায় কোনো যৌন প্রধান ছবি না থাকায় তাকে কোনো চলচ্চিত্রই সেই রাতে আকর্ষণ কোরতে পারলো না। শুধু ঘরে ফেরার বহু পরে ঢলে পড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থায় বিগত সময়ের কিছু কিছু বিষণ্ন স্মৃতি তাকে ডাকতে আরম্ভ করলো। মনে পড়ে গেল, একটি মেয়ের সাথে ঢাকায় এসে পরিচয় হয়েছিল। মফস্বলের মেয়ে। নুতন ঢাকায় এসেছে। সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ার মতো বয়সে! কতকটা অবাঙ্গালী-সুলভ হলেও হিন্দু মেয়েদের মতো সাবলীল। বন্ধু ভাইয়ের সুবাদে আলাপ হয়েছিল মেয়েটার মামার সঙ্গে। ধীরে ধীরে যাতায়াতও বেড়ে গিয়েছিল। তা'ছাড়া বিকেলভরা দিনগুলো কাটাবার জন্য ওদের বাড়ীর মতো এ এলাকায় কোনো বাড়ীই আর উপযুক্ত ছিল না। মেয়েটার মধ্যে আরো একটা জিনিস ছিল, সেটা হলো, তাকে দেখলে কেন যেনো মনে হতো মেয়েটি ইচ্ছে কোরলেই গাইতে পরে। ইচ্ছে কোরলেই ভালো ছবি আঁকতে পারে। ইচ্ছে কোরলেই ভালো প্রেমিকা হতে পারে।

আর তা'ছাড়া এক একটি মুখ থাকে, দেখা হলেই ফুলের মতো চেনা মনে হয়। মেয়েটার মুখ ছিল তেমন।

একবার যখোন বৃষ্টি নেমেছিল, ঘরের রেডিওতে সিলোন সেন্টারে যখোন লতা মুঙ্গেশকরের একটি আধুনিক গান বাজছিল, বারান্দায় সাদা শাড়ী, একটি নীল ব্লাউজ। আর চেয়ারে ছিল মেয়েটা বসে; তাদের বাড়ীতে কতগুলি পোষা কবুতর ছিল। তারা বৃষ্টিতে ভিজে বারান্দায় সার সার দাঁড়িয়ে। মেয়েটার পায়ের পাশের একটা কবুতর ছিল অনেক রকমের নীল; সেইদিন বৃষ্টিতে মেয়েটার বাসায় আনোয়ার অমনভাবে আটকে যাবে, তা সে চিন্তাও করেনি।

মেয়েটা ছিল বারান্দায়। তার মামা বৃষ্টির আগে দোকানে গিয়েছিল সিগ্রেট কিনতে, বৃষ্টিতে সে আটকে গেছে দোকানে। আর বাড়ীর অন্যান্যরা তখোন ভিতর ঘরে। আনোয়ারক একা পেয়ে মেয়েটা বলেছিল, আমার নাম কি জানেন? আনোয়ার বাইরে থেকে লাবণ্য পছন্দ কোরেছিল মেয়েটার। নাম কোনোদিন সে শোনেনি। কিন্তু মনে মনে একটা নাম ঠিক কোরে রেখেছিল। ইচ্ছার ভিতর সেই নাম। কণ্ঠে উচ্চারণ করেনি, কিন্তু হৃদয়ে উচ্চারিত হয়েছে।

মেয়েটার কথায় সে ঢোক গিলে বোললো ঃ কেন, খেলবেন?

বাইরে বৃষ্টিধারা। কত সুন্দর নির্জনতায় আরো কত সুন্দর কোরে সে কথাটা বোলতে পারতো। কিন্তু বোলতে পারলো না ভেবে নিজেকে সঙ্কুচিত মনে করলো।

মেয়েটা তখোন কবুতরগুলি দেখছে। আনোয়ারের এর রকম অস্পষ্ট কথা শুনে ধীরে সে বোলে উঠলো ঃ না, এমনিই বললাম। বৃষ্টির দিনতো। হঠাৎ কেন যেনো লুডুর কথা বনে হলো!

আবার আড়ষ্টতা এসে ঘিরে ধরতে চাইলে আনোয়ার একটু চটপটে হবার জন্য অভ্যাস কোরলো। তাড়াতাড়ি বোলে ফেললো ঃ কতবার ভাবি আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলি কিন্তু

ঃ কিন্তু কি?

ঃ সাহস হয় না। কি ভেবে বসেন আবার

ঃ না ন ওটা আপনার ভুল ধারণা। মনে করার কি আছে

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল অনেক পরে। মেয়েটা মামা চলে এসেছিলেন আকাশে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল কবুতরগুলি। আর আনোয়ার সন্ধ্যার সমস্ত আকাশ চপ্পলের নীচে ডলতে ডলতে বোলেছিল যাই।

মেয়েটা শেষ বার চোখ নীচু কোরে যেনো তার সেই কিছুক্ষণ আগের কথাটার প্রতিধ্বনি কোরে বোলে উঠেছিল ঃ আবার আসবেন।

হয় না। অনেক সময় অনেক কিছুর সম্ভাবনা দেখা গেলেও অনেক সময় অনেক কিছু সম্ভব হয়ে উঠে না। সেই বাড়ীতে আর কোনোদিন তার যাতায়াত ঘটে ওঠেনি এবং তারপর থেকেই মেসে থাকা অবস্থায় তার স্বভাবও কেমন দ্রুত পাল্টে যেতে লাগলো। আজকে আবার সেই মেয়েটা তাকে অকারণ জাগিয়ে দিয়ে গেল। ফলে সারারাত স্মৃতি তাকে উত্যক্ত করলো। বিস্মৃতি তাকে ঘুম পাড়াতে চাইলো। আর যখোন সে ঘুমালো তখোন ভোর হবার মতো সময়। পরদিন মশারী উঠাতে যাবে, এমন সময় বুকে ব্যথা পেলো সে। অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছিল বুঝি কালকে!

স্মৃতি আর স্বভাবকে সে কি কোরে ছাড়বে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব সারমেয়

এইসব সারমেয় শরীর সর্বদাই নাদুস চিকন পেলব মেদে আবৃত থাকে। এঁটেল শক্ত আবার অলৌকিক ভাবে নরোম পশমে বাঁধা এদের দেহ বল্লবী অবলোকনে মনে হতে পারে, এরা ভল্লুকের বংশধর। অভিশাপে সারমেয় প্রাপ্তি ঘটেছে।

নরোম ঘাসের সবিস্তার সবুজ লনে সূর্যোদয়ের আগে এরা ঘুম থেকে জেগে আরামদায়ক লেজ নাড়ে কচিৎ কদাচিৎ। স্বভাবতঃই রৌদ্র মাখা ঘাসের জমির লাবণ্য দেখার প্রত্যাশায় এরা প্রায়শঃই লেট রাইজার হয়ে থাকে।

ঘুম থেকে জাগার সময় এদের গলার চিকন সরু বন্ধনীর টানটান আভিজাত্যে এরা হাই তোলে।

ভাগ্যিস গভীরভাবে আর্শী দর্শনের নিয়মিত অভ্যাস এদের নাই।

তাহলে হয়তো টের পেতো, তাদের মনিবেরা সদ্য বানানো ঝকঝকে বাড়ী, গাড়ী, অবাধ ঘাসের মখমল পাতা জমির সবুজ দ্যুতিরা সাথে মিল ঘটিয়ে তাদের যার যার গলায়, সরু চিকন এতদিনকার লোহার হাল্কা শৃঙ্খলের বদলে, বিশ্বব্যাপী সোনার ঘাটতির মুখেও, অদ্ভুত রুচিশিল্প পরিশর্নপূর্বক সরু সুন্দর লতানো সোনার শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছে।

এবং আধুনিক লিপিশিল্পের উন্নতির সাথে সাথে যার যার বাড়ীর দরোজায় উচ্চ পারিশ্রমিক দানপূর্বক কোনো নাম করা শিল্পকে দিয়ে 'বি উইয়ার অব ডগস' এবং 'কুকুর হইতে সাবধান' এই যুগপত ইংরেজী বাংলার সতর্কবাণীটিও সম্প্রতি লিখিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সতর্কবাণীর লিখিত কাষ্টখণ্ডের ডিজাইনেও পরিবর্তন ঘটেছে বইকি!

একটি অভিজাত এলাকার স্বচ্ছ জায়গায় জেগে ওঠা সারি সারি তিনটি বাড়ীর সারি সারি দরোজায় এরা বিকেলে যার যার মনিবের ক্লাব গমনের গুরুগম্ভীর ভঙ্গিটি দেখতে অভ্যস্ত। অথচ সবুজ লনে ফড়িং উড়ছে– মাঝে মাঝে এদের লোভ হয়, খেলা করি, কিন্তু পারে না। নীরব নিজঝুম সচ্ছলতার সবুজ ঘাসের লনে তাদের এই অধিকার নাই। রাস্তার কুকুরের মতো কিম্বা বিড়ালের মতো হঠাৎ জঞ্জালের ভিতরে টুকরো কাঁটা খুঁজে পাওয়ার পর অস্থির আনন্দিত খেলার ছোটলোকী, আদেখেলাপনা এই সব আরামদায়ক রাজ্যে যারপর নাই নিষেধ! এদের মনিবদের প্রতিটি বাড়ীর দরোজায় সুন্দর দামী সিল্কের কাপড়ের পর্দা টানানো থাকে। ভিতর বাড়ীতে অনেকগুলি আরামদায়ক শোবার ঘর। ডরমিটরী। প্রত্যেকের বয়স্ক বয়স্কা যুবক যুবতী ছেলে মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা। বাথরুমের সংখ্যাও দু তিনটি কোরে। এরা স্বভাবত একটু শুচিবাইগ্রস্থ হয়। বিশেষ কোরে এদের যুবতী মেয়েরা। মেয়েলী স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় সাজসরঞ্জামে তাই ওদের যার যার গোপন বাক্‌স, ভর্তি থাকে।

বয়স হওয়ার সাথে সাথে এদের মাতৃ পিতৃস্বভাবের অদ্ভুত ব্যাপারে এরা আশ্চর্যন্বিত হয় না।

অবশ্য পিতৃবংশের কৌলিণ্যে তাদের কালো টাকার পরিমান কম নয়। বিদেশী সিগারেট অনায়াসে কিনতে তাদের কষ্ট হয় না। এবং পরস্পর যুবক যুবতী ভাইবোন কখনো কদাচিৎ শহর ঢাকার ঐতিহ্য পরখ করার জন্য পাশাপাশি কোনো বৃদ্ধ কোচোয়ানের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে, পুরনো ঢাকার উদ্বাহু নর্দমা, উলঙ্গ শিশুর শিশ্ন উঁচু প্রশ্রাব ভঙ্গি এবং কলকাতায় ঝগড়াটে সব কুঁদুলে মেয়ে মানুষের হৃৎযৌবনজনোচিত শরীরের অর্ধেক প্রকাশমান অবস্থায় হয়তো টলটলে ইংরেজীতে বলে ওঠে কান্ট্রি অব স্লামস! অল হোরস আর কোয়ারেলিং আন্ডার ওয়াটার! দেশের ভিতরে নকলভাবে তৈরী করা এক একটি মার্কিন মুলুক অথবা লন্ডনের কোনো অঞ্চল, কিম্বা প্যারিসের 'মোপারনাস' এদের ঘরবাড়ীগুলি! এদের যেখানে গমনাগমন সেটাও তাই। সেখানেও পরস্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষদের অকস্মাৎ বেলেল্লাপনা কি চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা দোষণীয় নয়। বরং দেশটা যৌনতায়, এবং অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা পাচ্ছে না, তার জন্যে তাদের ক্ষোভ কম নয়। ভিতরে ভিতরে তাদের রক্তমাংস জ্বলে পুড়ে যৌবনের আগ্রাসী অধিকারকে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায়!

কিন্তু বাধ সাধে এ দেশের দুর্ভিক্ষ!

এ্যান্ড সি দ্যাট ফ্লাট! হি ইজ পিসিং আন্ডার দি ব্লু স্কাই! পাসপোর্ট পেলে রুবী আপার কাছে গিয়ে প্যারিসে থাকতাম! পিকাসোর কত ছবি যে এখনো দেখা হয়নি। ভাইয়ের কেতাদুরস্ত এই কথার ভিতর বোনটির কোনো ভাবান্তর ঘটে না! বরং হয়তো বলে ওঠে– দিজ পুওর ফোক, ইভন ডাজ নট নো দি আর্ট অব লাবিং! কুডন'ট ইউ রিমেম্বার আওয়ার জারনি টু ইন্ডিয়া? এ্যান্ড দেয়ার অন অজন্তা'স কেভওয়াল, হাউ ওয়ান্ডারফুল, দি ড্যান্সিং অপ্সরাস! নেকড ইনোসেন্ট বোডি লাইক বিভারস, ফুল অব ওয়েভস। রিয়্যালী, আনফরগেটবল!

আচ্ছা, ঐ ভদ্রমহিলাটি যেন কে ছিল? আমাদের যে চিনিয়ে দেয় একে একে কোনটা কোন শতাব্দীর নর্তকী! ওহ হাউ সসি হার বোডি। অজান্তা স্টাইলে কিছুদিন এসে শাড়ী পরলাম, হতভাগাগুলোর সইলো না। এতটা শরীর শাড়ীতে ঢেকে রাখা যায় নাকি?

ভাইটি হয়তো এ সব কথা শুনতে অভ্যস্ত। গাড়োয়ানকে নির্দেশ দেয়– ফিরে যেতে। সন্ধ্যের অন্ধকারে তারা ফিরে আসে। বাড়ীর দরোজার ভিতরে তখোন হয়তো কারো মা মিসেস আশফাক, অথবা মিসেস চৌধুরী ডায়ালে ব্যস্ত। ফোন করে স্বামীর ব্যবসায়ী বন্ধুকে জানিয়ে দিচ্ছে দেন ইউ আর কামিং টু চ্যাম্বেলী? ওকে! উই উইল বি দেয়ার ইন টাইম!

সন্ধ্যাবেলা রাত্রিবেলা

এক সময় বেলা পড়ে আসে। দু'দিন ধরে রেডিওতে ঝড়ের খবর! সবাই মেঘগুলি খুটে খুটে দেখে। আকাশে মেঘ, খাঁজ করা চুলের মতো, কোথাও একটা দুটো চিকন রেখা। সবার চোখ মেঘের পাশে সাদা রোদ খোঁজে। কিন্তু এক সময় বেলা পড়ে আসে। বাইরে দু'জন, দশজন লোক বাড়তে থাকে। গুমোট গরম, লোক বাড়তে থাকে। ঘাসের উপর পায়ের ছাপ পড়ে। ঘন ঘন কথা। স্যান্ডেল জমে ওঠে সাদা কাগজের উপরে বড় বড় অক্ষরের মতো লাইব্রেরীর মাঠে। রাজীব কথা বলে না। এক সময় মেঘকে ভেল্কী দেখিয়ে সমস্ত আকাশ ছিমছাম হয়ে পড়ে। দ্রুত ঝিরিঝিরি বাতাস বইতে থাকে। নিশ্চিত বিবাদ অথবা আপদের আক্রমণ ছাড়া পাওয়া গেল বলে। দলে দলে লোকের আলাপ দ্রুত হয়। কিন্তু রাজীব কথা বলে না।

শুধু তাকে প্রতিধ্বনি করে গাছের তক্ষক। লম্বা দোতলা দালানের চিলে কোঠায় শুধু তাকে প্রতিধ্বনি করে একটা বেহায়া বাদুড়।

ধীরে ধীরে আলো জ্বলে ওঠে। আর ধীরে ধীরে সে উঠে পড়ে। কোথায় যাওয়া দরকার। কিন্তু ভালো লাগে না। আবার বসে। আবার তক্ষক ডাকে।

নিজের নিশ্চিত নিঃশ্বাসকে শাসন করে এ যেন হঠাৎ কোরে আত্মবিজয়ের মতো। বেলা যখোন সমস্ত পড়ে গেল তখন সে উঠে পড়লো।

কিন্তু কথা ছিল আসবে। একসঙ্গে একটি শান্তির মীমাংসায় পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু মনিকাকে সারা লাইব্রেরীর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এক এক সময় প্রতীক্ষার এমন কড়া শাসনে কোনো কিছু মনে হলেও সেটা মানিয়ে নেওয়া গেছে। কিন্তু মনিকাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রতীক্ষার এক একটি সময়– এক একটি শান্তির মতো তাকে ভীত কোরে তুলেছিল, তবু যে পর্যন্ত ঝড় না আসে, যে পর্যন্ত দিন না ছিঁড়ে যায়– যতটুকু এসেছে ততটুকু সময় সে মনিকার জন্য আজ ব্যয় করেছিল। প্রতিদিনের মতো একটি ধ্রুব বিশ্বাসকে বনেদী আমলের ঘোড়ার মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। কিন্তু এক সময় বেলা পড়ে এলো ঝড় হলো না। এক সময় সমস্ত আকাশ ফরসা হলো। লাইব্রেরী মাঠে অনেকবার অনেক লোক কথা বললো। প্রেম শব্দটা উচ্চারিত হলো। রাজার মতো কেউ মেয়ে মানুষের কথা বললো। কিন্তু মনিকার আজ যেনো কোনো সময়ই হলো না। তার ব্যয় করা সময়কে পুষিয়ে দেয়ার মতো।

তাই রাজীবের হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতে হলো। একবার কোথাও যেতে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঘড়ির দিকে চোখ রেখে সময় জেনে নিয়েছিল যেই মেয়ে। আজ তার সময়ের দিকে মনযোগ নেই, আশ্চর্য। তার ঠোঁট বিড় বিড় করলো। অথবা সময়কে ঠিকই মনে রেখেছে মনিকা। কিন্তু সময়ের ঘড়ি পাল্টে গেছে তার।

এই সময় আকাশে এরোপ্লেন উড়ে গেল আর তার ভাবনাগুলি বাধাপ্রাপ্ত হলো।

আবার ঘড়ি দিকে তাকালো, যে সময়ে তার ফেরার কথা, তা পেরিয়ে এখন খাওয়ার সময়। অগত্য রিকশায় উঠে পড়লো রাজীব। হাতে হঠাৎ একটি সিগ্রেটের সোনালী কেসের প্রয়োজন অনুভূত হলো তার।

ঃ ন্যমার্কেটে অনেকদিন যাইনি, কেনা হয় না!

ঃ আমি তোমাকে কিনে দেবো।

একবার এ্যান্টিকসের দোকানে যে মেয়েটাকে দেখে ভালো লেগেছিল, সে রকম অদ্ভূত গলায় মনিকা এবার সিগ্রেটের সোনালী কেস কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আর এক রবিবারে সিনেমা দেখার দিন দেয়াশলাইয়ের আলো জ্বালতে গিয়ে সারাটা কাঠি সে ধরে রেখেছিল আঙ্গুলে আর এক সময় আগুন আঙ্গুলে এসে ছুঁতে মনিকার সে একটা অদ্ভুত ভীতি দেখে রাজীব হেসে বলেছিল ঃ বুঝলে মনিকা, আমি কোনো কিছু একেবারে না পুড়িয়ে সুখ পাই না।

ঃ তুমি ওরকম চোখে তাকিয়ো না।

রাজীব বুঝি তখন তার চোখে আগুনের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

কিন্তু সে অনেকদিনের কথা। কয়েকদিনের নয়। রিকশা ধীরে ধীরে গাছ অতিক্রম করে। রাস্তার মোড়ে সেই বেশ্যাটাকে দেখা যায়। হাইকোর্টের রাস্তার মোড়ে। স্বীকার করতে লজ্জা কেউ করে না। এক রাতে মনিকার কাছ থেকে ফিরে এসে সে এই বেশ্যার পিছু নিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ঘর নেই? বুকের স্তনে কাটা কাপড়ের প্যাচ লাগানো। জামাটা ককেটিশ ভঙ্গীতে কাঁপছে। কালো মাংসের উপর চাঁদের জ্যোৎস্না। মোটের উপর ভোগচিহ্ন ফুটে আছে বেশ্যাটার পুরু ঠোঁটে। কিছুদিন আগে গগার ছবি দেখেছিল। কালো পুরু মেয়ে মানুষের নিতত্বের বাঁক পুরু ফুটে উঠেছে। পায়ের গোড়ালী ভাসা জামরুলের মতো ভরা। কোনো কোনো মেয়েমানুষের শরীর আশ্চর্য রকমের ভালো। আশ্চর্য রকমের উত্তেজনার যোগান দেয় কোনো কোনো মেয়েমানুষের গায়ের রং। ছবির পাতা উল্টে তার জামা আর পাজামার ভিতর হাওয়া ঢুকে বাথরুমে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা হয়তো ভুলে যাওয়ার মতো। এতদিন বীর্যের কোনো বিদ্রোহ তাকে বিশৃংখল করেনি। কারণ প্রেমবোধ একটি যৌবনকে অনেক দিক দিয়ে রক্ষা করে। একটি প্রেমিক ভোগবাদী হতে পারে না। প্রেমিকের বীর্য থাকে সহিষ্ণু ভালো স্থির নদীর জলের মতো। শরীরের পাড় ভাঙতে তার অতো বাঁচোয়া নেই। গরজ থাকে না শরীরের। কিন্তু অনুশীলন থাকে অনুভূতির। তাই মন তাকে চালায়। শরীর নয়। প্রেমিকের ভালোর মধ্যে এই, যে লম্পট হয় না। তাই মনিকার কাছ থেকে ফিরে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রাত্রে এক রকম পুরু সহজলভ্য, কাটারক্তের লাল বিদ্রোহের মতো মেয়েটাকে হাতে পেয়েও, সে কোনো কিছু করেনি। ইচ্ছে করলে সে তাকে রিকশায় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে সারা রাত যেমন ভঙ্গীতে হোক, সব রকমের সবকিছু চালাতে পারতো কিন্তু তা হয়নি। হয়নি বোধ হয় দুটি কারণে।

এক, মনিকা বলেছিল, যৌবন মাঝে মাঝে আমাদের ভয়ানক প্রতারণা করে। পুরুষ প্রতারকও বটে। অন্ততঃ আমার মনে হয় তুমি সে দলের নও।

দুই, মনিকার মুখের ভিতর যে গন্ধ, তা এই রাস্তার মেয়েটা তাকে দিতে পারবে না। চুমু খেতে গিয়ে দুর্গন্ধ উঠে আসবে। মেয়েটির দাঁত ময়লা। মনিকার আঁচ করলো বরং দাঁতের মধ্যে যে এলাচের সৌরভ আছে, এর দাঁতের মধ্যে তা নেই বরং মরা ইঁদুরের দুর্গন্ধ! তাছাড়া আরো কারণ আছে! শরীর গরম হয় দুটো কারণে। মানুষ হতাশায় ভুগলে বেশ্যাগামী হয় সে শুনেছে এবং এক রকম অভিজ্ঞতাও তার আছে। তার প্রমাণও সে পেয়েছে। আর মানুষ অভ্যাসের পাল্লায় পড়েও এসব কাণ্ড করে। কিন্তু সে রাত্রে এর কোনোটাই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। সারা সন্ধ্যা ছিল ভালো কথায়, ভালো চুমুতে ভরা। স্বাস্থ্য ছিল উত্তম। কাপড় চোপড়ে কোনো ময়লা ছিল না। মনিকা তাকে সেদিন সন্ধ্যায় আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে দিয়েছিল।

ব্যাগ থেকে পাতলা মিহি রুমাল বের কোরে নিজের মুখের ঘ্রাণমাখা ঘাম মুছে বলেছিল, তুমিও মোছ।

মানি ব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের কোরে বলেছিল, আজ স্কলারশীপের টাকা পেলাম। এ দিয়ে তুমি তোমার কবিতার বই কিনো। ন্যুমার্কেটে ভালো চায়ের দোকানে চা খেয়েছিল। কায়েদে আযমের ছবি আয়নায় বাঁধানো। ছিমছাম সুন্দর কাটছাঁট চেহারায় কায়েদে আযম। শরীর যতটুকু হলে নয় ততটুকু শরীর। চোখ মুখ মানুষের চেহারার মতো। যেনো এ রকমই হওয়া উচিত ছিল কায়েদে আযমের। এর চেয়ে বেশী খাটো হলে, বেশী মোটা কিংবা এর চেয়ে অন্য কায়দার পোশাক পরলে ঠিক তাকে মানাতো না। রাজীব অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল কায়েদে আযমের দিকে।

মনিকা তার চোখে হঠাৎ অঙ্গুলী ছুঁইয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমাকে কিন্তু কায়েদে আযমের মতো লাগে।

কেমন?

ও রকম শরীর। ও রকম চিকন। মোটা লম্বা। চুল উল্টো করে আঁচড়ানো। কেবল পার্থক্যের মধ্যে তুমি পাজামা পাঞ্জাবী পর।

আর আমি কোনো দেশ স্বাধীন করিনি।

কিন্তু দেশ জয় করছো তো।

হঠাৎ মনিকা মুখ নীচু কোরে থাকাতে সে বলেছিল, কি রকম? দেশ দেশ করছো, জানো আমি ঘরের একটি বিছানাও জয় কোরতে পারলাম না এতদিনে। আর তুমি কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না..। বাক্য শেষ না হওয়ার আগেই মনিকা কথাটাকে নিজের মুখে জড়িয়ে বলেছিল, কেন? আমি যদি বলি আমি একটা দেশ।

ওঃ! হো হো করে হেসে উঠেছিল রাজীব। ও রকম কত কিছু বলা যায়।

তারপর এক রিকশায় মনিকাদের বাসা পর্যন্ত গিয়েছিল রাজীব। আকাশে কোনো চাঁদ না থাকলেও যেনো পূর্ণিমা থাকতো সে রাতে, এমন পাশাপাশি সেদিন তারা রিকশায়। গাছগুলি এক একটি ফুল ফুটিয়েছে। নতুন কোরে বিজ্ঞান ভবন প্রস্তুত হচ্ছে মেডিক্যালের মোড়ে। বহু ইলেকট্রিক আলো। সুইস বোরিং এর শব্দ। মনিকা হঠাৎ বুকের কাপড় আলগোছে রুমালের মতো রাজীবের নাকের কাছে এনে বলে উঠেছিল, শুঁকে দ্যাখো, সারাদিন কোথাও বেরোইনি। বিকেলে বাবা অদ্ভুত একটা সেন্ট কিনে এনে দিয়েছিল আমাকে। তাই মেখে বেরিয়েছি। কেমন বকুল আর বেলফুলের জড়োয়ার গন্ধের মতো না?

রাজীব নাকে বার বার নিঃশ্বাস টানছিল। অনেক সুখে ভরা ছিল সেই রাত্রি। সবদিকে আলো। আকাশে অর্ধেকমাত্র চাঁদ আর গাছের সারি। সুইস বোরিং এর শব্দ। বহুতলা দালানেরমতো একটি দালান হঠাৎ যেনো রাজীবের সামনে খেলে গেল, তার মুখ এখন মনিকার মুখের ভিতর।

তারপর তাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় রাস্তার বেশ্যা মেয়েটার সাথে দেখা।

ভালো জিনিস না খেলেও তার কাছাকাছি থাকার পর যেমন খারাপ জিনিসের প্রতি খিদে থাকলেও আর পরে থাকে না সে রাত্রে তেমন অবস্থা হয়েছিল তার। একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া প্রবাহিত হয়েছিল বটে। মনিকাকে নামিয়ে দেওয়ার পর। কিন্তু মনিকার সান্নিধ্য থেকে ফিরে এসে আর কোনো মেয়ে মানুষের নিঃশ্বাসও যেনো তার ভালো লাগছিল না। আর তাছাড়া রাজীব সেই চিত্তের অধিকারী, একটা বিলাসী রিক্ততার জন্য যারা সমস্ত সম্পদ বিসর্জন দিতে রাজী। প্রিয়জনের জন্য সন্যাস নেওয়া যে তাদের একটা ধর্ম। এই ধরনের অসুস্থ মানসের অধিকারীও বটে। কিন্তু রাজীবকে তাও বলা যায় না। প্রেমের জন্য একটি সামাজিক চলতি প্রবাহকে সে বিসর্জন দিতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতর সে যা গড়ে নিয়েছে, তার নিজের ইচ্ছের ভিতর যে সহজাত সন্ধান সেটাকে সে কোনোদিন বিসর্জন দেয়নি।

মনিকার চরিত্রের কোনো চলমান সাদৃশ্য নেই অবশ্য রাজীবের সাথে। কিন্তু মেয়ে হিসেবে, সে কোনো কিছুতে খারাপ নয়। উষ্ণ স্বাস্থ্যে ভরপুর। পড়াশুনায় ভালো। বুদ্ধি ও মেধা শতকরা দশজনের পর্যায়ে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির সে বিশ্বাসী। আর তাই শিল্প সাহিত্যে তার ঝোঁক কম নয়। কবিতার প্রতি পক্ষপাত রয়েছে। বৈবাহিক মানুষের প্রতি প্রসন্ন একটি ধারণা না থাকলেও প্রতিক্রিয়াশীল কোনো মতবাদ নেই। জীবনের ভুলত্রুটিকে সে অস্বীকার করে না। একটি কথা তার সবচেয়ে রাজীবকে আকৃষ্ট করে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে নেয়া। মেনে নিলেই হলো। অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে তবে বেঁচে থাকতে হয়। মানুষের জীবনের মধ্যে কোনোকিছু সম্পূর্ণ ভালো নয়, কোনো কিছু সম্পূর্ণ খারাপ নয়। আর মনিকা বলতো, আত্মীয়ের সূত্রে শুধু রক্তের সম্পর্কই কাছে আসে না। একই স্বভাবের স্বভাবী মানুষ একমাত্র শ্রেষ্ঠ আত্মীয়। আত্মার কথার সাথে যার সায় নেই সে কি কোরে আত্মীয় হয়!

যার জন্যে সে অনেকের বাড়ী যেতো না। ঘন সম্পর্কের কারো সাথে তার মিল ছিল না। নির্জনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু নির্জনতার শিকার নয়। মতামতের মিল থাকায় রাজীবকে তার ভালো লেগেছিল। রাজীব তাকে ভালো লাগার আগে ভালোবেসে ফেলেছিল এবং সেটা যদি ভালোবাসা হয় তবে বলতে হবে রাজীব ভুল করেনি। কিন্তু যা ভুলের ছিল সেটা সে ভেবে দেখেনি মানুষ মনের চুক্তির দাস না হয়ে মাঝে মাঝে মানুষের এবং পরিবেশের দাস হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাসনায় মাইল মাইল

কখোন তার হৃদয় থেকে এটা আশ্চর্য পাখি উড়তে চেয়েছিল সে জানে না। কিন্তু গোলাপের মতো নরোম হচ্ছিল যে তার যাবতীয় স্বপ্ন, সে তা বুঝতে পেরেছিল এবং বুঝতে পেরে, পৃথিবীর মানুষের ক্ষণিক অবধারণকে বাঁয়ে রেখে যেখানে কেউ যায় না- (ক্বচিৎ দু'একজন ছাড়া) সেখানে বুক ভরে নির্জনতা নিয়ে সে বসবাস বেঁধেছিল। দূর থেকে তার প্রাণ-প্রেমিক, মাতা-আত্মীয়স্বজন, অভিশাপময় অবেলায় হাত নেড়ে নেড়ে কিছু বলাতে যে প্রত্যুত্তর হয়েছিল জগৎবাণীর গভীর স্বরে তার অর্থ করলে দাঁড়ায়- ঐ লোকটা তিন মাথাওলা পশুর চেয়ে নির্জন! অথবা নদীর অন্তরালের অবেলার চেয়েও অসহায়- ওকে আর তোমরা পিছনে ফিরতে বলো না।

সে জানে– তার জীবনী কেউ লিখবে না। সে কোথায় কোন দয়ার শিং এর গুঁতোয় বুকের হৃদয় ভেঙ্গেছিল, শিশু বেলায়; নরোম বল নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে– অন্ধকারে গিয়ে আবার নির্জন স্তব্ধতার মতো আত্মধ্বংসের উল্লাসে মেতেছিল, তাও কেউ গল্পচ্ছলে লিখবে না। এসব জেনেও তবুও তার দুঃখ নেই।

এক ইংরেজ কবির দুটো স্তবক, সেই কবেকার কিশোর বেলায় ভাঙ্গা-বেঞ্চির উপর বসে, যার মাস্টার ছিলেন আজীবন-কুমার এক বন্ধু নাম সরোজ সেন-সেই বটগাছটার ছায়া খাওয়া ক্লাসটায় বসে সেই ইংরেজ কবির যে দুটো স্তবক সে মনে মনে নিজের কথা বোলে আত্মার বর্ষার জোয়ারের মতো হঠাৎ জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল, সেই দুটো স্তবক আজ তাকে নিজের সন্দর্শনের ভাষ্যে খেলিয়ে শান্তির হাওয়া দেয়। রক্তের মধ্যে মিশে যাওয়াতে সেই দুটো স্তবক ঠিক কথাগুলো তার মনে নেই, কিন্তু ভোর না হতেই পাখিগুলোর মনময় কলস্বর শুনলেই সে বুঝতে পারে সেই কবির মতো তারও এ এক অন্ত-স্বাদ! "আমাকে কেউ না জানুক- কেউ না জানুক- কেউ ভুলেও আমার নাম না করুক– এই-ই চাই প্রভু আমাকে একটা তুচ্ছ পাথরের মতো বাঁচতে দাও। যে পাথরের দিকে কেউ কোনো দিন ফিরে তাকায় না। ঠিক তেমন এক শ্যাওলায় ধূসর পাথরের মতো।" হয়েছিল তাই। হবে না কেন? মানুষের অন্তর্মর্ময় গুঞ্জন নাকি এক রকম দেবদূতের আবির্ভাব হয়। তারা আপনাপন কর্মের বাইরে ওড়ে না। ঐ লোকটার দেবদূত তার বাসনা মাফিক নির্জনের কালো অববাহিকায় ওকে ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। যার কূল থেকে দেখা যায়– শোনা যায়, সূর্য ওঠা স্তোত্র ঢেউ পরপারের দৃশ্যময় সান্ত্বনা আর সফেন-সুন্দর তরুণীদের বাওয়া স্বর্গফেরত সাম্পান যে সব তরুণীদের কোলে জীবিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃনাল ফুটতে দেখা যায় না, যাদের চোখের কোণাভূমি দাঁড়ালে পিছনের কান্না জগৎটাকে মনে হয় মৃত কবর-কবর-কবর।

পশ্চাৎ থেকে এ দূর এই অচেনায় চলে আসায় সেই লোকটাকে কেউ চেনে না আজকাল। অথচ এই অচেনায় থেকেও সব চেনার ভেতরে তার বসবাস পদ্মপাতার পুকুরে গোলাপের সুগন্ধে মৃতদের কবরে, সদ্য ঘাস জাগা যুবর ভেতর থেকে শুভসংবাদের কমল ভাসান আজ তার নির্জনতার সরোবরে।

মায়ের আভাসগুলো ছিল ঠক পাখিওড়া ভোরের মতো– ফুল ফোটানোর যন্ত্রণার মতো– একজন বুলবুলির গোলাপগ্রস্ত মৃত্যুর মতো।

মা তো বোলতেন, গর্ভস্থিত বাসনা ছিলি– গর্ভে ফিরে যাবি। মাত্র দু'পায়ের এই এতটুকু পথ-এর উপরের কোনো পথিকের জল পিপাসার জল জোগানোই যেন আজীবনের প্রেম হয় তোর।

আর সেই প্রত্যুত্তরে নির্জন লোকটা মনে মনে বোলেছিল একমাত্র দেবী তুমি, তোমার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলো পেয়েছিলুম– আলোর কণার অভ্যর্থনা নিয়ে আবার সব কথার সৎ ব্যবহারে কোরে উৎসে ফিরে যাবে।

সেই কথার অন্বেষাই এখন তার মরণের অনাবিল নদী তার বোধির সব কোলাহলময় জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়েছে– একটা কোলাহলহীন প্রয়োজনীয় মৃত্যু তাকে আশীর্বাদ দিয়ে প্রেমিকার অভাব ঘুঁচিয়ে দিয়েছে।

আর তাই একে একে লিফটের সিঁড়ির মতো অন্ধকার-বন্ধু-জীবন-প্রেম জ্ঞান সব পেরিয়ে– পৃথিবীর উচ্চতম এক শ্বেত প্রাসাদের সর্বোচ্চ নির্জনে সে বসবাস নিয়েছে, যেখান থেকে দেখা যায় পরপারে সেই স্বর্গ-ফেরত সাম্পান নিয়ে কোলিকোবিদ জগৎহীন তরুণীদের যাদের চোখের অভ্যন্তরে পৃথিবীর সবুজ অরণ্যের যন্ত্রঘর্ঘরহীন মাইল মাইল ঘুমের সমাহিতি।

এখন তাই সে সব নিয়ে নির্জন। নির্বাসনাময় 'সব পাওয়ার' দেবতা। তার জীবনের দর্পনে হাওয়া দেয় সবুজ গাছপালা। গোধূলির সন্ধিতে উল্লাস করে মাইল মাইল অরণ্য। তার বাইরের পৃথিবী এখন ভিতরের ঈশ্বরের হয়ে তার অনুপম দোসর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~